চৈতন্য-মঙ্গল।

সূত্রখণ্ড।

কবিবর—

শ্রীলোচনদাস কর্ত্তৃক

বিরচিত।

শ্রীরা[illegible]রত্ন

সংশো[illegible]শিত

[illegible]

[illegible]পুর,—[illegible]গণযন্ত্রে

[illegible] বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

[illegible]। [illegible]মাঘ।

উৎসর্গঃ।

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমন্মহারাজ ত্রিপুরারাজ্যাধীশ্বর-
বীরচন্দ্র বর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর-
করকমলেষু—

মহারাজ!

সম্প্রতি আমি "চৈতন্য-মঙ্গল" গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহা প্রভুর লীলা অতি সুন্দর কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে, আপনি কবিত্ব ও গীতিপ্রিয়, ইহাতেও একাধারে দুই বস্তু বর্ত্তমান। সুতরাং আপনি, আপনার অমাত্য শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া সুখী হইবেন। আশীর্ব্বাদ করি, এই "চৈতন্য-মঙ্গল" পাঠে আপনার চিত্তের মঙ্গল হউক।

সন ১২৯৯। ১ মাঘ।
বহরমপুর,

আশীর্ব্বাদক।
শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

বিজ্ঞাপন।

"চৈতন্যমঙ্গল" নামে পুস্তক খানি বহুদিন বৈষ্ণব-সমাজে চলিয়া আসি-তেছে। অনেকের গৃহেই হস্তলিখিত পুস্তক আছে ও অনেকেই ইহার মর্ম্মও অবগত আছেন। দ্বিতীয়তঃ "চৈতন্যমঙ্গল" গায়কদিগের হস্তে পড়িয়া আরও বিস্তৃত হইয়াছে, কারণ নবদ্বীপ, রাঢ়, বরেন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের অনেক স্থানেই "চৈতন্যমঙ্গলের" গান বিশেষ পরিচিত বস্তু। আক্ষেপের বিষয়, এই গ্রন্থ এযাবৎ বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত হয় নাই। কলিকাতার বটতলার মুদ্রিত একখানি গ্রন্থ আছে, তাহা যে কেমন পরিপাটী-যুক্ত ও বিশুদ্ধ তাহা বিজ্ঞজন মাত্রেরই সুবি-দিত। আমি বহুযত্নে তিন খানি প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাই আমার মুদ্রিত করণের আদর্শ। তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদ পোঃ, দৌলতাবাদ, সাদিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারি দাস সাংখ্যতীর্থের নিকট দুই খানি লব্ধ। অপর খানি আমার পূর্ব্ব-সঞ্চিত। শ্রীহট্ট, কানাই বাজার, মৈনাগ্রাম নিবাসী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের দাসানুদাস বৈষ্ণববর শ্রীরাজীবলোচন দাস মহাশয় আমাকে অনুরোধ করেন, আমি তাঁহারই আগ্রহে এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে আরও কতিপয় মহাত্মা উৎসাহ দিয়া-ছিলেন, তাহা কেবল বাক্যমাত্রেই পরিণত হইল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, এখন বৈষ্ণবশাস্ত্রের লুপ্তোদ্ধার সম্বন্ধে জনগণের কিরূপ মত। যাহা হউক আমি অনেক যত্নে ও অর্থব্যয়ে এই গ্রন্থ খানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করি-লাম। বৈষ্ণবগণ যত্নসহকারে পাঠ করিলেই আমি যত্ন ও অর্থব্যয় সফল জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইতে অন্তর্ধান পর্য্যন্ত সমুদায় লীলা সুন্দর কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে, প্রসঙ্গাধীন তদীয় ভক্তগণের বিবরণও পরি-ত্যক্ত হয় নাই, তাহা গ্রন্থপাঠেই বিদিত হইতে পারিবেন। তবে এস্থলে গ্রন্থকর্ত্তা লোচনদাস মহাশয়ের জীবনচরিত সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা গেল।

"বর্দ্ধমানের উত্তর দশ ক্রোশ, গুস্করা ষ্টেসন্ হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে কুনুর নদীর তীরে মঙ্গলকোটের নিকট, "কুয়া" বা "কো" গ্রামে বৈদ্যবংশীয় কমলা-কর দাসের ঔরসে ও সদানন্দীর গর্ভে ত্রিলোচন জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর নাম

ত্রিলোচন দাস হইলেও বৈষ্ণবসমাজে "লোচনদাস" বলিয়াই বিখ্যাত, কারণ ইনি নিজকৃত পদাবলীতে প্রায়ই "কহয়ে লোচনদাস" এই বলিয়াই ভণিতা দিয়াছেন। ত্রিলোচনের মাতামহের ও পিতামহের এক গ্রামেই বাস এবং দুই কুলের ইনিই একমাত্র কুলপ্রদীপ। তাঁহার মাতামহের একটীমাত্র কন্যা ত্রিলোচনের গর্ভধারিণী সদানন্দী, কাজেই ত্রিলোচন দুই বংশের বড়ই আদরের ধন ছিলেন। তাঁহার নিজলিখিত চৈতন্য-মঙ্গলে আত্মপরিচয় এইঃ—

"চারি খণ্ড পুঁথি এই করিল প্রকাশ। বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কো গ্রামে নিবাস॥ মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তাঁর নাম। যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম॥ কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা। যাঁহার প্রসাদে গাই গৌরগুণ গাথা॥ মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে। ধন্য মাতামহী সে অভয়া দাসী নামে॥ মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত। সর্ব্বতীর্থপূত সেই তপস্যায় তৃপ্ত॥ মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র। সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥ যথা তথা যাই সে দুল্লিল করে মোরে। দুল্লিল (আদুরে) দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥ মারিয়া ধরিয়া মোরে পড়াইল অক্ষর। ধন্য সে পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত তাঁহার॥ তাঁহার চরণে মুঞি করি নমস্কার। চৈতন্য চরিত্র লিখি প্রসাদে যাঁহার॥ মাতৃকুল পিতৃকুলে কহিল মো-কথা। নরহরিদাস মোর প্রেমভক্তি দাতা॥ তাহার প্রসাদে যেবা করিল প্রকাশ। পুস্তক করিল সায় এ লোচনদাস"॥ (চৈতন্য-মঙ্গল শেষ)।

ত্রিলোচন দাস নিজে দৈন্য পূর্ব্বক যাহাই বলুন, তিনি মূর্খ ছিলেন না। রামানন্দ রায়ের অপূর্ব্ব সংস্কৃত নাটক জগন্নাথবল্লভ স্থিত গীত ভাঙ্গিয়া যিনি বাঙ্গালা পদ করেন এবং চৈতন্য-মঙ্গল নামক গৌরগুণময় এক বৃহৎ বাঙ্গালা-পদ্যাত্মক কাব্য লিখেন ও তাহাতে নরহরি সরকার অনুমতি দেন, সুতরাং ইনি যে এক জন পণ্ডিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গৌরাঙ্গের গুণ বাঙ্গালাপদ্যে লিখিতে ইহাঁর বড়ই সাধ হয় এই জন্যই চৈতন্য-মঙ্গল লিখেন। ইহাঁর রচিত "দুর্ল্লভসার" নামক একখানি সূক্ষ্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ গ্রন্থ আছে। ত্রিলোচন দাস শাস্ত্রজ্ঞ বটেন, তবে তাঁহার হস্তাক্ষর গুলি বড় মোটা মোটা ছিল। বাঁশের কলমে তেড়েটের পাতায় লিখিতেন। এবং তাঁহার "ক, খ" তেড়েটপাতা যোড়া হইত। তাঁহার হস্তলিপি অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। এই তেড়েটপাতা লইয়া তাঁহার বাটীর কুলগাছ তলায় এক-

খানি প্রস্তরের উপর বসিয়া চৈতন্য-মঙ্গল লিখিয়াছিলেন। সে প্রস্তর এখনও বর্ত্তমান, সাধুগণ দর্শন ও প্রণাম করিতে যাইয়া থাকেন।

ত্রিলোচন আদরের ছেলে, সকলে তাঁহার অল্প বয়সেই বিবাহ দিলেন। তাঁহার শ্বশুর বাটী আমোদপুর, কাকুটে গ্রামে। তাঁহার বিবাহে মহাসমারোহ হয়, মাতামহ পিতামহ এক গ্রামের বলিয়া স্ত্রীগণের আনন্দ উৎসব ও যথেষ্ট হইয়াছিল। বিবাহের পর ত্রিলোচন শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন সরকার ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিতে যান। বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাগণের সহবাস নিবন্ধন সংসারে অনাসক্তিও অভ্যস্ত হইল। ত্রিলোচন অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুরুজনের অনুরোধে শ্রীখণ্ড ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিলেন এবং শ্বশুর বাটী পদব্রজে গমন করিলেন। বিবাহের পর এই প্রথম শ্বশুর বাটী গমন, কাজেই স্ত্রীও তত পরিচিতা নহেন। শ্বশুরবাটীর নিকটে যাইয়া একটী স্ত্রীলোককে বলিলেন, "মা! অমুকের বাটী কোন পথে যাইব?" তিনিই ত্রিলোচনের পত্নী। অনতিবিলম্বেই তাহাকে পত্নী জানিয়া বড়ই লজ্জা ও পাপভয়ে কাতর হইলেন। মনে ভাবিলেন, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় আকুমার ব্রহ্মচারী, আমারও স্ত্রী-ত্যাগের এই এক সুবিধা হইল। স্ত্রীও বড় ক্ষুব্ধা হইলেন। শেষে চিরজীবন একত্র যাপন করিলেন বটে, কিন্তু ভগ্নবিষদন্ত সর্পের ন্যায় দাম্পত্য ব্যবহার কিছুই ঘটিল না। ত্রিলোচন যে শক্তিমান্ ও জিতেন্দ্রিয়, তাহা এই ঘটনাতেই বোধ হয়। স্ত্রীর সহিত প্রগাঢ় প্রীতিও ছিল, তাহাও নিজে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"প্রাণের ভার্য্যে! নিবেদি নিবেদি নিজ কথা, আশীর্ব্বাদ মাগি আগে, যত যত মহাভাগে, তবে গা'ব গোরাগুণ গাথা"।

উভয়ের কি মধুর ভাব, এই গীতেই তাহা জানা যায়। ত্রিলোচনের গীত প্রায়ই কৌতুকরসে পরিপূর্ণ। শ্রীরাধিকা একদিন কৃষ্ণসম্ভোগ-চিহ্ন গোপন করিতে গিয়া শাশুড়ীর নিকট ছল করিয়াছিলেন, ত্রিলোচন তাহা গীতে বর্ণন করিতেছেন।

শ্রীরাধিকা—"সাঁজ দিলাম শলিতা দিলাম গোহালে দিলাম বাতি। তোমার ঘরের চোরা বাছুর বুকে মারিল লাথি॥ বুক বুক ব'লে আমি পলেম ক্ষিতিতলে। এমন কেহ ব্যথিত নাই যে, হাতে ধ'রে তোলে॥ লোচন বলে ওলো দিদি! আমি তখন কোথা?। শাশুড়ী ভুলাইতে তুমি এত জান কথা"॥

এই সমস্ত রহস্যময়ী কবিতা শ্রবণেই বোধ হয় বৈষ্ণবগণ লোচনদাসকে ব্রজের "বড়াই বুড়ীর" অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন। কারণ বড়াই কৃষ্ণ-লীলায় অতীব সুরসিকা একটী বৃদ্ধা ছিলেন।

"তুমিত বড়াই বুড়ী, হও সে নাটের গুঁড়ী" অর্থাৎ তুমিই কৃষ্ণলীলা-নাট্যের মূল। ইহাও এক বৈষ্ণব-কবির বাক্য। যাহা হউক পত্নীপ্রিয় ত্রিলোচন দাস শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন ও প্রায় শ্রীখণ্ড গ্রামেই বাস করিতেন, জন্মস্থান অবশ্যই কোগ্রাম, কারণ তাহা লোচন-দাসের নিজের লেখা। প্রেমবিলাসের ১৯ বিলাসে লেখা আছে তাহা এইঃ—"বৈদ্যবংশোদ্ভব হয় শ্রীলোচন দাস। শ্রীনরহরির শিষ্য শ্রীখণ্ডেতে বাস" শ্রীখণ্ডে দীর্ঘকাল বাস বলিয়াই এই প্রেমবিলাসের লেখা বুঝিতে হইবে। লোচন দাসের "চৈতন্যমঙ্গল" "জগন্নাথবল্লভের অনুবাদ" ও "দুর্লভসার" এই তিনখানি গ্রন্থ ব্যতীত কোন গ্রন্থ দেখা যায় না, তবে অনেক গানের পুস্তকে তাঁহার পদাবলী আছে বটে। ইনি মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে লেখেন যে, মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রার্থনা করেন যে, "আমি আর ইহ জগতে থাকিব না, আমায় স্থান প্রদান করুন", এই বলিলে দ্বারের কপাট রুদ্ধ হইয়া গেল। তৎপরে গুণ্ডিচামন্দিরের একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া গুণ্ডিচামন্দিরে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকারের কথা বলিয়া জগন্নাথদেবের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। তৎপরে আর কেহ মহাপ্রভুর দর্শন পাইলেন না। (শেষ-খণ্ড, শেষপরিচ্ছেদ, শেষ)।

লোচন দাসের অন্য বিবরণ আমি জ্ঞাত নহি, কোন সাধু মহাত্মা যদি এতদ্ভিন্ন কিছু জ্ঞাত থাকেন, আমাকে জানাইলে অনুগৃহীত হইব।"

(বৈষ্ণব-জীবনী)।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

JORASUNKO ...
NO. ৪৫৭৩
CALCUTTA

চৈতন্য-মঙ্গল।

সূত্রখণ্ড।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

ভক্তিপ্রেমমহার্ঘ্যরত্ননিকরত্যাগেন সন্তোষয়ন্
ভক্তান্ ভক্তজনাতিনিষ্কৃতিবিধৌ পূর্ণাবতীর্ণঃ কলৌ।
পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং হুঙ্কারবজ্রাঙ্কুরৈঃ
শ্রীমন্ন্যাসিশিরোমণির্ব্বিজয়তাং চৈতন্যরূপঃ প্রভুঃ॥ *

পঠমঞ্জরী রাগ॥

নমো নমো বন্দোঁ, দেবগণেশ্বর, বিঘ্নবিনশন মহাশয়।
একদন্ত মহাকায়, সর্ব্ব কার্য্যে সহায়, জয় জয় পার্ব্বতী-

* ভক্তি ও প্রেমরূপী মহামূল্য রত্নরাশি প্রদান করিয়া, যিনি ভক্তগণের সন্তোষ বিধান এবং ভক্তজনের নানাবিধ বিপৎ নিবারণ ও অভাব মোচনাদি করিতেছেন, কারণ তিনি ভক্তদিগের নিষ্কৃতি বিধান জন্যই কলিযুগে পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ—যিনি হুঙ্কাররূপী বজ্রাঙ্কুর সমূহ দ্বারা ত্রিগতের যাবতীয় ভক্তদ্বেষী পাষণ্ডগণকে পরিচূর্ণিত করিতেছেন। সেই (ভক্তৈকশরণ) শ্রীমান্ সন্ন্যাসিচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু এই জগতীতলে সমধিক জয়যুক্ত হউন্॥

তনয়॥ হরগৌরী বন্দোঁ মাথে, যুড়িয়া যুগল হাতে, চরণে পড়িয়া করোঁ সেবা। ত্রিজগতে এক কর্ত্তা, বিষ্ণুভক্তি বর-দাতা, সবে এক ঐ দেবীদেবা॥ সরস্বতী বন্দোঁ মুণ্ডে, কেলি কর মোর তুণ্ডে, কহ গৌরহরি-গুণগাথা। অবিদিত ত্রিজগতে, গৌরবর্ণ বাণীনাথে, অদভুত অপরূপ কথা॥ কাকু করোঁ দেবগণে, আর যত গুরুজনে, বিঘ্ন না করিহ কেহ ইথি। না চাহোঁ সম্পদ্‌বর, মুঞি অতি পামর, নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হউ পুথি॥ বিষ্ণুভক্ত বন্দোঁ আগে, আর যত মহা-ভাগে, যার গুণে পৃথিবী পবিত্র। সর্ব্ব জীবে করে দয়া, বিশেষে আরতি পাঞা, ত্রিভুবনে মঙ্গল চরিত্র॥ মুঞি অতি অভাজন, না বুঝোঁ ডাহিন বাম, আকাশ ধরিতে চাহোঁ বাহে। অন্ধে দিব্য রত্ন বাছে, পর্ব্বত না দেখোঁ কাছে, না জানি কি পরিণামে হয়ে॥ সবে এক ভরসা আছে, প্রভু কাহো নাহি বাছে, গুণ গায় উত্তম অধমে। সর্ব্ব জীবে এক দয়া, সবে পায় পদ ছায়া, অধিকারী নাহিক নিয়মে॥ যে পুন বৈষ্ণব জন, তার কথা কহি শুন, অকারণে দয়া সর্ব্ব-লোকে। পর লাগি জীবন, পর লাগি ভূষণ, পর-উপকারে মানে সুখে॥ ঠাকুর শ্রীনরহরি,-দাস প্রাণ অধিকারী, যাঁর পদ প্রতি আশে আশ। অধমে হ সাধ করে, গোরা-গুণ গাই-বারে, সে ভরসা এ লোচন দাস॥ তাঁর পদ পরসাদে, গাইব অনেক সাধে, এই মোর ভরসা অন্তর। সে দুখানি চরণ, অষ্ট সিদ্ধি কারণ, হৃদয়ে থুইব নিরন্তর॥

কেদার রাগ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয়

গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ। কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত। করুণাভরণ সব হেম গোরা গায়। বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙা পায়॥ সকল ভকত লৈঞা বৈসহ আসরে। ও পদ শীতল বা লাগুক কলেবরে॥ শচীর দুলাল প্রভু কর পরণাম। তিলেক করুণা দিঠে কর অবধান॥ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি দেবশিরোমণি। যাঁর পদপরসাদে ধন্য এ ধরণী॥ বন্দিয়া গাইব সে সীতার প্রাণনাথ। করুণা করহ প্রভু করেঁা যোড়হাত॥ অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত। নিত্যানন্দ রাম বন্দোঁ রোহিণীর সুত॥ গৌরগুণ গরবে গর্গর মাতোয়ার। বন্দিয়া গাইব আগে চরণ তাঁহার॥ মিশ্র পুরন্দর বন্দি বিশ্বম্ভরের পিতা। শচী ঠাকুরাণী বন্দোঁ ঠাকুরের মাতা॥ নবদ্বীপময়ী বন্দোঁ বিষ্ণুপ্রিয়া মা। যাঁর অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙা পা॥ শ্রীপণ্ডিত গোসাঞি বন্দিব একমনে। ঈশ্বর মাধবপুরীর বন্দিয়া চরণে॥ গোসাঞি গোবিন্দ বন্দোঁ আর বক্রেশ্বর। গৌরপদ-কমলে যে মত্ত মধুকর॥ পুরী যে পরমানন্দ আর বিষ্ণুপুরী। গদাধর দাস যে বন্দিব শিরোপরি॥ গুপ্ত বেঝা বন্দিব হরিষ মনোরথে॥ গোরাগুণ গাও, যদি দয়া কর চিত্তে॥ শ্রীবাস ঠাকুর বন্দোঁ আর হরিদাস। বাসুদত্ত মুকুন্দ চরণে করেঁা আশ॥ রায় রামানন্দ বন্দোঁ পীরিতের ঘর। পণ্ডিত জগদানন্দ বন্দোঁ নিরন্তর॥ রূপ সনাতন বন্দোঁ পণ্ডিত দামোদর। রাঘব পণ্ডিত বন্দোঁ প্রণতি বিস্তর॥ শ্রীরাম সুন্দর গৌরীদাস আদি যত। নিত্যানন্দ সঙ্গী বন্দোঁ যতেক ভকত॥ কুলের দেবতা বন্দোঁ শ্রীইষ্টদেবতা। ইহলোকে পরলোকে সেই সে

রক্ষিতা॥ তাঁহা বিনু নাহি মোর তিন লোকে বন্ধু। নরহরি দাস মোর গৌরগুণসিন্ধু॥ গোবিন্দ মাধবঘোষ বাসুঘোষ আর। ভূমে পড়ি করযুড়ি করোঁ নমস্কার॥ শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে। জগৎ মোহিত যার ভাগবতগীতে॥ বন্দনা গাইতে ভাই হইবে অনুক্ষণ। ঘরের ঠাকুর বন্দোঁ শ্রীরঘু-নন্দন॥ তাঁর পিতা বন্দোঁ শ্রীমুকুন্দ দাস। চৈতন্য-সম্মত-পথে নির্ম্মল বিশ্বাস॥ কাঁরো নাম জানি কারো নাম নাহি জানি। সবারে বন্দিয়া সবে মোর শিরোমণি॥ মহান্ত বন্দিব আর মহান্তের জন। একঠাঞি বন্দি গাই সবার চরণ॥ আগে পাছে বিচার কেহ না করিহ মনে। অক্ষরানুরোধে বন্দনা নহে ক্রমে॥ যার নাম নাহি করি ভ্রমেতে বন্দনা। শত পর-ণাম করি অপরাধ মার্জ্জনা॥ পৃথিবীর ভকত বন্দোঁ অন্ত-রীক্ষচারী। সবার চরণে একে একে নমস্করি॥ গোরা-গুণ গাও মোর এই প্রতি আশ। এ লোচন দাস বলে পূর মোর আশ॥

বড়ারি রাগ, দিশা॥

* প্রাণভার্য্যা নিবেদেউ নিবেদেউ নিজ কথা। (মূর্চ্ছা) (কিরে কি আরে কি ওরে প্রাণ হয়।) আগে আশীর্ব্বাদ মাগো, যত যত মহাভাগ, তবে সে গাইব গুণ গাথা॥ মো ছার অধমাধম না জানি মহত্ত্ব। গোরাগুণ চরিত্র কি কহিব মহত্ত্ব॥ না জানিয়া প্রলাপ করিয়া কিবা কাজ। উত্তম জনের ঠাঁই ঠেকিলে হবে লাজ॥ অধিকারী নহো তবু করো পর-মাদ। গোরাগুণমাধুরীতে বড় লাগে সাধ॥ শ্রীমুরারিগুপ্ত

---

* অপর পুস্তকে এই স্থান হইতেই গ্রন্থারম্ভ দেখা যায়।

বেঝা বৈসে নবদ্বীপে। নিরন্তর থাকে গোরাচাঁদের সমীপে॥ তাহার মহিমা কেবা পারয়ে কহিতে। হনুমান্ বলি যশঃ-খ্যাতি পৃথিবীতে॥ সমুদ্র লঙ্ঘিয়া যেবা লঙ্কাপুরী দহে। সীতা উদ্ধারিয়া বার্ত্তা শ্রীরামেরে কহে॥ বিশল্যকরণী আনি লক্ষ্মণে জীয়ায়। সেই সে মুরারিগুপ্ত বৈসে নদীয়ায়॥ সর্ব্ব তত্ত্ব জানেন প্রভুর অন্তরীণ। গৌর-পদ-অরবিন্দে ভকত প্রবীণ॥ জন্ম হৈতে বালক-চরিত্র যেবা কৈল। আদ্যোপান্তে যেই রূপে প্রেম প্রচারিল॥ দামোদর পণ্ডিত সর্ব্ব পুছিল তাহারে। আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে॥ শ্লোকবন্ধে হৈল পুথি গৌরাঙ্গচরিত। দামোদর সংবাদ মুরারির মুখোদিত॥ শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পীরিত। পাঁচালি প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গচরিত॥ অধিকারী নহোঁ তবু কহোঁ এই দোষে। অবজ্ঞা না কর কেহ না করিহ রোষে॥ অমৃত দেখিয়া কারো না লাগয়ে সাধে। অজ্ঞান বালক ইচ্ছা আকাশের চাঁদে॥ গোরাগুণ কহিতে ঐছন মোর সাধ। ঐছন সময়ে চাহি বৈষ্ণব-প্রসাদ॥ বৈষ্ণব-চরণে মুঞি কর পরণাম। গোরাগুণ গাও মোর এই হিয়া কাম॥ আমার ঠাকুর প্রভু নরহরি দাস। প্রণতি বিনতি করোঁ পূর মোর আশ॥

মারহাটি রাগ, দিশা॥

(হরি রাম রাম দ্বিজচাঁদ নারে মোর প্রাণ আরে হয়॥ ধ্রু॥)

প্রথমে কহিব কথা অপূর্ব্ব কথন। আচার্য্য গোসাঞি কৈল গর্ভের বন্দন॥ পৃথ্বীতে জনম লৈল ত্রিজগৎ নাথ। সাঙ্গোপাঙ্গ যত যত পারিষদ সাথ॥ পিতা মাতা বালক লালেন

যেন মতে। অন্নপ্রাশনে নাম থুইল হরষেতে॥ বাল্যচরিত্র কথা কহিব বিধান। শূন্য-চরণে শুনি নূপুর-নিশান॥ পরশি অশুচি দেশ চলে আচম্বিতে। আপন মায়েরে জ্ঞান কহিল যে মতে॥ পুরনারীগণ কহে বুঝিতে চরিতে। তার রোলে নারিকেল আনিলা ত্বরিতে॥ কুক্কুর শাবক লৈঞা খেলায় ঠাকুর। দেখিয়া সকল লোক আনন্দ প্রচুর॥ বালকের সঙ্গে খেলা খেলে রাজপথে। গুপ্তবেঝা পরকাশ দেখিল যে মতে॥ বালক সহিতে হরিসঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য। দেখিয়া সকল লোক আনন্দিতচিত্ত॥ হাতে খড়ি দিলেন যে মতে তার বাপ॥ যা শুনিলে দূর হয় অমঙ্গল তাপ॥ তবে ত কহিব কথা শুন সাবধানে॥ খেলে বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপ জ্যেষ্ঠ সনে॥ ইন্দ্র উপেন্দ্র যেন দুই সহোদর। কহিব তাহার কথা শুনিবে উত্তর॥ বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল যেন মতে। বিশ্বম্ভর পিতা মাতা প্রবোধে কথাতে॥ তবেত কহিব বিশ্বম্ভরের চরিত। বালক সহিতে খেলা খেলে বিপরীত॥ সকল বালক মেলি জাহ্নবীর জলে। বালুকায় পক্ষিপদ চিহ্ন দেখি বোলে॥ দেখিয়া তাহার পিতা দুঃখী হৈল মন। ঘরেরে আনিয়া কৈল তর্জ্জন গর্জ্জন॥ স্বপনে তাহারে কৃপা কৈল যেন মতে। কহিব সকল কথা শুন এক চিতে॥ কর্ণবেধ চূড়াকর্ম্ম আর উপবীত। কহিব সকল কথা আনন্দিত চিত॥ বাল্য সমাধান এই যৌবন প্রবেশ। দিনে দিনে করে প্রেমা প্রকাশ অশেষ॥ গুরুস্থানে পড়িলেন সতীর্থ্যের সনে। বঙ্গজের কথায় পরিহাসয়ে যেমনে॥ মায়ে আজ্ঞা দিলা একাদশী করিবারে। অনেক প্রকাশ কথা কহিব সেকালে॥ হেনই সময়ে জগন্নাথ

পরলোক। কান্দয়ে যেমনে প্রভু পাঞা পিতৃশোক॥ তবেত কহিব কথা অপরূপ আর। বিবাহ করিলা প্রভু আনন্দ অপার॥ গঙ্গাসন্দর্শনে আর যে হৈল রহস্য। সাবধানে শুন ইহা কহিব অবশ্য॥ পূর্ব্বদেশ গমন কহিব ভাল মতে। লক্ষ্মী-সর্গ আরোহণ হৈল যেন মতে॥ দেশেরে আসিয়া পুন বিবাহ করিলা। শিষ্যে বিদ্যা দান দিয়া গয়ারে চলিলা॥ প্রত্যেকে কহিব ইহা শুন সর্ব্বজন। অনেক আনন্দ পাবে না ছাড় যতন॥ দেশ-আগমন কথা কহিব বিশেষ। প্রেম প্রকাশয়ে নিরন্তর রসাবেশ॥ মধ্যখণ্ড কথা ভাই অনেক আনন্দ। শুনিতে পুলক বান্ধে অমিয়া অখণ্ড॥ ভক্তসন্দর্শন কথা প্রেমের প্রকাশ। কহিবার আগে উঠে হৃদয়ে উল্লাস॥ মধ্য-খণ্ড কথা ভাই নদীয়া বিহার। অমিয়ার ধারা যেন প্রেমের প্রচার॥ অতি অপরূপ কথা প্রকাশিলা প্রভু। চারি যুগে ভক্ত যাহা নাহি শুনে কভু॥ হেন অদভুত কথা ভক্তি পর-চার। কহিব মধ্যমখণ্ডে নদীয়াবিহার॥ সকল ভকত মেলি আইলা যেনমতে। প্রত্যেকে কহিব ইহা যে জানি কহিতে॥ প্রথমে কহিব শচী পাইল প্রেম দান। পথেতে যেমতে শুনে বংশীর নিস্বান॥ প্রেমায় বিহ্বল হৈলা ভাবের আবেশে। আচম্বিতে দেববাণী উঠিল আকাশে॥ মুরারিকে কৃপা কৈলা বরাহ আবেশে। ব্রহ্মা আদি দেব দেখে আপন আবেশে॥ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রেম পাইল তবে। কহিব সকল কথা শুন সর্ব্বভাবে॥ পণ্ডিত শ্রীগদাধর প্রভুর প্রসাদে। প্রেমায় বিহ্বল হঞা দিবানিশি কান্দে॥ একে একে দিল সর্ব্বজনে প্রেম দান। কহিব যেমত কথা যেমত বিধান॥ ভক্তকে

প্রসাদ আম্রবীজ আরোপণ। যা শুনিলে সর্ব্বজনের দ্বিধা ঘুঁচে মন॥ অধ্যাত্ম আচ্ছাদি প্রভু প্রেম প্রকাশয়ে। জ্ঞানগম্য যাহা প্রভু বুঝায় সবায়ে॥ তবেত কহিব কথা অপূর্ব্ব কথন। যেমতে হইল নিত্যানন্দ সন্দর্শন॥ হরিদাস প্রভু সনে মিলয়ে যেমনে। অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দের মিলনে॥ যেন মতে জগাই মাধাই নিস্তারিল। পিতা পুত্রে ব্রাহ্মণেরে যেন কৃপা কৈল॥ শিবের গায়নে কৃপা কৈল যেন মতে। আচম্বিতে খেদ উঠে ব্রাহ্মণ চরিতে॥ যেই মতে জাহ্নবীতে দিল প্রভু ঝাঁপ। যা শুনিলে তিন লোকে লাগে হিয়া-কাঁপ॥ তবে আর অপরূপ শুনিবে বিধানে। দেবালয় মার্জ্জনা প্রভু করিলা যেমনে॥ শুনিবে অনেক কথা অতি অপরূপ। কুষ্ঠ-ব্যাধি নিস্তারিল এ বড় কৌতুক॥ বলরাম-আবেশ কথা কহিব বিশেষ। যা শুনিলে সকলের আনন্দ অশেষ॥ শ্রীচন্দ্র-শেখরাচার্য্যের বাড়ীতে প্রকাশ। প্রেম পরকাশে ছায় এ ভুমি আকাশ॥ অনেক রহস্য কথা কহিব তাহাতে। বৈরাগ্য অদ্ভুত প্রভুর উঠে যেন মতে॥ শ্রীকেশব ভারতীর নদীয়া নগরে। সন্ন্যাস করিব বলি উল্লাস অন্তরে॥ যেন মতে সব ভক্তগণের বিলাপ। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া শোক সাগরে দিল ঝাঁপ॥ সন্ন্যাস আশয়ে নবদ্বীপ ছাড়ি যায়। সন্ন্যাস করিল প্রভু ভারতী সহায়॥ কহিব সম্যক্ কথা যত বিবরণ। আচার্য্য প্রভুর ঘর গেলা যেন মন॥ সবা সন্দর্শনে আর যে হইল কথা। সবা প্রবোধিয়া প্রভু যাত্রা কৈল তথা॥ পুরু-ষোত্তম দেখিবারে চলিলা যেমতে। কহিব রহস্য কথা গ্রাম রেমুণাতে॥ ক্রমে ক্রমে কহিব সে পথের চরিত। যাহা

শুনি সর্ব্বলোক পাইবে পিরিত॥ যাজপুর যাইতে প্রভুর যে হৈল রহস্য। একাম্র নগর কথা কহিব অবশ্য॥ জগন্নাথ সন্দর্শন হৈল যেন মতে। সার্ব্বভৌম প্রকাশ শুনিবে এক চিতে॥ মধ্যখণ্ড কথা ভাই অমৃতের সার। শেষ খণ্ড কথা আছে কহিব তাহার॥ মধ্যখণ্ড সায় পুথি প্রেমার প্রকাশ। আনন্দ হৃদয়ে কহে এলোচন দাস॥

ধানসী রাগ, তরজা ছন্দ, প্রলাপ॥

জয় রে জয় রে জয়, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, আপনি অবনি অবতার। অহহ লোকের ভাগ্যে, পৃথিবী সোহাগ রে, শ্রীপদ যাহার অলঙ্কার॥ ত্রিজগত্ প্রদীপ, নবদ্বীপেরে উদয় কৈল, করুণা-কিরণ পরকাশে। অনেক দিনের যত, ভকত পিয়াশী ছিল, ধাওল প্রেম প্রতি আশে॥ মধুময় কমলফুলে, ষট্পদ ভ্রমর বোলে, যেন চাঁদ চকোরের মেলি। বরিষার মেঘ দেখি, চাতক ফুকারে যেন, পিউ পিউ ডাকে মাতিয়ালি॥ নাচয়ে ভাবকভোরা, প্রেম বরিষয়ে গোরা, হুঙ্কার গর্জ্জন সিংহনাদে। অধনের ধন যেন, হারাঞা পাইঞা হেন, অনুগত আরতিয়া কাঁদে॥ বনের হাতিয়া যেন, বন-দাবানলে পুড়ি, অমিয়া সায়রে দিল ঝাঁপ। ঐছন প্রেমার রঙ্গে, অঙ্গ ডুবায়ল সঙ্গে, পাশরল পুরুষের তাপ॥ ভালি রে ঠাকুর বলে, কেহ মালসাট মারে, প্রেমানন্দে আপনা পাশরে। যে প্রেম লক্ষ্মী মাগে, করযুড়ি অনুরাগে, অবিচারে বিলায় সভারে॥ কি কহিব আর কথা, অনন্ত ভুলিল যথা, কিনা রস প্রেমার মাধুরী। শেষ বলিয়ে যারে, শিরে সব সংসারে, সে আজু নিতাই নাম ধরি॥ প্রেমরসে গর গর, না চিনে আপনা পর,

সভারে বুঝায় এই কথা। পদতলে তালভরে, ধরণী টলমল করে, যেন ময়মত্ত হাতি মাতা ॥ আর অপরূপ শুন, মহেশ অদ্বৈত নাম, যার গুণগানে অগেয়ান। চৈতন্য ঠাকুর সনে, প্রেমরস-আলাপনে, পাশরিল এ যোগ গেয়ান ॥ রসিক সঙ্গির সঙ্গে, প্রেম বিলসই রঙ্গে, সভারে বুঝায় অবিরোধে। এ দুই ঠাকুর বহি, দয়ার ঠাকুর নাহি, যা লাগি উদয়ে গোরাচাঁদে ॥ জয় জয় মঙ্গল পড়ে, জগজ্জনে হরি বলে, সভে করে প্রেম প্রতি আশ। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম, সভে অভিলাষী ইহা, হাসি কহে এ লোচন দাস ॥

দিশা বড়ারি রাগ ॥

(হয় রে হয়, মূর্চ্ছা)॥ গোরার নিছনি লঞা মরি, রূপের গুণের বালাই লইয়া। আবেশে বিলাইল প্রেম জগৎ ভরিয়া ॥

গ্রন্থারম্ভ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য সুখানন্দ ॥ গদাধর পণ্ডিত জয়, জয় নরহরি। জয় জয় শ্রীনিবাস ভক্তি অধিকারী ॥ চৈতন্য গোসাঞি যত প্রিয়ভক্ত-গণ। সভার চরণ হৃদে করিয়া বন্দন ॥ কহিব চৈতন্য-কথা শুন সাবধানে। দামোদর পণ্ডিত পুছিলা গুপ্তস্থানে ॥ কহ শুনি কি লাগি গৌরাঙ্গ অবতার। শুনিতে আনন্দ মনে হইয়াছে আমার ॥ কেনে শ্যামবর্ণ ত্যজি হৈলা গৌরতনু। কেন বা কীর্ত্তনে লোটি গায় লয় রেণু ॥ কেন বা নাগরবেশ ছাড়িয়া সন্ন্যাস ॥ কেন দেশে দেশে বুলে পাইয়া হুতাশ ॥ কেন কান্দে রাধা রাধা গোবিন্দ বলিয়া। ঘরে ঘরে বুলে

কেনে প্রেম যাচাইয়া ॥ কহিবা সকল কথা পরম নিগূঢ়। যা শুনিলে ত্রাণ পায় অখিলের মূঢ় ॥ শুনিয়া মুরারি কহে শুনহ পণ্ডিত। এই সব তত্ত্ব তোমায় করিব বিদিত ॥ সত্যযুগে চারি অংশ ধর্ম্ম শাস্ত্রে কহে। ত্রেতাতে ত্রিভাগ ধর্ম্ম কহি যে তোমায়ে ॥ দ্বাপরে অর্দ্ধেক ধর্ম্ম কহি যে তোমারে। কলি-যুগে এক অংশ ধর্ম্মের বিচারে ॥ অধর্ম্ম বাঢ়িল ধর্ম্ম হইল যে হীন। শব্দ ছুটিল বর্ণ আশ্রম বিহীন ॥ পাপময় ঘোর আন্ধি-য়ার হৈল কলি। মজিল সকল লোক অধর্ম্ম বিকলি ॥ ধর্ম্ম-হীন দেখিয়া নারদ মহামুনি। কলি তারিবারে দয়া করিলা আপনি ॥ ভাবিলেন কলিসর্প গিলিল সভারে। মনে হৈল ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবারে॥ কৃষ্ণবিনু ধর্ম্ম কেহ না পারে স্থাপিতে। অবশ্য আনিব কৃষ্ণ কলিতে ত্বরিতে ॥ ভক্ত ইচ্ছা গোবিন্দের হয় সর্ব্বকাল। বেদাগম শাস্ত্র ইহা আছয়ে বিচার॥ যদি কৃষ্ণ-দাস মুঞি হঙ সর্ব্বথায়। কলিতে আনিব আমি প্রভু যদু-রায় ॥ দেখো আগে কলিযুগ করে কোন ধর্ম্ম। তবে সে আনিব কৃষ্ণ সর্ব্বময় ধর্ম্ম ॥ আনিব সকল দেবগণ তার সঙ্গে। অস্ত্র পারিষদ আদি করি সাঙ্গোপাঙ্গে ॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ নারদাদি মুনি। পৃথিবী জনম লৈল দেবী কাত্যায়নী ॥ দ্বার-কায় আর যত ছিল যদুবংশে। পৃথিবী জনম লইল নিজ নিজ অংশে ॥ কহিব সকল কথা শুন সাবধানে। পৃথিবীতে জনম লইল যেন মনে ॥ সব অবতার সার গোরা-অবতার। এমন করুণা কভু নাহি হয়ে আর ॥ পর দুঃখে দুঃখিত নারদ মহা-মুনি। কৃষ্ণের সে মনঃ কথা দিবস রজনি ॥ কৃষ্ণকথা লোভে বুলে সংসার ভ্রমিয়া। না শুনিল কৃষ্ণ নাম সংসার চাহিয়া ॥

কৃষ্ণরসে গদ গদ আধ আধি ভাষ। ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে অট্ট অট্ট হাস॥ বীণা সনে গুণ গায় ঝরে আঁখি নীর। কৃষ্ণ রসাবেশ মুনির অন্তর বাহির॥ ঐছন প্রেমার রঙ্গে অঙ্গ গড়াইয়া। না শুনিল কৃষ্ণনাম জগৎ বেড়াইয়া॥ অন্তর দুঃখিত মুনি বিস্মিত হিয়ায়। লোক নিস্তারণ হেতু না দেখি উপায়॥ দংশিল সকল লোকে কলিকাল সর্পে। নিরন্তর দগধ মুগধ মায়া-দর্পে॥ শিশ্নোদর পরায়ণ জগৎ ভরিয়া। মূর্চ্ছিত সকল লোক কৃষ্ণ পাশরিয়া॥ লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ অভিমানে। নিরন্তর সিঞ্চে হিয়া অমিয়া সেচনে॥ এআমি আমার বলি মরে অকারণে। কে আপনি কে আপনা কিছুই না জানে॥ ঐছন লোকের দুঃখ দেখি মহামুনি। অন্তরে চিন্তিত হঞা মনে মনে গণি॥ ঘোরকলি যুগে লোক না দেখি নিস্তার। ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দ্বারকার দ্বার॥ দ্বারকার ঠাকুরদেব দেব শিরোমণি। সত্যভামা গৃহে সুখে বঞ্চিয়া রজনি॥ প্রভাতে উঠিয়া কৈল যে বিধি উচিত। রুক্মিণীর ঘর যাব করিলা ইঙ্গিত॥ বুঝিয়া রুক্মিণী দেবী আপনা মঙ্গল। ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল॥ গৃহ সন্মার্জ্জন করে অঙ্গের সুবেশ। নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অশেষ॥ সুমঙ্গল পূর্ণঘট ঘৃত বাতি জলে। প্রভু-শুভ আগমন হইল হেন-কালে॥ মিত্রবৃন্দা নগ্নজিতা সুশীলা সুবলা। প্রভু নির্ম্মঞ্ছন করে আনন্দে বিহ্বলা॥ সুবাসিত গন্ধ জল প্রভু কাছে আনি। পাদ প্রক্ষালন করে দেবী শ্রীরুক্মিণী॥ আপন সম্পদ্ পদ ধরি নিজ বুকে। অনুরাগে নেহারই ক্ষণে দেই সুখে॥ হৃদয়ে শ্রীপদ ধরি কান্দয়ে রুক্মিণী। বিস্মিত হইয়া কিছু

পুছে চক্রপাণি॥ কান্দনার হেতু কিছু না বুঝি তোমার। কি লাগি কান্দ হ দেবি! কহ সমাচার॥ তুমি প্রাণাধিকা মোর জগজনে জানি। তোমার অধিক কেবা কহ ত আপনি॥ কিবা অবজ্ঞায় তোমার আজ্ঞা না পালিল। স্বরূপে কহনা দেবি! কি দোষ করিল॥ একমাত্র পুরুবে যে পরিহাস কৈল। আজিহ তোমার চিত্তে সে কথা আছিল॥ কত পরণতি কৈল বিনয় করিয়া। তভু না ঘুঁচিল তোর এ পাশান হিয়া॥ ঐছন নিষ্ঠুর বাণী প্রভুমুখে শুনি। সরস সরোষে কিছু কহয়ে রুক্মিণী॥ অন্তর কঠিন মোর কভু নহে আন। এক মহাভাগ্য সবে তুমি মোর প্রাণ॥ তোর পদ-অরবিন্দ তোমাতে অধিক। আজিহ না চায় শিব পিবই মাধ্বীক॥ জগতে যতেক দেখ তোর সুগোচর। এক না জানহ পদ প্রেমার উত্তর॥ যদি রাধা ভাব হৃদে কর আরোপণ। তবে সে জানিবে নিজ প্রেমার লক্ষণ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু হিয়া চমৎকার। কি বৈলে কি বৈলে দেবি! কহ আর বার॥ ভালমতে না শুনিল যে বলিলা তুমি। ঐছন কি আছে যাহা নাহি জানি আমি॥ এ হেন দুর্ল্লভ কথা শুনি মোর হিয়া। বাঢ়য়ে আরতি কিছু বিস্ময় পাইয়া॥ হেন কি আছয়ে দুর্ল্লভ ত্রিজগতে। আশ্চর্য্য ানয়ে যাহা কহিতে শুনিতে। তোর মুখে শুনি মোর াগোচরে আছে। আনন্দে আমার মন কি জানি করিছে॥ হ কহ কহ দেবি! এহেন বিশ্বাস। চরণ মহিমা কহে এ াচন দাস॥

ধানসী রাগ, দীর্ঘ ছন্দ॥

বলে দেবী রুক্মিণী, শুন প্রভু গুণমণি, চিত্তে কিছু না করিহ আন। যা লাগি কান্দিয়ে আমি, সে কথা না জান তুমি, আর যত সব তুমি জান॥ তোমার পদকমলে, কি আছে কতেক বলে, ভালে না জানহ তুমি ইহা। এ পদ আমার ঘরে, ছাড়ি যাবে অন্যতরে, তা লাগি কান্দয়ে মোর হিয়া॥ এ পদ পদম-গন্ধে, যায়ে যেই দিগ্-অন্তে, সে দিক্ ছাড়য়ে জরা মৃত্যু। পদ-মকরন্দ-পানে, জিয়ে যেই যেই জনে, তারে কিবা দিবা নিশি ঋতু॥ পাদ পদ্ম মগ্ন রাগে, যে ধরয়ে অনুরাগে, তার পদ পাই পুণ্যভাগ্যে। কান্দিয়া কহয়ে কথা, যত আছে মনে ব্যথা, সব নিবেদিয়ে তুয়া আগে॥ তুমি সভার ঠাকুর, তোমার ঠাকুর আর, কে আছয়ে সকল সংসারে। যার পদ অনুরাগে, এ সব আস্বাদ পাবে, এই প্রভু নিবেদিল তোরে॥ রাধা মাত্র জানে ইহা, ও রস পীরিতি পাঞা, যত সুখ যতেক সোহাগ। ভকত বিস্ময় গুণে, যেই কথা রাত্রি দিনে, কি না রস প্রেম অনুরাগ॥ ব্রহ্মা আদি দেবা দেবী, লখিমি চরণ সেবি, সে পুন আপন অনুরাগে। করকমল কমলা, অতি আরতি বিকুলা, লক্ষ্মী যেই পদ সেবা মাগে। সে পুন হৃদয়ে রহি, সভায়ে সূতয়ে নাহি, বদনে বদন বহু রমা। এ পদ মাধুরী-আশে, সেহ তাহা নাহি বাসে, কেবা কহু চরণ-মহিমা॥ লখিমী আপন সুখ, সে চাহে কাতর মুখ, হেন পদ পরসাদ প্রেমা। রাধা মাত্র ইহা জানে, যে ভুঞ্জিল বৃন্দাবনে, তার ভাগ্যপথে নাহি সীমা॥ যে পুন জগতে বান্ধা, তার গুণে তুমি বান্ধা, আজিহ না ছাড় হিয়া জাপ। রাধা নাম লৈতে আঁখি, ছল ছল করে দেখি, হেন পদে প্রেম অনু-

তাপ ॥ এ পদ আমার ঘরে, উল্লসিত অন্তরে, কান্দে পুন বিচ্ছেদের ডরে। তোমার অধিক তোর, শ্রীপদপঙ্কজ যোর, অনুভব করয়ে বিচারে॥ তুমি যাঁহার ধেয়ান, তুমি যার সমাধি-জ্ঞান, তুমি মাত্র সর্ব্বত্র সভায়ে। এ হেন তোমার দাস, তুয়া দেহে করে আশ, এই অপরূপ বড় মোহে ॥ যে দেহে লখিমী দাসী, সেহো ভাব বিলাসি, ঐছন তোমার ঠাকু-রালি। ঠাকুর হইয়া পুন, তার ভাব নাহি গুণ, অবিচারে দেহ তারে স্থলী ॥ পদ-মকরন্দ-রসে, যে ভুঞ্জয়ে অভিলাষে, অক্ষয় অব্যয় সে ভাণ্ডার। কিবা রাণী লখিমিনী, আপনাকে ধন্য মানি, বিনি সেবা পরবশ তার ॥ সালোক্যাদি মুক্তি চারি, তার পাছে অনুসারী, নাহি চাহেন নয়নের কোণে। যে পড়িল প্রেমরসে, আর কিবা তারে বাসে, বৈকুণ্ঠাদি তুচ্ছ করি মানে॥ কর যুড়ি বল পঁহু, ও পদ-কমল মহু, মধুকর করি দেহ বর। এ পদ বিচ্ছেদ ডোরে, এ পাপ পরাণ ঝুরে, কভু না ছাড়িহ মোর ঘর ॥ পদ-অরবিন্দ গুণ, রুক্মিণী কহিল শুন, কেবল পরম পরকাশ। তাহে সে প্রভুর দয়া, খলবল করে হিয়া, গুণগায় এ লোচন দাস ॥

ধানসী রাগ ॥

(ওকি আরে আরে হয়। মূর্চ্ছা) ॥

হেন অপরূপ কথা, শ্রবণমঙ্গল নাম, আর গুণ শুন গোরা গুণ গাথা ॥ ধ্রু ॥ শুনিয়া রুক্মিণী বাণী অন্তর উল্লাসে। অরুণ কমল আঁখি করুণ জলে ভাসে॥ অঙ্গ হেলাইয়া পহু হুতাশেতে বোলে। সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিণী করি কোলে ॥ চিবুকে দক্ষিণ কর বয়ান নেহারে। উথলিল প্রেমসিন্ধু

অমিয়া হিল্লোলে॥ হেন অদভুত কথা কভু নাহি শুনি। ভুঞ্জিয়া প্রেমার সুখ কহিবা আপনি॥ হেন কালে নারদ আইলা আচম্বিতে। বয়ান বিরস মুনির অন্তর চিন্তিতে॥ উঠিয়া সম্ভ্রমে দেবী পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া। বসিতে আসন দিল, কুশল পুছিয়া॥ ঠাকুর উঠিয়া কৈল নিবিড় আশ্লেষে। সরস সম্পদ্ কথায় নারদ সম্ভাষে॥ অনুরাগে রাঙা দুই আঁখি ছল ছল। গদ গদ ভাষ মুনি করে টলমল॥ অঙ্গ নিরখিতে আঁখি ভাসে প্রেম নীরে। কহিবারে চাহে কিছু কহিতে না পারে॥ প্রভু সুধাইল মুনি কহ সুনিশ্চিত। এহেন দুর্ব্বল কেনে অন্তরে চিন্তিত॥ তুমি মোর প্রাণাধিক মুঞি তোর প্রাণ। তোমারে দুঃখিত দেখি হৈলু অগেয়ান॥ নারদ কহয়ে প্রভু কি কহিব আমি। তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্ব-অন্তর্যামী॥ তোর গুণগানে মোর অমিয়া আহার। তোর গুণ লোভে বুলো সকল সংসার॥ কৃষ্ণনাম না শুনিল সংসার ভ্রমিয়া। নিজ মদে মত্ত লোক তোমা পাশরিয়া॥ অহঙ্কারে মুগধ মূর্চ্ছিত সর্ব্ব লোক। কৃষ্ণহীন লোক দেখি এই মোর শোক॥ লোকের নিস্তার হেতু না দেখি উপায়। এই মনঃকথা মন সদাই ধেয়ায়॥ নিবেদিল অন্তরের যত ছিল দুঃখ। তোর পদ পরসাদে আর সব সুখ॥ হাসিয়া কহেন প্রভু শুন মহামুনি। পুরুবের যত কথা পাশরিলা তুমি॥ কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিল যেন মতে। মহেশ সম্বাদ মহাপ্রসাদ নিমিত্তে॥ আর অপরূপ কথা রুক্মিণী কহিল। শুনিয়া বিহ্বল আমি প্রতিজ্ঞা করিল॥ ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে। দীন ভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে॥ ভকত জনের সঙ্গে ভকতি

করিয়া। নিজ প্রেম বিলাইব ঈশ্বর হইয়া॥ নিজ গুণ সঙ্কীর্ত্তনে প্রকাশ করিব। নবদ্বীপে শচীগৃহে জনম লভিব॥ গৌর দীর্ঘ কলেবর বাহু জানু-সম। সুমেরুসুন্দর তনু অতি মনোরম॥ কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু হৈলা। দেখিয়া নারদ-অতি আরতি বাড়িলা॥ সুমেরুসুন্দর তনু প্রেমার আবেশে। কহয়ে লোচন গোরা প্রথম প্রকাশে॥

শ্রীরাগ, দিশা॥

অকি গৌরাঙ্গ জয় জয়। অকি না মোর গৌরাঙ্গ প্রেম অমিয়া কিনা মোর আরে জয় জয়॥ ধ্রু॥ দেখিয়া নারদ মুনি হরিষ হিয়ায়। বরিষয়ে আঁখি-নীর সহস্রধারায়॥ কোটি-ইন্দু সম জ্যোতি কোটি রবিতেজে। কোটি কাম জিনি লীলা গৌরবর রাজে॥ ঝলমল অঙ্গতেজ চাহিতে না পারি। আঁখি মুদি কাঁপে রহে মুনি থর হরি॥ তেজ সম্বরিয়া প্রভু নারদে নেহারে। অবশ নারদ দেখি ডাকে উচ্চস্বরে॥ সম্বিৎ পাইলা মুনি সেরূপ ধেয়ানে। পুন দরশন লাগি পিয়াশ নয়ানে॥ ঠাকুর কহয়ে মুনি শুন মহাভাগ। অব্যাহতি গতি তোর সর্ব্বত্র সোহাগ॥ ঘোষণা করহ শিব ব্রহ্মা আদি লোকে। গৌর অবতার মোর হবে কলিযুগে॥ গুণ সঙ্কীর্ত্তন নাম প্রকাশ করিব। নিজ ভক্তি প্রেমরস সুখ প্রচারিব॥ শত শত শাখা ভক্তিপথে নাহি সীমা। একমুখ হউক লোক প্রচারিব প্রেমা॥ নিজ নিজ ভক্তজন আর পারিষদ। পৃথিবী নম গিয়া প্রেমভক্তি সাধ॥ ঐছন শ্রীমুখ-বাণী শুনিয়া নারদ। খণ্ডিল সকল দুঃখ পদ পরসাদ॥ চলিলা নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া। এই মনঃকথা রসে পরবশ হঞা॥ কি

দেখিল অপরূপ গোরা রূপ ঠাম। কি দেখিল সকরুণ অরুণ নয়ান॥ কি দেখিল অমিয়া অধিক পরকাশ। কি দেখিলাম শ্রীমুখের মধুরিম হাস॥ যত যত অবতার সভা হৈতে সার। কভু নাহি দেখি হেন প্রেমার ভাণ্ডার॥ সফল জনম দিন সফল নয়ান। কি দেখিনু গৌর দেহ প্রসন্ন বয়ান॥ এহেন করুণানিধি কভু নাহি দেখি। পাশরিতে নারি হিয়া চিয়াইল আঁখি॥ চিন্তিতে চিন্তিতে মুনি চলি যায় পথে। নৈমিষ অরণ্যে দেখা উদ্ধব সহিতে॥ উদ্ধব সংভ্রমে উঠি পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া। দণ্ডবৎ করে ভূমে চরণে পড়িয়া॥ শুভদিন হেন মানে আপনাকে ধন্য। শুভক্ষণে আইলু আমি নৈমিষ অরণ্য॥ নারদ তুলিয়া কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন। চুম্বন করিয়া লৈল মস্তকের ঘ্রাণ॥ উদ্ধব আনিয়া দিল আসন বসিতে। নিজ মনঃকথা কহে হাসিতে হাসিতে॥ সফল জনম মোর দিন সতন্তর। এক নিবেদিউ চির বেদনা অন্তর॥ পুরুবেত ব্যাস এই নৈমিষ অরণ্যে। বেদ বিচারিয়া জাড্য না ঘুচিল মনে॥ পদ পরসাদে কথা নিগূঢ় শুনিল। লোক নিস্তারণ হেতু ভাগবত কৈল॥ তুমি মাত্র তত্ত্ববেত্তা প্রভুতত্ত্ব জান। বুঝিয়া ঠাকুর মন ভবিষ্য বাখান॥ কলিযুগে লোকের নিস্তার কৈল মনে। পাপাবৃত অন্ধ লোক হৃদয় নয়ানে॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরে লোকের ধর্ম্ম জানি। ঘোর কলিযুগে আর নাহি পাপ বিনি॥ দয়া করি কহ যদি ঘুচাহ সন্দেহ। তোমার অধিক আর দয়াবন্ত কেহ॥ হাসিয়া কহয়ে মুনি অন্তরে উল্লাস। ভাল সুধাইলে হে উদ্ধব হরিদাস॥ পরম নিগূঢ় কথা কহি তোর সনে। ঐছন আছিল শোক বড় মোর

মনে ॥ এখনে জানিল মুঞি কলিযুগ ধন্য। কলি লোক বহি ধন্য নাহি আর অন্য ॥ সত্য আদি যুগধর্ম্ম আচার কঠিন। কলিযুগ ধর্ম্ম হরিনাম পরবীণ ॥ নাম গুণ সংকীর্ত্তনে মুক্তবন্ধ হঞা। নৃত্যগীতে বুলে যমভয় এড়াইয়া ॥ আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে। দ্বারকায় দেখিলাম আপন নয়ানে ॥ এই কথা রসে প্রভু রুক্মিণীর সাথে। নিজ প্রেম বিলাসিব করি হেন চিতে ॥ সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিণী করি কোলে। অন্তর চিন্তিত মুঞি গেলু হেন কালে ॥ দুঃখিত দেখিয়া প্রভু পুছিল আমারে। এহেন মূরতি কেনে দেখিয়ে তোমারে ॥ এই মনঃকথা মুঞি কহিল পদ পাঞা। প্রসন্ন বদন প্রভু কহিল হাসিয়া ॥ রুক্মিণী কহিল পদ্দ প্রেমার মহিমা। শুনিয়া বিহ্বল প্রভু আরতি গরিমা ॥ ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে। দীন ভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে ॥ ঘোর কলিযুগ পাপময় ধর্ম্মহীন। লোক বুঝাবার তরে হইব মো দীন ॥ প্রেমময় গৌর দীর্ঘ সুবরণ তনু। বিশাল হৃদয়ে বাহুযুগ সম জানু ॥ কহিতে কহিতে প্রভু গৌর তনু হৈলা। নিজ প্রেম বিলসিব প্রতিজ্ঞা করিলা ॥ যে দেখিল যে শুনিল কহিল তোমারে। ঘোষণা দিবারে যাব সকল সংসারে ॥ পৃথিবী জনম গিয়া প্রেমভক্তি লোভে/। হেন অপরূপ প্রভু হবে কলিযুগে ॥ শুনিয়া নারদবাণী উদ্ধব বিকল। চরণে ধরিয়া কান্দে আনন্দে বিহ্বল ॥ হেন অদভুত কথা কহিলে আমারে। জীব সঞ্চারিলে যেন নির্জীব শরীরে ॥ যুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে। চলিলা নারদ বীণা বাজা'য়া উল্লাসে ॥ জৈমিনি ভারতে নারদ উদ্ধব সম্বাদ। শুনিয়া লোচন দাসের

আনন্দ উন্মাদ॥ আমার বচনে যেবা প্রতীত না যায়। বিচার করুক পুঁথি বত্রিশ অধ্যায়॥

ভাটিয়ারি রাগ, দিশা॥

মোর প্রাণ গোরাচাঁদ নারে হয়॥

চলিলা নারদ মুনি বীণা গায় গুণ। শুনিয়া বিহ্বল হিয়া পড়ে পড়ে পুনঃ পুনঃ॥ ক্ষণে যে রোদন ক্ষণে অট্ট অট্ট হাস। কাঁপয়ে ত ক্ষণে ক্ষণে আধ আধ ভায॥ ক্ষণে হুহুঙ্কার ছাড়ে মারে মালসাট। গোরা গোরা বলি কান্দে অন্তরে উল্লাস॥ পাশরিতে নারে গোরার সুমধুর প্রেম। অঙ্গ ঝল মল তেজ দিনকর যেন॥ চলিতে না পারে প্রেম অন্তর উল্লাস। আঁখির নিমিখে গেলা শিবেব কৈলাশ॥ মহেশ দেখিব বলি বাড়িল আনন্দ। কহিব কৃষ্ণের কথা করিয়া প্রবন্ধ॥ ঐছন আনন্দ কথা নাহি তিন লোকে। বৃন্দাবন-রস প্রকাশিল কলিযুগে॥ যে প্রেম যাচয়ে শিব বিরিঞ্চি অনন্ত। তাহা বিলসিব কলি অধম দুরন্ত॥ হেন অদভুত কথা কহিব মহেশে। শুনিয়া ঠাকুর পাবে বড়ই সন্তোষে॥ কাত্যা-য়নী প্রসাদ লইব পদধূলি॥ যার পদ-পরসাদে হরি নাম বলি॥ চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা মহেশের দ্বার। সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি নন্দী মহাকাল॥ পরণাম করি নন্দী গেলা অভ্যন্তরে পার্ব্বতী মহেশ যথা নিজ অন্তঃপুরে॥ জানাইলা দ্বারেতে নারদ আগমন। আনন্দ হৃদয়ে দোঁহে চলিলা তখন॥ নারদ দেখিয়া হাসি সম্ভাষে ঠাকুর। চরণে পড়িলা মুনি ভক্ত সুচ-তুর॥ মহেশ বিশেষ জানে বৈষ্ণবমহিমা। নারদ গৌরব করে প্রকাশিয়া প্রেমা॥ গাঢ় আলিঙ্গন করি অন্তরে সন্তোষে

Acc 22804 ১০।৯।২০০৫

চরণে ধরিয়া মুনি দেবীকে সম্ভাষে॥ করে ধরি লঞা গেলা নারদ তপোধনে। গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসনে॥ পুত্র-স্নেহে নারদেরে পুছে কাত্যায়নী। কুশল মঙ্গল কহ প্রিয় মহামুনি॥ চতুর্দ্দশ ভুবনের তুমি তত্ত্ব জান। আজি কোথা হৈতে তোমার শুভ আগমন॥ নারদ কহয়ে শুন অদভুত কথা। জগৎ নিস্তার হেতু তুমি পিতা মাতা॥ পুরব রহস্য কথা পাশরিলে তুমি। চরণে ধরিয়া বলে স্মরাইব আমি॥ আদ্যোপান্ত যত কথা কহিতে তোর স্থানে। শুনিয়া প্রসাদ মোরে করিবে আপনে॥ প্রভুরে পূরবে কিছু পুছিল উদ্ধব। তোর অন্তর্ধানে কিবা পৃথিবী রহিব॥ ভকত রহিব কিবা এই মহীমাঝে। শুনিয়া ঠাকুর যোগ কহে নিজ কাজে॥ আমি জল আমি স্থল আমি মহী বৃক্ষ। আমি দেব গন্ধর্ব্ব আমি সে যক্ষ রক্ষ॥ উৎপত্তি প্রলয় আমি সর্ব্ব জীব প্রাণ। আমি সর্ব্বময় আমার কাঁহা অন্তর্দ্ধান॥ ঐছন ঠাকুর-বাণী শুনিয়া উদ্ধব। বুকে কর হানি কহে নিজ অনুভব॥ তুমি সর্ব্বময় প্রভু আমি সর্ব্ব জানি। তোমার অধিক তোর পদ দুই খানি॥ যে পড়িল পদ-নখচন্দ্রিকার পাশে। আর কি কহিব গুণ মুখে না আইসে॥

* তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধববাক্যং॥

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারভূষিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥ ইতি॥ ২॥

মোর বল উচ্ছিষ্ট ভুঞ্জিয়া হরিদাস। তোর মায়া জিনি

* ভগবন্! আমরা আপনার উচ্ছিষ্টভোজী দাস; আপনার উপভুক্ত মালা, গন্ধ, বস্ত্র এবং অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আপনার মায়াকে জয় করিব।

তোর উচ্ছিষ্টের আশ ॥ ঐছন ঠাকুর আর উদ্ধবের কথা। শুনিয়া হৃদয়ে মোর লাগি গেল ব্যথা ॥ এত দিন ধরি মোর পথ পরিচয়। আজিহ না জানি হেন উচ্ছিষ্ট নিশ্চয় ॥ উচ্ছি-ষ্টের বলে হরিদাস নাম ধরে। প্রভু বিদ্যমানে উচ্ছিষ্টের পুরস্কারে ॥ হেন মহাপ্রসাদ মুঞি না ভুঞ্জিল কভু। অন্তরে জানিলু মোরে বঞ্চিয়াছে প্রভু ॥ এই মহাপ্রসাদ ভুঞ্জিয়ে কোন বুদ্ধি। কেমন উপায়ে পরসন্ন হবে বিধি ॥ এই মনঃকথা রসে বৈকুণ্ঠেরে গেলু। লখিমী দেবীর সেবা বহুবিধ কৈলু ॥ পরসন্ন হঞা দেবী পরিতোষে বৈল। মাগ বর দিব বলি প্রতিজ্ঞা করিল ॥ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া হিয়া প্রতি আশ হৈল। সেই সে কুশল-বাণী পুন দঢ়াইলু ॥ কাতর বয়ানে বৈল কর যোড় করি। চির দিন অন্তরে বেদনা বড় মরি ॥ সর্ব্ব লোক জানে তোর সেবক নারদ। না ভুঞ্জিল মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ॥ প্রভুর প্রসাদ মোরে দেহ এক মুষ্টি। চরণে ধরিয়া বলে চাহ শুভদৃষ্টি ॥ শুনিয়া লখিমী দেবী বচন বিস্ময়। কহিতে লাগিলা কিছু করিয়া বিনয় ॥ প্রভু আজ্ঞা নাহি কারে দিবারে উচ্ছিষ্ট। আজ্ঞা লঙ্ঘি মুনি তোরে দিব অবশিষ্ট ॥ বিলম্ব করহ কিছু আমারে চাহিয়া। বিলম্বে সে দিতে পারি সঞ্চয় করিয়া ॥ ঐছন মধুর বাণী বলে ঠাকুরাণী। ভাল ভাল বৈল কাজ বুঝিয়া আপনি ॥ কত দিন রহি এক দিন বহু রসে। কর পরশিয়া দেবী বসাইল পাশে ॥ হাসিয়া কহয়ে কথা সরস সম্ভাষে। অনুমতি না দেহ দেবি! অন্তর তরাসে ॥ প্রণতি করিয়া বৈল নিবেদন আছে। হৃদয় তরাস দেবি! সঙ্কট সঙ্কোচে ॥ সঙ্কট ঘুঁচাহ প্রভু রাখি নিজ দাসী। চরণে

ধরিয়ে বোল শুন গুণরাশি ॥ লখিমী কাতরে কহে প্রভুকে তরাস। সুদর্শন পানে চাহে সবিস্ময় হাস ॥ কাঁপে চক্র সুদর্শন বলে কাতর বাণী। লখিমী সঙ্কট প্রভু আমি নাহি জানি ॥ লখিমী কহয়ে সুদর্শনের নাহি দোষ। নারদের ঘায় মোর পাইল হিয়া শোষ ॥ দ্বাদশ বৎসর মোর অজ্ঞাত সেবা কৈল। পরিতোষ পাঞা আমি প্রতিজ্ঞা করিল ॥ মাগ বর দিব বলি বৈল সত্য সত্য। পুন দঢ়াইল মুনি সেই কথা নিত্য ॥ মাগিল যে বর তোর উচ্ছিষ্টের তরে। মোর শক্তি কিবা তোর আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে ॥ এই কথা কৈল মোর প্রমাদ নিকট। রাখ নিজ দাসী প্রভু ঘুচাহ সঙ্কট ॥ বুঝিয়া কহিল কথা শুনহ লখিমী ॥ বড়ই প্রমাদ কথা কহিলে যে তুমি ॥ নিভৃতে সে দিহ যেন আমি নাহি জানি। শুনিয়া সন্তোষ পাইল প্রভু আজ্ঞা বাণী ॥ কত দিন বহি সেই জগজ্জননী। মহাপ্রসাদ মোরে ডাকি দিলেন আপনি ॥ লখিমী প্রসাদে মহাপ্রসাদ পাইলু। পূর্ণ মনোরথে মহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলু ॥ কোটি ইন্দু সম জ্যোতি কোটি কামরূপ। কোটি দিবাকর তেজ হৈল অপরূপ ॥ শতগুণ তেজ মহাপ্রসাদ-পরশে। বীণা বাজাইয়া সুখে আইনু কৈলাসে ॥ আমারে দেখিয়া প্রভু পুছিলা মহেশ। হাসিয়া কহিল আজি অপরূপ বেশ ॥ অতি অপরূপ তেজ দেখিয়া বিস্ময়। আজি কেন হৈল রূপ কহ না নিশ্চয় ॥ আদ্যোপান্ত যত কথা সকল কহিল। শুনিয়া মহেশ পুন আমারে গঞ্জিল ॥ ঐছন দুর্ল্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া। একেলা ভুঞ্জিলা মুনি আমারে না দিয়া ॥ আমা দেখিবারে পুন আসিয়াছ প্রেমে। এহেন দুর্ল্লভ ধন নাহি আন কেনে ॥

শুনিয়া মহেশ বাণী লজ্জিত হইয়া। নমিত বয়ানে চাহে নখে নখ দিয়া॥ আছে মহাপ্রসাদ বলিয়া দিল সুখে। পাছু না গণিল প্রভু দিল নিজ মুখে॥ আনন্দে নাচয়ে মহা মহেশ ঠাকুর। পদতাল-ভরে মহী করে দুর দুর॥ প্রেম ভরে টল-মল সুমেরু পর্ব্বত। কম্পমানা বসুমতী চমক সর্ব্বত্র॥ প্রেমে যোগেশ্বর কাঁপে আপনা না ধরে। রসাতল যায় মহী মহেশের ভরে॥ অনন্তের ফণা ঠেকে কচ্ছপের পৃষ্ঠে। গ্রীবার বৈকুল্যে কূর্ম্ম চাহে এক দৃষ্টে॥ বক্রগ্রীবা করি ভরে যত দিগ্‌বাহ। হুহুঙ্কার নাদে ফাটে ব্রহ্মাণ্ড কটাহ। মহে-শের ভর দেবী সহিতে না পারি। অস্তে ব্যস্তে গেলা মহামহে-শের পুরী॥ কাত্যায়নী স্থানে দেবী কহে কর যুড়ি। মহে-শের ভরে আজি প্রাণ আমি ছাড়ি॥ প্রতিকার কর যদি সৃষ্টি রাখিবারে। প্রমাদ পড়িল নহে সকল সংসারে॥ পৃথিবী-কাতরবাণী শুনিয়া পার্ব্বতী। সত্বরে চলিয়া গেলা যথা পশুপতি॥ পূর্ণরসাবেশে নাচে দেব দেব রায়। মহেশ আবেশ ভাঙ্গে কর্কশ কথায়॥ সম্বিদ্ বেদনে অন্তর দুঃখিত হইয়া। কর্কশ হৃদয় বলে পার্ব্বতী দেখিয়া॥ কি বৈলে কি বৈলে দেবি! হেন অবিধান। এ আবেশ ভঙ্গ মোর মরণ-সমান॥ তোমা বৈ রিপু মোর নাহি ত্রিভুবনে। এহেন আনন্দ মোর ঘুঁচাইলা কেনে॥ শুনিয়া কাতরে দেবী বোলে আর বার। পৃথিবী দেখহ প্রভু সম্মুখে তোমার॥ তোর পদ-তাল-ভরে যায় রসাতল। সৃষ্টি নষ্ট হয় তেঞি বোলি কটূ-ত্তর॥ অপরাধ কৈলু দোষ ক্ষম মহাশয়। হাসিয়া মহেশ দিলা পৃথিবী বিদায়॥ পুনরপি পুছে দেবী মিনতি করিয়া।

এক নিবেদিউ মুঞি সন্দেহ লাগিয়া ॥ কৃষ্ণের আবেশে তুমি নাচ প্রতিদিনে। আজি মহী রসাতল যায় কি কারণে ॥ কোটি দিবাকর তেজ কিরণ প্রচণ্ড। অতি অপরূপ তেজ না ধরে ব্রহ্মাণ্ড ॥ আজি কেনে অপরূপ আনন্দ অনন্ত। সবিশেষ কহ মোরে প্রভু গুণবন্ত ॥ মহেশ কহয়ে শুন আনন্দ-কাহিনী। প্রভুর প্রসাদ মোরে দিলা মহামুনি ॥ দুল্লর্ভ যে ত্রিজগতে কৃষ্ণে নিবেদিত। বিশেষ অধরামৃত বেদে অবিদিত ॥ হেন মহাপ্রসাদ আমি করিল ভক্ষণ। সফল জনম মোর আজি শুভক্ষণ ॥ নারদ প্রসাদে মহাপ্রসাদ পরশ। কহিল মঙ্গল কথা সম্পদ্ সরস ॥ শুনি ঠাকুরাণী পুন কহে মহামায়া। এতদিনে জানিল তোমার যত দয়া ॥ অর্দ্ধ অঙ্গে ধর মোর সকলি কপট। কৈতব পিরিতি তোমার হইল প্রকট ॥ এহেন দুল্লর্ভ মহাপ্রসাদ পাইয়া। একলা খাইলা দেব আমারে না দিয়া ॥ লজ্জায় অবশ হঞা বোলে শূল-পাণি। এ ধনের অধিকারী না হও ভবানী ॥ শুনিয়া রুষিলা হিয়া বোলে আদ্যা শক্তি। বৈষ্ণবী নাম মোর করি বিষ্ণু-ভক্তি ॥ প্রতিজ্ঞা করেছো এই সভার ভিতরে। জানিব আমারে দয়া প্রভুর অন্তরে ॥ এই মহাপ্রসাদ মুঞি দিব জগতেরে। মোর প্রতিজ্ঞায় পাবে শৃগাল কুক্কুরে ॥ ঐছন প্রতিজ্ঞা কাত্যায়নী যবে কৈল। জানিয়া বৈকণ্ঠনাথ সত্বরে আইল ॥ সম্ভ্রমে উঠিয়া দেবী কৈল পরণাম। নিবেদন কৈল দেবী সজল নয়ান ॥ কাতর অন্তরে কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস। আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥

বড়াড়ি রাগ ॥

বোলে পহু লহু বোলে, নহ দেবি! উত্তরোলে, একি হয়ে তোর ব্যবহার। তোর মায়া বন্ধে অন্ধ; সকল সংসার খণ্ড, তেঞি সৃষ্টি আছয়ে আমার॥ তুমি মোর আদ্যা শক্তি, তুমি সে জানহ ভক্তি, তুমি মোর প্রকৃতি স্বরূপা। তোমা, বহি আমি নহি, তুমি আমা বহি কহি, যে করহ তোমারি সে কৃপা॥ হরগৌরী-আরাধনে, সর্ব্বলোক আমা জানে, হরগৌরী মোর আত্মা তনু। তোর পরসন্ন হিয়া, ঘুচিল সকল মায়া, ঘুচিল স্বরূপ ভেদ ভিনু॥ ঐছন প্রতিজ্ঞা তোর, এহেন উচ্ছিষ্ট মোর অবিরোধে দিব সবাকারে। মহাপ্রসাদের গন্ধে, সবে হবে মুক্তবন্ধে, ঘুচাইব নির্ব্বন্ধ বিচারে॥ শুনিয়া ঠাকুর-বাণী, পুন কহে কাত্যায়নী, মোরে যবে দয়া আছে চিতে। অবশ্য উচ্ছিষ্ট দিবে, ভুঞ্জিবে সকল জীবে, অবিরোধে পাবে ত্রিজগতে॥ পুন কহে গুণমণি, শুন দেবি কাত্যায়নি!, প্রতিজ্ঞা পালিব আছে কথা। পুরুব রহস্য এই, তোমারে নিভৃতে কই, ঘুচিব সংসার জ্বর চিন্তা॥ পুরুব রহস্য যত, কেহু নাহি জানে তত্ত্ব, সমুদ্র মথিল দেবগণে। মন্দার মথন দণ্ড, রজ্জু ফণী অনন্ত, লোম উপজিল ঘরিষণে॥ যে সব কলপতরু, যাচক যাচিঞা করু, যার যত যেই মনে বাসে। যে ধন যে জন চাহে, সে ধন সে জন পায়ে, বিমুখ না করে প্রতি আশে॥ তহি এক দিব্য তেজে, চারু তরুবর রাজে, শ্রীচৈতন্য অধিষ্ঠিত দেহে। সে মোর সহস্র রূপ, কেবল করুণা ভূপ, আর যত সম সেহ নহে॥ যত অবতার তার, সেই সে আশ্রমাগার, লীলা কলা বিলাসের তরে। পৃথিবী রহিব আমি, ত্রিজগত্-নাথ স্বামী, করুণা করিব পরচারে॥ কলিযুগ সবিশেষে, সঙ্কী-

র্ত্তন পরকাশে, হব আমি মনুজ মূরতি। তনু হব হেমগৌর, প্রতিজ্ঞা পালিব তোর, প্রচারিব পরম পিরিতি॥ এ মোর অন্তর হিয়া, তোমারে কহিল ইহা, সম্বরি রাখহ নিজ মনে। সব অবতার সার, কলি গোরা অবতার, নিস্তারিব লোক নিজ গুণে॥ বিষ্ণু কাত্যায়নী সনে, সম্বাদ ব্রহ্মপুরাণে, উৎকলখণ্ডেতে পরকাশ। রাজা সে প্রতাপরুদ্র, সর্ব্বগুণের সমুদ্র, ব্যক্ত কৈল অনেক প্রকাশ॥ এ কথা তোমার মনে, স্মরণ নাহিক কেনে, হাসি হাসি বোলে মুনিরাজে। প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে, ঘোষণা দিবার তরে, কলিযুগ অবতার কাজে॥ সভে কলিযুগ পাঞা, পৃথ্বীতে জনম গিয়া, নাম বিপর্য্যয় নিজ অংশে। সেই সব লোক নাথ, সব পারিষদ সাথ, জনম লভিব বিপ্রবংশে॥ শুনিয়া নারদ-বাণী, উল্লসিত শূলপাণি, উল্লসিত দেবী কাত্যায়নী। আনন্দে ভরিল পুরী, সবে বোলে হরি হরি, উঠিল আনন্দ রোল ধ্বনি॥ উঠিল বীণার ধ্বনি, চলিলা নারদ মুনি, স্বর সুমধুর স্বর সঙ্গে। অমিয়া মধুর ধারা, শ্রবণে পুরিল পারা, ত্রিভুবন-জন মন রঞ্জে॥ আপনা পাশরে যাইতে, চলিতে না পারে পথে, অনুরাগে অরুণবদনে। না জানিল পথশ্রম, ভালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, উপনীত ব্রহ্মার সদনে॥ দেখি ব্রহ্মা অতি ভিতে, অতি হরষিত চিতে, মুনিরে করিল অভ্যুত্থান। মুনি পরণাম করে, পড়িয়া চরণ তলে, তুলি ব্রহ্মা কৈল আলিঙ্গন॥ পুছিল কুশল বাণী, আগমন ধন্য মানি, চিরদরশন অনুরাগে। হেন লয় মোর মন, দেখি তোর সুবদন, রহস্য কহিবে মহাভাগে॥ তোর মুখোদিত বাণী, শ্রবণ অমিয়া শুনি, হিয়া জুড়ায় কহ কহ শুনি। কৈছন

লোকের কথা, কি না পহু গুণ গাথা, কি দেখিলে কি শুনিলে তুমি॥ কথা কহে পরিপাটী, নারদের আরভটী, স্ফুরিত অধরে দোলে অঙ্গ। বাষ্পজল ঝরে আঁখি, অরুণ অধর দেখি, কথারম্ভে দ্বিগুণ আনন্দ॥ শুন অদভুত ,কথা, তুমি সব সৃষ্টিকর্ত্তা, তোর বলে বুলিয়ে ব্রহ্মাণ্ড। যুগ অনুরূপ রূপে, যুগধর্ম্ম করে লোকে, কলিযুগে পাপ পরচণ্ড॥ দ্বাপর শেষের লোকে, সব দুঃখময় শোকে, দেখি মোর কলিকে তরাস। কাতর হৃদয়ে মোর; গেলু পহু বরাবর, শুধাইনু পরম সাহস॥ কলি পাপময় লোকে, নিস্তার করিব লোকে, কহ প্রভু! কেমন উপায়। ব্রাহ্মণ সে বেদহীন, সর্ব্বলোক ধর্ম্মক্ষীণ, মোর হিয়ায় এ বড় সংশয়॥ শুনিয়া কাতর বাণী, বোলে পহু গুণমণি, দূর কর অন্তরের চিন্তা। কলি লোক নিস্তারিব, নিজ ভক্তি প্রচারিব, অবতার করিব মো তথা॥ দান ব্রত তপ ধর্ম্ম, আর যত যত কর্ম্ম, সব আরোপিব হরি-নামে। কলি মহা দোস লেখ, এক মহা গুণ দেখ, মুক্তবন্ধ হ'বে সঙ্কীর্ত্তনে॥ ঘোষণা বোলহ তুমি, শিব ব্রহ্মা আদি ভূমি, সভে জনমহ কলি পাঞা। করুণাবিগ্রহ আমি, জনম লভিব ভূমি, যুগ অনুসারে গৌর হঞা॥

শুভ ছন্দ, পাহিড়া রাগ, দিশা॥

জয় জয় গৌরাঙ্গচাঁদ নদিয়া উদয় কলিকালে। (মূর্চ্ছা)॥ নাহারে আমার প্রভুর গুণ শুন॥ এতিন ভুবন আল কৈল যার গুণে। নাহারে গৌরাঙ্গচান্দের কথা শুন আরে কি আরে হয় হয়॥ ধ্রু॥ ঐছন শুনিয়া বাণী বিরিঞ্চি ঠাকুর। হৃদয়ে রোপিল প্রেম অমিয়া অঙ্কুর॥ গণ্ড পুলকিত আঁখি

অশ্রুধারা গলে। আনন্দে বিহ্বল তারে ধরি কৈলা কোলে॥ বোলায় বিরিঞ্চি গুণ মহামুনিবর। তোর পরসাদে আজি প্রসন্ন অন্তর॥ বিষয় বিপাকে সব মায়াবন্ধে অন্ধ। তোর পরসাদে পুন হয় মুক্তবন্ধ॥ লোক নিস্তারণ হেতু তোর মাত্র চিন্তা। পুরুব বৃত্তান্ত কিছু কহি নিজ বার্ত্তা॥ সনকাদি মুনি যত আমার নন্দনে। অন্তর প্রকাশি কিছু কহিল মো স্থানে॥ আমাকে কহিল তুমি প্রভু প্রিয়পুত্র। যে কিছু কহিয়ে তার কহ মোরে সূত্র॥ অচিন্ত্য অব্যয় প্রভু নিত্যানন্দ ব্রহ্ম। সূক্ষ্ম সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বময় ধর্ম্ম॥ অনন্ত নির্গুণ নিরঞ্জন নিরাকার। আদ্য মধ্য অন্ত বাহি এবাদ বিচার॥ ঐছন ঠাকুর হঞা পৃথিবীতে জন্ম। অজ হঞা জন্ম লয় প্রাকৃতের ধর্ম্ম॥ বৃন্দাবনে রাস কৈল গোপবধূ সঙ্গে। কামিগণ যেন কামরসে অতি রঙ্গে॥ কি নারী পুরুষ আদি এই জীবজনে। কৈছন কেমন তার অসন্তোষ কেনে॥ ঐছন সন্দেহ মোর হৃদয়ের শাল। তত্ত্ব কহ চতুর্ম্মুখ ঘুচাহ জঞ্জাল॥ ঐছন সন্দেহ কথা সনকাদি বৈল। শুনিয়া হৃদয়ে মোর বিস্ময় হইল॥ অন্তর চিন্তায় মোর মলিন বদন। মোর অগোচর এই প্রভু আচরণ॥ বেদান্তের পার এই কেবা জানে তত্ত্ব। আমা হেন কত ব্রহ্মা আছে শত শত॥ এই মনঃকথা আমি কহিবার বেলে। হংসরূপে প্রভু আসি বৈল হেন কালে॥ চারি শ্লোকে সমাধান কহিল আমারে। সেই সমাধান আমি দিল তা সভারে॥ সন্তোষ পাইল সেই সব মহাশয়। পরিতোষে গেল যথা যার মনে লয়॥ সেই চতুঃশ্লোকী মোর সব রসভাণ্ড। তার

তত্ত্ব জানে হেন নাহিক ব্রহ্মাণ্ড॥ কথো দিন রহি ব্যাস নৈমিষ অরণ্যে। সব বিবরণ যত ভাগবতপুরাণে॥ না থুইল শেষ কিছু বলিবার তরে। জাড্য না ঘুচিল তত্ত্ব পড়িল ফাঁফরে। মূর্চ্ছা পাইল ব্যাসদেব অরণ্য ভিতরে॥ জানি উপজিল দয়া ঠাকুর অন্তরে॥ আমাকে ডাকিয়া দিল চারি শ্লোক এই। এই পরধন লঞা যাহ ব্যাস ঠাঁই॥ ব্যাস নাহি জানে মোর আচরণ তত্ত্ব। এই শ্লোক অনুসারে রচ ভাগবত॥ সেই ভাগবত তুমি কহিও নারদে। তার জিহ্বায় সরস্বতী কহিব শবদে॥ এতেক কহিয়ে তুমি শুন মুনিবর। যুগে যুগে তুমি মাত্র জীবে দয়া কর॥ জীবের নিস্তার হেতু তুমি মহাজন। ভাগবত দিব্যশাস্ত্র নাহি আর ধন॥ নির্ব্বিষয় ভাগবত স্বতন্ত্র পুরুষ। না জানিয়া শাস্ত্র-জ্ঞান করয়ে মুরুখ॥ হেন ভাগবত কথা কৃষ্ণ অবতারে। গর্গমুনি বৈল নাম-করণের কালে॥ এবে সে স্মরণ হৈল গর্গমুনি-বাণী। চারিযুগ অনুরূপ করণ কাহিনী॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে॥

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্লতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ইতি॥ ৩॥

সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ লোকে পরচার। ত্রিতয়ে অরুণ-কান্তি যজ্ঞ নাম তার॥ এবে কৃষ্ণ নাম এই নন্দের কুমার। পরিশেষে পীতবর্ণ হব কোথা আর॥ ক্রমভঙ্গে বলি শ্লোকে সন্দেহ যাহার। চারি যুগে তিন বর্ণ এ বুদ্ধি তাহার॥

ভগবান্ প্রতিযুগে বিভিন্ন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইহাঁর শুক্ল, রক্ত, পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল; এখন ইঁনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন॥ ৩॥

শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, চারি বর্ণ কহি। চারি যুগ বহি আর এক যুগ নাহি॥ নহে বা বিচারি দেখ গৌর কোন যুগে॥ অস্তে ব্যস্তে কহিলে সন্দেহ নাহি ভাঙ্গে॥ ইহার বিচার কিছু কহি তাহা শুন। অজ্ঞজনেরে ইহা বুঝাব এখন॥ একাদশে এই কথা কহে ভাগবতে। রাজা প্রশ্ন কৈল করভাজন মুনিতে॥

তথাহি রাজোবাচ॥

কস্মিন্ কালে চ ভগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃশৈর্নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাং॥ ইতি ॥৪॥

কোন কালে ভগবান্ কোন বর্ণ ধরে। কি নাম তাহার সেই হৈল কোন কালে॥ কোন কালে কোন ধর্ম্ম কেমন মানুষ। কোন বিধি পূজা করে কিসে বা সন্তোষ॥

শ্রীকরভাজন উবাচ॥

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাতন্ত্রবিধানেন নানৈব বিধিনেজ্যতে॥ ৫ ॥
কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহু র্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষো বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলুঃ॥ ৬ ॥
মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্ব্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, কোন্ কালে ভগবান্ কি বর্ণ হইয়াছিলেন এবং কি প্রকার জনগণ কি নামে বা কোন বিধিতে ভগবান্কে পূজা করিয়া থাকেন, তাহা এখন সম্যক্ রূপে কীর্ত্তন করুন॥ ৪ ॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে কেশব (শ্রীকৃষ্ণ) নানাবিধ তন্ত্রবিধানে ও নানাপ্রকার বিধিদ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। সত্যযুগে ভগবান্ শুক্ল বর্ণ, চতুর্ভুজ, জটিল, বল্কলধারী, কৃষ্ণসারের উপবীত ও অক্ষধারী দণ্ডকমণ্ডলুপাণি হইয়াছিলেন। তৎকালে মনুষ্যগণ শান্ত, বৈরশূন্য, সুহৃদ্ ও

যজন্তে তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ॥ ইতি ॥৭॥

রাজাকে কহিল মুনি শুন সাবধানে। সত্য আদি যুগে লোক তরয়ে যেমনে॥ সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ হংস নাম ধরে। চতুর্ব্বাহু তপোধর্ম্ম জটা বাকল পরে॥ দণ্ড কমণ্ডলু কৃষ্ণসার * উপবীত। শান্ত নির্ব্বেদ সম লোকের চরিত॥

তত্র ত্রেতায়াং॥

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽহসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষিতঃ॥ ৮ ॥
তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিং।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ব্রহ্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ইতি ॥৯॥

সেই প্রভু ত্রেতাযুগে রক্ত বর্ণ ধরে। চারি বর্ণ ত্রিমেখল স্রুক্ স্রুব্ করে॥ তপ্ত হাটক কেশ শিরের উপরে। সর্ব্বদেবময় প্রভু আপে যজ্ঞ করে॥ যজুর্ব্বেদ আত্মা তার নাম ধরে যজ্ঞ। বেদ-বিধিমতে পূজা করে ধর্ম্মবিজ্ঞ॥

তথাহি দ্বাপরে॥

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ১০ ॥

সকলের প্রতি সমভাব ছিল, শম (অন্তরিন্দ্রিয় জয়) এবং দম (বাহেন্দ্রিয়-জয়) সম্পন্ন হইয়া তপস্যাদ্বারা ভগবানের সন্তোষ বিধান করিত॥ ৫—৭॥

* কৃষ্ণসার একরূপ মৃগের চর্ম্ম।

অপিচ, ত্রেতা যুগের বিষয় এই যে, ত্রেতাযুগে ভগবান্ রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিমেখলা-পরিবেষ্টিত, হিরণ্যকেশ, বেদাত্মা এবং স্রুক্ ও স্রুব্ নামক যজ্ঞপাত্র-যুক্ত ছিলেন। তখন মনুষ্যগণ, বেদপরায়ণ ও বেদবাদী হইয়া সর্ব্বদেবময় দেব হরিকে ত্রয়ী বিদ্যা অর্থাৎ বেদবিদ্যায় অর্চ্চনা করিত॥ ৮॥ ৯॥

দ্বাপর যুগের বিষয় এই যে, দ্বাপর যুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর, শ্রী-

তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণং।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥ ১১ ॥
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ইতি ॥ ১২ ॥

দ্বাপরেতে শ্যামবর্ণ ধরে ভগবান্। শ্রীবৎস কৌস্তুভ অঙ্গে পীত পরিধান ॥ মহারাজ রাজাধিপ লক্ষণ বিরাজে ॥ ভাগ্যবান্ লোক তাঁরে বেদ তন্ত্রে যজে ॥ এই মত প্রতিযুগে যুগ অবতার। যে যুগে যে ধর্ম্ম লোকে করয়ে আচার ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগ গেল। শ্বেত রক্ত আর কৃষ্ণবরণ হইল ॥ তিন যুগে তিন বর্ণ কহা দিল মুনি। সাবধান হঞা শুন কলির কাহিনী ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ইতি ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ আছয়ে যাহাতে। কৃষ্ণবর্ণ তার নাম কহে ভাগবতে ॥ কান্তিতে অঙ্গ কৃষ্ণ সেই শুন সর্ব্বজন। গোরা গোরা বলি গাই এই যে কারণ ॥ সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র

মন্ত্রধারী, শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্নে চিহ্নিত ছিলেন। তৎকালে মনুষ্যগণ পরম-তত্ত্বের জ্ঞানার্থী হইয়া সেই মহারাজ লক্ষণান্বিত ভগবান্‌কে বেদ ও তন্ত্র মতে অর্চ্চনা করিয়া থাকিত। হে রাজন্! দ্বাপর যুগে এই প্রকারে জগদীশ্বরকে নানাতন্ত্র বিধানে স্তব করিয়া থাকে এবং কলিযুগেও সেই প্রকারে করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১০—১২ ॥

ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ এবং ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীত বর্ণও হইয়া থাকেন। ইনি অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পারিষদ সহিত নিত্য-যুক্ত। সুমেধাগণ তাঁহাকে সঙ্কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞসমূহে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ১৩

যত পারিষদ আর। সভার সহিত প্রভু কৈল অবতার ॥ অঙ্গ বলরাম বলি তেঞি কহি সাঙ্গ । উপাঙ্গ আভরণ তেঞি কহি উপাঙ্গ ॥ সুদর্শন আদি অস্ত্র যত পারিষদ । সঙ্গতি আইলা সভে নারদ প্রহ্লাদ ॥ পূর্ব্ব অবতারে আর দাস দাসী যত । সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার নাম লৈব কত ॥ এতেকে বৈষ্ণব সব কহে অনুভবে । যে নাম আছিল তথা যেবা নাম এবে ॥ সামান্য মানুষ ইহা জানিব কেমনে । বিশ্বাস করিতে নারে অধম্মের মনে ॥ এইত কারণে মুনি কহিল বচন । সেই সে জানিব ইহা সুমেধা যে জন ॥ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞ ধর্ম্ম পরকাশ । সুমেধা যে জন তাতে পরম উল্লাস ॥ এতেকেই ইহা না মানয়ে যেই জন । চারিযুগে তিন বর্ণ তাহার কারণ ॥ কান্তি কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণ দুই হৈল এক । আর দুই যুগ বর্ণ ইহা নাহি দেখ ॥ কলি বা দ্বাপর দুইযুগে এক বর্ণ । দুইযুগে বর্ণ এক ইহার এ মর্ম্ম ॥ সত্য ত্রেতা শ্বেত রক্ত দুই বর্ণ আছে । কলি দ্বাপরেতে একবর্ণ হৈল পাছে ॥ গর্গমুনির বাক্য কেনে বল ক্রমভঙ্গ । ক্রমভঙ্গ নহে শুন আছে বড় রঙ্গ ॥ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কহিবার তরে । তিন কাল কহে চারি যুগের ভিতরে ॥ সত্য ত্রেতা বহি দ্বাপর বিদ্যমান । দ্বাপরেতে কৃষ্ণ অবতার কৃষ্ণ নাম ॥ ইদানী বলিয়া তেঞি বলে গর্গমুনি । ভূতকাল ভিতরে ভবিষ্য কাল গণি ॥ ভবিষ্যতা যার আছে ইহাতেই জানি । ভূতের ভিতরে তার ভবিষ্য প্রমাণি ॥ ভবিষ্যতা মধ্যে ভূত প্রমাণে পণ্ডিত । নিশ্চয়তা আছে তার এইত ইঙ্গিত * ॥ তথাপি তাহাতে তথা শব্দ দিল মুনি ।

* অসিদ্ধে সিদ্ধবন্নির্দ্দেশঃ সিদ্ধ্যধ্যবসায়াৎ, কিম্বা ভাবিনি ভূতবদুপচারাৎ ।

শুক্লরক্ত বলি তথা কি কাজ কাহিনী॥ তথা শব্দে পূর্ব্ব উক্ত শুক্ল রক্ত যথা। কলিযুগে পীতবর্ণ হব হরি তথা॥ এবে দ্বাপরেতে এই কৃষ্ণতাকে গেল। গর্গমুনি চারিযুগে তিন কাল কহিল॥ আমার বচন যে না লয় অবজ্ঞাতে। কি কারণে তথা শব্দ কহে ভাগবতে॥ এতেকে কহিয়ে আমি শুন মোর বোল। কহয়ে লোচন কথা না ঠেলিহ মোর॥ আর অপ-রূপ শুন শ্লোকের ব্যাখ্যান। এই মাত্র ব্যাখ্যা এই পরম প্রমাণ॥ এই ব্যাখ্যার আছে অপূর্ব্ব পূর্ব্বপক্ষ। যুগ অবতার কৃষ্ণ এ বড় অশক্য॥ আর যুগে অবতার অংশ কলা লিখি। আপনি যে ভগবান্ ভাগবত সাক্ষী॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে॥

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং॥

অর্থাৎ যাহা পরে হইবে তাহার অবশ্য নিশ্চয়তা থাকিলে, সে স্থানে "হই-য়াছে" এরূপ বলা যাইতে পারে। যেমন "প্রাণত্যাগ করিয়া যুদ্ধে যাইতেছে" অর্থাৎ "যদি প্রাণ যায় সেও ভাল" এইরূপ প্রাণের আশা ছাড়িয়া বা প্রাণ-পণে যুদ্ধে যাইতেছে। ইত্যাদি স্থানে যেমন ভাবি কার্যের নিশ্চয় হেতু ভূত নির্দ্দেশ, তদ্রূপ কলিতে যে গৌর হইবেন, তাহার নিশ্চয় করিয়াই "আসন্" এই অতীত কালে ভাবি কালের ক্রিয়াকে ধরা হইয়াছে। অথবা অন্য রূপেও ঐ ভূত ক্রিয়ার সঙ্গতি হইতে পারে। বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বং। অর্থাৎ বিরুদ্ধ স্থলে অনেকের মত (ভোট্) গ্রাহ্য হইয়া থাকে। সুতরাং অতীত বর্ণ দুইটী, ভাবী বর্ণ একটী মাত্র পীত। এজন্য তাহা (ভাবী হইলেও) অতীতের দলে গণিত হইয়াছে। রাস।

অপিচ, এই সমস্ত (পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট দেবগণ) আদিপুরুষ ভগবানের কেহ অংশ কেহ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণই সাক্ষাৎ পূর্ণ ভগবান্। শ্লোকস্থ তু শব্দে রাম-চন্দ্রও ভগবান্। ভগবানের অংশকলা স্বরূপ দেবগণ প্রতিযুগে দৈত্য দানবাদি

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ইতি ॥১৪॥

যুগ অবতার কৃষ্ণ কহিব কে মতে। এ বচন তবে কেনে কহে ভাগবতে ॥ বৃন্দাবনচন্দ্র যুগ অবতার নহে। পূর্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ ভাগবতে কহে ॥ এইত কারণে তাহা কহি কিছু শুন। অবজ্ঞা না কর কেহ কর অবধান ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ॥

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ।

শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ইতি ॥ ১৫ ॥

গর্গমুনি কহিল গভীর বড় বোধে। কেমনে বুঝিব ইহা আমরা অবোধে ॥ বুদ্ধিমান্ হয় যদি জানে ভক্তজনে। বুদ্ধিমান্ যেই তাহা করয়ে প্রমাণে ॥ চারি যুগে চারি বর্ণ কহিলেন মুনি। ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান ত্রিকাল কাহিনী ॥ চারিযুগে তিন কাল করিবারে চাহে। এই সব কথা ব্যাস এক শ্লোকে কহে ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর আর যুগ কলি। শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ চৌযুগ ভিতরি ॥ চারিযুগ আছে চারি কাল হয় যবে। আর তিন অবতার ক্রমে হয় তবে ॥ তবে সে কহিলে হয় যথাক্রম কথা। যথা অবতারী কৃষ্ণ অনুসারে তথা ॥ এতেকে সে ক্রমভঙ্গ হেন শ্লোকে দেখে। তথা শব্দে ভবিষ্য কাল গর্গমুনি লেখে ॥ কেবা অবতার আর চারি বর্ণ কার। কেবা অবতারী কেমন বিচার ইহার ॥ আপনে হি ভগবান্ জন্মি যদুবংশে। পৃথিবীতে অবতার করে আর অংশে ॥ বিশেষ্য বিশেষণ করি বাখানহ কেনে। এই সে সন্দেহ ইথে দ্বিধাতে

দ্বারা উৎপীড়িত জনগণকে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ৩০ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

কারণে ॥ যতেক চৌযুগ তাতে অংশ অবতার। যুগ অনুরূপ বর্ণ ধরে তা সভার ॥ ধর্ম্ম সংস্থাপন অধর্ম্ম বিনাশ নিমিত্তে। প্রতিযুগে অংশ অবতার হয় তাতে ॥ আপনিই দ্বাপরে ভগবান্ হরি। অবতার শিরোমণি সভার উপরি ॥ হবে কৃষ্ণ তাকে গেল গর্গমুনি কহে। শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ নহে ॥ প্রতি দ্বাপরে অংশ কৃষ্ণ নাম বর্ণ। তদ্রূপতাকে গেল প্রভু এই শুন মর্ম্ম ॥ যেন দ্বাপরেতে কৃষ্ণ তেন গৌরচন্দ্র। কলি দ্বাপর যুগে এ দুই স্বতন্ত্র ॥ এই দুই যুগে একবর্ণ অবতার। ব্যাসদেব কহেন উদাহরণ ইহার ॥

তথাহি বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে ॥

ত্বমারাধ্য তথা শম্ভুং গ্রহীষ্যামি বরং সদা।
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানবাদিষু ॥ ১৬ ॥
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥ইতি ॥১৭॥

আর কিছু কহি শুন ভগবদ্গীতা। শ্রীমুখোদিত প্রভুর নিজ নিজ কথা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।

আমি নিয়তকাল শম্ভুকে আরাধনা করিয়া সেইরূপে বর লইব যে, "দ্বাপরাদি যুগে কলারূপে মনুষ্যকুলে জন্মিয়া আপনি কল্পিত আগম দ্বারা জনগণকে হরিবিমুখ করুন ও আমাকেও গুপ্ত করিয়া রাখুন। যাহাতে উত্তরোত্তর সৃষ্টি হইতে থাকে।" তাহা না হইলে হরিপরায়ণ হইয়া সকলেই মুক্ত হইবে, সংসারের সৃষ্টি লোপ পাইবে। বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে এইরূপ উক্ত আছে ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উক্ত আছে যে, সাধুদিগের পরিত্রাণ ও পাপিদিগের

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ইতি ॥ ১৮ ॥

সাধুজন পরিত্রাণ ধর্ম্ম সংস্থাপন। অধর্ম্ম বিনাশ হেতু কহিল এ মর্ম্ম ॥ যুগে যুগে জন্ম আমি লভিয়ে আপনি। এই দুই যুগে জন্ম আপনেই আমি ॥ একযুগ শব্দ কহি আর নাম যুগে। বিশেষণ বিশেষ্য করি বাখানহ লোকে ॥ যুগ বিশেষণ যুগ তেঞি যুগ বলি। এক ত দ্বাপর যুগ আর যুগ কলি ॥ যুগে যুগে চারিযুগ করি কেনে বোল। পূর্ণ কৃষ্ণ অবতার অংশ কেনে কৈল ॥ সে চারি যুগের কথা আর ঠাঁই কহে। তাহাও কহিব আমি মন দেহ তাহে ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥ ইতি ॥ ১৯ ॥

যে যে কালে যে যে যুগে ধর্ম্মের হয় হানি। অধর্ম্মের অভ্যুত্থান সে সে কালে জানি ॥ তদা কালে আপনাকে করিয়ে সৃজন। প্রতি যুগে অবতার অংশের কারণ ॥ এতেকে কহিয়ে আমি শুন মোর বোল। কহয়ে লোচন কথা না ঠেলিহ মোর ॥ কলিযুগে গৌর কৃষ্ণ জানিয়াছি আমি। বিশেষ সন্দেহ মোর ঘুচাইলে তুমি ॥ আর অপরূপ শুন কলিযুগ মর্ম্ম। আশ্রমে নিস্তারে লোক সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম ॥ দান ব্রত তপো হোম স্বাধ্যায় সংযম। বাসনা বিষয় যত এবিধি নিয়ম ॥ ফলভোগ শ্রুতি শুনি সব মায়াবন্ধ। নাম গুণ

বিনাশ করিয়া শেষে ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য আমি যুগে ২ অবতীর্ণ হইয়া থাকি॥১৮

হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি হইবে এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইবে, তখনি তখনি আমি আত্মবিস্তার করিব বা অবতীর্ণ হইব ॥ ১৯ ॥

মহিমা না জানে ছার অন্ধ॥ কর্ম্মসূত্রে বন্দী জীব ভ্রমিতে ভ্রমিতে। নিবৃত্তি-নাহিক কর্ম্ম নাহি সঙ্কল্পিতে॥ প্রলয়ের কালে সব কর্ম্ম বন্ধ ঘুচে। হেন বন্ধ ঘুচে কৃষ্ণ কথা যবে পুছে॥ হেন গুণ সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম্ম। ঘোর পাপময় বোলে না জানিয়া মর্ম্ম॥ যুগধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন ঘুচাব কেমনে। কেবা ধর্ম্ম সংস্থাপন করে প্রভু বিনে॥ প্রভুর প্রতিজ্ঞা শুন এ বিষ্ণুপুরাণে। প্রভু অবতার হব যেই যেই কারণে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ইতি॥ ২০॥

সাধুজন পরিত্রাণ অধর্ম্ম বিনাশ। ধর্ম্ম সংস্থাপন প্রতি যুগেতে প্রকাশ॥ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম ইহা মানে। কলি গোরা অবতার কভু নহে আনে॥ ইহা বলি মুনিসনে কোলাকোলি করে। আনন্দে বিহ্বল ব্রহ্মা আপনা পাশরে॥ এক কহে আর উঠে গোরা-গুণের প্রভায়। সকল ইন্দ্রিয় সুখে করিবারে চায়॥ আর কথা শুন প্রভুর সহস্রেক নামে। এক কালে দুই নাম হৈল এক ঠামে॥

তথাহি মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি॥

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥ ইতি॥ ২১॥

এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ইতঃপূর্ব্বেই ৩৭। ৩৮ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে॥ ২০॥

যাহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, অঙ্গের বর্ণও সুবর্ণ সদৃশ অঙ্গও সুন্দর। চন্দনের অঙ্গদ পরিহিত। যিনি সন্ন্যাসকারী, সম ও শান্ত গুণাবলম্বী এবং নিষ্ঠ ও শান্তি পারায়ণ॥ ২১॥

হেমগৌর কলেবর সুবরণ দ্যুতি। সন্ন্যাস করণ সে পরম মহাযতি॥ ভবিষ্যপুরাণে শুন কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা। কলি জনমিব তিন বার এই আজ্ঞা॥

তথাহি ভবিষ্যপুরাণে॥

অগ্রা অধ্বময়া যজ্ঞা ময়া বৃদ্ধা ন সংশয়ঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥ ইতি॥ ২২॥

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে। কলিযুগ ধর্ম্ম মর্ম্ম বিচারহ মনে॥ পাপময় কলিযুগে পরধর্ম্ম এই। নামসঙ্কীর্ত্তন পরধর্ম্ম যারে কই॥ যদি বা বলিবা পাপচ্ছেদন কারণে। প্রকাশিল মহাখড়্গ নামসঙ্কীর্ত্তনে॥ সত্য আদি প্রজা কেনে কলিজন্ম মাগে। হরিনাম পরায়ণ হৈব কলিযুগে॥

তথাহি॥

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবং।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ইতি॥ ২৩॥

কৃষ্ণ অবতারে কেনে লঞা সর্ব্বশক্তি। পাপাশয় জনে নাহি দেই প্রেমভক্তি॥ ঐছন করুণা কহ কোন যুগে আর। না ভজিলে প্রেম দেই কোন অবতার॥ পাপ নাশ হেতু আছে ধর্ম্ম কর্ম্ম তীর্থ। কি জানহ ধর্ম্মশীল পায় হেন অর্থ॥ এতেকে জানিল কলি সর্ব্বযুগ সার। সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম বহি ধর্ম্ম

ভবিষ্যপুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে, অগ্রে যে সমস্ত অধ্বময় যজ্ঞের বৃদ্ধি করিয়াছি, তাহা হইতে কলিযুগে একমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ এবং সেই যজ্ঞারম্ভের জন্যই কলিতে আমি শচীনন্দন গৌরাঙ্গ হইয়া অবতীর্ণ হইব॥ ২২॥

হে রাজন্! সত্যাদি যুগেতেও প্রজাগণ কলিযুগীয় অবতারকে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কলিতে লোকসমুস্ত নিশ্চয়ই নারায়ণপরায়ণ হইবেন॥ ২৩॥

নাহি আর ॥ এতেক বিচার কথা কহিল বিরিঞ্চি। শুনিয়া নারদ বীণা বাজায়ে সুসঙ্গি ॥ এহেন অদ্ভুত ব্রহ্মা নারদ-সম্ভাষ। শুনিয়া আনন্দ হিয়া এ লোচন দাস ॥

সিন্ধুরাগ ॥

নারদ কহয়ে ব্রহ্মা কি কহিব আর। যে কিছু কহিলা এই হৃদয়ে আমার ॥ কর্ম্মবন্ধে ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত কল্প। দৈবে বৈষ্ণব সেবা ঘটে যদি অল্প ॥ তার মহিমা কথা নিগূঢ় শুনিয়া। পালিয়ে পরম যত্নে সাবধান হঞা ॥ তবে মুক্ত-বন্ধ হঞা কৃষ্ণপর হয়। সালোক্যাদি মুক্তি চারি অঙ্গুলি না ছয় ॥ তার পর প্রেমভক্তি গোপিকার ভাব। কে আছয়ে অধিকারী সে সব আলাপ ॥ যার রসে বশ প্রভু ত্রিজগৎ-নাথ। প্রাকৃত জনের যেন কুলটার সাথ ॥ তার প্রেমভক্তি কথা কে কহিতে জানে। গুল্মলতা জন্ম উদ্ধব মাগে যার গুণে ॥ যে প্রভুর চরণ ব্রহ্মা মহেশ ধেয়ায়। যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র খুঁজি উদ্দেশ না পায় ॥ অশেষ লখিমী যার করে পদ সেবা। ব্যাস অগোচর যার পদমধু-প্রভা ॥ চারি বেদে যাহার মহত্ত্ব নিত্য গায়। অনন্ত মহিমা গুণ ওর নাহি পায় ॥ শেষ মহাশয় যার শয়নের শয্যা। হেন প্রভু কৈল গোপিকার পরিচর্য্যা ॥ আর কত ভকত আছয়ে শত শত। হেন রূপে বশ কৈল গোপী-অনুগত ॥ কোথা কৃষ্ণ পরমাত্মা নিগূঢ় বে প্রেমা। কোথা গোপী বনচারী ব্যভি-চারী কামা ॥ ঐছন ভকতি তত্ত্ব বুঝিবারে চাই। পরম নিগূঢ় ভক্তি ইহা বই নাই ॥ হেন ভক্তি প্রচারিব কলি-যুগে প্রভু। লক্ষ্মী অনন্ত যাহা নাহি শুনে কভু ॥ সভারে

ষোলহ ব্রহ্মা সব ব্রহ্মলোকে। নিজ নিজ অংশে জন্ম লব কলিযুগে ॥ ইহা বলি মহামুনি অন্তর উল্লাস। চলিলা নারদ কহে এ লোচন দাস ॥

মল্লার রাগ ॥

চলিলা নারদ মুনি, বীণার গর্জ্জন শুনি, লহু লহু শ্রবণ মঙ্গল গীত না। অমিয়া সিঞ্চিল যেন, জগত জনের মন, ত্রিভুবনে আনন্দ চমকিত না ॥ জয় জয় হরিবোল, আনন্দে মগন ভোল, ঘোষণা পড়িল তিন লোকে না। অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে, জনম লভিব রঙ্গে, গোরা অবতার কলিযুগে না ॥ ঐজন করুণা কর, দেখিব নয়ান মোর, অমিয়া সিঞ্চিব কলেবরে না। জয় জয় জগন্নাথ, নিজ নিজ ভক্ত সাথ, নিজ ভক্তি করিতে প্রচার না ॥ কলিযুগ ধনি ধনি, লোক প্রজা সব ধনি, অবনি নদিয়া তার মাঝে না। ধনি মিশ্র পুরন্দর, ভবনেতে যাহার, জনম লভিলা গোরারাজে না ॥ অহহ সঙ্গিনী সঙ্গে, হরিগুণ গান রঙ্গে, বায় শঙ্খ করতাল মৃদঙ্গ না। এ ভুবন চতুর্দ্দশ, প্রেম বরিষণ রস, গুণ কীর্ত্তন করিব পরচার না ॥ বৃন্দাবন গুণ রস, প্রণয় সে সর্ব্বরস, আপনে আস্বাদি দিব সভে না। দেব-নাগ-নরগণে, আচাণ্ডাল সব জনে, পিয়াইব যাহা করি লোভে না ॥ আনন্দ আনন্দ গুণ, মঙ্গল মঙ্গল শুন, বৃন্দাবনধন পরকাশ না। সকল ভুবনপতি, জনম লভিব ক্ষিতি, আনন্দে ভুলিল এ দাস লোচন না ॥

বরাড়ি রাগ ॥

মোর প্রাণ রে আরে রে গোরাচান্দ নারে হয় ॥

যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্র আদি লোকে। শুনিয়া

আনন্দময় নাচয়ে কৌতুকে॥ অঙ্কুরিত মৃততরু যেন দেখে লোকে। নারদ আনন্দময় ভ্রময়ে কৌতুকে॥ হেন মতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে আচম্বিত। ধর্ম্ম বিপর্য্যয় দেখে লোকের চরিত॥ দান ব্রত তপস্যা ছাড়িয়া সর্ব্বজন। স্ত্রীয়ের গৌরব করে কায় বাক্য মন॥ ইহা অনুমানি জানিল নিশ্চয়। এই কলিযুগ ইথে নাহিক সংশয়॥ যা লাগিয়া তিনলোকে ঘোষণা পড়িল। কারে নিবেদিব এই কলি-যুগ আইল॥ চিন্তিত হইয়া মুনি বসিলা ধেয়ানে। আচ-ম্বিতে শুভ বাণী উঠিল গগনে॥ জগন্নাথ দারুব্রহ্ম আমি নীলাচলে। লোক নিস্তারণ হেতু সমুদ্রের কূলে॥ পুরুব বৃত্তান্ত নাহি স্মরণ যে তোর। কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞায় আজ্ঞা পাইল মোর॥ চল চল মুনি-রাজ নীলাচল পুরী। আচরিব জগন্নাথ আজ্ঞা অনুসারি॥ চলিলা নারদ মুনি আনন্দ হিয়ায়। উঠিল বীণার ধ্বনি জগৎ জুড়ায়॥ হাহা জগন্নাথ করি অনুরাগে ধায়। দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগৎ রায়॥ যত অবতার তার আশ্রয় সদন। সব কলা রসময় প্রসন্ন বদন॥ চরণে পড়িয়া মুনি বোলে কর যুড়ি। কৃপা কর জগন্নাথ আইল যুগকলি॥ মহাঘোর পাপেতে পড়িল সব লোকে। শিশ্নোদর-পরায়ণ ভ্রান্ত মহাশোকে॥ শুনিয়া ঠাকুর কিছু হাসিয়া কহিল। কর পরশিয়া তারে নিভৃতে কহিল॥ পরম নিগূঢ় এই কহি তোমা স্থানে। গোলোকে চলহ তুমি আমার বচনে॥

পাহিড়া রাগ, ত্রিপদী ছন্দ॥

বৈকুণ্ঠ উপরি স্থান *, গোলোক যাহার নাম, শ্রীগৌর

* "রুক্মিণী শকতি নাম" এইটী পাঠান্তর।

সুন্দর তার রাজা। লখিমী আদিক নারী, একহু পুরুষ হরি, সুখময় সকল পরজা ॥ রাধা আর রুক্মিণী, এই দুই ঠাকুরাণী, তার অংশে যতেক নাগরী। শত শত শাখা-ভক্তি, এ দোঁহার ধরি শক্তি, সেবা করে হঞা অনুচরী ॥ আর দেবী সত্যভামা, রূপে গুণে অনুপমা, সব রস বৈদগ্ধীর সীমা। লীলা বিলাস লাবণ্য, সর্ব্ব রস কলা ধন্য, ত্রিজগতে রমণী পরমা ॥ সঙ্গীত বলিয়ে যারে, তাল সঞ্চারণ সরে, শব্দ ব্রহ্ম জগতে বাখানে। বলিয়ে পঞ্চম বেদ, যে পূজয়ে স্বরভেদ, বুঝি সেথা সর্ব্বত্র সমানে ॥ পুরুষ ঠাকুর অংশ, সকল বৈষ্ণববংশ, রসময় রঙ্গ নামাপুরী। ঐছন মহিমা তার, কহিতে শকতি কার, এক মুখে কহিতে না পারি ॥ যতেক গোপিকাগণে, রাস কৈল বৃন্দাবনে, রাধা আদি করি করে সেবা। দ্বারকায় ছিল যত, রুক্মিণীর অনুগত, আর যত রসঁ অনুভবা ॥ ভক্তি বিনু নাহি তাহে, নিরবধি যশ গায়ে, স্বতন্ত্র হইয়া পরাধীন। মুক্ত বিনু সর্ব্বজন, প্রাকৃত জনের যেন, ভকতি কেবল যেন দীন ॥ সালোক্যাদি চারি মুক্তি, বৈকুণ্ঠ নাথের শক্তি, ভক্তিহীন আপনে স্বতন্ত্র। লখিমী সম্পদ্ ময়, দীন ভাব নাহি রয়, ভকতি কেবল পরতন্ত্র ॥ শর্করা সে আপনে, নিজ স্বাদ নাহি জানে, পরজনা করে উপভোগ। ঐছন মুকতি-পদ, ভক্তি পদে দেই বাদ, সব পর প্রেমভক্তি যোগ ॥ বিধাতার অগোচর, সে পুরী আমার ঘর, দয়ার কারণে আইল এথা। শ্রীচৈতন্য সর্ব্বেশ্বর, গৌর দীর্ঘ কলেবর, দেখিয়া ঘুচাহ মনো-ব্যথা ॥ যেরূপে দেখিল তথা, সেরূপে আসিব হেথা, গুণ কীর্ত্তন করিব প্রচার। ঘুচাব সকল দুঃখ, প্রচারিব প্রেম-

সুখ, কলিলোক করিব নিস্তার ॥ চলিলা নারদ মুনি, শুনি অপরূপ বাণী, বেদ অগোচর এই কথা। বৈকুণ্ঠ উপর আর, গোলোক দেখিব যার, সকল ভুবনে গুণ গাথা ॥ মুক্তি পর-মুক্তি আর, ভাগবতের বিচার, শুনিল নিগূঢ় যত কথা। লোকদেব অবিদিত, অবিদিত অবেকত, বেকত দেখিব আজি তথা ॥ অনুরাগে ধায় মুনি, বীণার শবদ শুনি, বৈকু-ণ্ঠের প্রজা হরষিত। বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া, আনন্দে বিহ্বল হইয়া, সুমঙ্গল গায় গুণগীত ॥ দেখিল বৈকুণ্ঠনাথ, সব পারি-ষদ সাথ, বসিয়াছে স্বর্ণ সিংহাসনে। পড়িয়া চরণতলে, মুনি পরণাম করে, তুলি পহু কৈল আলিঙ্গনে ॥ হাসিয়া কহেন পহু, কি তোর অন্তর রহু, কহ মুনি হৃদয় সত্বরে। উৎকণ্ঠা হৃদয়ে মরি, পালিব বচন তোরি, অগোচর করিব গোচরে ॥ করযোড়ে বোলে মুনি, তুমি সব অন্তর্যামী, তোরে মুঞি কি বলিব আর। দারুব্রহ্ম রূপে মোরে, যে কহিলে অন্তরে, সেইরূপ দেখাহ আমার ॥ পুন কহে শুন মুনি, নিভৃতে কহিয়ে আমি, সেইরূপ সহজ স্বরূপে। তার ছায়া মায়া যত, আবতার শত শত, আরোপিয়া পরম উদ্যোগে ॥ যার ছায়া শক্তি আমি, ব্যাপিত সকল ভূমি, সর্ব্বময় বিষ্ণু সর্ব্বে সর্ব্ব। লক্ষ্মী মোর অনুচরী, আর যেই মুক্তি চারি, তাহা আর কহিয়ে সন্দর্ভ ॥ যার ছায়া বিষ্ণু আমি, সম্পদ্ ছায়া লখিমী, বৈকুণ্ঠের ছায়া এ বৈকুণ্ঠ। মুক্তিছায়া চারি মুক্তি, সবে আরো-পিয়া ভক্তি, সেবে নাথ সে পহু বৈকুণ্ঠ ॥ রাধা মাত্র প্রকৃতি, প্রেমময় আকৃতি, যার বশ পুরুষ প্রধান। প্রকৃতি দক্ষিণ বাম, ললিতা বিশাখা নাম *, তিন গুণ শকতি সন্ধান ॥ নিশ্চয়

* "বৈকুণ্ঠের এক ধাম, মহাবৈকুণ্ঠ যার নাম" ইতি পাঠান্তর।

বচন মোরি, অনায়াসে গৌরহরি, প্রকট করুণা কল্পতরু। চল মুনি চলি যাই, সেই মহাপ্রভু ঠাঁই, সকল ভুবনে শিক্ষাগুরু ॥ চলিলা মুনীন্দ্র রায়, বীণা হরিগুণ গায়, আনন্দে অবশ অঙ্গ কাঁপে। পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক জা, প্রেমবারি দুনয়নে ঝাঁপে ॥ প্রেমমদে মাতোয়ার, ক্ষণে হয় চমৎকার, ক্ষণে ডাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া। ক্ষণে অর্দ্ধ পদ যায়, ক্ষণে ক্ষণে ফিরে চায়, ক্ষণে কান্দে ক্ষণে চলে ধা'য়া ॥ আচম্বিতে বায়ু বহে, জুড়ায় সকল দেহে, কোটি চাঁদ জিনি যেন জ্যোতি। শ্রীপাদপদ্ম গন্ধে, আউলায় শরীর বন্ধে, যে দেখিয়ে তহি কামকাঁতি ॥ অনেক মদন রায়, অনুগত কাজে ধায়, প্রেম বিনু না দেখি যে লোক। না দিবা রজনী জানি, না দেখিয়ে ভিনা ভিনি, সর্ব্বজন হরিষ অশোক ॥ গমন নটল লীলা, বচন সঙ্গীত কলা, নয়ান চাহনি আকর্ষণ। রঙ্গ বিনু নাহি অঙ্গ, ভাব বিনু নাহি সঙ্গ, রসময় দেহের গঠন ॥ তনু চিদানন্দ ময়, ভূমি চিন্তামণি হয়, কল্পতরু সর্ব্ব তরু তথা। সুরভি যতেক সব, কামধেনু যেন নব, উদ্ধবাদির আশা গুল্ম লতা ॥ সব তরু কল্পদ্রুম, তহি এক নিরুপম, রত্নবেদী তার দুই পাশে। স্বর্ণ সিংহাসন তায়, বসিয়া গৌরাঙ্গ রায়, সরস মধুর লহু হাসে ॥ সশাখ মঙ্গল ঘটে, সিংহাসন সুনিকটে, বামপাদাঙ্গুষ্ঠ পরশিয়া। রতনপ্রদীপ জ্বলে, যেন দিবাকরকরে, আলোকিত জগৎ ভরিয়া ॥ রাধিকা দক্ষিণ পাশে, অনুচরী করি কাছে, রত্ন কলস করি করে। বাম পাশে রুক্মিণী, কাছে করি সঙ্গিনী, পূর্ণ রত্নঘট জল ভরে ॥ নগ্নজিতা জল ভরে, দেই মিত্রবৃন্দা করে, মিত্রবৃন্দা সুলক্ষণা করে। সে দেই

রুক্মিণী করে, দেবী ঢালে প্রভুশিরে, অভিষেক সুরনদীজলে ॥ তিলোত্তমা জল ভরে, দেই মধুপ্রিয়া করে, মধুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী করে। সে দেই রাধিকা হাথে, রাই ঢালে প্রভু-মাথে, অভিষেক করে গঙ্গাজলে ॥ সত্যভামা অন্তরে, দিব্য গন্ধ করি করে, দিব্য মাল্য দিব্য অলঙ্কার। লক্ষণা সুভদ্রা ভদ্রা, সত্যভামা পরতন্ত্রা, অনুক্রমে করে দেই তার ॥ আর দিব্য নারী যত, চারি পাশে কত কত, দিব্য ভূষা দিব্য উপহার। রতনস্তবক করে, রহে প্রভু বরাবরে, জয় জয় মঙ্গল উচ্চার ॥ গোলোকনাথের স্নান, ইহা বহি নাহি আন, আগমে কহিল মহাধ্যান। হেমগৌর কলেবর; মন্ত্র চারি অক্ষর, সহজ বৈকুণ্ঠনাথ শ্যান ॥ শ্যাম দেহে চারি হাথ, ধরয়ে বৈকুণ্ঠনাথ, চারি হস্তে চারি অস্ত্র তার ॥ হেন কিরণীয়া পহু, হেম অঙ্গে বলে লহু, দ্বিভুজ শরীর শুন সার ॥ ঐছন সময় মুনি, দেখিয়া সে গৌরমণি, বিভোর পড়িলা পদতলে। আঁখি মিলিবারে নারে, পুন চাহে দেখিবারে, সিনাইল নয়ানের জলে ॥ স্নান সমাপিয়া পহু, হাসি কহে লহু লহু, নারদ তুলিয়া লৈল কোলে। ঘুচিল সংসার চিন্তা, খণ্ডিল মনের ব্যথা, প্রভুপ্রিয় লহু লহু বলে ॥ মুনি বলে মহাপ্রভু, হেন অপরূপ কভু, না দেখিল না শুনিল আমি। জনম সফল আজি, দেখিল অমিয়া রাশি, ধনি ধনি আপনাকে মানি ॥ ব্রহ্মাদি না জানে তত্ত্ব, অবতার অবিদিত, অচিন্ত্য বলিয়া বলি তোমা। জ্যোতির্ম্ময় বলে কেহ, মুখে না নির্ব্বচে সেহ, করিবারে নাহিক উপমা ॥ কেহ বলে পরাৎপর, প্রধান পুরুষ বর, বিচারে না করে নিরূপণা। সর্ব্বময় তোর শক্তি, দেখিয়া না পায় মুক্তি, অগোচর তোর

আচরণা॥ সহস্র ফণা অনন্ত, না পাই গুণের অন্ত, দ্বিজিহ্বা ধরিল সব মুখে। না পাঞা গুণের ওর, ঐছন ঠাকুর গৌর, কৃপা বলে দেখিলাম তোকে॥ যে পুন আরতি করে, তুয়া-পদ অনুসারে, নানাবুদ্ধি নহে এক মত। কেহ বলে সর্ব্ব-ব্যাপী, সূক্ষ্মবাদী সাংখ্য যোগী, স্থূল সেবা করয়ে ভকত॥ কেহ বেদ অনুসারে, নিত্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনু-গত। বেদান্ত সিদ্ধান্ত যেই, সমাধান নাহি পাই, না বুঝিয়া কহে নানামত॥ অন্যান্য বিরোধ কেনে, ইহা নাহি অনুমানে, কনে পুন একই অদ্বৈত॥ না বুঝি তোমার মর্ম্ম, পক্ষ ধরি করে কর্ম্ম, তোর কথা সব অবিদিত॥ এবে পদ পর-সাদে, নিরবধি প্রাণ কাঁদে, ছাড়ি ইহা প্রাকৃত মূরতি। পুন জনমিয়ে আর, করি কৃষ্ণ-সংসার, আচরিয়ে এই প্রেমভক্তি॥ ঐছন নারদবাণী, শুনি কহে দিনমণি, চল চল চল মুনিরাজ। কলিলোক নিস্তারিব, নিজ ভক্তি প্রচারিব, জনমিয়া নদিয়া সমাজ॥ পৃথিবি! চলহ তুমি, শ্বেত দ্বীপে আছি আমি, বল-রাম নাম সহোদর। অনন্ত যাহার অংশ, একাদশ রুদ্রবংশ, সেবা করে মহেশ ঈশ্বর॥ রেবতী রমণী সঙ্গে, আছয়ে বিলাস-রঙ্গে, ক্ষীর জলনিধি মহী মাঝে। যত অবতার হয়, সেই মাত্র সহায়, আগে করি করি নিজ কাজে॥ চল চল মুনিরাজ, গোচর করহ কাজ, কহিও করিয়া পরবন্ধ। নিজ নিজ অংশ লঞা, পৃথ্বীতে জনম গিয়া, স্বনাম ধরহ নিত্যানন্দ॥ আনন্দে নারদ মুনি, শুনিয়া ঠাকুর বাণী, হিয়া সুখে বলে হরিবোল। কহয়ে লোচন দাস, এ দোহাঁর সম্ভাষ, শুনি উঠে আনন্দ হিল্লোল॥

ক্ষুদ্র ছন্দ, ধানসী রাগ॥

রাঙ্গা চরণ বলি যাও ॥

চল চল প্রেম বিলাও প্রেমে জগৎ মাতাবো হে ॥ ধ্রু ॥

নারদে বিদায় দিয়া বসিলা ঠাকুর। আপন অন্তর কথা তুলিলা অঙ্কুর॥ পৃথিবীতে জনম লভিব যে কারণে। তভু কহি সবজন শুন সাবধানে॥ নিজবৃন্দ লঞা প্রভু কহে সব কথা। মহামহেশ্বর করে পৃথিবীর চিন্তা॥ ডাহিনে রাধিকা বামে দেবী শ্রীরুক্মিণী। বামেতে রাধিকা করি বসিলা আপনি॥ তাহার অন্তরে যত প্রধান রমণী। যথাযোগ্য বসিলেন শুনহ কাহিনী॥ তাহার অন্তরে যত প্রিয় পারিষদ। তাহার অন্তরে যত আর অনুগত॥ প্রাণনাথ যত কথা শুনিব শ্রবণে। লাখ লাখ আঁখি এক সুন্দর বদনে॥ অনেক চকোর যেন একচন্দ্র-আশে। পিবই অমিয়া রাশি মুখ পরকাশে॥ যুগে যুগে জন্ম মোর পৃথিবীর মাঝে। সাধুজন ত্রাণ ধর্ম্ম রাখিবার কাজে॥ ধর্ম্ম সংস্থাপন করে না বুঝই কেহ। অধিক বাঢ়য়ে পাপ পরমাদ সেহ॥ সত্যযুগ অধিক ত্রেতায় বাঢ়ে পাপ। দ্বাপরে তাহার অধিক এ বড় সন্তাপ॥ কলি ঘোর অন্ধকার নাহি ধর্ম্ম-লেশ। করুণা বাঢ়ল দেখি সবজন ক্লেশ॥ অধর্ম্ম বিনাশ হেতু মোর অবতার। অধর্ম্ম বাঢ়য়ে পুন কি কাজ আমার॥ ঐছন জানিয়া দয়া উপজিল চিতে। জনম লভিব নিজ প্রেম প্রকাশিতে॥ এমত দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি প্রকাশিয়া। বুঝাইব লোক ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারিয়া॥ নবদ্বীপে জন্ম মোর শচীর উদরে। গঙ্গার সমীপে জগন্নাথমিশ্র-ঘরে॥ আর অবতার হেন অবতার নহে। অসুর সংহার হেতু পৃথিবী বিজয়ে॥ মহাকায় মহাসুর মহা-অস্ত্র মোর। মহারণে সংহার করিয়া

করো চুর ॥ এবে সর্ব্বজন সেই হৃদয় আসুরি। খড়্গ অস্ত্রে ছেদ্য নহে রণে কিবা করি ॥ নাম গুণ সঙ্কীর্ত্তন বৈষ্ণবের শক্তি। প্রকাশ করিব আর নিজ প্রেমভক্তি ॥ এই মতে কলি-পাপ করিব সংহার। সবে চল আগে পাছে না কর বিচার ॥ এবে নাম সঙ্কীর্ত্তন খড়্গ তীক্ষ্ন লঞা। অন্তর আসুর জীবের ফেলিব কাটিয়া ॥ যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম্ম দূর দেশে যায়। মোর সেনাপতি ভক্ত যাইবে তথায় ॥ নিজপ্রেমে ভাসাইব এ ব্রহ্মাণ্ড সব। কভু না রাখিব দুঃখ শোক এক লব ॥ ভাসাইব স্থাবর জঙ্গম দেবগণে। শুনি আনন্দিত কহে এ দাস-লোচনে ॥

বরাড়ি রাগ ॥

চলিলা নারদ মুনি, বীণায় উঠিল ধ্বনি, পাণি পাদ না চলয়ে আর। যাইতে না পথ দেখে, প্রেমজলে আঁখি ঝাঁপে, টলমল যেন মাতোয়াল ॥ পদ দুই চারি যাই, পুন পড়ে সেই ঠাঁই, প্রভু নাম আধ আধ বোলে। অনেক শকতি উঠি, ধরিয়া ধরণী কটি, নদী বহে নয়নের জলে ॥ ক্ষণে মহা উনমাদ, হুহুঙ্কার সিংহনাদ, গোরা রূপ হৃদয়ে ধেয়ান। বাহ্য নাহি অন্তরে, না চিনে আপনা পরে, সবে কহে গৌর গেয়ান ॥ কোটি রবি তেজ যেন, অঙ্গের কিরণ হেন, নারদ চলিলা অন্তরীক্ষে। উত্তরিলা সেই স্থানে, যথা প্রভু বলরামে, চমক লাগিল শ্বেতদ্বীপে ॥ পুরী পরিসরে রহি, চমকী চৌদিকে চাহি, লাখ লাখ হিমকর-দ্যুতি। বায়ু বহে মন্দ মন্দ, দিব্য সুকমল গন্ধ, প্রতিদ্বারে লম্বে গজমতি ॥ সত্ত্ব গুণ সর্ব্বলোক, নাহি জরা মৃত্যু শোক, সর্ব্বজন সভাকার

বন্ধু। যখন যে দেখি দিঠি, সেই সব জন মিটি, বলদেব-ময় ক্ষীরসিন্ধু॥ দেখিয়া নারদ মুনি, ধনি ধনি মনে গণি, ধনি ধনি আপনাকে মানে। ত্রিজগৎ-নাথ স্বামী, দেখিব নয়নে আমি, কান্দিয়া পড়িব দুচরণে॥ সেই বলরাম রায়, যুগে যুগে সহায়, করি কৃষ্ণ করে অবতার। খেলায় বিবিধ খেলা, অনন্ত বিনোদ লীলা, করি করে অসুর সংহার॥ সেই প্রভু বলরাম, নিজ অংশে তিন ঠাম, রহি করে কৃষ্ণের পিরিতি। আদ্য মধ্য আর অন্ত, যার অংশ অনন্ত, এক ফণায় ধরি লয়ে ক্ষিতি॥ আপনে ঈশ্বর হঞা, শ্বেতদ্বীপ মাঝে রঞা, বিলাস করয়ে নানারঙ্গে। সর্ব্বোপরি পরিণাম, সেই মহাপ্রভুর ঠাম, সেবা করে অপরূপ রঙ্গে॥ গমনের কালে ছত্র, বসিতে আসন বস্ত্র, শয়নের কালে হব শয্যা। প্রলয়ে সে বটপত্র, মহারণে দিব্য অস্ত্র, নানারূপে করে পরিচর্য্যা॥ এক অংশে সেবা করে, আর অংশে মহী ধরে, হেন প্রভু বলরাম মোর। ত্রিজগৎ-অধিরাজ, দেখিব ক্ষীরোদ মাঝ, প্রভু আজ্ঞা করিব গোচর॥ এই দুই প্রভু মাত্র, যেন রাজা মহাপাত্র, পৃথিবী পালয়ে এক যুক্তি। আর যত রুদ্রবংশ, সেহ যার অংশাংশ, অবতার করিব হেন ক্ষিতি॥ হেন মনঃকথা রসে, মুনি ভেল পরবশে, পুরী প্রবেশিলা মহানন্দে। দেখি ত্রিজগৎ নাথ, সব পারিষদ সাথ, অপরূপ বলরাম চান্দে॥ অঙ্কুর পর্ব্বত যেনে, বসি শ্বেত সিংহাসনে, অমৃত মধুর লহু হাসে। রাতা উতপল আঁখি, ছল ছল হেন দেখি, আধ বাণী মুখেতে নিকশে॥ তারক ভ্রমরা আধ, আচ্ছাদিল তার সাথ, আধ উদাস হই আঁখি। মণি

মুক্তা প্রবাল, দিব্য রত্নময় হার, অঙ্গ অলঙ্কার নাহি লখি॥ আলিষ বালিশ করে, বাম কর করি শিরে, ডাহিনে রেবতী কর ধরে। রেবতী তাম্বূল করে, দেই প্রভু-অধরে, অনুরাগে বয়ান নেহারে॥ অনুচরী চারি পাশে, চামর ঢুলায় হাসে, কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি শুনি। কেহ বীণা বেণু বায়, কেহ বা সঙ্গীত গায়, তাল সঞ্চে পরম রমণী॥ তাহার অন্তরে যত, অনুগত শত শত, যার যেই হয় নিজ যূথ। ঐছন সময়ে মুনি, করিল বীণার ধ্বনি, ঠাকুর দেখিল আচম্বিত॥ দেখিয়া নারদ মুনি, টল মল পড়ে ভূমি, ঠাকুর তুলিয়া নিল কোলে। চিরদিন অনুরাগে, দেখিলু সে মহাভাগে, তুষিল শীতল মহা-বোলে॥ হাসিয়া সম্ভাষে পহু, কহ কোথা হইতে তুহু, রহস্য কহিবে হেন বাসি। কহ না কেমন কাজ, শুনিতে হৃদয়-মাঝ, আনন্দ উঠয়ে রাশি রাশি॥ সম্ভ্রমে কহয়ে মুনি, কি কহিতে আমি জানি, তুমি প্রভু সর্ব্ব-অন্তর্যামী। যে কিছু কহিতে জানি, সেই কথা অনুমানি, যে জুড়ায় করহ আপনি॥ কলি পাপময় যুগে, না দেখি নিস্তার লোকে, দয়া উপজিল প্রভু-চিতে। পালিব ভকত জন, আর ধর্ম্ম সংস্থাপন, জনম লভিব পৃথিবীতে॥ অধর্ম্ম বিনাশ কাজে, আর কিবা ধর্ম্ম আছে, হেন বুঝি আকার ইঙ্গিতে। আজ্ঞা দিল আমারে, ঘোষণা দিবার তরে, শুনি লোক ভেল আনন্দিতে॥ রাধাভাব অন্তরে, রাধাবর্ণ বাহিরে, অন্তর্ব্বাহ্য রাধাভাব হঞা। সঙ্গে সখা সখীবৃন্দ, আর ভক্ত অনন্ত, ব্রজভাবে অখিল মাতাঞা॥ সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদে, জনম হ পৃথিবীতে, স্বনাম ধরিহ নিত্যানন্দ। তোর অগোচর নহে, তার মর্ম্ম কর্ম্ম

দেহে, কহিল যে আজ্ঞা গৌরচন্দ্র॥ শুনি বলরাম রায়, আনন্দে চৌদিকে চায়, অট্ট অট্ট হাসে উচ্চনাদে। ঘন ঘন হুহুঙ্কার, প্রকাশয়ে চমৎকার, আপনা পাশরে প্রেমানন্দে॥ আজ্ঞা দিল নিজ জনে, পৃথ্বীতে কর গমনে, প্রভু আজ্ঞা পালিবার তরে। চলহ নারদ তুমি, জনম লভিব ভূমি, অগোচর করিব গোচরে॥ ঐছন অমৃত কথা, শুন গৌর গুণ-গাথা, সব জন কর অবধানে। সব অবতার সার, কলি গোরা অবতার, বিচার করহ সভে মনে॥ তৃণ ধরিয়া দশনে, বলে মো কাতর মনে, গোরা গুণে না করিহ হেলা। সংসারে না দেহ মতি, করো কৃষ্ণে পীরিতি, সংসার তরিতে এই ভেলা॥ কভু নাহি হয় যেই, গৌর অবতার সেই, হইবে পরম পরকাশ। নির্জীবে জীবন পাবে, অন্ধে পথ বিচারিবে, গুণ গায় এ লোচন দাস॥

ভাটিয়ারী রাগ॥

ভাই রে গাও গাও নিতাই চৈতন্য গুণ-গাথা॥ হেনরূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈলা। নিজ নিজ অংশে সবে জনম লভিলা॥ মহেশ ঠাকুর সর্ব্ব আগে আগুয়ান। ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম কমলাক্ষ নাম॥ পড়িয়া শুনিয়া গুণে পরবীণ হৈল। অদ্বৈত আচার্য্য বলিপদবী লভিল॥ সেই মহামহেশ্বর সত্ত্বগুণ ধরে। তমোগুণ বলি যারে ঘোষয়ে সংসারে॥ অন্তর্বাহে বিচার না করে কেহো পুন। বাহ্য আচরণ দেখি বলে তমোগুণ॥ কৃষ্ণের কেবল আত্মা নামে হরিহর। পরাকৃত তমোগুণ গুণের ভিতর॥ পরাকৃত ভকত বলি যেই তমোগুণী। অধম বলিয়ে অল্প জনে যবে জানি॥ এ কেমনে হরিহর বল তমো-

গুণ। অবজ্ঞা না কর যবে মোর বোল শুন॥ মনে অনুমান করি করহ বিচার। এতেকে বলিয়ে গোরা অবতার সার॥ সব অবতারে তার খেলার সংহতি। বলরাম জনম লভিল এই ক্ষিতি॥ ব্রাহ্মণের কুলে যুগধর্ম্ম অনুরূপ। নিত্যই আনন্দকন্দ সহজ স্বরূপ॥ এক অংশে যাহার সহস্র ফণা ধরে। এক ফণে মহী ধরে সৃষ্টি রাখিবারে॥ পদ্মাবতী-উদরে জনম বলরাম। পিতা হাড়ো ওঝা সে পরমানন্দ নাম॥ পিতা মাতা নাম রাখিল কুবেরপণ্ডিত। বৈরাগ্য হৃদয়ে নিত্যানন্দ সুচরিত॥ শুক্লা ত্রয়োদশী শুভযোগ মাঘ মাসে। পৃথ্বীতে জনম লৈল পরম হরিষে॥ কাত্যায়নী জমন লভিল মহী মাঝে। সীতা নাম ধরে বিপ্রকুলের সমাজে॥ অদ্বৈত ঠাকুর সঙ্গে একত্র নিবাস। দোঁহে মিলি প্রেমভক্তি করয়ে প্রকাশ॥ আমি অল্পবুদ্ধি কার কিবা তত্ত্ব জানি। অবতার-নির্ণয় বা কেমনে বাখানি॥ মহান্তের মুখে যেই শুনিয়াছি কাণে। তাহাও কহিতে নারি সঙ্কোচ পরাণে॥ আমার শকতি নারি করিতে নির্ণয়। নাম নাম লইয়ে যার যেবা যবে হয়॥ আগে পাছে বিচার না কর কেহ মনে। অক্ষরা-নুরোধে গ্রন্থ নহে অনুক্রমে॥ শচী আর জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর। আপনে ঠাকুর জন্ম হৈলা যার ঘর॥ গোপীনাথ নাম কাশীমিশ্র ঠাকুর। চৈতন্য-সম্মত-পথে আনন্দ প্রচুর॥ পণ্ডিত শ্রীগদাধর গদাধরদাস। মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস॥ রায় রামানন্দ আর বাসুদেব দত্ত। হরিদাস ঠাকুর আর গোবিন্দানুগত॥ ঈশ্বর মাধবপুরী বিষ্ণুপুরী আর। বক্রেশ্বর-পরমানন্দ পুরী শুদ্ধাচার॥ পণ্ডিত জগদানন্দ আর

বিষ্ণুপ্রিয়া। রাঘব পণ্ডিত আদি পৃথিবী আসিয়া ॥ রামদাস গৌরীদাস আর ত সুন্দর। কৃষ্ণদাস পুরুষোত্তম শ্রীকমলাকর ॥ কালা কৃষ্ণদাস আর উদ্ধারণদত্ত। দ্বাদশ গোপাল ব্রজে ইহার মহত্ত্ব॥ পরমেশ্বরদাস আর বৃন্দাবন দাস। কাশীশ্বর শ্রীল রূপ সনাতন প্রকাশ ॥ গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসুঘোষ আর। সবে মিলি আসি কৈল পৃথিবী প্রচার॥ দামোদর পণ্ডিত মিলিয়া পাঁচ ভাই। জনম লভিলা পৃথিবীতে এক ঠাঁঞি ॥ পুরন্দর পণ্ডিত পরমানন্দ বৈদ্য। পৃথিবী আইল যত ছিলা অন্ত আদ্য ॥ শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার। বিশেষ কহিব কিছু চরিত্র তাহার॥ তাহার চরিত্র আমি কি কহিতে জানি। আপন বুদ্ধির শক্তি যেই অনুমানি ॥ অভিমান কেহ কিছু না করিহ মনে। প্রণতি করিয়ে নিজ গুরুর চরণে ॥ যাঁর পদ-পরসাদে আমি হেন ছার। তোমরা ঠাকুর গুণ কহি ত সবার ॥ শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার। বৈদ্যকুলে মহাকুল প্রভাব যাহার ॥ অনর্গল কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণময় তনু। অনুগত জনে না বুঝান প্রেম বিন্দু ॥ অসংখ্য জীবেরে দয়া কাতর- হৃদয়। কৃষ্ণ-অনুরাগ সদা অথির আশয় ॥ রাধাকৃষ্ণরসে তনু গঢ়িয়াছে যেন। ভাবের উদয় বলি যখন যেমন ॥ ক্ষণে রাধাকৃষ্ণ-রসে নির্ম্মল কীরিতি। শ্রীখণ্ড ভূখণ্ডমাঝে যার অবস্থিতি ॥ নরহরি চৈতন্য বলিয়া প্রভুর খ্যাতি। সে চরণ বিনু মোর আর নাহি গতি ॥ ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে রাধা ভাবের আবেশে। রাধাকৃষ্ণ রস-মূর্ত্তিমন্ত পরকাশে ॥ চৈতন্য-সম্মতপথে সে শুদ্ধ বিচার। অতুল সরস ভাব সব অবতার। সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সমান পীরিতি। সকল সংসারে যার নির্ম্মল

কীরিতি॥ শ্রীখণ্ড ভূখণ্ড মধ্যে যার অবস্থিতি। নরহরি চৈতন্য বলিয়া প্রভুর খ্যাতি॥ বৃন্দাবনে মধুমতি নাম ছিল যার। রাধাপ্রিয় সখী তিহোঁ মধুর ভাণ্ডার॥ এবে কলিকালে গৌর সঙ্গে নরহরি। রাধাকৃষ্ণ প্রেমার ভাণ্ডারে অধিকারী॥ তার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর। সকল সংসারে যশ ঘোষয়ে প্রচুর॥ শ্রীমূর্ত্তিকে লাড়ু খাওয়াইল যেই জন। তারে অল্প বুদ্ধি করে কোন মূঢ় জন॥ সহজে বৈষ্ণব নহে বর্ণের ভিতর। কৃষ্ণ সঙ্গে যার কথা সে কৃষ্ণ কেবল॥ শ্রীমূর্ত্তির সনে কথা যার অনুব্রত। তাহারে কেমন জান কেমন মহত্ত্ব॥ যাহারে চৈতন্য বৈল মোর প্রাণ তুমি প্রকাশ করিল যারে অভিরাম গোস্বামী॥ মদন বলিয়া অবতার জানাইল। চৈতন্যের কোলে সবে তেমনি দেখিল॥ কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগ-মন মোহে। নাহি ভিন্নাভিন্ন সব সামান্য সেনহে॥ সর্ব্বদা মধুর বাণী বোলয়ে বদনে। সর্ব্বকাল না শুনিল উৎকট কথনে॥ চাতুরী মাধুরী লীলা বিলাস লাবণ্য। রসময় দেহ তার এসংসারে ধন্য॥ পিতা যার মহামতি শ্রীমুকুন্দ দাস। চৈতন্য-সম্মত পথে নির্ম্মল বিশ্বাস॥ ময়ূরের পাখা দেখি রাজ সন্নিধানে। পড়িলেন কৃষ্ণরূপ আকর্ষিয়া মনে॥ কে জানে কেমন রস চৈতন্যের সঙ্গী। জানয়ে অনন্ত আদি যারা অঙ্গ সঙ্গী॥ জীবে কি দেখিতে পায় কৃষ্ণের বৈভব। সেই জন দেখে যাতে কৃষ্ণ-অনুভব॥ কি কহিব আর অস্ত্র পারিষদ যত। পৃথিবী আইলা সভে নাম নিব কত॥ সমুদ্রের জল যবে কলসে পরিমাণি। পৃথিবীর রেণু যবে একে একে গণি॥ আকাশের তারা যবে গণিবারে পারি। তভু গোরা অবতার

কহিবারে নারি ॥ মুঞি অতি অল্পবুদ্ধি কি কহিব আর। মুরুখ হইয়া করো বেদের বিচার ॥ অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্য রত্ন চাহে। খর্ব্ব যেন চাঁদ ধরিবার মেলে বাহে ॥ পঙ্গু মহী লঙ্ঘিবারে করে অহঙ্কার। ক্ষুদ্র পিপীলিকা গিরি চাহে বহিবার ॥ ঐছন হৃদয়ে আশা বিলাস আমার। গোরা অবতার কথা করিতে প্রচার ॥ কর যোড় করি বল শুন সর্ব্বজন। বাচাল করয়ে গোরাগুণে মূক জন ॥ নিজিহ্বে কহয়ে সে প্রকট পটু বাণী। না পড়ি মুরুখ কহে ব্রহ্মের কাহিনী ॥ পৃথিবী জনম মহা মহা ভাগবত। কৃষ্ণের গুপত কথা করিতে বেকত ॥ অকারণে করুণা করয়ে সর্ব্ব জীবে। মাতা যেন দুরন্ত তনয় পরিষেবে ॥ ঐছন প্রভুর দয়া দেখিয়া অগাধ। অধম হইয়া অমৃতের করো সাধ ॥ শ্রীনরহরি দাসের দয়াময় দেহে। পাতকী দেখিয়া দয়া অবধি সে লেহে ॥ দুরন্ত অন্ধ পাতকী অতি দুরাচারে। অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমারে ॥ তার দয়া বলে আর বৈষ্ণব-প্রসাদে। এই ভরসায় পুথী হইব অবাধে ॥ কর যোড় করি বলি কাতর বয়ানে। আত্ম নিবেদিউ মুঞি বৈষ্ণবচরণে ॥ মোর অধিক অধম নাহিক মহী-মাঝে। বৈষ্ণবের কৃপা বলে সিদ্ধ হউ কাজে ॥ দশনে ধরিয়া তৃণ এ লোচন দাস। প্রণতি নতি করিয়ে পূর মোর আশ ॥ সূত্রখণ্ড সায় পুথী শুন সর্ব্বজন। অবতার আদিখণ্ডে কহিব এখন ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীলোচন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে সূত্রখণ্ড (পূর্ব্বাভাস) সমাপ্ত ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

শ্লোকাঃ ২৩। লাচারি ॥

চৈতন্য-মঙ্গল।

আদিখণ্ড।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

ধানশী রাগ, দিশা ॥

জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ। মোর প্রতি করো প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥ প্রভু গোরাচান্দ নারে জয় জয় ॥

গোরাচান্দ ॥ জয় গদাধর শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরি। জয় জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বশক্তিধারী ॥ জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহেশ্বর। জয় জয় গৌরাঙ্গের ভক্ত মহাবর ॥ সবার চরণ ধূলি মস্তকে ধরিয়া। আদিখণ্ড কথা কহি শুন মন দিয়া ॥ সর্ব্ব নিজ জন যবে জনম লভিল। সাজ সাজ বলি শব্দ ঘোষণা পড়িল ॥ পৃথ্বীতে চলিব আর নাহিক বিলম্ব। আপনি ঠাকুর শচী-গর্ভ্তে অবলম্ব ॥ তেজোময় বায়ুরূপ গর্ভ্ত বাঢ়ে নিতি। দেখিয়া ত সর্ব্বলোকের বাঢ়য়ে পিরিতি ॥ এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে। শচীর উদরে মহানন্দ পরকাশে ॥ দিনে দিনে তেজ বাঢ়ে শচীর শরীরে। দেখিয়া সকল লোক হরিষ অন্তরে ॥ না জানিয়ে কোন জন আইল

শচীর ঘরে। ঘরে ঘরে এই মনে সভাই বিচারে॥ ছয় মাস পূর্ণ হেন শচীর উদর। অঙ্গের ছটায় ঝল মল করে ঘর॥ হেনই সময় এক অদভুত কথা। আচম্বিতে অদ্বৈত আচার্য্য আইল তথা॥ ঘরে বসিয়াছে জগন্নাথ দ্বিজ বর্য্য। সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য॥ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সর্ব্ব গুণধাম। ত্রিজগতে ধন্য তার নাহিক উপাম॥ দেখি মিশ্র পুরন্দর বড়ই সম্ভ্রমে। বসিতে আসন আনি দিলেন আপনে॥ চরণের ধূলি লৈল মস্তক উপরে। সম্ভ্রমে আচার্য্যে কৈল বিনয় বিস্তরে॥ পাদপ্রক্ষালনে জল দিল শচী দেবী। শচী দেখি সম্ভ্রমে উঠিলা অনুরাগী॥ অনুরাগে রাঙ্গা দুই কমল লোচন। বাষ্প ঝলমল আঁখি অরুণ বদন॥ সকম্পা অধর গদ গদ আধ স্বর। ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টল-মল॥ শচী প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম। চমকিত শচী দেবী দেখিয়া বিধান॥ জগন্নাথ সসন্দেহ শচী সবিস্মিতা। কি কর কি কর বোলে হৃদয়ে দুঃখিতা॥ জগন্নাথ বোলে শুন আচার্য্য গোসাঞি। তোমার চরিত্র কেহো বুঝিবারে নাঞি॥ দয়া করি কহ যদি ঘুচাহ সন্দেহ। নহে বা কি চিন্তা অগ্নি পোড়াইব দেহ॥ আচার্য্য কহিল শুন মিশ্র পুরন্দর। জানিবা সকল পাছে কহিল উত্তর॥ পুলকিত সব অঙ্গ জানিয়া সন্দর্ভ। গন্ধ চন্দনেতে লেপে শচীর শ্রীগর্ব্ভ॥ সাত প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম। না কিছু কহিলা গেলা আপ-নার স্থান॥ এথা শচী জগন্নাথ মনে মনে গুণে। মোর গর্ব্ভ বন্দনা করিল কি কারণে॥ আচার্য্য গোসাঞি কৈল গর্ব্ভের বন্দনা। কোটি গুণ তেজ শচী পাশরে আপনা॥ সব সুখময়

দেখে না দেখয়ে দুঃখ। সব দেবগণ. দেখে আপন সম্মুখ॥ ব্রহ্মা শিব সনকাদি যত দেবগণ। উদর সম্মুখ করি করয়ে স্তবন॥ জয় জয় অনন্ত অদ্বৈত সনাতন। জয়াচ্যুতানন্দ নিত্যানন্দ জনার্দ্দন॥ জয় সত্ব রজ স্তম প্রকৃতির পর। জয় মহাবিষ্ণু কারণ সমুদ্র ভিতর॥ জয় পরব্যোম নাথ মহিমা বিস্তার। জয় সত্ব পর সত্ব বিষ্ণুসত্বাকার॥ জয় গোলোকের পতি রাধার নাগর। জয় জয় অনন্ত বৈকুণ্ঠ অধীশ্বর॥ জয় জয় নিশ্চিন্ত ধীর ললিত। জয় জয় সর্ব্ব মনোহর.নন্দসুত॥ এবে কলিযুগে শচীগর্ব্ভেতে প্রকাশ। আপনে ভুঞ্জিতে আইলা আপন বিলাস॥ জয় জয় পরানন্দ-দাতা এই প্রভু। এহেন করুণা আর নাহি হয় কভু॥ আপনি আপন দাতা হৈলা কলিকালে। পাত্রাপাত্র বিচার না হবে গদাধরে॥ যে প্রেম যাচিঞা করো আমরা সব দেবে। না পাইল লব লেশ গন্ধ অনুভবে॥ সে প্রেম মধুর রস আপনি খাইয়া। ভুঞ্জাইবে আচণ্ডালে দোষ না দেখিয়া। তুয়া প্রেম লব লেশ মোরা যেন পাই। তোর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ গুণ যেন গাই॥ জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন দাতা গৌরহরি। ইহা বলি দেবগণ প্রদক্ষিণ করি॥ চারি মুখে ব্রহ্মা করে বহুবিধ স্তুতি। তরাসিল শচীদেবী চমকিত মতি॥ সর্ব্বজীবে দয়া ভেল শচীর অন্তরে। আত্মজ্ঞানে দয়া করে নাহি ভিন্ন পরে॥ দশ মাস পূর্ণ হৈল শচীর দিশে দিশে। আপনা পাশরে দেবী মনের হরিষে॥ শুভদিন শুভক্ষণ পূর্ণিমার তিথি। ফাল্গুনের শুভনিশি হিমকরদ্যুতি॥ রাহু চন্দ্র গরাসয়ে অদভুত বলে। উঠিল চৌদিক ভরি হরি হরি বোলে॥ চৌদিকে ভরল আর সব চারুগন্ধ।

পরসন্ন দশ দিক্ বায়ু মন্দ মন্দ॥ ষড়্ ঋতু উদয় ভৈগেল সেই কালে। প্রভু শুভজন্ম পৃথিবীতে হেন বেলে॥ অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্য যানে চাহে। গৌর অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধাএ॥ একমাত্র শুনি ধ্বনি হরি হরি বোল। জন্মমাত্র প্রকাশ করিল প্রভু মোর॥ শচীর অন্তরে মহাবৈকুণ্ঠ সম্পদ্। আনন্দে বিভোর দেবী বলে গদগদ॥ জগন্নাথ পণ্ডিতেরে ডাকে হাতসানে। জনম সফল দেখ পুত্রের বয়ানে॥ পুরনারীগণ জয় জয় দেই সুখে। আনন্দে বিভোর তারা দেখিয়া বালকে॥ বেদ দেব নাগকন্যা সবাই আইলা। দেখিয়া গৌরাঙ্গ, জয় জয় ধ্বনি কৈলা॥ গৌর নাগরিমা গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড। প্রতি অঙ্গ রসরাশি অমিয়া অখণ্ড॥ দেখিতে দেখিতে সভার যুড়াইল নয়ান। সবার মনে হৈল এই নাগরীর প্রাণ॥ এ হেন বালক কভু দেখি নাঞি শুনি। ইঁহারে দেখিয়া প্রাণ করয়ে কি জানি॥ মানুষের হেন চিন না দেখিয়ে কিছু। দিব্য বিলাসিনী বলে জানিব ইহা পাছু॥ জগন্নাথ বিভোর দেখিয়া পুত্র মুখ। ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তর কৌতুক *॥

---

* অভিনব জাত শিশু গৌরচন্দ্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া জগন্নাথ মিশ্রের যেরূপ ভাব হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া, রঘুর জন্ম উপলক্ষে দিলীপরাজের আনন্দ, যাহা রঘুবংশে কালিদাস বর্ণন করিয়াছেন তাহা মনে হওয়ায় আমি এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম :—

"নিবাতপদ্মস্তিমিতেন চক্ষুষা, নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননং।
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাদ্ গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি॥" ৩। ১৭॥

অর্থ। সুদূর গগনমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্রকে উদিত দেখিয়া যেমন সুগভীর সাগর উচ্ছ্রিত হয়, (আজ সেইমত বহুকালের কল্পিত মনোরথের ফল স্বরূপ) পুত্রের মুখচন্দ্রকে বায়ুশূন্য প্রদেশের স্থিরতর পদ্মের ন্যায় স্থির নয়নে দর্শন

কত চান্দ উদয় নেখিয়া মুখখানি। প্রফুল্ল কমলদল বয়ান বাখানি॥ উন্নত নাসিকা তিলকুসুম জিনিয়া। ঝলমল গোরা অঙ্গ কিরণ অমিয়া॥ অধর অরুণ আর চারু গণ্ড-দ্যুতি। সুন্দর চিবুক দেখি উঠয়ে পিরিতি॥ সিংহগ্রীব গজ-স্কন্ধ বিশাল হৃদয়। আজানুলম্বিত ভুজ তনু রসময়॥ বিশাল নিতম্ব উরু কদলীর যেন। অরুণ কমলদল দুখানি চরণ॥ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ সে পঙ্কজ পদতলে। রথ ছত্র চামর স্বস্তিক জম্বুফলে॥ ঊর্দ্ধরেখা ত্রিকোণ কুঞ্জর কুম্ভবরে॥ সব অপরূপ রূপ অমৃত উগরে॥ হেন অপরূপ রূপ পৃথিবীর মাঝে। মহারাজ রাজাধিপ লক্ষণ বিরাজে॥ ইন্দ্র চন্দ্র গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেবগণ। পৃথিবী আইলা কিবা কৌতুক কারণ॥ নয়নে লাগিল সবার অমৃত অঞ্জন। চির অনুরাগে যেন প্রিয় দর-শন॥ জন্মমাত্র বালক হইল এই দেখা। কত কাল ছিল-পুরুবের যেন সখা॥ প্রতি অঙ্গ অমৃত সঞ্চরে রাশি রাশি। নিরখিতে নয়নে হৃদয়ে কেনে বাসি॥ বালক দেখিয়া বুক ভরল আনন্দে। আলসিত আঁখি কেনে শ্লথ নীবিবন্ধে॥ জন্ম-মাত্র বালক দেখিল যেই ক্ষণে। কত কোটি কাম জিনি সুন্দর বদনে॥ হেন অনুমানি সবে দেই জয় জয়। স্বরূপে মানুষ নহে শচীর তনয়॥ অভিনব কামদেব শচীর নন্দন।

করিয়া দিলীপরাজের চিত্তে আনন্দ তরঙ্গ উচ্ছ্রিত হইয়াছে। সমুদ্রের জল উচ্ছ্রিত হইয়া যেমন তথায় স্থান না পাইয়া তীরভূমি ও তৎসংলগ্ন নদীকেও বর্দ্ধিত করে, রাজার আনন্দও তেমনি রাজ-হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া প্রজাবর্গের হৃদয়কেও অধিকার করিয়াছে অর্থাৎ পুত্রের জন্মোৎসবে, কি রাজা কি প্রজা সকলেই আনন্দে অধীর হইয়াছেন। (প্রকৃত পক্ষে নদীয়া নগরে জন সাধা-রণেরও আজ্ তদ্রূপ আনন্দ)।

শ্রবণে অমৃত, যবে করয়ে ক্রন্দন॥ আপনি গোলোকনাথ কৈল অবতার।. নির্দ্ধারিল নারীগণ অনুমান সার॥ সব লোকনাথ এই অবনী প্রকাশ। আনন্দে বিভোর কহে এ লোচন দাস॥

মঙ্গল ধানশী রাগ॥

মিশ্র পুরন্দর, আনন্দে গর গর, গদ্গদ বলে কণ্ঠস্বরে। ইষ্ট কুটুম্ব আনি, বলে মধুর বাণী, অবিলম্বে পুত্রোৎসব করে॥ মঙ্গল করহ উৎসাহ। আনন্দে শচীর মন্দিরে গোরা-গুণ গাহ॥ ধ্রু॥

জয় জয় জয়, চৌদিকে সুখময়, আনন্দে ভরল নগরী। কুলবধূ যত, আওল শত শত, বিলাহ সিন্দূর পিঠালি॥ পুত্র করি কোলে, আনন্দ প্রেম ভরে, গদগদ বলে শচীদেবী। আশীর্ব্বাদ কর, পদধূলি দেহ, বালক হউক চিরজীবী॥ বালক নহে মোর, আপন বলি বর,-দেহ না সব নারীগণে। অমিয়াধিক দেহ, পরিণাম বিপর্য্যয়, নিমাই বলিয়া থুইল নামে॥ এ অষ্ট দিবসে, শিশুরে সন্তোষে, বিলাহ এ-অষ্ট কলাই। নবরাত্রি মহোৎসব, আনন্দময় সব, বাজত আনন্দ বাধাই॥ বাঢ়য়ে দিনে দিনে, শচীর নন্দনে, অবনী পূর্ণিমার চান্দে। কাজর উজোর, নয়ান যুগল, গোরোচনা তিলক সুছান্দে॥ এক চরণ, সঘনে চালন, ঈষৎ হাসয়ে মুচকি। শচী জগন্নাথ, দেখি অদভুত, নিরখি অনিমিখ আঁখি॥ শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন, করয়ে নিতি নিতি, সুগন্ধি তৈল হরিদ্রা। বদন চুম্বয়ে, হিয়া ভরি থুয়ে, ধন্য শচী সুচরিতা॥ ঐছন দিনে দিনে, বাঢ়য়ে অনুক্ষণে, আনন্দ নদীয়া নগরে। কিবা দিবা

রাতি, না জানে বার তিথি, প্রেমায়ে আপনা পাশরে॥ নদীয়া নগরে, আনন্দ ঘরে ঘরে, না জানি কি নারী পুরুষে। বাল বৃদ্ধ অন্ধ, প্রেম পরিবন্ধ, মাতল অতুল হরিষে॥ শরদ শশী জিনি, বদন অনুমানি, মদন সদন বিরাজে। যুবতী যত ছিল, উমতি সব ভেল, ছাড়িল গুরু গৃহ কাজে॥ দিনে তিন বেরি, ধায়ে পুরনারী, বালক দেখিবার তরে। দেখি দেখি ভুলি, সবেই কোলে করি, পুলক ভরিল কলেবরে॥ ঐছন দিনে দিনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, আনন্দ কহিল কি যায়। শ্রীনরহরি দাস,-পদ করি আশ, লোচন দাস গুণ গায়॥

সিন্ধুড়া রাগ॥

এইমতে দিনে দিনে শচীর কুমার। বাঢ়য়ে শরীর যেন অমৃতের ধার॥ কি দিব উপমা তার না দিলে সে নারী। খল বল করে প্রাণ কহিলে সে পারি। নিতি ষোলকলা পূর্ণ ইন্দু মুখচন্দ্র। সাধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ॥ আবেশে অধর আধ মুচকি হাসিতে। অমিয়ার সার যেন হিল্লোল সহিতে॥ রসে ডুবু ডুবু রাতা নয়ন যুগল। কাজর অমিয়া-পঙ্কে কে বান্ধ বান্ধল॥ শচী পুণ্যবতী জগন্নাথ ভাগ্যবান্। সাদরে নিরখে দোঁহে পুত্রের বয়ান॥ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে খটি * করে। ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে॥ শচী-স্তনযুগে দুই চরণ রাখিয়া। দোলে যেন সোণার লতিকা বায়ু পাঞা॥ অতি দীর্ঘ নয়ন সুন্দর অট্টহাসি। অধরে অমিয়া রাশি পড়ে যেন খসি॥ নাসিকা শুকের ওষ্ঠ জিনি মনোহর। গণ্ডযুগ জ্যোতির্ম্ময় গঠন সুস্বর॥ এক দুই

* খটি—নির্ব্বন্ধ, (জেদ্ বা আখটি করা)।

তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে। নামকরণ হইল অন্নপ্রাশন দিবসে॥ পুত্র মহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর। অলঙ্কারে ভূষিত সোণার কলেবর॥ অঙ্গদ কঙ্কণ করে গজমতি হার। কোটি স্বর্ণ-শিকলি মগরা পায়ে আর॥ মাড়িল হিঙ্গুল যেন কর-পদতলে। অধর বান্ধুলী আঁখি রাতা উতপলে॥ বিজুরী মাজিল গোরা-অঙ্গ ঠাঞি ঠাঞি। ঝলমল অঙ্গ তেজ চাহিতে না পাই॥ বিশ্বপালনে থুইল বিশ্বম্ভর নাম। সরস্বতী সম্বাদ যে পুরুষ-প্রধান॥ ক্ষণে পিতা মাতা কর অঙ্গুলি ধরিয়া। অথির শরীর পড়ে পদ দুই যাঞা॥ অবেকত আধ আধ লহু লহু বোলে। চাঁদের সাগর যেন অমিয়া উথলে॥ এইমত দিনে দিনে আঙ্গিণা বেড়ায়। ঘুচিল বিবিধ তাপ জগৎ জুড়ায়॥ লখিমী-লালিত পদ ধরণীর কোলে। প্রেমেতে পৃথিবী দেবী আপনা পাশরে॥ গগনেতে এক চাঁদ ভূমে দশ চাঁদ। কিরণের তেজ সে যে আঁখি পাইল আন্ধ॥ আর দশ চাঁদ কর অঙ্গুলির আগে। পাতকী দেখিয়া হিয়া-আন্ধিয়ার ভাগে॥ শ্রীমুখ চাঁদ কত কোটি চাঁদের রাজা। ভুরু কামধনু দিয়া কাম কৈল পূজা॥ কি কহিব আর তার কিরণ চন্দ্রিমা। অন্তরে তিমির কাটে নাহি করে ক্ষমা॥ কে কহিতে পারে তার বালক-চরিত্র। লৌকিক আচারে কৈল পৃথিবী পবিত্র॥ দিনে দিনে করে প্রভু করুণা প্রকাশ। শুনি আনন্দিত হিয়া এ লোচন-দাস॥

বরাড়ি রাগ॥

চান্দ চান্দ চান্দ, গগন উপরি কে পাড়িয়া আনি দিব। কলঙ্ক মুছিয়া, আমার গোরার, কপালে চিত্র লিখিব॥ আয়

আয় আয়, আমার সোণার সুত, চান্দের লাগিয়া কান্দে। আখটি করিতে, একটী বোল যেন, অমিয়া অধিক লাগে ॥ধ্রু॥ এখনি আসিবে, নিমাইর বাপ, ক্ষীর কদলক লঞা। হের আসিছে বাছা, হাও দুরন্ত রে নিন্দ যাহ আঁখি মুদিয়া ॥ সোণার পদ্মমুখ, রাতা আখি মুদ্রিত, আধটি তারা। হেন বুঝি পারা, ময়ূর পাখারে, ডুবিল আধ ভ্রমরা ॥ পাটের গিলাপ, তাতে নেতের তুলি, রচিয় সুশয্যা খানি। কোলে করিয়া পুত্র, পাখালি হইয়া, সুতিলা শচী ঠাকুরাণী॥ এক স্তন মুখে, রহি রহি চাখে, অঙ্গুলি নাড়য়ে আর। লোচন বলে সব, দেব শিরোমণি, বালক রূপ বিহার ॥

ধানসী রাগ, দিশা ॥

আরে আরে হয় (মূর্চ্ছা) ॥

হেন অদভুত কথা শ্রবণ মঙ্গল শুন গোরা গুণ গাঁথা ॥

ওকি আরে ওকি আরে হয় ॥

আর দিন এক কথা শুন সাবধানে। আপন প্রকাশ প্রভু কৈল যেন মনে ॥ এক গৃহে জগন্নাথ গৃহান্তরে শচী। পুত্র কোলে করি শচী গৃহে আছে সুতি ॥ শূন্যঘরে কত সৈন্য সামন্ত ভরিল। ঐছন দেখিয়া শচী তরাসিত হৈল॥ যত দেবগণ আসি শচী কোল হৈতে। বসাইল রত্নসিংহাসনেতে ত্বরিতে॥ অভিষেক করি নানাবিধ পূজা করি। প্রদক্ষিণ করি পড়ে চরণেতে ধরি ॥ ঘণ্টা শঙ্খ ধ্বনি সবে করে বার বার। জয় জয় হরিধ্বনি করিছে বিস্তার ॥ জয় জয় জগন্নাথ সবার পালন। কলিকালে সবাকারে করিবে পোষণ ॥ বৃন্দাবনধন রস দিবে সভাকারে। নিবেদন তোমার চরণে বিশ্বম্ভরে ॥

দেখি শচী মাতা বারম্বার চমকিত। পুত্র পুত্র বলি শচী ভেল মহা ভীত ॥ আপনারে নাহি ভয় পুত্রগত প্রাণ। বালক পাঠাইঞা দিলা জগন্নাথ স্থান ॥ তোর পিতা সুতিয়াছে ঐ না দেবঘরে। ওথা যাই সুখে নিদ্রা যাহ তার কোলে ॥ চলিলা ত গৌরচন্দ্র মায়ের বচনে। নূপুরের ধ্বনি শুনি শূন্য চরণে ॥ বাহিরে আইলা যবে দেব শিরোমণি। সকল দেবতা আইলা পাছে যোড় পাণি ॥ প্রভু কহে দেবগণ নাচাহ আমারে। গাও রাধাকৃষ্ণ লীলা কহিল সবারে ॥ দেবে রাধাকৃষ্ণ প্রেম গানেতে মিশাঞা। দিলেন আনন্দে গৌরচন্দ্র যে ধরিয়া ॥ আপনে কান্দেন কান্দায়েন দেবগণে। শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রভু বলিছে আপনে ॥ কালিন্দী যমুনা বৃন্দাবন বলি ডাকে। রাধা রাধা বলিয়া ডাকেন মহাসুখে ॥ দেখিয়া পুত্রের লীলা মূর্চ্ছা শচী পাই। শব্দ শুনি জগন্নাথ অস্থিরে আইলা ॥ জগন্নাথ ডাকে শচী কিনা ধ্বনি শুনি। উচ্চৈঃস্বরে ডাকে তরাসিনী শচী রাণী ॥ বাহিরে আসিয়া দোঁহে পুত্র কৈলা কোলে ॥ শূন্য চরণ দেখি আপনা পাশরে ॥ তহি ক্ষণে কৃষ্ণের চরিত্র মনে পড়ে। শচীদেবী কহিল যে দেখিল নিজ ঘরে ॥ চারি মুখ পাঁচ মুখ আদি যত দেবা। দিব্য যানে আসি কৈল বালকের সেবা ॥ প্রাঙ্গণে নাচিল পুত্র রাধাকৃষ্ণ বলি। আমিহ শুনিল সপ্নবৎ মনে করি ॥ দেখিয়া তরাসে তব ঠাঞি পাঠাইল। শূন্য চরণে নূপুর শবদ শুনিল ॥ এমত বালক দিব্য মূরতি সুঠান। না জানি কখন কার কি হয় বিধান। সাত কন্যা * মরি মোর

* চৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে ১৩ পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, শচীর

এইটী ছাওয়াল। ইহা লই কিছু হেলে না জীব মো আর॥ সাত পাঁচ নাহি মোর এই আঁখির তারা। আন্ধলের লড়ি যেন এই ধন মোরা॥ ঘর সরবস ধন দেহে আত্মা তনু। না রহে জীবন মোর গৌরচন্দ্র বিনু॥ বিঘ্নবিনাশন হেতু প্রকার এ চিন্ত। বালক-মঙ্গল করু দেব আদি অন্ত॥ হেন মনে অনু-মানে রাত্রি সুপ্রভাতে। খেলায় শচীর সুত বালক সহিতে॥ ক্ষণে আঙ্গিণায় লুটি ধূলায়ে ধূসর। দেখিয়া জননী কিছু বলিছে কাতর॥ সোণার পুতলী তনু মদন সুছাঁদে। উপমা দিবারে নারি আকাশের চাঁদে॥ এ হেন সুন্দর গায় ধূলায়ে পড়িয়া। লুটাঞা বলহ কেনে মায়ের মাথা খাঞা॥ ইহা বলি ধূলা ঝাড়ি চুম্বয়ে বদন। পুলকে পূরল অঙ্গ অরুণ নয়ন॥ তার পরদিনে পুন শচীর নন্দন। বালক সহিতে করে বাহিরে পর্য্যটন॥ গঙ্গাকূলে তরুমূলে খেলাঞা বেড়ায়। মর্কট খেলা খেলে এক চরণে দাণ্ডায়॥ শুনিলেন শচী গঙ্গাতীরে গৌর-হরি। ধরিতে চলিলা শচী হাতে ছড়ি করি॥ জানুর উপরে জানু রহে একপদে। দেখিয়া জননী ডাকে উৎকট শবদে॥ মায়েরে দেখিয়া প্রভু পলাইয়া যায়॥ মাতিল কুঞ্জর যেন উল-টিয়া যায়॥ ধর ধর বলি ডাক ছাড়ে শচীরাণী। আগে আগে ধায় গৌর প্রভু দ্বিজমণি॥ ধরিবারে শচী যায় ধরিতে না পারে। ধাঞা সাঁদাইল প্রভু ঘরের ভিতরে॥ ঘরমধ্যে যত ভাণ্ড ভাজন আছিল॥ ধর ধর করিতে সর্ব্ব আছাড়ি

আট্টী কন্যা হইয়া হইয়াই মরিয়াছিল, যথা :—

“জগন্নাথমিশ্র-পত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হইল জন্মি জন্মি মরে॥”

ভাঙ্গিল॥ নাসায়ে অঙ্গুলি শচী দাঁড়াইয়া চাহে। হেট বদন করি প্রভু বিশ্বম্ভর রহে॥ অতি বড় কম্পিত হইল লজ্জা-ভরে। দাঁড়াইলা হেটমাথে অশ্রু নেত্রে ঝরে॥ চন্দ্রের উপরে যেন খঞ্জন বসিয়া। উগারয়ে মতিহার যেমন গিলিয়া॥ দেখি শচী গৌরমুখ প্রেমে পূর্ণ হঞা। আইস কোলে করি বোলে মোর দুলালিয়া॥ করে ধরি করি বোলে শচীঠাকু-রাণী। ঘর সরবস যাউ তোমার নিছনি॥ এই মত নানা লীলা করে গৌরহরি। বুঝিতে না পারে শচী পুত্রের চাতুরী॥ লোক বেদ অগোচর চরিত্র অপার। উদ্ধত জানিল শচী না বুঝি বেভার॥ সুদৃঢ় চঞ্চল পুত্র জানিল নিমাই। দুঃখ-ভাবে শচীদেবী সোঙরে গোসাঞি॥ আর দিন পরিণত আনি যত নারী॥ পুছিলেন সবাকারে অনুনয় করি॥ কত সাধে পুত্র মোরে দিলেন গোসাঞি॥ ক্ষিপ্ত মত আচরণ বুদ্ধি কিছু নাই। এক করে আর বোলে বুঝিতে না পারি। আচার বিচার কিছু না করে বিচারি॥ শুনি সবে কান্দিতে লাগিলা দুঃখভরে। কোলে করি গোরাচান্দে সবে মেলি বোলে॥ কেনে কেনে বাপ কত এত অমঙ্গলে। শুনি বিশ্বম্ভর হৈলা অত্যন্ত চঞ্চলে॥ দেখি নারীগণ ব্যথা পাইল অন্তর। শচী যে কহিল তাহা দেখিল সত্বর॥ কবে হৈতে এমত হইল পুত্র তোর। শচী বোলে না পারি কহিতে কিছু ওর॥ এক দিন রাত্রে পুত্র ছিনু কোলে করি। আসি সর্ব দেবতা রহিল ঘর ভরি॥ দিব্য সিংহাসনে মোর নিমাঞি রাখিয়া। দণ্ডবৎ করে তারা ভূমিতে পড়িয়া॥ জাগিয়া দেখিনু মুঞি এত চমৎকার। সেই হৈতে কিবা তন্দ্রা

হইল ইহার॥ শুনি সবে এই সত্য বলিলেন বাণী। কোন দেব ইহাতে রহিবে অনুমানি॥ সব দেব-নামে এক যজ্ঞ আরম্ভিয়া। সব বিপ্র লঞা আইস মিশ্রেরে বোলিয়া॥ স্বস্ত্যয়ন করি কর বালক কল্যাণ। পূজা পাঞা দেব যেন যায় নিজ স্থান॥ চিন্তা না করিহ শচী কহিল নিশ্চয়। পূজা পাইলে দেব তোরে করিবে অভয়॥ সবারে বিদায় দিল পদধূলি লঞা। কহিলেন সব শচী মিশ্রেরে যাইয়া॥ শুনি শচী সহ মিশ্র চিন্তিতে দ্রব্য করি। যজ্ঞ করি ব্রাহ্মণের গণকে আহ্বরি॥ তথা শচী গৌরচন্দ্র লঞা গঙ্গাস্নানে। চঞ্চল ঘুচিল পুত্র করি এই মনে॥ শচী আগে আগে যায় বিশ্বম্ভর রায়। খেলিতে খেলিতে সে অশুচি দেশে যায়॥ ত্যক্ত ভাণ্ড পরশ করিয়া চলি যায়॥ দেখিয়া জননী দেবী করে হায় হায়॥ অধিক চঞ্চল পুত্র হইল আমার। স্বস্ত্যয়নের ধর্ম্ম আর হইল বিস্তার॥ ছি ছি বোলিয়া ডাকে বোলে কটূত্তর॥ শুনিয়া সদয় বাণী কহে বিশ্বম্ভর॥ কি শুচি অশুচি কিবা ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ব। না বুঝি বিচার কিছু মরয়ে জগত। ক্ষিতি জল বায়ু অগ্নি আকাশ আকার। জগতে যতেক ইহা বহি নাহি আর॥ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ বহি নাহি অন্য ধর্ম্ম। তা বিনু সকল মিছা কহিল এ মর্ম্ম॥ ইহা শুনি শচী-দেবী বিস্ময় হইয়া। সুর-নদী-স্নান কৈলা গৌরাঙ্গ লইয়া॥ ঘরে গিয়া শচীদেবী জগন্নাথে কয়। বালক-চরিত্র কিছু শুন মহাশয়॥ সর্ব্বযজ্ঞময় এই তোমার তনয়। নিশ্চয়ে জানিল বিঘ্ন কিছু নাহি হয়॥ অশুচি দেশেতে গিয়া কহে হেন বার্ত্তা। না দেখিল না শুনিল বালকের কথা॥ ইহা শুনি জগ-

ন্নাথ পুত্র কোলে লৈল। ছুইলা অশুচি দেশ সব ভাল হৈল॥ কুলের প্রদীপ মোর নয়নের তারা। এ দেহের আত্মা তোমা বহি নহি মোরা॥ ইহা বলি দোঁহে পুত্রবদন নেহারে। প্রেমে গর গর তারা আপনা পাশরে॥ অরুণ নয়নে অশ্রু-ধারা সব গলে। পুলকিত সব অঙ্গ আধ আধ বোলে॥ দোঁহে দোঁহা মুখ হেরি উপজিল হাস। গোরা গুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

শ্রীরাগ, দিশা॥

অকি আরে গৌরাঙ্গ জয় জয় (মূর্চ্ছা)॥

অকি আরে মোর গৌরাঙ্গ প্রেম অমিয়া আনন্দ, কিনা মোর গৌরাঙ্গ নারে জয় জয়॥ ধ্রু॥

এই মনে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে আন। বাঢ়য়ে শরীর যেন সুমেরু সন্ধান॥ অমৃতের ধারা যেন বচনমাধুরী। শুনি শচীমাতা মনে অতি কুতূহলী॥ কথাচ্ছলে কথা শুনি-বারে চাহে রাণী। প্রভু কহে শুনিতে না পাই তোর বাণী॥ উচ্চ করি শচী ডাকে মহা কুতূহলী। শুনিতে না পাই কহে গোরা বনমালী॥ বাৎসল্য প্রেমেতে মুগ্ধ হৈলা শচীমাতা। ক্রোধ করি ছাড়ি লঞা ধায় উনমতা॥ আজি বাক্য নাহি শুন উদ্ধতের মত। বৃদ্ধকালে তুমি মোরে নাহি দিবে ভাত॥ এত বাক্য শুনি তভু শচীর নন্দন। খাট করি না শুনয়ে মায়ের বচন॥ রুষিল সে শচীদেবী চাহে এক দিঠে। ধাঞা ধরিবারে যায় হাতে করি ছাটে॥ ধাঞা গোরাচান্দ গেলা অশুচির স্থানে। ত্যক্তমৃত্তিকার ভাণ্ড বর্জিয়ে যেখানে॥ দেখিয়া জননী নিজ শিরে কর হানি। হাহাকার করে শচী

বোলে কটুবাণী ॥ অধিক সে বিশ্বম্ভর রুষিল হিয়ায়। উপরি উপরি ভাণ্ড উঠিয়া দাঁড়ায় ॥ কুপিত বচন শুনি করে বিপরীতি। বুঝিয়া জননী কিছু করয়ে পিরিতি ॥ আইস আইস বাপ ছাড় জুগুপ্সিত কর্ম্ম। এ নহে উচিত তোর ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ॥ ব্রাহ্মণকুমার আরে কুলীনের পুত্র ॥ শুনি কি বলিব লোকে কুৎসিত চরিত্র ॥ আইস আইস বাপ স্নান কর গঙ্গাজলে। মায়ের পরাণ ফাটে চড় সিয়া কোলে ॥ নহে বা মরিব এই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ॥ এ ঘরে ও ঘরে যেন বেড়াসি কান্দিয়া ॥ কষিত এ দশ বাণ সুবরণ তনু। এহেন সুন্দর গায় ধূলা মাখ কেন ॥ অশুচি কুৎসিত স্থান ছাড় বাপ মোর। চান্দের কলঙ্ক যেন গায়ে কালী তোর ॥ শুনিয়া রুষিল বিশ্বম্ভর গুণরাশি। বারে বারে কহ তোরে তভু না বুঝসি ॥ অশুচি অশুচি বোলি বলসি কুবোল *। কি শুচি অশুচি আগে বিচারহ মোর ॥ ইহা বোলি সম্মুখে ইষ্টক লই হাথে। ইষ্টকে প্রহার কৈল জননীর মাথে ॥ ইষ্টকা প্রহারে মূর্চ্ছা পাইলা শচীরাণী। মা মা করিয়া পুন কান্দয়ে আপনি ॥ কান্দনার বোল শুনি পুরনারীগণ। নিকটে যে ছিল ধাঞা আইল তখন ॥ গঙ্গাজল মুখে দিয়া সচেতন কৈল। সংজ্ঞা মাত্র "বিশ্বম্ভর" বলিয়া

* প্রাচীন কালের বাঙ্গালা প্রায়ই সংস্কৃতের সদৃশ ছিল। তাহা "বুঝসি" ও "বলসি" এই দুই কথাতেই অনেক বুঝা যায়। ঐ পদ দুইটী "বুধ্যসে" ও "বদসি" এই দুই সংস্কৃত পদের অনুরূপ। বুধ ও বদ ধাতুর লোট্ মধ্যম পুরুষের এক বচনে নিষ্পন্ন। উৎকলদেশে এখনও ঐরূপ কথার ব্যবহার আছে। ইহার দৃষ্টান্তও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাকিল॥ বাহু পসারিয়া শচী পুত্র কোলে কৈল। মূর্চ্ছিত হইয়া পূর্ব্বজ্ঞান পাশরিল॥ কান্দয়ে সে বিশ্বম্ভর জননী দেখিয়া। তহি এক দিব্যনারী কহিল হাসিয়া॥ চিবুকে ধরিয়া বিশ্বম্ভরে বোলে বাণী। নারিকেল ফল তুই মায়ে দেহ আনি॥ তবে সে জীয়ব শচী এই তোর মাতা। নহে বা মরিল এই শুন মোর কথা॥ ইহা শুনি বিশ্বম্ভর হরিষ হইল। তখনি যুগল নারিকেল আনি দিল॥ তৎকাল গলিতবন্ত স্নিগ্ধ সোণাবাণ। নারিকেল যুগল দিল জননীর স্থান॥ দেখিয়া সে নারীগণ বিস্ময় হইল। এই ক্ষণে শিশু নারিকেল কোথা পাইল॥ তহি এক দিব্য বিলাসিনী নারী আছে। লহু লহু বোলে গোরাচান্দে কিছু পুছে॥ শিশু হঞা নারিকেল কোথা পাইলে তুমি। তোমার চরিত্র কিছু বুঝিয়াছি আমি॥ ঐছন শুনিয়া বাণী গৌরচন্দ্র রায়। হুহুঙ্কার করি ধরে মায়ের গলায়॥ বাহু পসারিয়া শচী পুত্র করি কোলে। লাখ লাখ চুম্ব দিল বদনকমলে॥ বয়ান মুছিল অঙ্গ বসন লঞা করে। শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন কৈল সুরনদী জলে॥ স্নান করাইল গঙ্গাজল অভিষেকে। অন্তর বিস্মিত পুত্র বদন নিরিখে॥ সমুদ্র গম্ভীর কোটি-দিনকর ছটা। কোটি নিশাকর তেজ নখ কুড়ি গোটা॥ কোটি কাম জিনি লীলা সুললিত তনু। রঙ্গিম ভঙ্গিম আঁখি ভুরু কামধনু॥ সব লোকনাথ এ অবনী পরকাশ। দেখিয়া জননী পাইল অন্তরে তরাস॥ পুরুব রহস্য গর্ভধারণের কালে। দেখিল দেবতা দিব্য যানে চারি পানে॥ আর যত বালক-চরিতে যত কৈল। এখন সকল সেই স্মরণ হইল॥ নিশ্চয় জানিল জ্যোতির্ম্ময়

সনাতন। নির্লে‍প নিরাকার নিরঞ্জন নারায়ণ॥ সর্ব্বময় সর্ব্বশক্তিধর আত্মারাম। যোগীন্দ্রগণের ইহো ধ্যান অনুক্রম॥ মোর ভাগ্য গণিবারে নারে কোন জন। ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি যত দেবগণ॥ সবার আরাধ্য এই আমার তনয়। বলিতে বলিতে কোলে কৈল গৌররায়॥ যেই মাত্র কোলে কৈল বিশ্বম্ভর হরি। পুত্রভাবে শচী দেবী ঐশ্বর্য্য পাশরি॥ ঘরেরে আইলা শচী বিস্ময় ভাবিয়া। কোন দেব আবির্ভাব হৈল পুত্র দিয়া॥ এত চিন্তি রক্ষা বান্ধে অঙ্গে হাত দিয়া। জনার্দ্দন হৃষীকেশ গোবিন্দ বলিয়া॥ শির তোর রক্ষা করু চক্র সুদর্শন। চক্ষু নাসিকা মুখ রাখুক নারায়ণ॥ বক্ষ তোর রক্ষা করু দেব গদাধর। ভুজ তোর রক্ষা করু দেব গিরিধর॥ উদর তোর রক্ষা করুণ দামোদর। নাভি তোর রক্ষা করু নৃসিংহ ঈশ্বর॥ জানু দুই রক্ষা করু দেব ত্রিবিক্রম। রক্ষা করু ধরাধর তোর দু চরণ॥ সব অঙ্গে থুথু কৃতি দিয়া শচীমাতা। পুত্রভাবে অতিশয় হৈল উনমতা॥ হেন মনে আনন্দে সানন্দে দিন গেল। পরম মঙ্গল কাল আসি সন্ধ্যা হৈল॥ সুখে শচী গৌরহরি প্রাঙ্গণে রাখিল। দাস দাসীগণে সন্ধ্যা কার্য্যে নিয়োজিল॥ হেন মতে দিন অবসানে সন্ধ্যা হৈল। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র গগনে উদিল॥ হেন কালে গৌরচন্দ্র চতুর সুজান। মা মা বলি কান্দে যেন বালক অজান॥ শচী বলে সন্ধ্যাকালে না কর ক্রন্দন। যাহা চাহ তাহা দিব শুনহ বচন॥ প্রভু কহে চাঁদ দেহ আমারে পাড়িয়া। হাসি হাসি শচী বোলে আরে অবোধিয়া॥ ধিক্ ধিক্ এ

পুত্র দিলেন মোর ঘরে। চাঁদ কভু আকাশে কে ধরিবারে পারে॥ প্রভু বোলে বোলিলে যে যাহা চাহ তুমি। তাহা দিব এমন কহিলে তুমি বাণী॥ এই লাগি চাঁদ নিতে হৈল মোর মন। ইহা বলি উচ্চ করি করয়ে রোদন॥ আঁচলে ধরিয়া কান্দে নানা খটি করে। চরণ আছাড়ে করে নয়ান কচালে॥ মায়ের গলায় ধরি কান্দে গোরারায়। খেলা খেলিবারে আকাশের চাঁদ চায়॥ ক্ষণে খটি ক্ষণে লুটি মায়ের চুলি ছিড়ে। ধূলায় ধূসর করে হানি নিজ মুড়ে॥ দেখিয়া জননী বোলে অবোধিয়া পুত। তোঁহারি চরিত্র মোরে বড় অদভুত॥ আকাশের চান্দ কথি পাব ধরি-বারে। অমন কতেক চাঁদ তোমার শরীরে॥ হের দেখ লাজে চান্দ মলিন হইল। না বুঝিয়া তোর আগে উদয় করিল॥ না জানিয়া নবদ্বীপচান্দের উদয়। লজ্জা পাঞা মেঘের ভিতরে গিয়া রয়॥ নবদ্বীপে হাউ * আইল শুনহ বচন। না কান্দিয় আরে বাপ আমার জীবন॥ ইহা বলি কোলে করি চুম্ব দেই মুখে। আপনা পাশরে দেবী প্রেমা-নন্দসুখে॥ আনন্দে সানন্দে শচী সম্পদ্ বিহ্বলা। দিক্ বিদিক্ নাহি দেখি পুত্র লীলা॥ অন্তর উল্লাস শচী গদ গদ ভাষ। গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস॥

ধানশী রাগ॥

জয় জয় জয় শচীর নন্দন আনন্দ-কন্দ-কিশোরা। বালকের সঙ্গে, খেলে নানা রঙ্গে, করিয়া অর্ভক-লীলা। খেলিতে

---

* বালককে যেমন "বুজী" বলিয়া ভয় দেখান হয়, এখানে "হাউ" এটীও তদ্রূপ নিরর্থক শব্দ।

খেলিতে, তথি আচম্বিতে, শ্বান-শাবক দুই চারি। বাঢ়ল কৌতুক, তহি বাছি এক, ধরি লইল গৌরহরি॥ সঙ্গের ছাওয়ালে, কহিল তাহারে, শুন শুন বিশ্বম্ভর। কুৎসিত ছাড়িলে, ভাল তুমি নিলে, না খেলিব যাব ঘর॥ তবে বিশ্বম্ভর, কহিল উত্তর, এই শ্বান সবাকার। সবে এক হঞা, খেল ইহা লঞা, থাকিবে ঘরে আমার॥ ইহা বলি সেই, শ্বান-সুত লই, চলিলা আপন ঘরে। নিজ ঘরে গিয়া, গলে দড়ি দিয়া, বান্ধিল পিণ্ডার্-উপরে॥ হেন কালে এথা, বিশ্বম্ভর মাতা, সমাধিয়া গৃহকাজ। স্নান করিবারে, গেলা গঙ্গাতীরে, পুর-নারী করি সাথ॥ তবে বিশ্বম্ভর, পাঞা শূন্য ঘর, কুক্কুর-শাবক লঞা। বালকের সঙ্গে, খেলে নানা রঙ্গে, ধূলায় ধূসর হঞা॥ খেলিতে খেলিতে, বালক সহিতে, দোঁহে উপজিল দ্বন্দ্ব। তবে গৌরহরি, একে পুরস্করি, আর কে বলিলা মন্দ॥ নিতি নিতি আসি, কলহ করসি *, স্বভাব কেমন তোর। হেন বুঝি তোর, চরিত্র আচার, শ্বান-শাবক চোর॥ সেই সেই কালে, রুষিল অন্তরে, বাহিরে চলিল ধাঞা। শচীর সম্মুখে, কহে বড় ডাকে, কোপে গদ গদ হঞা॥ শুন শুন আরে, তোর বিশ্বম্ভরে, শ্বানের শাবক লঞা। ক্ষণে কোলে করে, ক্ষণে গলে ধরে, আপন সুত দেখ সিয়া॥ শুনি শচীরাণী, বালকের বাণী, সত্বরে আইল ঘরে। দেখি পরতেক, শ্বান-শাবক, বিশ্বম্ভর কোলে করে॥ শিরে কর হানি, বলয়ে জননী, না জানি কি তোর লীলা। সকল থাকিতে, কুক্কুর-ছা লঞা

---

* "করসি" এই পদটী পূর্ব্বের মত কৃ ধাতুর লোট্ মধ্যম পুরুষ একবচনে নিষ্পন্ন "করোষি" এই পদের অনুরূপ।

খেলা ॥ জনক তোহারী, অতি ধর্ম্মচারী, তাহার তনয় তুমি। কি বলিব লোকে, শ্বানের শাবকে, খেলাহ কি সুখ জানি ॥ ব্রাহ্মণ কুমার, হেনই আচার, কিছুই নহিল তোর। ইহা যে শুনিব, কে ভাল বলিব, এ শেল হৃদয়ে মোর ॥ এ হেন সুন্দর, মূরতি তোহার, ধূলা মাখ কিবা সুখে। বলিতে বচন, নামাহ বদন, আগি লাগুক মোর মুখে ॥ কত চাঁদ জিনি, তোর মুখ খানি, এ থির বিজুরি অঙ্গ। বেষ নাহি চাহে, ধূলা মাখে গায়ে, অধম-বালক সঙ্গ ॥ ক্রোধে শচীদেবী, দন্তে ওষ্ঠ চাপি, বালকেরে দেই গালি। নিজ ঘরে যাহ, কুক্কুর-ছা লহ, মা বাপের দেহ ডালি ॥ ইহা বলি সেই, পুত্র-মুখ চাই, ডাকয়ে আনন্দে ভোরা। আইস আইস বাপ, কোলে আসি চাপ, বদন চুম্বউ মোরা ॥ কুক্কুর-শাবক, এড়ি দেহ বাপ, স্নান কর গঙ্গাজলে। বেলি দো পহরে, ক্ষুধা নাহি তোরে, কত দুঃখ দেহ মোরে ॥ নহে শ্বান-সুত, বান্ধি রাখ পুত, স্নান করিবারে যাহ। বিকালে খেলিহ, কুক্কুর-ছা লিহ, এখনেতে কিছু খাহ ॥ এ মুখ মলিন, সোণার-নলিন, আতপে যেন মৈলান। নাসিকার আগে, ঘর্ম্মবিন্দু জাগে, দেখিতে বিদরে প্রাণ ॥ মায়ের উত্তর, শুনি বিশ্বম্ভর, হাসি উঠি বলে বাণী। মোর শ্বান-সুতা, জানি যায় কোথা, পুন জানিবে আপনি ॥ ইহা বলি হরি, মায়ের গলা ধরি, স্নান করিবারে যায়। এ ধূলি ঝাড়িয়া, বদন চুম্বিয়া, গন্ধ তৈল দিল গায় ॥ স্নান করিবাবে, যায় গঙ্গাতীরে, বয়স্য করিরা সঙ্গে। সুর-নদীজলে, অতি কুতূহলে, জলক্রীড়া করে রঙ্গে ॥ সভে সভা অঙ্গে, জল দেই রঙ্গে, মাতল কুঞ্জর যেন। গোরার

এ তনু, সুমেরুকজনু, অটল অদ্ভুত হেন ॥ তথা শচীদেবী, মনে অনুভবি, শ্বানের ছা এড়ি দিল। নিজ মাতা পাঞা, সঙ্গে গেল ধাঞা, না জানি কোথারে গেল ॥ সেই খানে এক, আছিল বালক, ধাঞা গেলা গঙ্গাকূলে। শুন বিশ্বম্ভর, জননী তোমার, কুক্কুর-ছা এড়ি দিলে ॥ বালক বচন, শুনিয়া তখন, সত্বরে আইলা ধায়া। যেখানে থাকিত, সেই শ্বান-সুত, সেখানে দেখিল গিয়া ॥ চারি পানে চাহি, শ্বান শিশু নাহি, অন্তর জ্বলিল কোপে। কান্দে উভরায়, গালি দেই মায়, শ্বানের শাবক শোকে ॥ শুন অবোধিনি !, কি কৈলে জননী, এ দুঃখ দেয়লি মোরে। পরম সুন্দর, শ্বান শিশুবর, কেমনে দিলি কাহারে ॥ বলে শচীরাণী, আমি ত না জানি, শ্বানের শাবক তোর। এখানে আছিল, কেবা কতি নিল, কেমন বালক চোর ॥ কোন প্রয়োজনে, করহ ক্রন্দনে, কুক্কুর শাবক লাগি। করিয়া যতন, চাহি বলে বন, কালি দিব আনি মাগি ॥ করহ অবধি, আপন সপদি, করিয়া বোল মো তোরে। শ্বানের শাবকে, আনি দিব তোকে, না কান্দ না কান্দ আরে ॥ এতেক বলিয়া, বয়ান মুছিয়া, পুত্র কোলে করি নিল। শ্রীমুখ চাহিরা, হরষিত হঞা, লাখ লাখ চুম্ব দিল ॥ অঙ্গের মার্জ্জনা, করি শুচিপনা, স্নান কৈল গঙ্গাজলে। সন্দেশ মোদক, ক্ষীর কদলক, ভক্ষণ করাইল ভালে ॥ তিন ঝুটি মাথে, পাঁচ থুপী তাতে, একত্র করিয়া বান্ধি। নয়ানে কাজর, সুরেখা উজর, দীঠিয়ে জগৎ-রঞ্জি ॥ রক্তপ্রান্ত ধড়া, কোটি দিয়া বেড়া, প্রপদ * অঞ্চল দোলে। মুকুতার হার, হৃদয়

* প্রপদ—অর্থাৎ পদের অগ্রভাগ।

উপর, চন্দন তিলক ভালে॥ অঙ্গদ কঙ্কণ, অমূল্য রতন, চরণে মগড়া খাড়ু। বালকের ঠাঁই, খেলিবারে যায়, হাতে করি ক্ষীর লাড়ু॥ গমন সুন্দর, জিনিয়া কুঞ্জর, বচন গভীর মধু। বালকের মাঝে, গোরা দ্বিজরাজে, তারায়ে বেঢ়ল বিধু॥ ঐছন লীলায়, ঠাকুর খেলায়, দেবতা দেখিয়া হাসে। মার্জ্জার কুক্কুর, পরশে ঠাকুর, কৌতুক লোচন দাসে॥

পয়ার॥

গৌরাঙ্গপরশে কুক্কুর ভাগ্যবান্। স্বভাব ছাড়িয়া তার হয় দিব্য জ্ঞান॥ রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ বলিয়া ডাকে নাচে। নদীয়ার লোক দেখি সব ধায় পাছে। কুক্কুরের আবেশ এমন সভে দেখি। পুলকিত সব অঙ্গ অশ্রুময় আঁখি॥ আচম্বিতে শ্বান-দেহ ছাড়ি ভাগ্যবান্। কৃষ্ণলোক হৈঞা করে গোলোকে পয়ান॥ আচম্বিতে দিব্য এক রথ যে আসিয়া। আকাশের পথে যায় তাহারে লইয়া॥ সুবর্ণের রথ চারু সহস্র শেখর। মণি মুকুতার ঝারা করে ঝলমল॥ লক্ষ লক্ষ ঘণ্টা ধ্বনি হইছে তাহাতে। কাংস্য করতাল যাতে বাজে যূথে যূথে॥ শঙ্খ ধ্বনি জয় ধ্বনি হরি ধ্বনি শুনি। গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় রাধাকৃষ্ণ বাণী॥ ধ্বজ পতাকা সব রথোপরি উড়ে। সূর্য্যের মণ্ডল ঢাকে কিরণে উজরে॥ রথমধ্যস্থানে বসি রথ সিংহাসনে। কমনীয়কান্তি তেহো অতি মনোরমে॥ দিব্য আভরণ তার অঙ্গ মাঝে সাজে। কোটি কোটি মদন মূর্চ্ছিত হয় লাজে॥ পরম শীতল হইলা কোটি চন্দ্র জিনি। রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ বলিয়া করে ধ্বনি॥ সিদ্ধগণ সভে আসি চামর করিয়া। চলিলা গোলোকপথে তাহারে

লইয়া ॥ ব্রহ্মা শিব সনকাদি সবে কর যুড়ি। গৌরাঙ্গ-মহিমা গান সভে রথ বেড়ি ॥ জয় জয় কৃপাসিন্ধু শচীর নন্দন। এমন করুণা প্রভু না কৈল কখন ॥ কুক্কুর উদ্ধার করি গোলোকে পাঠায়। দিব্য দেহ এমন্ কভু কেহ নাহি পায় ॥ জয় জয় অগতির গতি গৌরচন্দ্র। জয় জয় অবতার সভার উপেন্দ্র ॥ তোর্ করুণায় কলিজীব নিস্তারিব। আর কিবা লীলা তোর অলৌকিক হব ॥ মোরা সব দেব কবে হব ভাগ্যবান্। পাইব তোমার পদ প্রসাদ প্রদান ॥ কুক্কুর তরিয়া যায় তোমার পরশে। এমন করুণা কভু নাহি হৃষীকেশে ॥ কবে মোরা হইব এমন ভাগ্যভাগী। কুক্কুরে কৃতার্থ কৈলে তাই মোরা মাগি ॥ নমঃ নমঃ অদোষ-দরশী গৌররায়। নমঃ নমঃ তোমার সুন্দর দুই পায় ॥ অনুব্রজি হেনরূপে সব দেবগণ। কবে মোরা পাব গৌরচন্দ্রের চরণ ॥ এথা গোলোকেরে আইলা মহী ভাগ্যবান্। গৌরাঙ্গের লীলা অনুব্রত করে গান ॥ হেন অদভুত গোরাচাঁদের প্রকাশ। আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস ॥

এথা শচী দেবী, মনে অনুভবি, ষষ্ঠীব্রত করিবারে। পুর-নারী যত, করি সবে ব্রত, গিয়া বটবৃক্ষ তলে ॥ নৈবেদ্যের সজ্জ, করিয়া সুসজ্জ, আঁচলে ঢাকিয়া লঞা। ব্রত করিবারে, যায় বট তলে, অতি আনন্দিত হঞা ॥ হেনই সময়, গোরা-চাঁদ রায়, খেলিতে খেলিতে পথে। জননী দেখিয়া, আইলা ধাইয়া, কি লঞা যাও গো হাতে ॥ বাহু পসারিয়া, পথ আগুলিয়া, জননী রাখিতে চায়। কি কি বলি যায়, ধরিবারে চায়, আখটি করিয়া মায় ॥ দেব-আরাধনে, করিয়া যতনে,

লইয়া নৈবেদ্য খানি। ষষ্ঠী পূজিবারে, যাব বটতলে, এই খানে খেলহ তুমি॥ আসিবার বেলে, প্রসাদ তোমারে, আনি দিব শুন বাপ॥ দেবতা পূজিব, এ বর মাগিব, ঘুচিব অমঙ্গল তাপ॥ * এতেকে অন্তরে, জননী-উত্তরে; শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর। কহে লহু বাণী, কমিয়া লাবণী, মুখে মিলাইছে তার॥ এই মনে তোরে, বলে বারে বারে, না বুঝসি অবোধিনি!। ক্ষুধায়ে আমার, পুড়য়ে অন্তর, নৈবেদ্য খাইব আমি॥ ইহা বলি ধরি, সেই গৌরহরি, নৈবিদ্য ভরিল মুখে। দেখিয়া জননী, হাহাকার বাণী, অন্তর জ্বলিল দুঃখে॥ দেবতার দ্রব্য, মধু ঘৃত গব্য, বিশ্বম্ভর খাইল দেখি। শচীর অন্তরে, ধক্ ধক্ করে, কোপে ছল ছল আঁখি॥ অবোধিয়া পুত, বুঝাইব কত, দেবতা না মান তুমি। ব্রাহ্মণ কুমার, হঞা দুরাচার, এ দুঃখে মরিব আমি॥ শুন গৌরমণি, জননীর বাণী, অন্তর জ্বলিল কোপে। কহিল সে সব, না বুঝসি তব, কুবোল বলসি মোকে॥ শুন অবোধিনি!, আমি সব জানি, আমি তিন লোক সার। জগতে যতেক, আমি মাত্র এক, ত্রিভুবনে নাহি আর॥ তরুমূলে যেন, জল নিষেবন, উপরে সিঞ্চিত শাখা। প্রাণ নিষেচন, ইন্দ্রিয় যেমন, ঐছন আমার লেখা॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে॥

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্দভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং

---

* বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে যেমন তাহার শাখা ও উপশাখাদি সমস্তই পরিতৃপ্ত হয় এবং বিবিধ উপহারে প্রাণ পরিতৃপ্ত থাকিলে যেমন সমস্ত

তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ইতি ॥ ১ ॥

ইহা বলি হরি, করিয়া চাতুরী, মায়ের গলায়ে ধরে। শচীর অন্তরে, ধক্ ধক্ করে, গেলা ষষ্ঠী পূজিবারে ॥ তবে শচীদেবী, বহুবিধ সেবি, বোলয়ে কাতর বাণী। আমার ছাওয়াল, বড়ই ধামাল *, এ দোষ ক্ষম আপনি ॥ এতেক বলিয়া, চরণে ধরিয়া, যত বৃদ্ধ নারীগণে। বলিয়া মিনতি, করিয়া প্রণতি, আশীর্ব্বাদ কর মনে ॥ চরণের ধূলি, দেহ নিজ বলি, মোর গোরাচাঁদ শিরে। এ মোর ছাওয়াল, বড়ই চঞ্চল, বুদ্ধি হয় যেন স্থিরে ॥ দন্তে তৃণ ধরি, বলে শচী-দেবী, সবার চরণ সেবি। সবে দেহ বর, মোর বিশ্বম্বর, পুত্র হউ চিরজীবী ॥ ষষ্ঠীপূজা করি, পুত্র করে ধরি, ঘরেরে চলিলা দেবী। জগন্নাথ সনে, করে অনুমানে, মনে অনুভব ভাবি ॥ কি কহিব আর, সব দেবসার, পৃথিবীতে পরকাশ। বালকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে, কহয়ে লোচনদাস ॥

বরাড়ি রাগ ॥

তবে আর কতদিনে, সেই শচীনন্দনে, ধূলায় খেলায় রাজপথে ॥ এই ধূলি ধূসর, হেমগিরি কলেবর, অনুগত বয়স্য সহিতে ॥ শিশু শিশু ধূলা খেলি, ক্ষণে হয় গালাগালি, ধূলা-রণে অঙ্গ দিগ্‌বাস। সমান সে বয়ঃক্রম, সবে মিলি এক মর্ম্ম, ঘর্ম্মবিন্দু খেলার আয়াস ॥ সবে মিলি খেলা খেলে, গুপ্ত-

ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে, সেইরূপ একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেই নিখিল দেবগণের পূজা হইয়া থাকে। সর্ব্বদেবময় শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেই সর্ব্বদেবের তৃপ্তি হয় ॥ ১ ॥

* ধামাল—চঞ্চল বা উপদ্রবকারী।

বেঝা হেন কালে, সেই পথে আইলা আচম্বিতে। তাহার যে নিজ জন, সঙ্গে করি গমন, জ্ঞানপথে বিচারে পণ্ডিতে॥ তার সনে অনুমানে, যোগশাস্ত্র বাখানে, কর শির করিয়া চালন। দেখি বিশ্বম্ভররায়, তার পাছে পাছে ধায়, অনুসরি গমন বচন॥ দেখি বৈদ্য মুরারি, কটাক্ষে তিলেক হেরি, পুন করে যোগের বাখান। সেই মতে বিশ্বম্ভরে, যোগের বাখান করে, লাড়ে হাথ্ তেনু মুখখান॥ এই মনে বেরি বেরি, পরিহাসে গৌরহরি, শিশুগণ সঙ্গতি করিয়া। দেখিয়া মুরারি বৈদ্য, নিজ আচরণ গদ্য, কুবচন কহিল রুষিয়া॥ এছারে কে বলে ভাল, দেখিল ত ছাওয়াল, মিশ্র পুরন্দর সুত এই। সর্ব্বত্র শুনিয়ে কথা, ইহার সে গুণগাথা, নাম ইহার ভালই নিমাই॥ ঐছন শুনিয়া বাণী, রুষিলা ত গৌর-মণি, অনুগত কৃপার কারণে। ভ্রুকুটি বদন করি, বলে বাক্-চাতুরী, জানাইব ভোজনের বেলে॥ শুনি বিশ্বম্ভর বাণী, মুরারি সে মনে গণি, ঘর গেলা বিস্মিত হিয়ায়। গৃহ কার্য্য ব্যাবৃতে, পাশরল আনচিত্তে, হইল সে ভোজন সময়॥ এথা বিশ্বম্ভর হরি, অঙ্গের সুবেশ করি, কটিতে টানিয়া পিন্ধে ধড়া। শিরে শোভে তিন ঝুটি, গলায়ে সে রসকাঠী, কণ্ঠলগ্ন মুকুতা দোবেড়া॥ নয়নে কাজর রেখা, পাঁচ থুপী বান্ধে শিখা, ঝলমল হেন অলঙ্কার। চরণে মগড়া খাড়ু, হাথে করি ক্ষীর লাড়ু, চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর॥ মুরারিগুপ্তের ঘরে, গেলা নিজ অভ্যন্তরে, ভোজন করিছে বৈদ্যরাজ। মেঘ গম্ভীর-নাদে, নিগমন পরসাদে, মুরারি বলিয়া দিলা ডাক॥ স্বর শুনি সঙরিল, গোরাচাঁদ যে কহিল, গুপ্তবেঝা চমকিত-

চিত। তবে সেই গৌরহরি, কি কর কি কর বলি, সেই খানে হৈল উপনীত॥ তরস্ত না হও তুমি, এই খানে আছি আমি, ভোজন করহ বাণী বৈল। মধ্যভোজন বেলা, ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা, থাল ভরিয়ে মূত্র মুতিল॥ কি কি বলি ছিছি করি, উঠিলা সে মুরারি, করতালি দিয়া বলে গোরা। কর শির লাড়িয়া, ভক্তি পথ ছাড়িয়া, যোগবলে এই অভিপারা॥ জ্ঞান কর্ম্ম উপেক্ষিয়া, কৃষ্ণ ভজ মন দিয়া, রসিক বিদগ্ধ চিদানন্দ। ভৌতিকে তাহার দৃষ্টি, এ নহেত জন পুষ্টি, নাহি বুঝ বুদ্ধি অতি মন্দ॥ পরম দয়ালু হরি, তেহো সর্ব্বশক্তি ধারী, জীবেতে সম্ভবে ইকি কথা। তেহো ব্রহ্ম সনাতন, গোপীর জীবন ধন, না ভজিয়া কেনে দেহ ব্যথা॥ ইহা বলি গৌরমণি, কতি গেলা নাহি জানি, মুরারি দেখিতে নাহি পায়। মনে মনে অনুমান, এই পহু নহে আন, সত্য কৃষ্ণ শচীর তনয়॥ এই অনুমান করি, তবে সেই মুরারি, অস্তে ব্যস্তে চলিলা সত্বর। চলিতে না পারে পথে; অতি আনন্দিত চিতে, গেলা যথা মিশ্র পুরন্দর॥ শচী জগন্নাথ মিলি, পুত্রের দুলাল করি, তুমি মোর সরবস ধন। যেখানে সেখানে যাই, যথা যেবা দুঃখ পাই, পাশরিয়ে দেখিয়া বদন॥ ইহা বলি দোঁহে মেলি, দুই গালে চুম্ব দেই, কোলে করিবারে টানাটানি। হেন কালে মুরারি, সেই খানে বরাবরি, আনন্দে না নিস্বরয়ে বাণী॥ দেখিয়া তরস্ত হৈয়া, শচী জগন্নাথ গিয়া, বৈদ্যেরে করিল অভ্যুত্থান। কারে কিছু না বলিল, আর সব পাশরিল, দেখি গোরার সে চাঁদ বয়ান॥ পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা, ধারা বহে নয়নের জলে। অরুণ কমল

আঁখি, ঐসে প্রেমের সাক্ষী, গদগদ আধ আধ বোলে॥ স্থির দাঁড়াইতে নারে, পড়িয়া চরণতলে, পুনঃ পুনঃ করে পরণাম। দেখিয়া সে বিশ্বম্ভর, মায়ের কোল ভিতর, প্রবেশিল যে হেন অজান॥ শচী জগন্নাথ বলে, অহহ কি কৈলে কৈলে, তোরে দেখি দেবতা সমান। আশীর্ব্বাদ যোগ্য তোরি, এমতি বালক মোরি, কি কহ এবড় অভিধান॥ তোরে বলি শূদ্রমুনি, সর্ব্বলোকে বাখানি, বালকে কি কৈলে অপরাধ। মোদিয়া যে হয় হউ, বাঢ় শিশু পরমাউ, চিরজীবী দেহ আশীর্ব্বাদ॥ ইহা বলি হাতে ধরি, প্রণতি মিনতি করি, শচী আর মিশ্র পুরন্দর। হাসি বৈল মুরারি, এই পুত্র তোহারি, দেব দেব দেব বিশ্বম্ভর॥ বালক লালিছ কাছে, ইহাত জানিবা পাছে, তোর সম নাহি ভাগ্যবান্। সম্বরি রাখিবে মনে, এই মোর বচনে, এই প্রভু সেই ভগবান্॥ ইহা বলি গুপ্তবেঝা, না করিল আন চর্চ্চা, চলি গেলা হৃদয় সত্বর। আনন্দে ভরল হিয়া, গোরাপদ দেখিয়া, গেলা যথা আচার্য্যের ঘর॥ অদ্বৈত আচার্য্য নাম, সেই সর্ব্ব গুণধাম, সেই সর্ব্বজন শিক্ষাগুরু। পড়িয়া চরণতলে, মুরারি মিনতি করে, তুমি সর্ব্ববেত্তা কল্পতরু॥ দেখিলু মো অদভুত, মিশ্র পুরন্দর সুত, নিমাই পণ্ডিত বিশ্বম্ভর। বাল্যক্রীড়া করে রঙ্গে, সকল শিশুর সঙ্গে, চরিত্র দেখিলু লোকোত্তর॥ ইহা শুনি দ্বিজমণি, হুহুঙ্কার করে ধ্বনি, পুলকে পূরল সব অঙ্গ। রহস্য রহস্য এই, তোমারে নিভৃতে কই, সেই ব্রহ্ম রসিক শ্রীরঙ্গ॥ ইহা বলি কোলাকুলি, দুজনে আনন্দে ভুলি, বেকত করয়ে বিষয়াশে। অখিল ভুবনপতি, কৃপায়ে আইলা ক্ষিতি,

গুণগায় এ লোচন দাসে ॥

ভাটিয়ারি রাগ দিশা ॥

হরি হরি বোল চারি দিক্ ভরি শুনি। হাতে তালি জয় জয় নাচে দ্বিজমণি॥ বয়স্য বালক সব করি এক মেলা। হরিগুণ কীর্ত্তন ভাল পাতিয়াছে খেলা॥ চৌদিকে বালক বেঢ়ি হরি হরি বলে। আনন্দে বিভোর প্রভু ভূমে গড়ি বুলে॥ গোল বোল বলি ডাকে মেঘ গভীর স্বরে। আইস আইস বলিয়া বালক কোলে করে॥ শ্রীঅঙ্গ-পরশে বালক পাশরে আপনা। ফাঁফরে পড়িয়া দেখি বালকের কাঁদনা॥ আপাদ মস্তকে পুলক অশ্রুধারা গলে। করতালি দিয়া বালক হরি হরি বলে॥ চৌদিকে বালক বেঢ়ি মাঝে গোরা সিংহ॥ মধুময়-কমলে যেন বেঢ়ল মহাভৃঙ্গ॥ হেন কালে সেই পথে দুই চারি পণ্ডিত। বিশ্বম্ভরের খেলা সে দেখিল আচম্বিত॥ অপরূপ দেখি গোরা বালকের খেলা। বনফুল গাঁথিয়া সবার গলে মালা॥ হরি হরি বলে মুখে করে করতালি। আনন্দে নাচিয়া বলে মাঝে গোরাহরি॥ আপনা পাশরি পণ্ডিত সব ধাইল মেলে। করতালী দিয়া তাহারাও হরি বলে॥ যেই আইসে যায় পথে দেখি হয় ভুলা। কাঁকেতে কলসী করি চাহে নারী গুলা॥ হরি হরি বোল শুনি জয় জয় নাদ। শুনিয়া ধাইল কেহ দেখিবারে সাধ॥ এ বোল শুনিয়া শচী আইল আচম্বিতে। দেখিল আপন পুত্র নিমাই আর পণ্ডিতে॥ পুত্র পুত্র বলি শচী নিমাই কৈল কোলে। সবারে দেখিয়া সে নিষ্ঠুর বাণী বলে॥ এমত ব্যভার সব পণ্ডিত সভায়। পর পুত্র পাগল করি উন্মত্ত নাচায়॥ কর্কশ

কথায় সবার হইল চেতনে। কি কৈল কি কৈল বলি গণে মনে মনে ॥ বিশ্বম্ভরে লঞা গেলা বিশ্বম্ভরের মাতা। আনন্দে লোচন কহে গোরাগুণগাথা ॥

সিন্ধুড়া রাগ ॥

এই খানে এক কথা কহিব এখন। মুরারিতে দামোদরে যে হৈল কথন ॥ মুরারিকে পুছিল পণ্ডিত দামোদর। এক নিবেদেঁউ চির বেদনা অন্তর * ॥ কহ কহ গুপ্তবেঝা পুছো তোর ঠাঞি। কতি গেলা বিশ্বরূপ ঠাকুরের ভাই ॥ তাহার চরিত্র কিছু পুছে দামোদরে। কহয়ে মুরারি বড় হরিষ অন্তরে ॥ শুন শুন দামোদর পণ্ডিত প্রধান। যে জান কহো কিছু তোমা বিদ্যমান ॥ বিশ্বম্ভর জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ গুণধাম। কি করিব তার গুণ চরিত্র বাখান ॥ অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্র জানিয়া সকল। স্বধর্ম্মে তৎপর বুদ্ধি সংসারে বিরল ॥ স্বচ্ছন্দ হৃদয় দ্বিজ দেব গুরুভক্ত। পিতা মাতার সেবা করে অতি অনুরক্ত ॥ বেদান্ত সিদ্ধান্ত জানে সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম। বিষ্ণু-ভক্তি বিনু সে না করে কোন ধর্ম্ম ॥ সর্ব্বলোকে প্রিয় সে পরম মহাসিদ্ধি। অন্তরে বৈরাগ্যচিত্ত জ্ঞান নিষ্ঠা বুদ্ধি ॥ সমাধ্যায়ি-সনে কথা পুথী বাম হাতে। জগন্নাথ পিতা যে দেখিল রাজপথে ॥ ষোড়শ বরিষ পুত্র হৈল বয়ঃক্রম। বিবা-হের যোগ্য রূপ যৌবন সম্পূর্ণ ॥ এই মনঃকথা পিতা হৃদয়ে করিল। বিশ্বরূপ-যোগ্য কন্যা মনে বিচারিল ॥ চিন্তিতে চিন্তিতে দ্বিজ আইলা নিজঘর। সবিস্মিত পিতা দেখি বুঝিল অন্তর ॥ অন্তরে জানিল মোর বিবাহের তরে।

---

১ * "এক নিবেদন শুন হৃদয়-উত্তর"। অন্য পুস্তকের পাঠ।

চিন্তিত হইলা দোঁহে কার্য্য করিবারে ॥ বিবাহ করিব আমি নহে ত উচিত। নহে বা জননী দুঃখ পাবে বিপরীত ॥ এই মনে অনুমানি রাত্রি সুপ্রভাতে। বাহির হইয়া গেলা পুথী করি হাতে ॥ গঙ্গাজল সন্তরণ করি পার হৈলা। গত মাত্র মহাশয় সন্ন্যাস করিলা ॥

পঠমঞ্জরী রাগ ॥

তৃতীয় প্রহর বেলা, পুত্র কেনে না আইলা, পিতা মাতা চিন্তিতহৃদয়। জগন্নাথ খোজ * করে, চাহে প্রতি ঘরে ঘরে, না পাইল আপন তনয় ॥ জনে জনে কানাকানি, কার্য্য হৈল জানাজানি, বিশ্বরূপ সন্ন্যাসকরণ। তো-কানি মো-কানি কথা, শুনি জগন্নাথ পিতা, আচম্বিতে হরিল চেতন ॥ তবে শচীদেবী শুনি, মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমি, অন্ধকার হইল ত্রিজগত্। বিশ্বরূপ বলি ডাকে, আইস পুত্র দেখি তোখে, কি লাগি হইলা বিরকত ॥ সে হেন সুন্দর গা, সে হেন সুন্দর পা, কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে। পলকের ভোক তুমি, তিলেক সহিতে নার, আখটি করিবে আর কাতে ॥ পড়ি-বারে যাও পুত, সোয়াস্ত না পাও চিত, বেলি চাহোঁ তখনে তখন। স্নান করিবারে যাও, তথা স্থির নাহি পাও, বিশ্বরূপ আসিব এখন ॥ তুমি মা বলিয়া ডাক, সেই ধন লাখে লাখ, মুখ চাঞা পাশরো আপনা। না জানি কি দুঃখ পাঞা, মোর মুখে আগি দিয়া, সন্ন্যাস করিলা দিনপনা ॥ কতি গেলা তার পিতা, যাও বিশ্বরূপ যথা, ধরিয়া আনহ পুত্র ঘরে। যে বোলো সে বোলো লোকে, পুত্র আনি দেহ মোকে, পুন

* "জগন্নাথ খেদ করে" এইরূপ অন্য পুস্তকের পাঠ।

উপবীত দিমু তারে ॥ জগন্নাথ বলে বাণী, শুন দেবী শচী-রাণী, স্থির কর আপন অন্তর। শোক না করহ আর, মিথ্যা সব সংসার, বিশ্বরূপ সুপুরুষবর ॥ আমার বংশের ভাগ্য, বিশ্বরূপ পুত্র যোগ্য, আকুমার করিল সন্ন্যাস। এই আশী-র্ব্বাদ কর, সেই পথে হউ স্থির, সন্ন্যাস করুক অনায়াস ॥ সম্পদে বিপদে যেন, না মানিহ ইহা শুন, শোক না করিহ অকারণ। একটী সন্ন্যাস করে, কুল কোটি নিস্তারে, বিশ্বরূপ পুরুষরতন ॥ শুনি জগন্নাথবাণী, পুন কহে শচীরাণী, কি কহিলে কহ মহাশয়। একটী সন্ন্যাস করে, কুল কোটি নিস্তারে, ভাল কৈল আমার তনয় ॥ এই মনে দুই জনে, হরিষ বিষাদ মনে, গোঙাইল কতক সময়। কি কহিব সে মহিমা, ভাগ্যপথে নাহি সীমা, গৌরচন্দ্র পাইল তনয় ॥ কহিল মুরারিগুপ্ত, দামোদর সুপণ্ডিত, শুনি বিশ্বরূপের সন্ন্যাস। পুনরপি পুছে কথা, গৌরচন্দ্র গুণ গাঁথা, কহিল যে এ লোচনদাস ॥

বিশ্বম্ভর হেন কালে, বসিয়া মায়ের কোলে, নেহারয়ে বাপের বয়ান। কতি গেলা মোর ভ্রাতা, শুন হের পিতা মাতা, আমি তোর করিব পালন ॥ এহেন শুনিয়া বাণী, জগন্নাথ শচীরাণী, দোঁহে মেলি পুত্র কৈল কোলে। দেখি বিশ্বম্ভর মুখ, পাশরিল যত দুঃখ, এ কথা লোচন দাস বলে ॥

ধানশী রাগ ॥

এই মনে আর দিনে মিশ্র পুরন্দর। চিন্তিতে লাগিলা মনে দেখি বিশ্বম্ভর ॥ শুভদিন শুভক্ষণ তিথি সুনক্ষত্র। হাতে খড়ি দিল তার সময় বিচিত্র ॥ দিনে দিনে পড়ে সেই

জগতের গুরু। দেখি শচী জগন্নাথ আপনা পাশরু॥ এই মতে খেলা লীলায় কতদিন গেল। শচী জগন্নাথ দোঁহে যুকতি করিল॥ বিশ্বম্ভর চূড়াকর্ম্ম করি মনে মনে। ইষ্ট কুটুম্ব যত আনিল যতনে॥ চর্চ্চিল সে শুভক্ষণ তিথি শুভদিনে। করিব ত চূড়াকর্ম্ম দঢ়াইল মনে॥ নদীয়া নগরে ঘরে ঘরে আনন্দিত। ব্রাহ্মণ সজ্জন আনি লোকে যে পূজিত॥ ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে গায়নে গায় গীত। করিল সে যজ্ঞবিধি যে ছিল উচিত॥ জয় জয় দেই সব কুলবধূ জন। সভাকারে দিল গন্ধ গুবাক চন্দন॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার। শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল॥ মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংস্য করতাল। সানাই শবদ শুনি বড়ই রসাল॥ চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি ঝাপয়ে গগন। চূড়াকর্ম্ম কর্ণবেদ করিল তখন॥ আনন্দিত হৈলা সব নদীয়া নাগরী। গৌরচন্দ্রমুখ দেখি আপনা পাশরি॥ হাটে বাটে ঘাটে যেই যথা তথা যায়। দোঁহে দোঁহা মেলি গোরাচাঁদের গুণ গায়॥ পর পুত্র দেখি হেন করয়ে হৃদয়। শচী জগন্নাথ ভাগ্যে এ হেন তনয়॥ নবদ্বীপের ভাগ্য আর সংসারের ভাগ্য। ওরূপ দেখিলে হয় নয়নের শ্লাঘ্য॥ আর এক দিনে গঙ্গা বালুকার তটে। বালক সহিতে ক্রীড়া করে গঙ্গাঘাটে॥ বালুকায় পক্ষিগণ-পদ অনুসারি। গমন করিলা পক্ষি-পদচিহ্ন ধরি॥ ইহা বলি মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র। বালক সহিতে ক্রীড়া করিল নির্ব্বন্ধ॥ এই পদচিহ্ন যেই বালক ডেঙ্গায়। সেই ততক্ষণে খেলা পরাজয় পায়॥ যেই জনা তাহা যাঞা পারে ধরিবার। সেই জনা খেলা জিনে কান্ধে চড়ে তার॥ তার কান্ধে চড়ি তার পিঠে

মারে সাট। কান্ধে করি লঞা যায় সঙ্কেত যেই ঘাট॥ ইহা বলি শিশু লই বালুকায় ধায়। মহাপরিশ্রমে ঘর্ম্ম নিকশই গায়॥ হেন কালে জগন্নাথমিশ্র পুরন্দর। স্নান করিবারে গেলা জাহ্নবীর তীর॥ দেখিয়া পুত্রের খেলা ক্রোধ উপজিল। পরিশ্রম দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল॥ সুবরণ পদ্ম যেন আতপেতে ম্লান। মধু নিকশই যেন বদনের ঘাম॥ ডাকিতে ডাকিভে মিশ্র যায় পাছে পাছে। পিতা দেখি গোরাচাঁদ পলায় বড় লাজে॥ লাজে মুখ নাহি তোলে অন্তরে তরাস। আপনি পণ্ডিত গেলা গোরাচাঁদের পাশ॥ করে ধরি লঞা আইলা আপন কুমার। সকল বালক গেলা ঘরে আপনার॥ জগন্নাথ গঙ্গাস্নান করি আইলা ঘর। ঘরে আসি গোরাচাঁদে ভৎর্সিলা বিস্তর॥ পাঠ সাঠ গেল তোর অধমের হেন। কি বুদ্ধি করিয়া বেড়াইস্ অনুক্ষণ॥ ব্রাহ্মণ-কুমার হঞা হেনই আচার। ইহার উচিত ফল দিছি মো তোমার॥ ইহা বলি জগন্নাথ হাতে সাট্ ধরি। তর্জ্জন করিতে শচী তার হাতে ধরি॥ না মারিহ পুত্রে মোর না খেলিবে আর। সর্ব্বদা পড়িবে কাছে থাকিয়া তোমার॥ গৌর-চন্দ্র সান্ধাইল জননীর কোলে। না খেলিব না খেলিব ধীরে ধীরে বলে॥ জগন্নাথে পাছো করি পুত্র আগোরিয়া। না মারিহ পুত্র মোর মৈল ডরাইরা॥ ইহা বলি শচী দেবী পুত্র করি কোলে। বয়ান মোছয়ে অঙ্গ-বসন অঞ্চলে॥ না পঢ়ুক পুত্র মোর হউক মুরুখ। মুরুখ হইয়া শত বরিষ জীউক॥ না শুনিয়া শচীর বাণী মিশ্র পুরন্দর। কহিতে লাগিল কিছু সক্রোধ উত্তর॥ মুরুখ হইলে পুত্র জীবেক কেমনে। কেমনে

ব্রাহ্মণ ইহায় কন্যা দিবে দানে ॥ তবে জগন্নাথ দেখি পুত্রের বয়ান। পিতা পানে চাহে পুত্র তরাস নয়ান॥ অন্তরে পোড়য়ে মিশ্র বাহিরে কঠিন। ফেলিল হাতের সাট প্রেম-পরবীণ ॥ সজল-নয়নে পুত্র কৈল লঞা কোলে। পুত্রেরে বুঝান মিশ্র সুমধুর বোলে ॥ পড়িলে শুনিলে বাছা লোকে বলে ভাল ॥ আমি পাঠধড়া দিব কদলক আর ॥ এই মনে আনন্দে সানন্দে দিন গেলা। সন্ধ্যা সমাধিয়া মিশ্র শয়ন করিলা ॥ নিদ্রাগত হৈল রাত্রি তৃতীয় প্রহর। স্বপন দেখিয়া মিশ্র হইলা ফাঁপর ॥ রাত্রি সুপ্রভাতে উঠি ডাকিল সভারে। স্বপ্ন দেখিয়াছি আমি কহিত সভারে॥ কহিলত বিশ্বম্ভর পুরুষ বিশাল। দিনমণি-বরণ, কিরণ উজিয়ার ॥ রত্ন-অলঙ্কারেতে ভূষিত দিব্য দেহ। নিরখি না পারি ঝল মল করে গেহ ॥ বলিল আমারে মেঘ-গম্ভীর বচনে। "গৌরচন্দ্র নিজপুত্র করি মান কেনে ॥ আমি দেব নারায়ণ ইহা নাহি জান। কেবল আপন সুত করি কেন মান ॥ পশু না জানয়ে স্পর্শমণির পরশ। পুত্রজ্ঞানে জান মোরে এ বড় সাহস ॥ সর্ব্ব শাস্ত্র জানি আমি সর্ব্বদেব-গুরু। আমা পড়াইতে কেন হাতে সাট ধরু ॥" ঐছন স্বপন আজি দেখিয়াছি আমি। সে অবধি মোর হিয়া করয়ে কি জানি ॥ শচী আদি হৃষ্ট মন আর সর্ব্বজন। সবে নিরখয়ে গোরাচাঁদের বদন ॥ শচী জগন্নাথ কোলে করে হিয়া ভরি। আমার তনয় বিশ্বম্বর গৌরহরি ॥ অনন্ত মহিমা যারে বেদে নাহি জানে। শিব সনকাদি যারে না পায় ধেয়ানে ॥ হেন মহাতত্ত্বের মহিমা জানে কেবা। মোর পুত্র হইয়া জনন গৌর দেবা ॥ বলিতে বলিতে স্নেহ বাৎ-

সল্য হইল। ঐশ্বর্য্য যতেক তার সব দূরে গেল॥ স্বপন শুনিয়া সর্ব্ব জনের তরাস। গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

বড়ারি রাগ দিশা॥

মোর প্রাণ আরে গোরাচাঁদ নারে হয়॥ ধ্রু॥

এই মনে আনন্দে সানন্দে দিন যায়। নদীয়া নগর সুখ-সাগরে ভাসায়॥ তিলেকে যতেক সুখ কে কহিতে পারে। শচী জগন্নাথ ভাগ্য ব্রহ্মাণ্ড না ধরে। এক দিন বয়স্যের সঙ্গে আচম্বিত॥ জগন্নাথ দেখিল তনয় সুচরিত॥ নবম বরিষ পুত্র যোগ্য সুসময়। উপবীত দিব বলি চিন্তিত হৃদয়॥ ঘরে আসি শচী সনে যুকতি করিল। দৈবজ্ঞ আনিয়া শুভ দিন যে রচিল॥ ইষ্ট কুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা। আজ্ঞা কর দিব বিশ্বম্ভরের পঈতা॥ মিশ্র আচার্য্য আনি খ্যাত যে পণ্ডিত। যজ্ঞ কর্ম্মজ্ঞানে যেই বেদের বিহিত॥ গুবাক চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল। শত শত কুলবধূ সিন্দূর পরিল। খদির কদলক আর তৈল হরিদ্রা। প্রত্যেকে সভারে দিল শচী সুচরিতা॥ শঙ্খ দুন্দুভি বাজে হুলাহুলি জয়। গন্ধ অধিবাস করে গোধূলি সময়॥ ব্রাহ্মণে মঙ্গল পড়ে ভাটে কায়বার। আশীর্ব্বাদ করি কৈল যে বিধি আচার॥ রাত্রি সুপ্রভাতে উঠি মিশ্র পুরন্দর। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধবিধি করিল সুন্দর॥ ব্রাহ্মণ পূজিল পাদ্য আচমন দিয়া। যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভিল সময় বুঝিয়া॥ তবে শচীদেবী যত আইও সুই লঞা। পুত্র মহোৎসব বোলে কৌতুক করিয়া॥ নর্ত্তক নাচয়ে গীত গায়েত গায়ন॥ শুভক্ষণ করি কৈল মস্তক-মুণ্ডন॥ নাগরীর গণ সব গৌরাঙ্গ বেড়িল। গন্ধ আমলকী দিয়া মস্তক মাজিল॥ অভিষেক করা-

ইল সুর-নদীজলে। আপনা পাশরে সব আনন্দ হিল্লোলে॥ শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল। মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংস্য করতাল॥ ঢাকের দুড়্দুড়ি শুনি যোজনেক পথে॥ শুনিয়া যুড়ায় হিয়া শাহীনি শবদে॥ বীণা বেণু কুপিলা সব বংশীর নিশান। রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজ একতাল॥ প্রতি অঙ্গে অলঙ্কার ভূষণ করিল। গন্ধ মাল্য চন্দনেতে সুবেশ রচিল॥ যজ্ঞস্থানে লঞা আইলা শচীর নন্দনে। যথা বেদধ্বনি করে ব্রাহ্মণের গণে॥ রক্তবস্ত্র উপবীত পরাইল অঙ্গে। রূপ দেখি ভুলি গেলা আপনে অনঙ্গে॥ গৌরচন্দ্র কর্ণে মন্ত্র কহে তার বাপ। দণ্ড করে দেখি ডরে ডরাইল পাপ॥ ভিক্ষা মাগয়ে প্রভু আশ্রম আচার। সন্ন্যাস আশ্রম সর্ব্ব আশ্রমের সার॥ যুগধর্ম্মে সন্ন্যাস করিব মনে ছিল। উপবীতকালে সেই মনেতে পড়িল॥ এমন হইব বলি হইল আবেশ। কলি সর্ব্বজনে আমি ঘুচাইব ক্লেশ॥ পুলকিত সব অঙ্গ আপাদ মস্তক। কদম্ব-কেশর যেন একটী পুলক॥ করুণ অরুণ দুই দীঘল নয়ন। বাল দিনকর যেন অঙ্গের কিরণ॥ প্রেমারম্ভে মহাদম্ভ হুঙ্কার গর্জন। চমৎকার পাইল দেখি সকল ব্রাহ্মণ॥ সুদর্শন আদি যত পণ্ডিত প্রধান। একত্র হইয়া সভে করে অনুমান॥ সকল পণ্ডিত মিলি করয়ে বিচার। মানুষ না হয় এই শচীর কুমার॥ কোন্ দেবতার তেজ জানিল নিশ্চয়। এ তেজ গোবিন্দ বিনু আর কারু নয়॥ আমরা কি জানি প্রভুর চরিত্র আচার। অনুমান করি সবে বুদ্ধির বিচার॥ এক জন বলে শুন আমার বচন। না বুঝিয়ে এই দৃঢ় প্রভুর আচ-

রণ॥ যে কিছু কহিয়ে শুন আপনার মর্ম্ম। লোক নিস্তারিতে প্রভু যুগে যুগে জন্ম॥ কত অবতার তার কার্য্য অনুসারে। যুগের স্বভাবে সবে চারি অবতারে॥ ধর্ম্ম সংস্থাপন আর অধর্ম্ম বিনাশে। সাধুজন পরিত্রাণ হয় পরকাশে॥ অসুর সংহার হেতু আদি যত আর। কার্য্য অবতার বলি এ নাম তাহার॥ শ্রীরামচন্দ্র আদি যত অবতার লেখি। কার্য্য অবতার তার কার্য্যে পাই সাক্ষী॥ ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ যজ্ঞ তার ধর্ম্ম। দূর্ব্বাদলশ্যাম প্রভু রাক্ষসক্ষয় কর্ম্ম॥ সকল ত্রেতায় নাহি হয় রঘুনাথ। রাবণ বধিতে খেলে রাবণের সাথ॥ চৌদ্দ চৌযুগ সে রাবণের পরমাই। কত কত ত্রেতা গেল লেখা কর তাই॥ এতেকে বোলি যে সব ত্রেতা এক নহে। কার্য্য অনুসারে বোলি যখন যে হয়ে॥ সত্যে শ্বেত তপো ধর্ম্ম হংস নাম জানি। নৃসিংহাদি অবতার কার্য্যে অনুমানি॥ যুগ অনুরূপ বর্ণ ধর্ম্ম সংস্থাপন। যুগ অবতার বলি জানি যে সে জন॥ দ্বাপরে কৃষ্ণের কথা শুন এক মনে। একলা ঠাকুর সেই নাহি অন্য জনে॥ কার্য্য অবতার কিবা যুগ অবতার। সর্ব্ব কলা পূর্ণ সেই নন্দের কুমার॥ পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম যারে বলে সর্ব্ব জনে। গোপিকা-লম্পট সেই জানিহ বৃন্দাবনে॥ অবতার শিরোমণি কৃষ্ণ অবতার। দ্বাপর ভিতরে এই দ্বাপর যে সার॥ আর দ্বাপরেতে আছে অবতার দুই। কার্য্য অবতার কিবা যুগাবতার এই॥ সেই দ্বাপরেতে হয় কৃষ্ণ অবতার। সেই কলিযুগে গৌরচন্দ্র অবতার॥ যেন কৃষ্ণ অবতার তেন গৌরচন্দ্র। এই দুই যুগ সব যুগের স্বতন্ত্র॥ সব দ্বাপরেতে নাহি কৃষ্ণের

বিহার। সব কলিযুগে নাহি গোরা অবতার॥ কতেক দ্বাপর কলি সত্য ত্রেতা যায়। অংশ অবতার প্রভু হয় তা সভায়॥ এই ত দ্বাপরে আর এই কলিযুগে। কৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য মিলয়ে বড় ভাগে॥ ব্রহ্মার দিবসে অবতার এক বার। দ্বাপরেতে কলিযুগে করেন বিহার॥ বৈবস্বত মন্বন্তরে শ্যাম গৌর হঞা। দ্বাপরের পূজা কৈলা কীর্ত্তন করিয়া॥ ধন্য ধন্য কলিযুগ যুগের উপরি। সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে সবে হৈলা অধিকারী॥ আরে আরে দয়ার সাগর গৌরচন্দ্র। সঙ্কীর্ত্তনে পার কৈল পঙ্গু জড় অন্ধ॥ আমার বচনে যদি না যাও প্রতীত। যে কিছু কহিয়ে তার কহ সমুচিত॥ যে যুগে যাহার যেই আছে বর্ণ ধর্ম্ম। যুগ অবতরি প্রভু করে সেই কর্ম্ম॥ দ্বাপরে ঠাকুর কৃষ্ণ যুগ অবতার। যুগধর্ম্ম আচরণে কি কৈল আচার॥ দ্বাপরে পরিচর্য্যা ধর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে কহে। কোথা ধর্ম্ম সংস্থাপন কৈল প্রভু তাহে॥ অবজ্ঞা না কর যবে বোল এক বোল। যুক্তিপর কহ কথা না ঠেলিহ মোর॥ আপনে ঠাকুর সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কার্য্য কিবা যুগধর্ম্ম সব তার ভার॥ যুগধর্ম্ম সংস্থাপন কৈল যেবা কার্য্য। সকল করিল প্রভু বুঝিতে আশ্চর্য্য॥ রাধাকৃষ্ণ অবতার করিতে বিহার। আপনে স্বতন্ত্র রাধা প্রকৃতি আকার॥ প্রকৃতি পুরুষ যেন দেহে আত্মা ভিন্ন। দোঁহে একতনু কার্য্য বুঝি হৈলা ভিন্ন॥ রাধানাম ধরে কৃষ্ণ আরাধনা কাজ। পরিচর্য্যা করে লঞা গোপিকাসমাজ॥ প্রেমভক্তি করে গোপী শত শত শাখা। প্রকৃতি স্বরূপমাত্র একলা রাধিকা॥ কৃষ্ণে সমর্পয়ে দেহ দেহের স্বভাব। নিত্যই নূতন তার বাঢ়ে অনুরাগ॥ এই

পরিচর্য্যা ধর্ম্ম না বুঝিল কেহ। এই কথা কহে যত ভাগবত সেহ ॥ আর আর দ্বাপরযুগে অংশে করে কর্ম্ম। ধর্ম্ম সংস্থাপন করে না বুঝয়ে মর্ম্ম ॥ ধর্ম্ম বলি, দান ব্রত তপোধর্ম্ম কহি। ধর্ম্ম করি সমর্পণা করে সবে তহি ॥ এইত কারণে প্রভু প্রকাশিল নিজ। তভু না বুঝিল কেহ ধর্ম্মাধর্ম্ম-বীজ ॥ কলি-যুগে গৌরদেহ প্রকাশে আপনা। যুগ অবতার কার্য্য প্রকাশয়ে প্রেমা ॥ রাধার বরণে অঙ্গ গৌর-অঙ্গ হঞা। রাধিকার ভাব রস অন্তরে করিয়া ॥ সেই ভাবে কান্দে এই রসিক-শেখর। বিকসিত পুলক কদম্ব কলেবর ॥ সেই প্রেমে গর-গর মাতোয়াল হঞা। হুঙ্কার গর্জ্জন করে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ সেই গর্জ্জন শুনি অচেতন কলিকাল। চেতন পাইয়া সভে আনন্দ বিশাল ॥ তেঞি রাধাকৃষ্ণ বলি নাচে কান্দে হাসে। অন্ধকার দূরে গেল পাইল প্রকাশে ॥ দ্বাপরে উপজে কৃষ্ণ প্রেমময় তনু। কলি অচেতন লোকে করাইল চেতন ॥ প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু করি দীনভাব। আপনা বিলায় প্রভু মানে কত লাভ ॥ এহেন ঠাকুর কোন্ কৈল ঠাকুরাল। না ভজিলে প্রেম দেই নাহিক বিচার ॥ এতেকে বলিয়ে যুগ-অবতার এই। এই পূর্ণ অবতারে প্রকাশিল সেই ॥ আর কলি-যুগে নারায়ণ অবতার। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে সে নাম তাহার ॥ শুকপক্ষি-পাখা জিনি বরণ তাহার। ইন্দ্র নীলমণি জিনি কহে টীকাকার * ॥ এই কলিযুগে গৌরচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম। অংশ প্রবেশিল ইথে কহিল এ ধর্ম্ম ॥ পূর্ণ পূর্ণ অবতার চৈতন্য-

* টীকাকার শ্রীধরস্বামী ভাগবতের দশমের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" এই শ্লোকের অর্থে "ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

গোসাঞি। এ হেন করুণানিধি আর কেহ নাই॥ কার্য্য অবতারে যুগ অবতারে এক। যুগ অনুরূপ তেঞি গৌর পরতেক॥ কলি-পীত সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম, শাস্ত্রে কহে। এই বিশ্বম্ভর প্রভু কভু আন নহে॥ বিচারি পণ্ডিত সব দঢ়াইল হিয়া। আপনা লুকায় প্রভু সে কাল বুঝিয়া॥ সব সম্বরিল প্রভু তিলেকে তখন। বিশ্বম্ভর গৌরহরি উঠিল বচন॥ সব লোক কানাকানি অপরূপ কথা। সাতে পাঁচে অনুমানি যায় যথা তথা॥ আশ্চর্য্য থাকিল কারো সন্দেহ হৃদয়। কি দেখিল বিশ্বম্ভর চরিত্র আশয়॥ লোকমুখে শুনিল শ্রীবিশ্বম্ভর কথা। সাক্ষাতে দেখিল এই জগত্-করতা॥ আনন্দে ভরিল পুরী দেই জয় জয়। ধন্য গোরাগুণ গাথা এ লোচন গায়॥

শ্রীরাগ দিশা॥

অকি হো গৌরাঙ্গ জয় জয়। (মূর্চ্ছা)॥

কিনা মোর গৌরাঙ্গ প্রেম অমিয়া আনন্দ, কিনা মোর গৌরাঙ্গ কি আরে জয় জয়॥ ধ্রু॥

তার পর দিন প্রভু বসি নিজ ঘরে। আপন অন্তর-কথা পরকাশ করে॥ নিজ তেজ অমিয়াপূরিত সব দেহে। নিরখি না পারি ঝল মল করে গেহে॥ মায়েরে দেখিয়া বৈলঁ শুন মোর বোল। এক মহাদোষ মুঞি দেখিয়াছি তোর॥ একাদশী তিথি অন্ন না খাইও আর। যতনে পালিহ তুমি এ বোল আমার॥ মেঘ-গম্ভীরনাদে কহিল মায়েরে। শুনি মাতা সবিস্মিত সম্ভ্রম অন্তরে॥ সঙ্কোচ সম্ভ্রম প্রেমে ভরিল শরীর। পালিব তোমার আজ্ঞা বলে ধীরে ধীর॥ শুনিয়া মায়ের

বোল সন্তোষ হৃদয়। ধর্ম্ম বুঝাইলা সেই অন্তর সদয়॥ সেইকালে এক দ্বিজ আসি আচম্বিত। আনি দিল গুয়া পান অতি শুদ্ধচিত॥ হাসিয়া তখনে প্রভু গুবাক খাইল। ক্ষণেক অন্তরে পুনঃ মায়েরে ডাকিল॥ মায়েরে কহিল প্রভু আমি যাই দেহ। যতনে পালিহ তুমি নিজ সুত এহ॥ ইহা বলি ক্ষণার্দ্ধ নিশ্চেষ্ট হঞা রহি। দণ্ড পরণাম করে লুটাইয়া মহী॥ নিঃশব্দে রহিলা পুনঃ শচী তরাসিত। গঙ্গাজল মুখে দেই হৃদয়ে ত্বরিত॥ ক্ষণেকে তখন প্রভু হইলা সম্বিত। সহজ রূপের তেজে ঘর আলোকিত॥ মায়েরে কহিলা প্রভু আমি যাই দেহ। এ কথা বিচার করিতে আছে কেহ॥ শ্রীমুরারি গুপ্ত বেঝা প্রভুর অন্তরীণ। সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা সেই ভকত প্রবীণ॥ দামোদর পণ্ডিত পুছিল তার স্থানে। এ কথার তত্ত্ব মোরে কহ মহাজনে॥ কিবা মায়া কৈল প্রভু কিবা কোন শক্তি। ইহার বিচার মোরে করি দেহ যুক্তি॥ মুরারি কহয়ে শুন শুন মহাশয়। আমি কি সকল জানি কৃষ্ণের আশয়॥ যে কিছু কহিয়ে নিজ বুদ্ধি অনুমানে। যুক্তিসিদ্ধ হয় যদি রাখিহ পরাণে॥ শ্রবণ দর্শন ধ্যান আর সঙ্কীর্ত্তনে। হৃদয়ে প্রবেশে প্রভু নিজ ভক্ত জনে॥ নিজ দেহ দেহ নহে নিগুণ আকার। গুণ সে গুণের ভোগ আচার বিচার॥ এতেকে ভকত দেহ দেহ করি মানে। স্বচ্ছন্দ বিহার তহি সব আচরণে॥ নিজপূজা-অধিক ভকতপূজা মানে। পূজায় সংগ্রহ তাতে জানে মনে মনে॥ আপনে ঠাকুর সেই তদধীন জন। লোক-আচরণে মায়া বলি দুই জন॥ আপনা অধিক কেনে মানয়ে ভকত। এ কথা

বুঝিতে নারে সকল জগত্॥ রসময় বিগ্রহ লাবণ্যময় দেহ। সকল সম্পদ্ তনু নিরমিল সেহ॥ বিলাস বিনোদ লীলা বিনে নাহি আর। নির্গুণ বলিয়া গালি দেই কোন্ ছার॥ মায়ার কারণে আগে না হয় বেকত। ভক্তদেহে বিনোদ করয়ে অবিরত॥ ভক্তের ভোজন নিদ্রা শয়ন বিলাস। তাহাতেই কৃষ্ণসুখ হয়েত প্রকাশ॥ ভক্তজন আর জন আচরণ এক। দেহের স্বভাবে এক দেখে পরতেক *॥ পরতেক দেখি যার মানুষ গেয়ানে। কোথা কৃষ্ণ মানুষ যে দেখিয়ে নয়ানে॥ কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নির্গুণ ব্রহ্ম। মানুষহৃদয়ে করে অপ্রাকৃত কর্ম্ম॥ ইহা বলি নাহি মানে যে অধম জন। ভক্তদেহে প্রভুদেহে জানয়ে উত্তম॥ এই অনুমান কথা মোর মনে লয়। আপনে বুঝিয়া চিত্তে কর যে জুয়ায়॥ সদা কৃষ্ণময় তনু বৈষ্ণব জানিয়ে। শ্রীবেদ পুরাণ ভাগবতেতে শুনিয়ে॥ যার পদপাংশুতে পবিত্র সর্ব্বজন। গঙ্গা আদি করি তীর্থ সভার পাবন॥ হেন যার দেহ কে যাইতে করে সাধ। না বুঝয়ে যেই সেই করে অপরাধ॥ এইমতে দামোদর মুরারি গুপতে। নিবড়িল কথা দোঁহে হরষিত চিতে॥ আপনার দেহ প্রভুদেহ নাহি গণে। ভকতের দেহ সে আপনা করি মানে॥ এতেক বিচার গেল সেই দুই জনে।

---

* অবিকল ভাবার্থ শ্লোক যথা—উপদেশামৃতে।

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষস্ত দোষৈ র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং নখলু বুদ্বুদফেণপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥"

পদ্যানুবাদ।

রোগাদি দেহের ধর্ম্ম ভক্তের দেখিয়া। কভু না করিবে চিন্তা সামান্য বলিয়া॥
গঙ্গাজলে ফেণ পঙ্ক সকলি আছয়। ব্রহ্মের দ্রবত্ব তার কভু নাহি যায়॥

শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥

বিভাষ রাগ, দিশা ॥

হয় হয় (মূর্চ্ছা) ॥ না হারে হে হয় হয় না হারে প্রাণ হয় ॥ ধ্রু ॥

সর্ব্বজন শুন আর অপরূপ কথা। যা শুনিলে ঘুচিবেক শ্রবণ-মনোব্যথা ॥ গুরুর আশ্রমে সব দেবতত্ত্ব জানি। ঘরেরে আইলা জগন্নাথ দ্বিজমণি ॥ দৈবনির্ব্বন্ধে তার জ্বর আইল দেহে। বিপরীত জ্বর দেখি তরাস উঠয়ে ॥ শচীর কান্দনা অতিব্যাকুল দেখিয়া। প্রবোধ করেন প্রভু তত্ত্ব বুঝাইয়া ॥ মরণ সবার মাতা আছয়ে নিশ্চয়। ব্রহ্মা রুদ্র সমুদ্র পর্ব্বত হিমালয় ॥ ইন্দ্র মরুৎ অগ্নি কালে সর্ব্ব নাশে। মরণ লাগিয়া কেনে পাইছ তরাসে ॥ তোর বন্ধুগণ যত আনহ এখন। সবে মিলি কৃষ্ণনাম করাহ স্মরণ ॥ বান্ধবের কার্য্য মৃত্যুকালে সত্য জানি। স্মরণ করায় প্রভু দেব যদু-মণি ॥ শুনিয়া কুটুম্ব বন্ধুজন সব আইলা। প্রভুর বাড়িতে আসি মিশ্রেরে বেড়িলা ॥ পরিণতবুদ্ধি যত বন্ধুগণ ছিলা। কাল প্রত্যাসন্ন দেখি যুকতি করিলা ॥ বিশ্বম্ভর বোলে মাগো কি কর বিলম্ব। এই ক্ষণে চাহি যত ইষ্ট কুটুম্ব ॥ ইহা বোলি মায়ে পোয়ে ধরি নিল তারে। বান্ধবের সঙ্গে গেল জাহ্নবীর তীরে ॥ বাপের চরণ ধরি কান্দে বিশ্বম্ভর। সম্বরিতে নারে অশ্রু গদ গদ স্বর ॥ আমারে এড়িয়া বাপ কোথা যাহ তুমি। বাপ বোলি আর ডাক নাহি দিব আমি ॥ আজি হৈতে শূন্য হৈল এঘর আমার। আর না দেখিব বাপ চরণ তোমার ॥ আজি দশ দিক্ শূন্য আন্ধিয়ার মোরে।

না পঢ়াবে যতন করি ধরি নিজ করে॥ ঐছন শুনিয়া বাণী কহে জগন্নাথ। সকরুণ কণ্ঠকুহরে নাহি বাত॥ গদ গদ স্বরে বোলে শুন বিশ্বম্ভর। কহিল না হয় মোর যে ছিল অন্তর॥ রঘুনাথ চরণে সঁপিলুঁ মুঞি তোমা। তুমি পাছে কোন কালে না পাশর আমা॥ ইহা বলি হরি হরি করয়ে স্মরণ। গঙ্গাজলে নামাইল সকল ব্রাহ্মণ॥ গলায় তুলিয়া দিল তুলসীর দাম। চতুর্দ্দিকে বন্ধুগণে লয় হরিনাম॥ চতুর্দ্দিকে হয় হরিগুণ সঙ্কীর্ত্তন। হেনকালে দ্বিজোত্তমের বৈকুণ্ঠে গমন॥ বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ রথ আরোহণে। ধরণী বিদায় দেই শচীর ক্রন্দনে॥ পতির চরণ ধরি কান্দে লুটাইয়া। মো যাব আমারে লহ সঙ্গতি করিয়া॥ এত কাল ধরি তোর সেবা কৈলু আমি। বৈকুণ্ঠে চলিলা তুমি আমা থুঞি ভূমি॥ শয়নে ভোজনে মুঞি সেবা কৈলু তোর। আজি দশ দিক্ শূন্য অন্ধকার মোর॥ অনাথিনী হৈলু তোর ছোট পুত্র লৈয়া। নিমাই রহিব কোথা কার মুখ চাঞা॥ জগদ্‌দুর্ল্লভ হের তনয় নিমাই। সকল পাশরি যাহ আমার গোসাঞি॥ মায়ের কান্দনা দেখি বাপের মরণ। কান্দয়ে শচীর সুত ঝরয়ে নয়ন। গজমতি হার যেন গাঁথিল সুতায়। নয়ানে গলয়ে জল বিশাল হিয়ায়॥ ভক্তগণে বন্ধুগণে হাহাকার করে। প্রভুর কান্দনায় কান্দে সকল সংসারে॥ শান্ত করাইল সভে মধুর বচনে। সৃষ্টি নষ্ট হয় প্রভু তোমার ক্রন্দনে॥ নারীগণে প্রবোধ করিল শচীদেবী। গোরাচাঁদে দেখি শচী সব পাশরিবি॥ আপনে সুধীর প্রভু সব সম্বরিয়া। কালযথোচিত কর্ম্ম করিল সৎক্রিয়া॥ তবে বেদবিধি-মতে যে

ছিল উচিত। করিল বাপের কর্ম্ম কুটুম্ববেষ্টিত ॥ পিতৃভক্ত প্রভু তবে পিতৃযজ্ঞ কৈল। ক্রমে ক্রমে যথাবিধি ব্রাহ্মণেরে দিল ॥ তোয়াধার অন্নভাজনাদি দ্রব্য যত। ব্রাহ্মণেরে দিল প্রভু পিতৃভকত ॥ জগন্নাথ-বৈকুণ্ঠগমন এই কথা। আপনে সে দ্বিজোত্তম গৌরচন্দ্রের পিতা ॥ শ্রদ্ধাবন্ত জন যদি এই কথা শুনে। 'বৈকুণ্ঠ চলয়ে সেই গঙ্গায় মরণে ॥ গোরাচাঁদ দেখি শচী ছাড়িল নিশ্বাস। পিতৃশূন্য পুত্র পাছে পায়েন তরাস ॥ বিদ্যারসে চিত্ত যদি ডুবয়ে ইহার। তবে মনঃ-সুখে পুত্র গোঙায় আমার ॥ হেন অদভুত কথা শুন সর্ব্ব জন। চৈতন্যচরিত্র কিছু কহয়ে লোচন ॥

ধানশী রাগ ॥

এক দিন শচীকরে ধরি গৌরহরি। পড়িতে গেরাঙ্গ দিল নিয়োজিত করি ॥ সকলপণ্ডিত-স্থানে পুত্র সমাপিয়া। বলয়ে কাতরে দেবী বিনয় করিয়া ॥ পড়াইও মোর পুত্রে তোমরা ঠাকুর ! । রাখিবে আপন কাছে না রাখিবা দূর ॥ পিতৃশূন্য পুত্র মোর পিরিতি করিবে। আপন তনয় হেন ইহারে জানিবে ॥ শুনিয়া সণ্ডিত সব সঙ্কোচ অন্তরে। কহিতে লাগিল কিছু বিনয় উত্তরে ॥ মো সভার ভাগ্য এত দিনে সে জানিল। কোটিসরস্বতী-কান্ত আমরা পাইল ॥ অখিলে পড়াইবে ইঁহো নিজ প্রেম নাম। সর্ব্বলোক-গুরু ইহো সভার প্রধান ॥ আমরাহ পড়িব ইহার সন্নিধানে। নিশ্চয় জানহ মাতা ইহার বচনে ॥ শুনি শচী দেবী বৈল বিনয় বচনে। পুত্র সমর্পিয়া আইলা আপন ভবনে ॥ হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। পড়িবারে গেলা বিষ্ণুপণ্ডিতের

ঘর ॥ সুদর্শন আদি করি গঙ্গাদাস পণ্ডিত। পড়িল জগত-গুরু তা সভা সহিত ॥ লোক-আচরণে মায়ামানুষ-বিগ্রহ। পড়য়ে পড়ায় বিদ্যা লোক অনুগ্রহ ॥ পণ্ডিত শ্রীসুদর্শন আর এক দিনে। পরিহাস করে প্রভু সতীর্থ্যের সনে ॥ বঙ্গজের কথা কহে বড়ই রসাল। অতিমনোহর হাসি অমিয়া মিশাল ॥ এই মতে রঙ্গে ঢঙ্গে কত দিন গেল। বনমালী আচার্য্য দেখিব মনে কৈল ॥ তারে দেখিবারে তার আশ্রমেতে গেল। বনমালী আচার্য্য দেখিব মনে কৈল ॥ তারে দেখিবারে তার আশ্রমেতে গেলা। দেখিয়া প্রণতি করি সম্ভ্রমে উঠিলা ॥ করে ধরি তার সনে চলি যায় পথে। কৌতুক রহস্য কথা কহিতে কহিতে ॥ হেন কালে বল্লভ সে আচার্য্যের কন্যা। রূপে গুণে কুলে শীলে ত্রিজগৎ-ধন্যা ॥ গঙ্গা-স্নানে যায় সেই সখীর সহিতে। বিশ্বম্ভর হরি তারে দেখে আচম্বিতে ॥ একদৃষ্টে চাহে প্রভু বিস্মিত আনন্দ। ইঙ্গিতে জানিল তার জন্মের কারণ ॥ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা ইঙ্গিতে বুঝিল। প্রভু পাদপদ্ম দেবী শিরে করি নিল ॥ আচার্য্য সে বনমালী বড়ই চতুর। বুঝিল অন্তর কথা প্রেমের অঙ্কুর ॥ আর দিন বনমালী আচার্য্য আপনে। আনন্দহৃদয়ে গেলা শচীর ভবনে ॥ হাসিয়া প্রণাম কৈল শচীর চরণে। প্রণতি করিয়া বৈল মধুরবচনে ॥ তোমার পুত্রের যোগ্যা আছে এক কন্যা। রূপে গুণে শীলে সেই ত্রিজগতে ধন্যা ॥ বল্লভ-আচার্য্য কন্যা অতি সুচরিতা। যদি ইচ্ছা থাকে কহ হৃদয়ের কথা ॥ তবে শচীরাণী শুনি আচার্য্যবচন। এমতি বালক মোর পড়ুক এখন ॥ পিতৃ-শূন্য পুত্র মোর পড়ুক কথোদিন।

তাহাতে করহ যত্ন হউক প্রবীণ॥ শুনিয়া আচার্য্য তবে সন্তোষ না পাইল। বিরসবদন করি ঘরেরে চলিল॥ কাঁদিতে কাঁদিতে চলে বিরস অন্তরে। ইহা গোরাচাঁদ বলি ডাকে উচ্চৈঃ স্বরে॥ মোর ভাগ্যে না করিলে পতিত পাবন। বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধর কি কারণ॥ মোর বাঞ্ছা পূর্ণ যদি না কৈলে আপনে। বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধরিবে কেমনে॥ জয় জয় দ্রৌপদীর লজ্জা-অপহারী। জয় গজরাজকে কুম্ভীর-মুখে তারি॥ জয় অজামীল গণিকার প্রাণদাতা। আমারে যে ত্রাণ কর অখিলের পিতা॥ এথা গুরুগৃহে প্রভু জানিল অন্তরে। আচার্য্য শোকেতে যত হঞাছে কাতরে॥ অস্ত-ব্যস্তে পুস্তক সম্বরি ভগবান্। গুরু সম্ভাষিয়া প্রভু করিলা পয়ান॥ মাতল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর। গৌর তনু অল-ঙ্কারে করে ঝলমল॥ চাঁচর কেশের বেশ অখিল মোহন। অধর বান্ধুলীফুল মুকুতা দশন॥ চন্দনে চর্চ্চিত মনোহর অঙ্গশোভা। তনু সূক্ষ্ম-বসন পিন্ধন মনোলোভা॥ কত কোটি কামের নৃপতি গৌরহরি। কুলবতীকলঙ্ক বিথার দেহধারী॥ আচার্য্য লাগিয়া প্রভুর ত্বরিত গমন। বাঞ্ছাকল্পতরু নাম বলি এ কারণ॥ আচার্য্য কাঁদিয়া আইসেন পথে পথে। হা হা গোরাচাঁদ বলি আইসেন ঊর্দ্ধহাথে॥ হেন কালে মহাপ্রভু গুরুগৃহ হৈতে। আসিতে হইল দেখা আচার্য্য সহিতে॥ পড়িলা আচার্য্য পায় দণ্ডবৎ হঞা। তুলিলেন মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥ নমস্কার করি কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন। কোথা গিয়াছিলা বৈল মধুর বচন॥ আচার্য্য কহয়ে শুন শুন বিশ্ব-ম্ভর। আমি গিয়াছিলাম এই তোমাদের ঘর॥ তোমার জননী

দেবী শচী সুচরিতা।. গোচর করিলু চিত্তে যে ছিল মোর কথা॥ তোমার বিবাহ যোগ্য আছে এক কন্যা। বল্লভ-আচার্য্য কন্যা সর্ব্বগুণধন্যা॥ একথা তোমার মাতা শুনি শ্রদ্ধাহীন। ঘরে চলিলাম আমি অন্তর মলিন॥ কিছু না বলিলা প্রভু শুনিয়া বচন। মুচকি হাসিয়া ঘরে করিলা গমন॥ সে চাতুরী লাবণ্য মধুর মন্দ হাসি। হেরিয়া আচার্য্য মনে হঞা অভিলাষী॥ জানিলেন মোর কার্য্য অবশ্য হইব। অন্তরে জানিল প্রভু বিবাহ করিব॥ ঘরেরে আইলা আচার্য্য আনন্দিত হঞা। প্রভুর চরিত্র সব হৃদয়ে ভাবিয়া॥ ঘরে গিয়া জননীরে বৈল বিশ্বম্ভর। বনমালী আচার্য্যেরে কি দিলা উত্তর॥ বিমনাঃ দেখিল তারে আমি পথে যাইতে। সম্ভাষে না পাইলু সুখ আচার্য্য সহিতে॥ তার অসন্তোষ কেনে করিয়াছ তুমি। বিমনাঃ দেখিয়া চিত্তে দুঃখ পাইলু আমি॥ শুনিয়া পুত্রের বাক্য শচী সুচতুরা। ইঙ্গিতে জানিয়া কৈল হৃদয় সত্বরা॥ ত্বরায় মানুষ গেল আচার্য্য আনিবারে। সম্বাদ শুনিয়া তেঁহো ধাইল সত্বরে॥ আনন্দে পূরিত তনু গদ গদ হঞা। শচী কাছে উপনীত প্রণত হইয়া॥ দণ্ডবৎ হৈয়া লইল চরণের ধূলি। কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বরী॥ পুরুবে যে বৈলে তার করহ উদ্‌যোগ। বিশ্বম্ভরের বিভা দিব সভার সন্তোষ॥ আমার অধিক স্নেহ তোর বিশ্বম্ভরে। আপনে করিবে সব কি বলিব তোরে॥ বিশ্বম্ভর বিবাহ নিমিত্তে যে কহিলে। আপনে উদ্যোগ কর কহিল তোমারে॥ ইহা শুনি বনমালী আচার্য্য উত্তম। পালিব তোমার আজ্ঞা কহিল বচন॥ ইহা বলি বল্লভ আচার্য্য বাড়ি

গেলা। বল্লভ আচার্য্য অতি সম্ভ্রমে উঠিলা॥ বসিতে আসন দিল বিনয় করিয়া। নিজ ভাগ্য মানি কিছু কহয়ে হাসিয়া॥ বলিল আমার ভাগ্য তোর আগমন। আর কিবা কার্য্য থাকে কহত এখন॥ বল্লভমিশ্রের কথা শুনিয়া আচার্য্য। প্রবন্ধ করিয়া কহে হৃদয়ের কার্য্য॥ সর্ব্ব কালে আমারে করহ তুমি স্নেহ। স্নেহবন্দী হঞা মো আইলু তোর গেহ॥ মিশ্রপুরন্দরসুত শ্রীবিশ্বম্ভর। কুলে শীলে গুণে সেই সর্ব্বাংশে সুন্দর॥ আমি কি কহিতে পারি তার গুণের কথা। একত্র সকল গুণে গঢ়িল বিধাতা॥ কি কহিব তার গুণ গায় সর্ব্বলোকে। শুনিবে তাহার গুণ সর্ব্বলোকমুখে॥ তোমার কন্যার যোগ্য বর বিশ্বম্ভর। কহিল সকল যদি মনে লয় তোর॥ এ কথা শুনিয়া মিশ্র মনে অনুমানি। এ কথা আমার ভাগ্যে কহিলে যে তুমি॥ আমি ধনহীন কিছু দিবারে না পারি। কন্যামাত্র মোর আছে পরমসুন্দরী॥ ইহা জানি আজ্ঞা যবে করহ আপনে। কন্যা দিব গৌরচন্দ্র জামাতারতনে॥ দেব ঋষি পিতৃ লোকে বরিব আনন্দে। যবে মোর কন্যা বিভা দিব গৌরচন্দ্রে॥ অনেক তপের ফলে হবে হেন কর্ম্ম। তোর অধিক বন্ধু নাহি কহিল এ মর্ম্ম॥ এই মনঃকথা মোর রজনি দিবস। প্রকট বদনে রহি নাহিক সাহস॥ এই মনে দুইজনে কথা নিবড়িল। আচার্য্য শচীর স্থানে পুনঃ নিবেদিল॥ শুনিয়া সে শচীদেবী বড় তুষ্টা হৈল। বনমালী আচার্য্যেরে আশীর্ব্বাদ কৈল॥ ইষ্ট কুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা। আনন্দে ভরল তনু অতি হরষিতা॥ কুটুম্ব বান্ধব যত সভে আজ্ঞা দিল। বিচার করিয়া সভে ভাল ভাল বৈল॥

বড়াড়ি রাগ ॥

মোর প্রাণ আরে দ্বিজ চাঁদ আরে হয় ॥ ধ্রু ॥

তবে শচী নিজসুত-বদন চাহিয়া। মধুর বচনে কিছু কহেত হাসিয়া ॥ শুন শুন বিশ্বম্ভর মোর সোণার সুত। বল্লভমিশ্রের কন্যা অতি অদভুত॥ তোর বিবাহের যোগ্য মোর মনে লয়। তেন পুত্রবধূ মোর কত ভাগ্যে হয় ॥ বিচার করিয়া কর বিচিত্র সময়। দ্রব্য আহরণ কর যে উচিত হয় ॥ শুনিয়া মায়ের কথা বিশ্বম্ভর রায়। করিল সকল দ্রব্য যতেক জুয়ায় ॥ দৈবজ্ঞ আনিল আর উত্তম পণ্ডিত। করিল ত শুভক্ষণ সময় অঙ্কিত ॥ সেই শুভদিন শুভ সময় হইল। ব্রাহ্মণ সজ্জন সব আনন্দে আইল ॥ আনন্দে ভরল সব নদীয়া নগরী। উথলিল সুখসিন্ধু আপনা পাশরি ॥ আইও সুও লই শচী করে শুভ কার্য্য। প্রভু অধিবাস করে সকল আচার্য্য ॥ চতুর্দ্দিকে বেদ-ধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণ। শঙ্খ মৃদঙ্গ বাজে মঙ্গললক্ষণ ॥ দ্বীপ-মালা পতাকা ভূষিত দিগন্তরে। সুগন্ধি চন্দন মালা অতি মনোহরে ॥ সকল ব্রাহ্মণে প্রভুর কৈল অধিবাস। কোটি-কামরূপ দেহ কৈল পরকাশ॥ ঝলমল করে অঙ্গ ছটা-আলো-কিত। দেখিয়া ব্রাহ্মণ সব ভেল চমকিত ॥ গন্ধ চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল। ঘন ঘন তাম্বূল-দানে বড় তুষ্ট কৈল ॥ কন্যা অধিবাস করে বল্লভ আচার্য্য। সুমঙ্গল কর্ম্ম করে লঞা দ্বিজবর্য্য ॥ অন্যান্য সৌরভ গন্ধমাল্য চন্দন। অধিবাসে ভূষা কৈল জামাতা-রতন ॥ অধিবাস সমাধান রজনীর শেষে। পানি সাহিব * বলি আইল উল্লাসে ॥ নানাবাদ্য এক কালে

* পানি সাহিব অর্থাৎ জলসাধিব। বাদ্যভাণ্ড সহকারে ঘাটে যাইয়া

হইল তরঙ্গ। কুলবতী সভাকার ব্রত কৈল ভঙ্গ॥ যুবতী উমতি হৈল নদীয়া নগরে। গৌরাঙ্গ বিবাহ-রসসমুদ্র-হিল্লোলে॥ যূথে যূথে নাগরী চলিলা বিপ্রবধূ। অবনীমণ্ডলেরে মণ্ডিত যেন বিধু॥ কুরঙ্গ-নয়না চারু কুঞ্জরগামিনী। ঝলমল অঙ্গতেজ মদনদর্পদাপুনি॥ কেশ বেশ বসন ভূষণ অনুপাম। হেরিলে হরিতে পারে মুনির পরাণ॥ হাসিতে দামিনী কাঁপে বচন অমিয়া। হাস পরিহাসে চলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥ গাইছে গৌরাঙ্গগুণ মধুর আলাপে। স্বর পঞ্চ ধ্বনিতে অনঙ্গ অঙ্গ কাঁপে॥ নাসায়ে বেশর শোভে মুকুতা-হিল্লোলে। নক্ষত্র পড়িছে যেন অরুণমণ্ডলে॥ শচীর মন্দিরে আইলা কুলবধূগণ। সভাকারে দিলা গন্ধ গুবাক চন্দন॥ চলিলা নাগরী সভে পানি সাহিবারে। মঙ্গল আনন্দপূর্ণ প্রতি ঘরে ঘরে॥

তুড়ী রাগেণ গীয়তে॥

সচন্দ্রিম রজনী চন্দ্রমুখী বালা, সুস্বর সঙ্গীত গো গাইব গোরা লীলা॥ ধ্রু॥

কে কে আগে যাইবে গো, গোরাগুণ গাইবে গো, চল যাই পানি সাহিবারে। হিয়া উথলিল চিত্ত কে পারে ধরিবারে॥

কেহ পট্টবিলাসিনী কেহ পীতবাসে। ঢুলিতে ঢুলিতে যাব গোরা-অঙ্গের বাতাসে॥ শচী আগে আগে গো করি যাব পাছে পাছে। আসিতে যাইতে গো দাঁড়াব গোরা কাছে॥ সুগন্ধি চন্দন মালা ঢাকি লহ করে। গোরা-অঙ্গ পরশ করিব নেই ছলে॥ কর্পূর তাম্বূল নেহ যত্ন করি হাতে। করে

ঘটপূর্ণ করিয়া আনাকে "জলসাধা" কহে, ইহা বঙ্গদেশের প্রথা

কর ধরি গোরার দিব হাতে হাতে॥ আইও স্থও মিলিয়া কৌতুকরঙ্গরসে। পানি সাহিল গুণ গায় এ লোচন দাসে॥

ভাটিয়ারি রাগ॥

আনন্দে সানন্দে রাত্রি সুপ্রভাতে। যথাবিধি কর্ম্ম কৈল হরষিত চিতে॥ স্নান দান কর্ম্ম কৈল যে ছিল উচিত। দেবপূজা পিতৃপূজা করিল বিহিত॥ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কৈল যে বিধি বিধান। সর্ব্ব সম্পূর্ণ ভোজ্য ব্রাহ্মণেরে দান॥ নর্ত্তকেরে দিল দ্রব্য আর ভাটগণে। সবার সন্তোষ কৈল নানাদ্রব্যদানে॥ দ্রব্যের অধিক মানে মধুর বচনে। দেখিয়া জুড়ায় হিয়া চন্দ্রিম বদনে॥ প্রবোধ করিল যার যেই অনুমান। বিবাহ উচিত প্রভু করে পুন স্নান॥ নাপিতে নাপিত ক্রিয়া করিল সে কালে। শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করে কুলবধূ মিলে॥ সুধাকরময় গোরা রূপের পাথার। ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাতার॥ (অমনি ডুবিল †)॥ পরশে অবশ অঙ্গ হইল সবার। গদগদ বচনে নয়নে জলধার॥ হেরইতে পহু মুখ কি ভাব উঠিল। মরমে মদন-জ্বরে ঢলিয়া পড়িল॥ কেহো কেহো বাহু ধরি অথির হইয়া। কেহো রহে উদ্বর্ত্তন অঙ্গেতে লেপিয়া *॥ কেহো বুকে পদযুগ ধরিয়া আনন্দে। ভুজলতা বেড়িয়া রাখিল পরবন্ধে॥ কেহো চিত্তার্পিত হঞা নেহারে গৌরাঙ্গে। কেহো জল দেই শিরে মদন তরঙ্গে॥ উন্মত্ত হইয়া কেহো হাসে ঘনে ঘনে। সতীত্ব § নাশিল হেরি গৌরাঙ্গবদনে॥ অভিষেক কৈল

---

† এটুকু গানের অলঙ্কার। * কেহ রহে শ্রীচন্দন অঙ্গেতে লেপিয়া, পাঠান্তর।

§ "সতীত্ব" এই কথাটী ব্যাকরণ-অনুসারে ভুল হয়। তবে আজ কাল

প্রভু সুর-নদীজলে। দেখি সর্ব্বজন ভাষে আনন্দ হিল্লোলে॥ স্নান সমাধিয়া প্রভু বসিলা আসনে। বেড়িল নাগরীগণ শচীর নন্দনে॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে সুমধুর ধ্বনি। চতুর্দ্দিকে হুলাহুলি জয় জয় শুনি॥ তবে শচীদেবী লই আইও সুও যত। আদরে পূজয়ে যার যেই সমুচিত॥ সবারে পূজিল গৃহাগত বন্ধু যত। বলিল সবারে শচী হৃদয় বেকত॥ পতিহীন মুঞি, ছার পুত্র পিতৃহীন। তোসবার পূজা কি করিব আমি দীন॥ এ বোল বলিতে শচী গদগদ ভাষ। ভিজিল আঁখির নীরে হৃদয়ের বাস॥ ঐছন কাতর বাণী শচী যবে বৈল। শুনি বিশ্বম্ভর পহু হেট মাথা কৈল॥ চিন্তিতে লাগিলা মোর পিতা গেল কোথা। পুড়িতে লাগিল হিয়া পাইল বড় ব্যথা॥ মুকুতা গাঁথিল যেন চক্ষে পড়ে পানি। দেখিয়া তরস্ত হৈলা দেবী শচীরাণী॥ আর যত কুলবধূ তার পাশে ছিল। প্রভুর কান্দনা দেখি পুড়িতে লাগিল॥ কেনে কেনে বাপ হেরি বিরস বদন। এ হেন মঙ্গল কার্য্যে করহ ক্রন্দন॥ সকল সংসারে মোর তুমি-মাত্র ধন। তুমি বিমরিষ প্রাণ ছাড়িব এখন॥ শুনিঞা মায়ের বাণী প্রভু বিশ্বম্ভর। বাপের হতাশে কণ্ঠ গদগদ স্বর॥ প্রাতঃকালের শশী যেন মলিন বদন। নবীন মেঘের যেন গভীর গর্জ্জন॥ মায়েরে কহিল প্রভু শুন মোর কথা। কি

বাঙ্গালার চলন হইয়াছে, যেমন ৺অক্ষয় দত্তের "সৃজন" লেখা দেখিয়া এবং একটু শ্রুতিমধুর বলিয়া এখন অনেকেই লিখিয়া থাকেন। সতীত্ব স্থলে সত্ব ও সৃজন স্থলে সর্জ্জন হওয়াই উচিত। চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায় প্রাচীন বাঙ্গালায় আমি ঐরূপ ভুল আজ্ নূতন দেখিলাম।

লাগিয়া এতদূর তোর মনঃকথা॥ কোন ধন নাহি তোর কিবা পাইলে দুঃখে। দীন একাকিনী হেন কহ অতিরুখে॥ পিতা অদর্শন মোর স্মরাইলে তুমি। যেমন করিছে হিয়া কি বলিব আমি॥ একজনে দুবার দেহ গুবাক চন্দন। নানা দ্রব্য দেহ তোমার যত লয় মন॥ সর্ব্বাঙ্গে লেপহ সবার সুগন্ধি চন্দনে। যথেষ্ট করিয়া দেহ চিন্তা নাহি মনে॥ পৃথিবীতে কেহ যাহা নাহি করে লোকে। ইঙ্গিতে করিব তাহা কহিল তোমাকে॥ এ বোল শুনিয়া শচী কহে ধীরে ধীরে। মধুরবচনে শান্ত করি বিশ্বম্ভরে॥ যেন রূপে আদেশ করিল বীশ্বম্ভর। তেন রূপে তুষিল সে ব্রাহ্মণ সকল॥ হেন কালে বল্লভ-আচার্য্য নিজ ঘরে। ব্রাহ্মণ সহিতে দেব-পিতৃপূজা করে॥ আপন কন্যাকে নানা অলঙ্কার দিল। গন্ধ চন্দন মাল্যে সুবেশ করিল॥ শুভক্ষণ নিকট বুঝিয়া দ্বিজবর। ব্রাহ্মণ পাঠাঞা দিল আনিবারে বর॥ এথা বিশ্বম্ভর পহু বয়স্যের সঙ্গে। অতি অদভুত বেশ করেন শ্রীঅঙ্গে॥ গন্ধ চন্দনে অঙ্গ করিল লেপন। ললাটে তিলক যেন চাঁদের কিরণ॥ মকর কুণ্ডল গণ্ডে করে ঝলমল। মুকুতার হার শোভে হৃদয় উপর॥ কাজরে উজোর রাতা-কমল নয়ন। ভুরু যুগ হয় যেন কামের কামান॥ অঙ্গদ কঙ্কণ দিব্য রতন অঙ্গুরী। ঝলমল দিব্য তেজ চাহিতে না পারি॥ দিব্য মালা পরিধান রক্তপ্রান্ত বাস। গন্ধে মহ মহ করে অঙ্গের বাতাস॥ সুবর্ণ দর্পণ করে যেন পূর্ণচন্দ্র। হেরি লোক নিজ হিয়া না হয় স্বতন্ত্র॥ বধূগণ বিকল হইল রূপ দেখি। রূপ দেখি নারী না নিয়ড় করে আঁখি॥ অথির

নাগরীগণ শিথিল বসন। মথিল ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন॥ চিত্ত হরিয়া নিল সভার একুই কালে। মানমীন * ধরিয়া রাখিল রূপজালে॥ হরিণীনয়না-গণ গৌরাঙ্গ দেখিয়া। বলিতে না পারে সেঁ ধরিতে নারে হিয়া॥ গুরুভঙ্গি আকর্ষণে রঙ্গিণীর গণ। দোলমান হৃদয় করয়ে অনুক্ষণ॥ সে হাস্য মাধুরী যার পশিল হিয়ায়। মরমে মরিল তাহা মদনব্যথায়॥ সে ভুজবিলাস রস পরশ লাগিয়া। মানিনীর মানগণ বলে লুকাইয়া॥ মায়ে নমস্করি প্রভু চলে শুভক্ষণে। উঠিল মঙ্গলধ্বনি হয় হরিনামে॥ দিব্য যানে চড়ে প্রভু বয়স্যবেষ্টিত। সম্মুখে নাটুয়া নাচে গায়নে গায় গীত॥ ব্রাহ্মণে বেদ পঠে ভাটে কায়বার। শিঙ্গা বরগ বাজে ভেউর কাহাল॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে পড়াই মৃদঙ্গ। দোসরি মুহুরি বাজে শুনিতে আনন্দ॥ হরি হরি বোল শুনি জয় জয় নাদ। আনন্দে নদীয়া-লোকে ভেল উনমাদ॥ ঠেলাঠেলি ধায় লোক পথ নাহি পায়। চমক লাগিল তথা নাগরীসভায়॥ কানাকানি সানাসানি নাহি আর লাজ। ডাকাডাকি ধায় সব নাগরীসমাজ॥ গরবী গরব সব দূরে তেয়াগিয়া। গৌরাঙ্গ দেখিতে যায় উলসিত হঞা॥ পথ বিপথ কেহ না মানে রঙ্গিণী। অনঙ্গতরঙ্গে সব ধাইল রমণী॥ অলখিতে দেবগণ দিব্যযানে চাহে। গোরা-অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধায়ে॥ সুরবধূগণ বিশ্বম্ভর-মুখ চাহে। চতুর্দ্দিকে নর নারী সুমঙ্গল গায়ে॥

আশোয়ারি রাগ॥

জয় জয় জয়, চৌদিকে সুখময়, গৌরাঙ্গ চাঁদের বিবাহ

---

* "মানমীন" স্থলে "মানমৃগ" অন্য পুস্তমের পাঠ।

রে *। কুলবধূ মেলি, দেই হুলাহুলি, আনন্দে মঙ্গল গাহ রে ॥ ধ্রু ॥

নাশ বেশ কর, পাটশাড়ী পর, কাজর দেহ নয়ানে। বিশ্বম্ভর বিহা, সব জন মেলি, সাজিয়া করল পয়াণে ॥ হার কেয়ূর, কঙ্কণ কিঙ্কিণী, নূপুর পরহ না ঝাট। অলকা নিকটে, সিন্দূর ললাটে, চন্দন বিন্দু তার হেঠ ॥ তাম্বূল অধরে, তাম্বূল বামকরে, লীলায় ঢুলি ঢুলি যায়। দেখি বিশ্বম্ভর, যেমন পাঁচ শর, জানি মনকল্পা খায় ॥ তাম্বূল চর্ব্বণে, হাসির বয়ানে, কুন্দ দশন বিকসি। বান্ধুলী অধরে, দশন মধুকরে, পাশে মধু লোভে বসি ॥ নাগরী সারি সারি, চলিলা কতু-হলী, মরালগমন সুঠাম। মদনরস-ভরে, বিথার অন্তরে, স্থির বিশাল নয়ান ॥ নানা বাদ্য বাজে, শত শঙ্খ গাজে, মৃদঙ্গ পড়াহ কাহাল। আনন্দে দুন্দুভি, বাজয়ে ডিণ্ডিমি, মুহরি বাজয়ে রসাল ॥ বীণাক বিলাস, বেণু মন্দ ভাষ, রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজে। নদীয়া নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, মঙ্গল বাধাই বাজে ॥ গৌরচন্দ্রমুখ, দেখিয়া সব লোক, আনন্দ নদীয়া-সমাজ। কোটি কাম জিনি, সেরূপ বাখানি, নিরখি না রহে লাজ ॥ ফুয়ল কবরী, চির না সম্বরি, ধায় উনমত বেশ। পাশরি পতি সুত, বদন সুবেকত, হিয়া ভরি পেলে কেশ ॥ ধনি ধনি ধনি, কহয়ে রমণী, আন না শুনিয়ে বাণী। চৌদিকে হাটে বাটে, নাগরীর ঠাটে, দেখিতে করিল উঠানি ॥ কেহ বীণা বায়, কেহ গীত গায়, কেহ বা ধায় উল্লাসে। চৌদিকে

* অন্য পুস্তকে "আশোয়ারী রাগ" এ স্থলে "বিহাগড়া" এবং "জয় জয় জয়" ইত্যাদি স্থলে "জয় জয় ধ্বনি, চৌদিকে শুনি" এইরূপ পাঠান্তর আছে।

জয় জয়, মঙ্গল বিজয়, কহয়ে লোচনদাসে ॥

ভাটিয়ারি রাগ, দিশা ॥

দেখ মন অপরূপ পরাণ পুতলী নবদ্বীপে (মূর্চ্ছা) ॥

ডর নাহি হিয়ায় মোরা যে বলু সে বলু আর লোকে।
হেন মন করিছে গোরা তুলিয়া রাখি বুকে ॥ ধ্রু ॥

হেন মতে বল্লভ-আচার্য্য বাটী গিয়া। জয় জয় শব্দ হৈল আকাশ ভরিয়া ॥ শত শত দীপ জ্বলে উজ্জ্বল পৃথিবী। ঝলমল করে তাহে গোরা-অঙ্গের ছবি ॥ তবেত বল্লভমিশ্র পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া। ঘরেরে আনিল বর মঙ্গল করিয়া ॥ তবে সেই মহাপ্রভু ছোড়লাতে * গিয়া। দাণ্ডাইলা পিঠোপরি উলসিত হঞা ॥ পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া বদন। তাহাতে ঈষৎ হাসি অমিয়া মিলন॥ তপত কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ। সুমেরু পর্ব্বত জিনি দেহের গঠন ॥ অঙ্গদ কঙ্কণ ভুজে রতন অঙ্গুরী। অরুণ কমল করতল ঝলমলি ॥ সুদিব্য মালতী-মালা দোলে গোরা-অঙ্গে। সুমেরু উপরে যেন গঙ্গার-তরঙ্গে ॥ মুকুটের নিকটে ললাট ভাল সাজে। কাম কোটি কাতর, দেখিয়া রহে লাজে ॥ শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কি দিব তুলনা। দূর কৈল মানিনীর মানের বাসনা। হেন মতে মহাপ্রভু ছোড়লাতে আছে। বর উরথিতে § তথা আইও-গণ কাছে ॥ করিয়া বিচিত্র বেশ পরি দিব্য বাস। হাতে হাতে

* আঙ্গিণাতে চতুষ্কোণ স্থান, যাহার চতুষ্কোণে কদলীবৃক্ষ থাকে ও মধ্য-স্থল আলিপনা লিপ্ত ও সুসজ্জিত হয় এমত বিবাহাদির স্থানকে ছোড়লা বা ছনলা বলে।

§ উরথিতে অর্থাৎ ধান্য দূর্ব্বাদি মঙ্গল দ্রব্য দিয়া নিছনি করিতে।

উজ্জ্বল দীপ অন্তর উল্লাস ॥ আইও-গণ আগে পাছে কন্যার জননী। বর উরথিয়া ধনি চলিলা আপনি ॥ সাত প্রদক্ষিণ কৈল সাত দীপ হাতে। চরণে ঢালিল দধি হরসিত চিতে ॥ বর উরথিয়া ধনি চলিলা আলয়। শুভক্ষণ হৈল সেই গোধূলি সময় ॥ তবে সেই বল্লভ-আচার্য্য দ্বিজবর। কন্যা আনিবারে আজ্ঞা করিলা সত্বর ॥ সুরচিত সিংহাসনে বসি রূপবতী। অঙ্গের ছটাতে ঝলমল করে ক্ষিতি ॥ রতন-প্রদীপ জ্বলে তার চারি পাশে। বদন জিতল পূর্ণ- চন্দ্র-পরকাশে ॥ সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার রজত কাঞ্চনে। অন্ধকার দূর যায় তাহার কিরণে ॥ প্রভু প্রদক্ষিণ করি ফিরে সাত বার। কর যোড় করি শিরে করে নমস্কার ॥ অন্তঃপট ঘুচাইল দোঁহে দোঁহা দেখি। দোঁহে দোঁহা দেখি দোঁহার নাচয়ে দু আঁখি॥ চন্দ্র রোহিণী যেন একত্র মিলন। অন্যোন্যে করয়ে দোঁহে কুসুমের রণ ॥ যেন হরপার্ব্বতী দোঁহে হৈলা এক মেলা। ছামুনি ছাড়িল দোঁহে আনন্দে বিহ্বলা ॥ চতুর্দ্দিগে জয় ধ্বনি হরি হরি নাদ। নাচয়ে সকল লোক হরিষে উন্মাদ ॥ তবে সে কমলাপতি বিশ্বম্ভর পহু। একত্র বসিলা বামপাশে করি বহু ॥ লজ্জা-নম্রমুখী সে বসিলা পহু কাছে। জামাতা পূজয়ে মিশ্র যে বিধান আছে ॥ যার পাদপদ্মে ব্রহ্মা পাদ্য নিবেদিয়া। সৃষ্টির করতা হৈলা প্রসাদ পাইয়া ॥ হেন সে পাদারবিন্দে পাদ্য দেই মিশ্র। যাহার ধেয়ানে ঘুচে সংসার-তামিস্র *॥ মহেন্দ্র যাহারে দিল নৃপসিংহাসন। হেন জনে দেই মিশ্র পীঠের আসন ॥ যে প্রভু বসন ধরে দিব্য

---

* তামিস্র অর্থাৎ অন্ধকারময় নরকবিশেষ।

পীতবাস। তাহারে বসন দেই শুনিতে তরাস॥ এই মনে ক্রমে ক্রমে যে বিধি আছিল। যজ্ঞ আদি যত কর্ম্ম সব নিবড়িল॥ বল্লভমিশ্রের সম নাহি ভাগ্যবান্। আপনে বৈকুণ্ঠনাথ লৈল কন্যা দান॥ কি কহিব বল্লভমিশ্রের ভাগ্যরাশি। যার ঘরে কৈলা প্রভু এ পঞ্চ গরাসি॥ কন্যা বর এক গৃহে ভোজন করিল। শত শত কুলবধূ বাসরে মিলিল॥ যূথে যূথে তরুণী আইল প্রভু কাছে। বেড়িয়া রহিল বিশ্বম্ভর আগে পাছে॥ গৌরাঙ্গের নয়নসন্ধান-শরাঘাতে। মানিনীর মান-মৃগ পলায় বিপথে॥ সে চন্দ্রবদন হাস্য উদয় দেখিয়া। লজ্জা-তিমির সভার গেল পলাইয়া॥ বসিলা সুন্দরী বিপ্র প্রভুর সমীপে। সে অঙ্গ বাতাসে রঙ্গিণীর অঙ্গ কাঁপে॥ পরাধীন রঙ্ক যেন মহাধন পাঞা। সম্বরিতে নাহি ঠাঞি ছাড়িতে নারে মায়া॥ বসন বচন সব স্খলিত হইল। নয়ন আলস্যযুত কাহারো হইল *॥ কেহো অঙ্গপরশে অনঙ্গরঙ্গ-ভরে। ঢুলিয়া পড়িলা বিশ্বম্ভরের উপরে॥ কেহো অনিমিখে থির-নয়নে নিরীখে। চকোর চাঁদের লাগি যেন রহে সুখে॥ নয়ন-পঙ্কজে সভে গোরামুখ পূজে। নিজদেহ-পরশ লাগিয়া কেহো যাচে॥ নাম-বিপর্য্যয় কেহো করে বাসরঘরে। গোরাচাঁদগুণে ভোরা পরিহাস করে॥ কেহো বলে গোরাচাঁদ শুন মোর বোল। গুয়া খানি দেহ লক্ষ্মী নিদে হৈল ভোর॥ আপনে তুলিয়া দেহ লক্ষ্মীর বদনে। দেখুক সকল লোক হরষিত মনে॥ বিশ্বম্ভর কেশ কেহো আউলাইয়া বান্ধে। বন্ধন আকুতি তার পরশের সাধে॥ কেহো গুয়া-

* "মদন-আলস্য কারু শরীরে জন্মিল।" পাঠান্তর।

খানি দেই বিশ্বম্ভর মুখে। হৃদয় দরব তার কি আছে বা বুকে॥ অঙ্গে ঢলি পড়ে কেহো হিয়া উতরোলে। লক্ষ্মীরে তুলিয়া দেই গোরাচাঁদের কোলে॥ কেহো বলে হেন ভাগ্যবতী কেবা আছে। বিশ্বম্ভর হেন পতি মিলিয়াছে কাছে॥ কোন তপঃ কৈল কোন কৈল ব্রত দান। দেব আরাধনে কত সাধিল গেয়ান॥ কোন সতী পতিব্রতা আছে পৃথিবীতে। বিশ্বম্ভররূপ দেখি স্থির করে চিতে॥ মদন-সদন জিনি বদন সুন্দর। মানিনীর মানসরতন-হর চোর॥ ভুজদণ্ড অখণ্ড যে কামদণ্ড জিনি। সাধ করে নিজ বুকে ধরিতে রমণী॥ লখিমী এ সব অঙ্গ বিলাস করিব। আমরা ইহার কবে পরশ পাইব॥ এই আমাদের আশা হ'ব ইহার দাসী। তবে সে দেখিবু নিতি গৌরাঙ্গরূপরাশি॥

মোর প্রাণ আরে গোরাচাঁদ আরে হয়॥ ধ্রু॥

এই মনে রঙ্গে ঢঙ্গে প্রভাত হইল। প্রাতঃক্রিয়া কৈল প্রভু যে বিধি আছিল॥ বিবাহের পর দিনে কুষণ্ডিকা কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ ভোজন করে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম॥ সকল করিল প্রভু সে দিন তথায়। আর দিন ঘর যাব কহিল কথায়॥ ঘরেরে চলিব বলি আনন্দিত মনে। পরিজনে পূজা করে রজত কাঞ্চনে॥ একাসনে বৈসে প্রভু লক্ষ্মী বাম পাশে। চৌদিকে বেঢ়িল নারীগণ তার কাছে॥ বল্লভমিশ্রের হিয়া হরিষ বিষাদ *। যাত্রাকালে করে কন্যা-বরে আশীর্ব্বাদ॥ দূর্ব্বা ধান্য গন্ধ মাল্য গুবাক চন্দন। জামাতারে দিয়া

* কন্যাকে সৎপাত্রে দান ইত্যাদি হর্ষ, কন্যা বিদায় দেওয়া, পিতার পক্ষে (বিশেষতঃ প্রথমবার) এই এক বিষাদ।

কিছু করে নিবেদন॥ ধনহীন আমি ছার নাহি করি ভাগ্য। কি দিব তোমারে দান কিবা তোর যোগ্য॥ কেবল আপনা-গুণে কৈলে অনুগ্রহ। ধন্য করাইলে করি কন্যাপরিগ্রহ॥ তোরে কি বলিব প্রভু কি আছে যোগ্যতা। আপনার নিজ-গুণে আমার জামাতা॥ তোমার অভয় পাদ-পদ্মেতে শরণ। লভিল না দিবে দুঃখ আমারে শমন॥ দেব পিতৃগণ মোরে প্রসন্ন হইল। যখনে তোমারে নিজ কন্যা সমর্পিল॥ যে পদ ধেয়ানে পূজে ব্রহ্মা শিব আদি। সে পদ পূজিল দিব্য-মানে যথাবিধি॥ আর কিছু নিবেদি যে শুন বিশ্বম্ভর। এ বোল বলিতে কণ্ঠে গদগদ স্বর॥ ছল ছল করে আঁখি করুণার জলে। লক্ষ্মী-কর ধরি দিল গোরাচাঁদ করে॥ আজি হৈতে লক্ষ্মী তোরে কৈলু সমর্পণ। জানিয়া করিবে ইহার ভরণ পালন॥ মোর ঘরে ছিলা লক্ষ্মী ঘরের ঈশ্বরী। আজি হৈতে তোর দাসী কুলের বহুরি *॥ মোর ঘরে ছিল এই স্বচ্ছন্দ আচারে। আখটি করিয়া মায়ে করিত আহারে॥ মোর ঘরে আছিলা এ মা বাপের কোলে। যথা তথা হৈতে আইলে ধরে গিয়া গলে॥ সবার দুলালী লক্ষ্মী আমি অ?-ভ্রকা। ঘর মধ্যে সবে মোর এইটী বালিকা॥ আমি কি বলিব এই তোর নিজজন। মোহেতে মুগধ হঞা বলি এ বচন॥ এই যে কহিল এই আমি মূঢ়মতি। কি করিবে মোর দয়া তুমি যার পতি॥ ত্রিভুবনে লক্ষ্মীসম নাহি ভাগ্যবতী। আমি যত বলি সব এ মোহ পিরিতি॥ এ বোল বলিয়া মিশ্র কৈল সম্বরণ। ঢল ঢল সকরুণ অরুণ

* বহুরি শব্দ বধূ শব্দেরই অপভ্রংশ

নয়ন ॥ চলিলা সে মহাপ্রভু নিজপ্রিয়া বামে। লক্ষ্মীর সহিত চড়ে মনুষ্যের স্থানে ॥ শঙ্খ দুন্দুভি বাজে জয় জয় বোল। নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দহিল্লোল ॥ ব্রাহ্মণেতে বেদপাঠে ভাটে কায়বার। সম্মুখে নাটুয়া নাচে আনন্দ অপার ॥ বয়স্যবেষ্টিত প্রভু চলি যায় পথে। অন্তরীক্ষে দেবগণ চলে দিব্যরথে ॥ এথা শচী আনন্দিত আইও সুও লৈয়া। পুত্রের উৎসবে বোলে কৌতুক করিয়া ॥ সশাখ মঙ্গলঘট পাতিল দুয়ারে। নারিকেল ফল দিল তাহার উপরে॥ নির্ম্মঞ্জন সজ্জ করে ঘৃত বাতি জ্বলে। ঘরেরে আইলা প্রভু সেই শুভকালে ॥ গৌরচন্দ্র * নির্ম্মঞ্জন করে নারীগণ। জয় জয় হুলাহুলি শুনি সুগীত নাচন ॥ নানা-বাদ্য বাজে হয় আনন্দ অপার। সর্ব্বসুখ-ময় হৈল শচীর আগার ॥ উঠিল মঙ্গলধ্বনি আনন্দ বিশেষ। লক্ষ্মী-কর ধরি প্রভু গৃহে পরবেশ ॥ পুত্র আর বধূ কোলে করে শচী-দেবী। দূর্ব্বা ধান্য দিয়া বোলে হও চিরজীবী ॥ পুত্রমুখে চুম্ব দেই বধূমুখ চাঞা। বধূমুখে চুম্ব দেই পুত্র নিরখিয়া ॥ সর্ব্বসুখ-ময় হৈল শচীর আবাস। গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥

সুহই ত্রিপদী ছন্দ ॥

এই মনে নিজ, বান্ধব সহিতে, সুখে নিবসয়ে পহু। শচীর অন্তরে, আনন্দ পাথার, দেখি বিশ্বম্ভর বহু †॥ নদীয়া-বিনোদ গোরা, কেলি কুতূহলে ভোরা। কামের কামান

* অপর পুস্তকে প্রায়ই গৌরচন্দ্র স্থলে বিশ্বম্ভর বলিয়া লেখা আছে।

† "এই মনে" হইতে "বহু" পর্য্যন্ত পাঠ অপর পুস্তকে পাই।

ভুরু, বসন কাছিয়াছে তারা ॥ ধ্রু ॥

বয়স্যের সঙ্গে, রহস্য বিলাস, লীলা রসময় তনু। যিনি মেঘে মহী, এথির বিজুরী, সাজল কুসুমধনু ॥ বয়স্যের কান্ধে, কর অবলম্বি, পুথী করি বাম হাতে। দিবসের অন্তে, রম্য-রাজপথে, সুরধুনীতট তাতে ॥ সুগন্ধি চন্দন, অঙ্গে সুলেপন, মধুর বিনোদ কোটা। তাহার সৌরভে, মনমথ ভুলে, ধাওল যুবতীঘটা ॥ চাঁচর কেশের, বেশের মাধুরী, হেরিয়া কে ধরে চিত। কোঁচার শোভায়, লোভায় রমণী, না মানে গুরুর ভীত ॥ নদীয়ানগর,-নাগরী আগোর, রসের সাগর সভে। গৌরচন্দ্রলীলা, দেখিয়া ভুলিলা, দম্ভ চূর গেল তবে ॥ নাগরীর গণ, আছয়ে বাখান, বঙ্কিম আঁখি কটাক্ষে। লাজের মন্দিরে, আনল ভেজায়া*, লোভে পড়ে লাখে লাখে ॥ নদীয়াসুন্দরী, আপনা পাশরি, রহল হিয়া ধেয়ান। লোচনদাস বলে, সে সুখহিল্লোলে, অই করি অনুমান ॥

পঠমঞ্জরী রাগ ॥

ভাল দেখ অপরূপ প্রাণপুতলী নবদ্বীপে আরে হয় ॥

আর দিনে আর কথা শুন সর্ব্বজন। গৌরচন্দ্র গুণ-গাথা নিত্যই নূতন ॥ গঙ্গাদরশনে গেলা বয়স্যের মেলা। দিন অবসানে সন্ধ্যা হইল রম্য বেলা ॥ গঙ্গার দুকূলে যত ব্রাহ্মণ সজ্জন। গঙ্গা নমস্করি নিতি করয়ে স্তবন ॥ কাঁখে কুম্ভ করি যায় পুরনারীগণ। নিরিখয়ে গঙ্গাদেবী বেকত বদন ॥ মিশ্র আচার্য্য ভট্ট পণ্ডিত অপার। কত কত ধর্ম্মশীল উত্তম আচার ॥ সর্ব্বজন দাণ্ডাইয়া দেখে গঙ্গাকূলে। গঙ্গার নির্ম্মল জল শোভে

* "দ্বার ভেজায়া" পাঠান্তর।

নানাফুলে॥ গন্ধ চন্দন মালা দিব্য কদলক। যুবক যুবতী বৃদ্ধ পূজয়ে বালক॥ ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা বহে মহাবেগে। আপনা না ধরে দেবী মহা-অনুরাগে॥ উথলিল গঙ্গাদেবী বাঢ়িল সলিল। কুল কুল শব্দে বাঢ়ে জ্ঞান কুল শীল॥ পুনঃ পরশের আশে বাঢ়ে গঙ্গাদেবী। সন্দেহ লাগিল লোকে মনে মনে ভাবি॥ প্রতিদিন দেখি গঙ্গা যেমন তেমন। আজি অপরূপ তেজ শুনিয়ে গর্জ্জন॥ মেঘ বরিষণ নাহি বাঢ়য়ে সলিল। খরতর স্রোতঃ বহে নীর উথলিল॥ এইমনে অনুমান করে সর্ব্বজন। গঙ্গাভকত এক আছয়ে ব্রাহ্মণ॥ গঙ্গার প্রসাদে তার অন্তর নির্ম্মল। ভূত ভবিষ্য বিপ্র জানয়ে সকল॥ গঙ্গামহোৎসব দেখি বাঢ়িল উল্লাস। চিন্তিতে চিন্তিতে তাতে ভেল পরকাশ॥ বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু বয়স্য-বেষ্টিত। গঙ্গার সমীপে রহে দেখে আচম্বিত॥ গঙ্গা নিরিখয়ে প্রভু বড় অনুরাগে। দ্বিগুণ হইল দেহ অঙ্গের পুলকে॥ করুণায় অরুণ ছল ছল করে আঁখি। দেখিয়া পাইল বিপ্র অন্তরের সাক্ষী॥ সেই এই ভগবান্ কভু নহে আন। চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা প্রভু বিদ্যমান॥ প্রভুর নিকটে গিয়া দাড়াইয়া দেখে। অবশ্য হঞাছে প্রভু গঙ্গা অনুরাগে॥ গঙ্গার হৃদয় প্রভু জানে মনে মনে। আগু বাড়ি করে গঙ্গা করপরশনে॥ করপরশনে গঙ্গার না পূরিল আশ। ঢেউ-ছলে করে রাঙ্গাচরণ সম্ভাষ॥ সরস হইলা প্রভু বোলে হরি বোল। অবশ হইয়া নিজ জনে দেই কোল॥ অরুণবরণ ভেল প্রেমার আরম্ভ। কদম্ব কেশর জিনি পুলক কদম্ব॥ প্রভু-অনুরাগে গঙ্গা হিয়ামাঝে রহে। শতধারা জল আঁখি-সাগরেতে বহে॥

লোমে লোমে বহে নীর লোকে বলে ঘর্ম্ম। উথলিল প্রেম-সিন্ধু দ্রবময় ব্রহ্ম ॥ চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বলে। উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দহিল্লোলে ॥ চমৎকৃত হৈল সব নদীয়াসমাজ। গঙ্গায় ভকত বিপ্র জানিলেক কাজ ॥ সেই ভগবান্ প্রভু বিশ্বম্ভর দেব। ইহা দেখি বাঢ়ে গঙ্গা এই অনুভব ॥ চরণে পড়িলা বিপ্র করি আর্ত্তনাদ। এতদিনে গঙ্গা মোরে কৈল পরসাদ ॥ যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাহা না পায় ধেয়ানে। হেন মহাপ্রভু আজি দেখিল নয়ানে ॥ ভূমে গড়াগড়ি যায় কান্দে আর্ত্তনাদে। আপনা পাশরে বিপ্র প্রেমার আনন্দে ॥ চতুর্দ্দিকে সর্ব্বজন দাণ্ডাইয়া রহে। বেকত বদনে বিপ্র পূর্ব্বকথা কহে ॥ অবশ ব্রাহ্মণ দেখি চলিলা ঠাকুর। নিজ ঘর গেলা হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥ আদি কথা কহে বিপ্র শুনে সর্ব্বজন। যেমনে হইল গঙ্গাদেবীর জনম ॥ এখনে বা গঙ্গাদেবী বাঢ়ে যে কারণে। সকল কহিয়ে সভে শুন সাবধানে ॥ পূর্ব্বে এক কালে মহামহেশ ঠাকুর। কৃষ্ণগুণ গায় মহা আনন্দ প্রচুর ॥ নারদের বীণা তাহে গণেশ বাদক। পুলকে পূরিত অঙ্গ আপাদ মস্তক ॥ সঙ্গীত সুতান তিনে গায় এক মেলে। ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল শব্দব্রহ্মের হিল্লোলে ॥ একে সে মহেশ আর কৃষ্ণের আবেশ। নারদের বীণা তাহে বাদক গণেশ ॥ অথির হইয়া প্রভু আইলা সেই ঠাঞি। নারদ মহেশ মিলি যথা গুণ গাই ॥ কহিল না গাও গুণ শুনহ মহেশ। তো সভার গান তভু না বুঝো বিশেষ ॥ তোমার সঙ্গীত গানে নাহি রহে দেহ। আউলায় শরীরবন্ধ দ্রবময় লেহ ॥ শুনিয়া ঠাকুরবাণী হাসয়ে মহেশ।

গাইয়া দেখিব প্রভু ইহার বিশেষ॥ ইহা বলি গায় গুণ অধিক উল্লাস। ব্রহ্মাণ্ড ভরিল শব্দে এ ভূমি আকাশ॥ দ্রবিল শরীর প্রভুর ক্ষীণ হৈল তনু। তরাসে মহেশ কৈল গান সম্বরণ॥ সম্বরণ কৈল গান থির হৈল মতি। সেই সে কারুণ্য-জল লোকে আছে খ্যাতি॥ সেই দ্রবব্রহ্ম নাম করুণার জল। তীর্থরূপী জনার্দ্দন ঘোষয়ে সকল॥ দুর্ল্লভ দুর্ল্লভ এই সংসার ভূতল। কমণ্ডলু করি ব্রহ্মা রাখিল সে জল॥ আছিল যে বলিরাজ প্রভুর ভকত। তারে অনুগ্রহ লাগি ভৈগেল বেকত॥ ত্রিপাদ থুইতে প্রভু মাগিল পৃথিবী। ত্রিভুবন জোড়ে প্রভু দ্বিপাদ পদবী॥ আর পাদ দিল বলির মাথার উপর। ঐছন কৃপালু প্রভু নাহি হয় আর॥ আর অপরূপ শুন ত্রিপাদ মহিমা। ত্রিজগতে ধন্য হৈল যাহার করুণা॥ ব্রহ্মাণ্ড ভরিল সেই পদনখ আগে। সেই জলে পাদ্য ব্রহ্মা দিল অনুরাগে॥ প্রভু পাদাম্বুজ জল পূজয়ে মস্তকে। শ্রীপাদসম্ভবা গঙ্গা তেঞি বলে লোকে॥ হেনই ঠাকুর মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। দেখহ সকল লোক নয়নগোচর॥ দেখি গঙ্গাদেবী পূর্ব্ব সোঙরণ হৈল। প্রেম অনুরাগে গঙ্গা বাঢ়িতে লাগিল॥ গঙ্গাপানে চাহে প্রভু অনুরাগ-দিঠে। অমৃত অধিক গোরা অঙ্গ লাগে মিঠে॥ চরণপরশে পুন তরঙ্গের ছলে। অনুভাব জানিল মো কহিল সভারে॥ শুনিয়া সকল লোক বাঢ়য়ে উল্লাস। গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

ধানশী রাগ, দিশা॥

আরে আরে হয় (মূর্চ্ছা)॥

হেন অদভুত কথা শ্রবণমঙ্গল নাম রে শুন গোরাগুণ-

গাঁথা * ॥

এই মতে কথো দিন গোঙাইল সুখে। বান্ধা সহিতে প্রভু আনন্দকৌতুকে॥ এক দিন মনে মনে কৈল আচম্বিতে। পূর্ব্বদেশে যাব আমি সর্ব্বলোক-হিতে॥ পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ সর্ব্বলোকে গায়। গঙ্গা হঞা গঙ্গা নহে এই খ্যাতি তায়॥ আমার পরশে পদ্মাবতী হৈব ধন্য। সর্ব্বলোক আমা বহি না জানিব অন্য॥ ঐছন যুকতি প্রভু মনে অনুমানে। মায়েরে কহিল যাব ধন-উপার্জ্জনে॥ যাত্রা করি যায় প্রভু সঙ্গে নিজ জন। ছট ফট করে শচী মায়ের জীবন॥ ধন উপার্জ্জনে দূরদেশে যাবে তুমি। তোমা না দেখিলে সে কেমনে জীব আমি॥ জল বিনু যেন মীন না ধরে পরাণ। তোমা বিনু আমার তেমন সমাধান॥ তোমার মুখচন্দ্ররূপ মনেতে ভাবিয়া। না দেখিয়া মরি যাব কহিল মো ইহা॥ মায়ের বচন শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর। বিনয় করিয়া কৈল প্রবোধ উত্তর॥ আমার বিচ্ছেদে ডর না ভারিহ তুমি। নিকটে তোমার ঠাঞি আসিব সে আমি॥ লক্ষ্মীরে কহিল প্রভু হাসিয়া উত্তর। মাতার সেবায় গোর হইবা তৎপর॥ মায়ে যত বৈল কিছু না শুনিল প্রহু। শুভ যাত্রা করি যায় হাসি লহু লহু॥ চলিলা সে মহাপ্রভু সঙ্গে নিজ জন। কৌতুকে ভ্রময়ে প্রভু আনন্দিত মন॥ যেখানে সেখানে যায় প্রভু বিশ্বম্ভর। দেখিয়া সেখানের লোক হয়েত কাঁফর॥ সেরূপ দেখিতে কারো না লেউটে §

---

* অপর পুস্তকে এ টুকু নাই।

§ না লেউটে অর্থাৎ ফিরিয়া আসে না।

আঁখি। কেহো বলে অহর্নিশি এইরূপ দেখি॥ পুরনারী-গণ বলে দেখিয়ে বদন। সফল জনম আজি সফল নয়ন॥ কোন্ ভাগ্যবতী মায়ে ধরিল উদরে। কভু নাহি দেখি হেন সুন্দর শরীরে॥ হরগৌরী আরাধিয়া কোন্ ভাগ্যবতী। হেন রূপে হেন গুণে মিলিয়াছে পতি॥ নবীন কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ। সুমেরু পর্ব্বত জিনি দেহের গঠন॥ সহজ রূপের নাহি ভুবনে তুলনা। যজ্ঞসূত্র অতিশয় তাহাতে শোভনা [illegible] বাহু তোমার সুন্দর মুখের হাসি। প্রেমবতী-হৃদয়ে রহল রূপ পশি॥ কোন ভাগ্যবতী কৃষ্ণের রসতত্ত্ব-জ্ঞাতা। অনুমানি কহে সেই নির্য্যাস বারতা॥ দীঘল সুন্দর আঁখি পুণ্ডরীক জিনি। অপরূপ তাহে চারু সুন্দর চাহনি॥ দেখি যেন শ্রীরাধাবল্লভ হেন ঠাম। রাধার বরণ অঙ্গ দেখি বিদ্যমান॥ সকল যুবতি মিলি কহিতে লাগিল। শুনি বিশ্বম্ভর পহু উলটি চাহিল॥ সরসনয়নে প্রভু চাহিল সভারে। প্রেমে গর গর তারা আপনা পাশরে॥ পদ্মা-বতী স্নান কৈল যে আছিল বিধি। চরণপরশে গঙ্গাসম ভেল নদী॥ পদ্মাবতী মহাবেগা পুলিনসংযুতা। কুম্ভীর কচ্ছপ মীনে অতি সুশোভিতা॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন সব বৈসে তার তটে। দিব্য পুরুষ নারী স্নান করে ঘাটে॥ বিশ্বম্ভর স্নান পূজা ভেল পদ্মাবতী। সর্ব্বলোক স্নান করে পাপ হরে তথি॥ প্রেম-ভক্তি হয় কৃষ্ণ চরণারবিন্দে। স্নান করে কভু যদি বৈষ্ণব না নিন্দে॥ সেই পদ্মাবতী-তটবাসী যত জন। গৌরচন্দ্র দেখি শ্লাঘ্য করিল নয়ন॥ সেই পদ্মাবতী তীরে ভ্রমে গৌরহরি। সে দেশ ভকত কৈল শ্রীচরণ ধরি॥ শীতল চরণ পাঞা ধরণী

শীতল। পুলকিত হৈলা দেবী গেল অমঙ্গল॥ সে দেশ তারিল আগে বহু যত্ন করি। পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ দূর কৈল হরি॥ চণ্ডাল পতিত কিবা পরম দুর্জ্জন। সভারে যাচিয়া দিল হরিনাম-রত্ন॥ শুচি বা অশুচি কিবা আচার বিচার॥ না মানিল সভারে করিল ভব পার॥ নিজনাম সংকীর্ত্তনে নৌকা সাজাইয়া। ভবনদী পার কৈল দুঃখিত দেখিয়া॥ যে জন পলায় তারে ধরি কোলে করি। কাণ্ডারীর রূপে পার করে গৌরহরি॥ এহেন করুনা নাহি শুনি কোন যুগে। কোন অবতারে কোথা কেবা পাপ মাগে॥ সভারে পবিত্র কৈল সম ভাব করি। রাধাকৃষ্ণ প্রেমের করিল অধিকারী॥ বিদ্যা দান কৈল প্রভু অশেষ বিশেষে। পণ্ডিত হইল সভে দিন পক্ষ মাসে॥ দয়ার সাগর প্রভু সর্ব্বলোকপতি। করুণা প্রকাশি লোকে শুদ্ধ কৈল মতি॥ এই মনে আছে প্রভু সজ্জনসমাজে। এথা লক্ষ্মী শচীদেবী নবদ্বীপে আছে॥ পতিব্রতা লক্ষ্মী দেবী পতিগতপ্রাণ। আনন্দে শচীর সেবা করয়ে বিধান॥ দেবতার সজ্জ করে গৃহসম্মার্জ্জন। ধূপ দীপ নৈবেদ্য গন্ধ মাল্য চন্দন॥ সব সজ্জ করি দেই দেবতার ঘরে। তাহার চরিত্রে শচী আপনা পাশরে॥ বশ ভেল শচী দেবী বধূর চরিতে। পুলকিত দেহ শচীর বধূর পিরিতে॥

বিভাষ রাগ॥

এই মত আছে শচী বধূর সহিত। দৈবের নির্ব্বন্ধ তাহা না যায় খণ্ডিত॥ প্রভু না দেখিয়া লক্ষ্মী কাতর অন্তর। প্রভুর বিরহ তার স্ফুরে নিরন্তর॥ বিরহ হইল মূর্ত্তি সর্পের আকার। লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা জানিল অন্তর॥ দংশিলেক

মহাসর্প লক্ষ্মীর চরণে। অস্তব্যস্ত হইয়া শচীগণে মনে মনে॥ দংশন জ্বালায় লইল প্রভুর নিকট। দেখি শচীদেবী পাইল পরম সঙ্কট॥ ডাকিয়া আনিল ওঝা ঝাড়ে নানা মন্ত্র। জিজ্ঞাসা করিল নানা ঔষধের তন্ত্র॥ অনেক যতন কৈল নালে উঠে বিষ। বড় ভয় পাইল শচী হৈলা বিমরিষ॥ প্রাপ্তকাল দেখি সভে ছাড়িল যতন। গঙ্গাজলে নামাইল হরি সঙরণ॥ গলায়ে তুলিয়া দিল তুলসীর দাম। চৌদিকে বৈষ্ণব সব লয় হরিনাম * ॥ লক্ষ্মী গেলা প্রভুস্থানে না জানিল লোক। পরম অদ্ভুত সভে দেখে পরতেক॥ আকাশের পথে রথ আনিল গন্ধর্ব্ব। হরি বলি দেহ ছাড়ি লক্ষ্মী গেলা স্বর্গ॥ লক্ষ্মী-অংশ কোন শক্তি বৈকুণ্ঠ চলিল। দেখিয়া সকল লোক পরমবিহ্বল॥ স্বর্গপুরী গেলা লক্ষ্মী আপন আলয়। পরম-লক্ষ্মীর দ্যুতি সর্ব্ব লক্ষ্মীময়॥ তবে শচী দেবী এথা কান্দয়ে দুঃখিতা। গুণ বিনাইয়া কান্দে স্ত্রীগণবেষ্টিতা॥ নয়নে গলয়ে নীর ভিজে হিয়াবাস। শিরে কর হানি ছাড়ে তপত নিস্বাস॥ শ্রীবৈকুণ্ঠ তার নাম বলে শাস্ত্ররীত। শুনিয়া পাইব লোকে পরম পিরিত॥ সর্ব্ব গুণে শীলে লক্ষ্মী বধূ লক্ষ্মী-সমা। নদীয়ানগরে নাহি দিবারে উপমা॥ কেমনে ঘরেরে যাব একেশ্বরী আমি। কি লাগিয়া মোরে দয়া পাশরিলা তুমি॥ দেব-আরাধন সজ্জ থাকিল পড়িয়া। আমার শুশ্রূষা কেনে গেলা ত ছাড়িয়া॥ আজি হৈতে শূন্য হৈল মোর গৃহবাস। বিভা কৈলা গৌরচন্দ্র গেলা ত প্রবাস॥ আরে রে পাপিষ্ঠ সর্প কোথা ছিলে তুমি। আমারে না

* "হরি নাম" স্থলে "সকল ব্রাহ্মণ" পাঠান্তর।

খাইলা কেনে জীত বধূ খালি॥ মোর সেবা করিবারে বধূ নিয়োজিয়া। বিদেশে চলিলা পুত্র নিশ্চিন্ত হইয়া॥ কেমনে বা পুত্রমুখ চাহিব অভাগী। কি করিব প্রাণ পোড়ে বধূকে না দেখি॥ এতেক বিলাপ দেখি যত বন্ধুগণ। সভে বলে শচী দেবী কর সম্বরণ॥ যার যে নির্ব্বন্ধ আছে ঘুচাইবে কেহ। সকল সংসার মিথ্যা সব দেহ গেহ॥ তোমারে কে বুঝাইব তুমি সব জান। জানিয়া শুনিয়া কেনে প্রবোধ না মান॥ শরীর ধরিয়া কেহ মৃত্যু না এড়ায়। ব্রহ্মাদি দেবতা যত তারা মৃত্যু পায়॥ কেহ আগে কেহ পাছে মরণ সভার। জন্ম মরণ মাত্র সভার ব্যবহার॥ সত্য এক বস্তু কৃষ্ণ বেদে মাত্র জানি। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সেই মূঢ় খনি॥ ইহা বলি প্রবোধিয়া সব বন্ধুগণ। হরি হরি বলি সবে সম্বরে ক্রন্দন॥ তবে সব জন মিলি যে বিধি আছিল। করিয়া সৎক্রিয়া সভে ঘরেরে চলিল॥ কান্দিতে কান্দিতে শচী নিজ ঘর গেলা। প্রবোধ করিলা তবে বন্ধুগণ মেলা॥ তবে ওথা কত দিন রহি বিশ্বম্ভর। ঘরেরে চলিলা প্রভু আনন্দ অন্তর॥ রজত কাঞ্চন বস্ত্র মুকুতা প্রবাল। সকলবৈষ্ণব-পূজা করিল অপার॥ ঘরেরে আইলা প্রভু নানা ধন লঞা। মাতৃস্থানে দিল ধন হরষিত হঞা॥ নমস্কার করি প্রভু নেহারে বদন। বিরস বদন শচী না কহে বচন॥ পুনরপি পদধূলা লয় বিশ্বম্ভর। মলিন বদন দেখি কহিল উত্তর॥ যে কিছু আনিল ধন মায়ে নিবেদিয়া। ধীরে ধীরে কহে প্রভু বিস্মিত হইয়া॥ কেনে হেন মাতা তোমার মলিন বদন। তোমারে দুঃখিত দেখি পোড়ে মোর মন॥ এ বোল শুনিয়া শচী

গদ গদ ভাষ। ঝরয়ে আঁখির নীর ভিজে হিয়াবাস॥ কহিতে না পারে কিছু সকরুণকণ্ঠ। কহিল তোমার বধূ গেলা ত বৈকুণ্ঠ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু বিরস অন্তর। ছল ছল করে আঁখি করুণার জল॥ মায়েরে বলিলা প্রভু শুনহ বচন। পূর্ব্ব কথা কহি তার জন্মের কারণ॥ ইন্দ্রের অপ্সরা নৃত্য করে এক কালে। দৈবের নির্ব্বন্ধ পদস্খলন তাহারে॥ তাল ভঙ্গ হৈল শাপ দিল সুরেশ্বরে। পৃথিবীতে জন্ম লহ মনুষ্যের ঘরে॥ শাপ দিয়া পুন দয়া ভেল দেবরাজে। দুঃখ না পাইবা বৈল হৈব বড় কাজে॥ পৃথিবীতে অবতার হইব ঈশ্বর। তাঁর বধূ হৈবা তুমি দিল এই বর॥ তবে ত আসিবা তুমি এই ইন্দ্রপুরী। কহিল সকল এই ইন্দ্রের সুন্দরী॥ শোক না করিহ তুমি শুন মোর মাতা। নির্ব্বন্ধ না ঘুচে যেই লিখিল বিধাতা॥ পুত্রের বচন শচী শুনি সাবধানে। না করিল শোক কিছু না করিলা মনে॥ প্রবোধ পাইয়া শচী করে অন্য চিন্তা। ভক্তগণ সঙ্গে বসি কহে নিজ কথা॥ এ বোল বলিয়া বিশ্বম্ভর করে চিন্তা। আত্ম সঙ্গোপন করি কহে নানা কথা॥ কহয়ে লোচনদাস শুনহ বিচিত্র। লক্ষ্মী-সর্গ-আরোহণ গৌরাঙ্গবিদিত॥

গান্ধার রাগ * দিশা॥ ধ্রু॥

হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। আনন্দে গোঙায় দিন শচীর কোঙর॥ সুখে নিবসয়ে বন্ধু বান্ধব সহিতে। শচীর অন্তরে দুঃখ ভেল আচম্বিতে॥ বধূশূন্য গৃহ দেখি পায় বড় চিন্তা। বিশ্বম্ভরের বিভা দিব কহে মনঃকথা॥

* "গান্ধার রাগ" স্থলে "শ্রী রাগ" পাঠান্তর॥

মনে অনুমান করিল জানিল নিশ্চয়। এক খানি কন্যা আছে যদি ভাগ্যে হয়॥ কাশীনাথ নামে দ্বিজ দেখিল সম্মুখে। অন্তর কহিল শচী নিভৃতে তাহাকে॥ সনাতন-পণ্ডিতের ঘর যাহ তুমি। প্রবন্ধ করিয়া কহ যে কহিয়ে আমি॥ সর্ব্বগুণে শীলে এই আমার তনয়। তাহার কন্যার যোগ্য যদি মনে লয়॥ এতেক বচন শচী দ্বিজেরে কহিল। শুনি কাশীনাথ দ্বিজ সত্বরে আইল॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন বসি আছে ঘরে। কাশীনাথ দ্বিজবর গেলা তথাকারে॥ আইস আইস বলি দিল আসন বসিতে। কি কাজে আইলা কহে হাসিতে হাসিতে॥ কাশীনাথ কহে কথা শুনহে পণ্ডিত। কহিব সকল কথা যে আছে উচিত॥ তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান ধন্য পৃথিবীতে। কি আছয়ে যত গুণ তোঁহে অবিদিতে॥ পরমধার্ম্মিক তুমি বিষ্ণুপরায়ণ। নিজধর্ম্মপর যেই বলিয়ে ব্রাহ্মণ॥ ঐছন জানিয়া শচী বিশ্বম্ভর-মাতা। ডাকিয়া কহিল মোরে অন্তরের কথা॥ পাঠাইয়া দিল মোরে তোমা বরাবর। অবধান করি শুন যে কহি উত্তর॥ আপনা বলিয়ে তোরে কহি নিজ মর্ম্ম। আপনে বুঝিয়া কর যে জুয়ায় কর্ম্ম॥ তোমার কন্যার যোগ্য বর বিশ্বম্ভর। কহিল সকল যদি দেহ ত উত্তর॥ শুনি সনা-তনমিশ্র মনে অনুমানি। বন্ধুর সহিত কথা দঢ়াইল বাণী॥ কাশীনাথ পণ্ডিতেরে কহে সনাতন। আপন অন্তর কহি শুন মহাজন॥ এই মোর মনঃকথা রজনী দিবস। প্রকটবদনে কহি নাহিক সাহস॥ আজি শুভদিন পরসন্ন ভেল বিধি। জামাতা হইবে বিশ্বম্ভর গুণনিধি॥ আপনার ভাগ্যতত্ত্ব

জানিল মো তবে। আপনে সে শচীদেবী গোচরিল যবে॥ মোর ভাগ্য সমভাগ্য কাহার হইব। পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দে কন্যা সমর্পিব॥ সদা যার পাদপদ্ম পূজে ব্রহ্মা শিব। সে চরণে কন্যা দিয়া আমিহ অর্চ্চিব॥ আগুসারি কাশীনাথ চল দ্বিজোত্তমে। কহিল কহিও শচীদেবীর চরণে॥ সময় নির্ণয় করি পাঠাব ব্রাহ্মণ। শুভকার্য্যে অনুবন্ধ করিহ যতন॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন কহিল উত্তর। কাশীনাথ দ্বিজোত্তম চলিলা সত্বর॥ শচীর চরণে আসি করিয়া প্রণাম। কহিলা সকল কথা তার বিদ্যমান॥ অতি হরষিতা শচী উত্তর পাইয়া। পুত্রের বিবাহ কার্য্য করেন হাসিয়া॥ নানাদ্রব্য আহরণ করে শচী ধন্যা। কোন ছলে দেখিবারে যায় সেই কন্যা॥ তবে সেই সনাতনপণ্ডিত উত্তম। কথো দিন রহি তথা পাঠাইল ব্রাহ্মণ॥ শচীর চরণে মোর কহিও বচন। গোচরিল পূর্ব্বে যত মনের মরম॥ মোর ভাগ্যে আজ্ঞা যদি করে সেই কথা। সত্বরে আসিহ কার্য্য করি যেন এথা॥ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ শ্রীশচীনন্দন। কন্যা দিয়া সংসারে হইব বিমোচন॥ শুনিয়া চলিলা বিপ্র শচীর ভবনে। হাসিয়া প্রণাম করে শচীর চরণে॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন পাঠাইল মোরে। নিজ মর্ম্ম নিবেদন করিতে তোমারে॥ তার ভাগ্যে আজ্ঞা যদি কর তুমি ধন্যা। তব পুত্র বিশ্বম্ভরে দেই নিজ কন্যা॥ ভাল ভাল বলি শচী অতি হরষিত। আমার সম্মত কথা কহত ত্বরিত॥ এ বোল শুনিয়া দ্বিজ অতি হৃষ্টমনে। কহিতে লাগিলা কিছু মধুরবচনে॥ বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভর হেন পতি পাব। বিষ্ণু-

প্রিয়া নাম তার যথার্থ হইব ॥ শ্রীকৃষ্ণেরে পতি যেন পাইল রুক্মিণী। ঐছন হইব ইহা হিয়া অনুমানি ॥ এ বোল শুনিয়া শচী অতি হরষিতা। ব্রাহ্মণ কহিল গিয়া পণ্ডিতেরে কথা ॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন বড় তুষ্ট হৈলা। বিবাহ-উচিত দ্রব্য করিতে লাগিলা ॥ নানাদ্রব্য অলঙ্কার করে মহামতি। অধিবাস করাইতে করিল যুকতি ॥ গণক আনিয়া বৈল বচন বিনয়। বিষ্ণুপ্রিয়া বিভা দিব করহ সময় ॥ গণক আসিয়া বৈল শুন হে পণ্ডিত। আসিতে দেখিল গৌরচন্দ্র আচম্বিত ॥ তারে দেখি আনন্দিত ভেল মোর মন। কৌতুকে তাহারে আমি যে বৈল বচন ॥ কালি শুভ অধিবাস হইল তোমার। বিবাহ হইব শুন বচন আমার ॥ এবোল শুনিয়া তেহো কহিল উত্তর। কহ কোথাকার বিভা কেবা কন্যা বর ॥ আমার সাক্ষাতে কথা কহিল কথন। বুঝিয়া কার্য্যের গতি কর আচরণ ॥ গণকের মুখে শুনি এ সব কথন। ধৈর্য্য অবলম্বে কিছু না বৈল তখন ॥ সনাতনপণ্ডিত সে চরিত্র উদার। বন্ধুগণ লঞা করে অনুমানি সার ॥ নানা দ্রব্য কৈল নানা কৈল অলঙ্কার। কাহারে কি দোষ দিব করম আমার ॥ আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি। অকারণে আদর ছাড়িলা গৌরহরি ॥ অন্তরে রহিল দুঃখ করিব উদ্ধার। হৃদয় সন্তপ্ত কহে ব্রাহ্মণী তাহার ॥ কুললজ্জা শুনি কুলবতী পতিব্রতা। সর্ব্বগুণে শীলে সেই বিষ্ণুর ভকতা ॥ স্বামিদুঃখ দেখিয়া পাইল বড় দুঃখ। লজ্জা পরিহরি কহে স্বামির সম্মুখ ॥ আপনে সে না করিল বিশ্বম্ভর কাজ। তোমারে কি দোষ দিব নদীয়াসমাজ ॥ আপনে সে না করিলা বিশ্বম্ভর হরি।

তোমার শকতি কিবা করিবারে পারি ॥ স্বতন্ত্র পুরুষ প্রভু সবার ঈশ্বর। ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র আদি যাহার কিঙ্কর ॥ সেজন কেমতে তোমার হইব জামাতা। শান্ত কর মন স্মর কৃষ্ণের বারতা ॥ শকতি সম্ভবে নাহি শোক অকারণ। বলিতে ডরাঙ দুঃখ ঘুচাহ এখন ॥ এতেক বচন যদি তার প্রিয়া বৈল। পণ্ডিত শ্রীসনাতন দুঃখ সম্বরিল ॥ বন্ধু বান্ধব সনে যুক্তি নিবড়িল। আমার কি দোষ বিশ্বম্ভর না করিল ॥ ইহা বলি কারে কিছু না বোলিল বাণী। অন্তরে দুঃখিত হৈল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ॥ অন্তর চিন্তিত পুন খেদ উপজিল। হা হা বিশ্বম্ভর দেব মোরে লজ্জা দিল ॥ জয় জয় দ্রৌপদীর লজ্জা ভয় হারি। জয় জয় গজকে কুম্ভীর মুখে তারি ॥ পাণ্ডবের পরিত্রাণ রুক্মিণীজীবন। জয় জয় অহল্যাদুষ্কৃতি-বিমোচন ॥ এই মত বহু স্তব কৈল বিপ্রবর। জানিল গৌরাঙ্গ প্রভু জগত্ ঈশ্বর ॥ তবেত সকল কথা শুনি বিশ্বম্ভর। কেনে হেন বৈল দুঃখ ভাবিল অন্তর ॥ আমার ভকত দোঁহে দুঃখ পাইল চিতে। কৌতুকে কহিল কথা হাসিতে হাসিতে ॥ প্রিয় একজন ছিল বয়স্যের মাঝে। নিভৃতে কহিল তারে যত মনে আছে ॥ কোন কথাচ্ছলে যাহ পণ্ডিতের ঘর। আমি নাহি জানি হেন কহিও উত্তর ॥ কৌতুকরহস্যে কথা গণকে কহিল। না বুঝিয়া কার্য্য কেনে অবহেলা কৈল ॥ কার্য্য অবহেলা তাহে নাহিক অধিক। সে দোঁহার চিত্তে দুঃখ সে নহে উচিত ॥ মায়েরে বলিল তাতে কি আছয়ে কথা। তাহার উপরে আর কে করে অন্যথা ॥ মিছা কার্য্যে ক্ষতি মিছা দুঃখ ভাব চিতে। করহ বিবাহকার্য্য যে হয়

উচিতে ॥ এতেক শিখাঞা প্রভু ব্রাহ্মণে পাঠাইল। সনাতন পণ্ডিতেরে সকল কহিল ॥

দিশা ॥

হরিরাম নারায়ণ শচীর দুলাল হেম গোরা ॥ ধ্রু ॥ *

তবেত পণ্ডিত অতি হরষিত মনে। আনন্দে করয়ে শুভক্ষণ শুভদিনে ॥ এথা প্রভু বিশ্বম্ভর ঐছন জানিয়া। শুভদিন করে ঘরে গণক আনিয়া ॥ অর্চ্চিয়া সকল দিন সময় বিচিত্র। শুভকাল শুভলগ্ন তিথি সুনক্ষত্র ॥ অধিবাস কালে সাধু সজ্জন ব্রাহ্মণ। মিলিয়া করয়ে প্রভুর শুভ প্রয়োজন ॥ আনন্দিত শচীদেবী আইও সুও লঞা। পুত্রমহোৎসব করে নানাদ্রব্য দিয়া ॥ তৈল হরিদ্রা আর ললাটে সিন্দূর। খই কদলক আর সন্দেশ তাম্বূল ॥ আনন্দে মঙ্গল গায় যত আইও-গণ। প্রভু-অধিবাস করে যতেক ব্রাহ্মণ ॥ ধূপ দীপ পতাকা শোভিত দিগন্তরে। স্বস্তিবাচন পূর্ব্ব দেবপূজা করে ॥ ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে বাজে শুভশঙ্খ। নানাবিধ বাদ্য বাজে পটহ মৃদঙ্গ ॥ চৌদিকেতে কুলবধূ দেই জয় জয়। প্রভু অধিবাস হৈল গোধূলিসময় ॥ গন্ধ চন্দন মাল্যে পূজিল ব্রাহ্মণ। কর্পূর তাম্বূল আর ভূরি বিভূষণ ॥ হেন কালে পণ্ডিত শ্রীযুত-সনাতন। অতিশ্রদ্ধা-যুত সেই উলসিত মন ॥ ব্রাহ্মণ পাঠাইল আর অতি সাধ্বীগণ। জামাতার অধিবাস করিব বরণ ॥ আপনে আপন কন্যার অধিবাস করে। ঝলমল করে অঙ্গ রত্ন-অলঙ্কারে ॥ দেবপূজা পিতৃপূজা করে যথাবিধি। অধিবাস কালে জয় জয় নিরবধি ॥ ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে

* "মোর প্রাণ আবে দ্বিজচাঁদ আরে হয়" ॥ ইতি পাঠান্তর।

বাজে শুভশঙ্খ। আনন্দে দুন্দভি বাজে বাজয়ে মৃদঙ্গ॥ হেন মনে দুই জনের অধিবাস হৈল। বধূগণে রাত্রিশেষে জলকে সাহিল॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে জয় হুলাহুলি। রস-ভরে রমণী চলিলা ঢুলি ঢুলি॥ বাসর-আবেশে মনে উঠে কত ভাব। গৌরাঙ্গমাধুর্য্যরস হৃদয়ের লাভ॥ সুচন্দ্রিম রজনীতে সুমঙ্গল গীত। বিষ্ণুপ্রিয়া-বিবাহ সে লোচন বিহিত॥ এই মতে পানিসাহি নববধূগণ। প্রভাতসময়ে আইলা শচীর ভবন॥ প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কৈল যে ছিল বিধান। দেবপূজা পিতৃপূজা কৈল সমাধান। বিবাহ-উচিত প্রভু কৈল পুনঃ স্নান॥ নাপিতে নাপিত-ক্রিয়া করিল তখন। অঙ্গ উদ্বর্ত্তন করে কুলবধূগণ॥ গন্ধ আমলকী দেই তৈল হরিদ্রা। শ্রীঅঙ্গ-পরশে কেহ সুখে গেল নিদ্রা॥ কেহ পান সম্মার্জ্জন করে হরষিতা। বেকতবদনে কেহ লজ্জা রহে কোথা॥ নয়নে গলয়ে কারু হরষের নীর। অঙ্গের বাতাসে কারু কাঁপয়ে শরীর॥ উনমত নারীগণ করে অভিষেক। পুরুষের মনঃকথা করে পরতেক॥ অঙ্গ হেলি পড়ে কেহ গঙ্গাজল ঢালে। জয় হুলাহুলি শুনি সুমঙ্গল রোলে॥ নদীয়ানগরে ভেল আনন্দ উৎসাহ। সর্ব্ব সুমঙ্গল বিশ্বম্ভরের বিবাহ॥ তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর রায়। অঙ্গের সুবেশ করে যতেক জুয়ায়॥ দিব্য রত্ন-অলঙ্কার রক্তপ্রান্ত বাস। মহ মহ করে গোরা-অঙ্গের বাতাস॥ সহজে শ্রীঅঙ্গ-গন্ধ আর দিব্য গন্ধ। চন্দন-তিলক ভালে আর মুখচন্দ্র॥ নখচন্দ্র শোভা করে অঙ্গুলে অঙ্গুরী। ঝল মল অঙ্গতেজ চাহিতে না পারি॥

অতি সুকোমল রাঙা অধরবিম্বক। শ্রবণে শোভয়ে গণ্ড কুসুম-কম্বক ॥ অঙ্গদ কঙ্কণ করে চরণে নূপুর। দেখিয়া নাগরী-হিয়া করে হুর হুর ॥ বেঢ়িলা গৌরাঙ্গে যত নাগরীর গণ। শশধর বেঢ়ি যেন তারার শোভন ॥ মদে মত্ত মদনে হইলা সব নারী। লজ্জা ভয় তেজিয়া রহিলা মুখ হেরি ॥ পণ্ডিত শ্রী-সনাতন এথা নিজ ঘরে। নিজ কন্যাভূষা করে রত্ন-অলঙ্কারে ॥ গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ। বিনা বেশে অঙ্গ-ছটায় আলো কৈল দেশ ॥ বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ জিনি লাখবান্ সোণা। ঝলমল করে যেন তড়িৎপ্রতিমা ॥ ফণিধর জিনি বেণী মুনিমন মোহে ॥ কপালে সিন্দুর সে তুলনা দিব কাহে ॥ ভুরুভঙ্গ অনঙ্গ সারঙ্গ মনোহর। শুক-ওষ্ঠ জিনি নাসা পরমসুন্দর ॥ কুরঙ্গনয়ন জিনি নয়ন যুগল। গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর ॥ অধর বান্ধুলী জিনি অনুপম শোভা। দশন-মতিম জিনি ঝলমল আভা ॥ কম্বুকণ্ঠ জিনিয়া জগৎ মনোহারি। সিংহগ্রীব জিনিয়া সুন্দর গ্রীবাধারী ॥ বাহুযুগল কনকমৃণাল শোভা জিনি। করতল রাতা পদ্ম জিনি অনুমানি ॥ অঙ্গুলী চম্পককলী জিনি মনোহর। নখচন্দ্র জিনি শোভা অতি ঝলমল ॥ বক্ষঃস্থল পরিসর সুমেরু জিনিয়া। কেশরী জিনিয়া মাজা অতি সে ক্ষীণিয়া ॥ কামদেব রথচক্র জিনিয়া নিতম্ব। ঊরুযুগ জিনি রামকদলক-স্তম্ভ ॥ ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ গঢ়িল বিধাতা। ডগ মগ করে কর পদ পদ্ম রাতা ॥ নখচন্দ্রপাঁতি জিনি অকলঙ্ক চাঁদে। তাহার কিরণে আঁখি পাইল জন্ম-অন্ধে ॥ গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ। বিনি বেশে অঙ্গছটা আলো করে দেশ ॥ ত্রৈলোক্য-মোহিনী জিনি কন্যা পার্ব্বতী। অঙ্গ অলঙ্কারে

ঝলমল করে ক্ষিতি ॥ হেন কালে শুভলগ্ন সময় বুঝিয়া। বর আনিবারে বিপ্র দিল পাঠাইয়া ॥ ব্রাহ্মণ প্রভুর আগে দাণ্ডাইয়া রহে। পাঠাইল দ্বিজ মোরে সবিনয় কহে ॥ অঙ্গ ঝলমল তেজ দেখিয়া ব্রাহ্মণ। আপনাকে ধন্য মানে ধন্য সনাতন ॥ কহিল প্রভুর আগে শুন বিশ্বম্ভর। নিকট হইল লগ্ন চলহ সত্বর ॥ আমি কি কহিতে জানি তোমার সম্মুখে। তুমি দেব ভগবান্ দেখি পরতেকে ॥ তবে সেই শুভক্ষণে বিশ্বম্ভর পহু। চলিলা মনুষ্যযানে হাসে লহু লহু ॥ আইও সুও লঞা শচী আশীর্ব্বাদ করে। মাতৃপদধূলি প্রভু লই নিজশিরে ॥ শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল। দণ্ডিম মুহরি বাজে ডিণ্ডিম রসাল ॥ বীণা বেণু বিলাস রবাব উপাঙ্গ। মিলিয়া বাজয়ে সব পাখোয়াজ রঙ্গ ॥ পড়াহ মৃদঙ্গ বাজে কাংশ্য করতাল। শিঙ্গা রবাব বাজে সাহিনী মিশাল ॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে নাম নাহি জানি। সম্মুখে নাটুয়া নাচে শুনি বেদধ্বনি ॥ গায়নেতে গীত গায় ভাটে কায়বার। বয়স্যে বেষ্টিত প্রভু কৈল আগুসার ॥ নদীয়া-নগরে ঘরে ঘরে পড়ে সারা। দেখিবারে ধায় লোক দিয়া বাহু নাড়া ॥

পাট কামোদ রাগ * ॥

পাট শাড়ি পর, নেতের কাঁচুলী, কানড় ছান্দে বান্ধে খোঁপা। মুকুতা বান্ধিয়া, সোনায়ে গাঁথিয়া, পিঠে ফেলে রাঙ্গা থুপা ॥ ধনি ধনি ধনি, নদীয়া নাগরী, আনন্দপাথারে নীত। বিশ্বম্ভর বিভা, চল দেখি যাঞা, গাব সুমঙ্গল

* "বিহাগড়া রাগ" পাঠান্তর ॥

গীত॥ কেহোত কাপড়, পাটশাড়ী পরে, শ্রবণে গন্ধরাজ চাঁপা। গজেন্দ্রগমনে, চলিতে না জানে, কুরঙ্গ দিঠে চাহে বাঁকা॥ অঞ্জনে রঞ্জিত, খঞ্জন নয়ন, চঞ্চল তারক যোর। গোরারূপ পঙ্কে, পঙ্কিল আলসে, আর না চলিব তোর॥ নগরে নগরে, যতেক নাগরী, ধাইল ধ্বনি শুনিয়া। চিকুরে চিরুণী, চলল তরুণী, চির না সম্বরে তুলিয়া॥ নবীন যুবতি, ছাড়ি পতিমতি, ছাড়ি কুলবন্ধু জন। বসন ভূষণ, না সম্বরে হেন, সতত উনমত হেন॥ থির বিজুরী, যেমন গমন, গমন মরালবধূ। সারি সারি সারি, হাত ধরাধরি, যেমন শারদ বিধু॥ এ নারী পুরুখ, ধায় এক মুখ, কেহ কাহে নাহি মানে। ঠেলাঠেলি পথ; ধায় উনমত, দেখিতে গৌরাঙ্গবদনে॥ নদীয়ানাগর, আনন্দসাগর, গৌরাঙ্গ নাগর ধন। চৌদিকে ধাওয়া ধাই, বাজয়ে বাধাই; কুরঙ্গ রঙ্গিম যেন॥ বাল বৃদ্ধ অন্ধ, পঙ্গুর ভঙ্গুর, আতুর দেখয়ে সাধে। কেহ কেহ বন্ধু, করে কর দিয়া, ধায় থির নাহি বান্ধে॥ মদন বেদন, বদন দেখিয়া, অধীর দেখিয়ে নারী। পশু পক্ষী সব, গৌরাঙ্গ দেখিয়া, রহে সভে সারি সারি॥ বয়স্যে বেষ্টিত, দিব্য অলঙ্কত, মুকুট নিকট ললাটে। লোচন বলে হেরি, ভুলল নাগরী, ঘুচল হৃদয়-কপাটে॥

বরাড়ি রাগ, ধূলা খেলাজাত *॥

হেন মতে বিশ্বম্ভর, গেলা পণ্ডিতের ঘর, দ্বিজবর আনন্দ পাথার। পাদ্য অর্ঘ্য লঞা করে, গেলা প্রভু-বরাবরে, ধন্য ধন্য শচীর কুমার॥ তবে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, গৌরচন্দ্র থুইল

* "জাত" স্থলে "বন্ধ" পাঠান্তর॥

লৈয়া, দাণ্ডাইল ছোড়লা ভিতরে। সব জনে হরি বলে, শত শত দীপ জ্বলে, তাহে জিনি গৌর কলেবরে॥ উল-সিত আইওগণ, হুলাহুলি ঘনেঘন, শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে। হেথা আইওগণ মেলি, কেহ পাটশাড়ী পরি, প্রভু প্রদক্ষিণ হেতু সাজে॥ নির্ম্মঞ্জন সজ্জ করি, আইওগণ আগুসারি, আগু-সরে কন্যার জননী। ভূমেতে না পড়ে পা, উলসিত সব গা, দেখি বিশ্বম্ভর গুণমণি॥ মনে ভাবে গৌরহরি, হিয়ার মাঝারে ভরি, হৃদয়ে উঠয়ে কত সাধা। বিষ্ণুপ্রিয়া মোর সুতা, হইব অনুরূপতা, ভাবিয়া সে মনে দিল বাধা॥ একে আইও রূপে চলে, রতন প্রদীপ করে, তাহে গোরা অঙ্গের কিরণে। সেই-ত শ্রীঅঙ্গ গন্ধে, আইও মরে উনমাদে, হিয়া রাখে অনেক যতনে॥ সাত প্রদক্ষিণ করাঞা, গোরাচান্দে উরথিয়া, দধি ঢালে চরণারবিন্দে। ঘর চলিবার বেলে, গোরামুখ নেহালে, পালটিতে নারে অঙ্গ গন্ধে॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন, করে বর-বরণ, দিল বস্ত্র দিব্য অলঙ্কারে। দিব্য গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন, গলে দিল মালতীর মাল॥ সুমেরু সমান তনু, তাহে সুরধনী জনু, দ্বিধা হইয়া বহে দুই ধারা। দেখিয়া পণ্ডিত তা, পুলকিত সব গা, গোরা-অঙ্গে মালতীর মালা॥ তবে সেই সনাতন, মিশ্র দ্বিজ-রতন, কন্যা আনি-বারে আজ্ঞা দিল। রত্ন সিংহাসনে বসি, ত্রৈলোক্যের স্বরূ-পসী, অঙ্গ ছটা বিজুরী পড়িল॥ প্রভুর নিকটে আনি, জগমন-মোহিনী, বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষী নামা। তেরছ নয়ন বঙ্ক, হেরি মুখ গৌরাঙ্গ, মন্দ মন্দ হাসি অনুপমা॥ প্রভুর দর্শন সুখ, পূরিয়া হৃদয় সুখ, স্থানে নাহি স্থির হৈতে পায়। লাজ ধৈর্য্য

পরতেকে, যতনে রাখিল তাথে, নেত্র সে অঞ্চল হৈল তায় ॥ প্রভু প্রদক্ষিণ করি, সাতবার চৌদিকে ফিরি, করযোড়ে করে নমস্কার। অন্তঃপট ঘুচাইল, চারি চক্ষে দেখা হৈল, দোঁহে করে কুসুম বিহার ॥ উঠল আনন্দ রোল, সভে হরি হরি বোল, ছামুনি পুড়িল কন্যাবর। সভে বলে ধনি ধনি, যেন চান্দ রোহিণী, কেহ বলে পার্ব্বতী-শঙ্কর ॥ তবে বিশ্বম্ভর পহু, মুচকি হাসিয়া লহু, বসিলা উত্তম সিংহাসনে। সনাতন দ্বিজবরে, কন্যা সম্প্রদান করে, পাদাম্বুজে কৈল সমর্পণে ॥ যথাবিধি যে আছিল, নানাদ্রব্য দান দিল, একত্র বসিলা দুই জনে। বিবাহ অন্তরে দোঁহে, সনাতন-দ্বিজগৃহে, ঐকগৃহে করিলা ভোজনে ॥ উলসিত আইওগণ, যুক্তি করে মনে মন, করে করি কর্পূর তাম্বুল। দেখিব নয়ন ভরি, শ্রীগৌরাঙ্গচান্দ হরি, বাসরেতে বসিলা ঠাকুর ॥ বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া, বাসরে মিলিলা গিয়া, আইওগণে মনে অনুমানে। এই লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণু বিশ্বম্ভর হঞা, পৃথিবীতে কৈল অবধানে ॥ নানাবিধ জানে কলা, করে করি দিব্য মালা, তুলি দিল বিশ্বম্ভর গলে। হিয়া অভিলাষ করে, যে আছিল অন্তরে, মনঃকথা বিকাইনু তোরে ॥ কেহ গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন, পরশিতে বাড়ে উনমাদ। করি নানা পরসঙ্গে, ঢুলিয়া পড়য়ে অঙ্গে, পূরাইল জনমের সাধ ॥ পরমসুন্দরী যত, সভে হৈলা উনমত, বেকত মনের নাহি কথা। রসের আবেশে হাসে, ঢুলি পড়ে গোরাপাশে, গরগর কামে উনমতা ॥ বাটা ভরি তাম্বুলে, দেই প্রভুর পদমূলে, করে দেই কুসুম অঞ্জলি। তার মনঃকথা এই, জন্ম জন্ম প্রভু তুঞি,

আত্ম সমর্পিয়ে ইহা বলি ॥ এইমনে রজনী, গোঙাইল গুণমণি, আইওগণ ভাগ্যের প্রকাশে। প্রভাতে উঠিয়া বিধি, কৈল প্রভু গুণনিধি, কুশণ্ডিকা কর্ম্ম সে দিবসে। তার পর দিনে পহু, মুচকি হাসিয়া লহু, ঘরেরে চলিব বৈল বাণী ॥ পরিজনে পূজা করে, যার যেই দ্রব্য চলে, জয়জয় হৈল শঙ্খধ্বনি ॥ গুবাক চন্দন মালা, করে দিয়া দোঁহে গেলা, সনাতন তাহার ব্রাহ্মণী। শিরে দিয়া দূর্ব্বা ধান, করে শুভ কন্যা দান, চিরজীবী আশীর্ব্বাদ বাণী ॥ তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তরল হইল হিয়া, দেখিয়া সে জনক জননী। সকরুণ কণ্ঠস্বরে, আত্ম সমর্পণ করে, অনুনয় সবিনয় বাণী ॥ সনাতন দ্বিজবর, বোলে হিয়া কাতর, তোরে আমি কি বলিতে জানি। আপনার নিজ গুণে, লৈলে মোর কন্যাদানে, তোর যোগ্য কিবা দিব আমি ॥ আর নিবেদিয়ে কথা, তুমি মোর জামাতা, ধন্য আমি আমার আলয়। ধন্য মোর বিষ্ণুপ্রিয়া, তোর পদ পাইয়া, ইহা বলি গদ গদ হয় ॥ বাষ্প ঝলমল আঁখি, অরুণ বদন দেখি, গদ গদ আধ আধ বোল। বিষ্ণুপ্রিয়াকর নিয়া, বিশ্বম্ভর করে দিয়া, ঢল ঢল নয়নের জলে। তবে পহু শুভক্ষণে, চড়িলা মনুষ্যযানে, সব জন হৃদয়-উল্লাস। নানাবিধ বাদ্য বাজে, শঙ্খ মৃদঙ্গ গাজে, হরিধ্বনি পরশে আকাশ ॥ সম্মুখে নাটুয়া নাচে, যার যেই গুণ আছে, সেইক্ষণে করে পরকাশ। প্রভু যায় চতুর্দ্দলে, লোকে জয় জয় বলে, উত্তরিলা আপন আবাস ॥ শচী হরষিত হঞা, নির্ম্মঞ্ছনসজ্জা লঞা, আইওগণ সঙ্গতি করিয়া। জয় জয় মঙ্গল পড়ে, সর্ব্ব লোক হরি বলে, নানা দ্রব্য ফেলায় ছিনিয়া ॥ সম্মুখে মঙ্গল-

ঘট, কায়বার পঢ়ে পাঠ, বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণে। বিষ্ণু-প্রিয়ার কর ধরি, শ্রীবিশ্বম্ভর হরি, গৃহ পরবেশ শুভক্ষণে॥ শচী প্রেমে গর গর, কোলে করি বিশ্বম্ভর, চুম্ব দেই চাঁদ-বদনে। আনন্দে বিভোর হঞা, আইওগণ মাঝে গিয়া, বধূ কোলে শচীর নাচনে॥ আপনা না ধরে সুখে, নানা দ্রব্য দিল লোকে, তুষ্ট হৈলা যত সর্ব্ব জন। বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া, এক মিলি দেখিয়া, গোরাগুণ কহয়ে লোচন॥

রাগ বড়ারি, দিশা॥

মোর প্রাণ আরে গোরাচান্দ নারে হয়॥ ধ্রু॥

তবে সেই মহাপ্রভু আনন্দ কৌতুকে। সুখে নিবসয়ে বন্ধু বান্ধব সহিতে॥ নবদ্বীপপুরবাসী যতেক ব্রাহ্মণ। ধন্য ধন্য বলি সব সভায় কথন॥ লৌকিক সৎক্রিয়াবিধি পঢ়ে শিষ্যগণ। আপনি পঢ়ায় প্রভু পুরুষরতন॥ বৃহস্পতি জিনি কবি কাব্য সব জানে। আপনি ঈশ্বর স্তুতি কি বলি বচনে॥ শিষ্যের মহিমা কেবা কহিবাবে পারু। আপনে পঢ়ায় যারে অখিলের গুরু॥ কোটিসরস্বতী-কান্ত প্রভু বিশ্বম্ভরে। বিদ্যা-রসে কৃপা করে পণ্ডিত সকলে॥ এই মত লোকশিক্ষা করে বিশ্বম্ভর। গয়া করিবারে যাব করিলা অন্তর॥ পিতৃ-পিণ্ডদান দিব গয়াশির'পরি। গদাধর আদি বিষ্ণুপদে নমস্করি॥ এত বলি শুভযাত্রা করিলা ঠাকুর। সঙ্গতি চলিলা বিপ্রগণ মহা-কুল॥ শচীর অন্তর পোড়ে গদগদ ভাষ। পুত্রের নিকটে গিয়া ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ প্রবাসে যাইবে তুমি শুন বিশ্বম্ভর। তোমা না দেখিলে অন্ধকার ঘোর মোর॥ আন্ধলের লড়ি যেন নয়নের তারা। এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা॥

পিতৃগণ নিস্তার করিতে যাবে তুমি। আপন লাগিয়া তোরে কি বলিব আমি॥ এতেক বচন যদি বৈল শচী মাতা। মধুর বচনে তারে প্রবোধিল কথা॥ তোমার নিকটে যেন আছি নিরন্তর। এমন জানিবা মাতা কহিল উত্তর॥ পুত্র পিণ্ড লাগি প্রয়োজন সর্ব্বলোকে। মোরে কৃপা-আজ্ঞা দেহ না করিহ শোকে॥ চলিলা ত মহাপ্রভু গয়া করিবারে। সঙ্গে চলে প্রিয়গণ হরিষ অন্তরে॥ যে পথে চলয়ে প্রভু শচীর নন্দন। সে পথের লোক দেখি জুড়ায় নয়ন॥ বাল বৃদ্ধ পঙ্গু জড় ধায় দেখিবারে। পশু পক্ষী ধায় সব অশ্রু নেত্রে ঝরে* ॥ কুলবধূ ধায় সব কুল ত্যাগ করি। সবে বলে হের দেখ ব্রজের শ্রীহরি॥ ইহা বলি ধায় লোক না বান্ধয়ে কেশ। উন্মত্ত করিলা প্রভু ভ্রমি সব দেশ॥ সর্ব্বপথে এই মতে সর্ব্ব-লোক ধায়। সর্ব্বলোকে প্রেমরসসাগরে ভাসায়॥ ইতি মধ্যে পরম দুষ্কৃতি কোন জীব। সংসার সুখেতে মগ্ন সেই তার বীজ॥ পথে যাইতে এক ঠাঞি দেখে গৌরহরি। কুরঙ্গ কুরঙ্গী কেলি করে এক মেলি॥ মৃগের কৌতুক দেখি ভেল কুতূহল। প্রাকৃত লোকের মত হাসে খল খল॥ লোভ মোহ কাম ক্রোধে মত্ত পশুগণ। কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত সর্ব্ব-জন॥ সঙ্গিগণে হাসিয়া বুঝান ভগবান্। যে বুদ্ধি পশুতে সে মানুষে বিদ্যমান॥ কৃষ্ণজ্ঞান হৈলে মাত্র পশুর শরীরে। মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ পশু বলি তারে॥ এতেক বুঝায় প্রভু জগতের গুরু। চলিলা পথেতে প্রভু বাঞ্ছা-কল্পতরু॥ তবে

---

* "প্রেমবতী নারী যত গোরাচাঁদ হেরি।
স্বরূপে জানিল যত ব্রজের শ্রীহরি॥" পাঠান্তর।

সেই চীর নামে আছে এক নদী। স্নানদান কৈল প্রভু যে আছিল বিধি॥ দেবপূজা পিতৃপূজা করি হরষিতে। মন্দারে উঠিলা প্রভু দেবতা দেখিতে॥ দেবতা দেখিয়া প্রভু নামিলা সত্বরে। পর্ব্বত নিকটে বাসা ব্রাহ্মণের ঘরে॥ হেন কালে বিশ্বম্ভর-সঙ্গের ব্রাহ্মণ। সে দেশের বিপ্র দেখি দূষে তার মন॥ দেশ-আচরণ তারা করে যথাবিধি। দেখিয়া ব্রাহ্মণগণে নাহি বিপ্রবুদ্ধি॥ ব্রাহ্মণে অবজ্ঞা দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর। প্রকাশিব দ্বিজভক্তি করিলা অন্তর॥ আচম্বিতে প্রভুদেহে আইল মহাজ্বর। জ্বর দেখি ত্রাস পায় সভার অন্তর॥ বলিলা ঠাকুর শুন শুন সর্ব্বজন। দেব পিতৃ-কার্য্যে বিঘ্ন ভেল কি কারণ॥ না জানি কি মোর দোষ সঙ্গিগণ দোষে। শ্রেয়ঃকার্য্যে বিঘ্ন হয় বড় অসন্তোষে॥ সর্ব্ববিঘ্ন-নিবারণ আছয়ে উপায়। বিপ্রপাদোদক মোরে দেহত জুয়ায়॥ বিপ্রপাদোদক খাইলে সর্ব্বপাপ হরে। এখনে ঘুচিবে জ্বর কি করিতে পারে॥ সেই খানে সেই দেশী আছিল ব্রাহ্মণ। আপনে উঠিয়া তার পাখালে চরণ॥ বিপ্র-পাদোদকপান কৈল বিশ্বম্ভর। প্রকাশিলা দ্বিজভক্তি পলাইল জ্বর॥ সঙ্গের সে দ্বিজবর বলে চাটুবাণী। আমার অন্তর দোষে দুঃখ পাইলে তুমি॥ কুৎসিত আচার দেখি মোর মন দোষে। মোর মন দোষে তুমি পাইলে অস-ন্তোষে॥ এখনে ব্রাহ্মণভক্তি প্রকাশিলে তুমি। অপরাধ কৈলু দোষ ক্ষমিবে আপনি॥ তুমি সে ব্রহ্মণ্য দ্বিজভক্তি-অধিকারী। ভৃগুমুনি-পদচিহ্ন নিজ বক্ষে ধরি॥ নিজভক্তি-মহিমা প্রকাশ নিজ সুখে। জগতের নিস্তার করহ এই-

রূপে ॥ জয় বিশ্বম্ভর প্রিয় জয় দ্বিজরাজ। তোমায় সেবিলে সিদ্ধ হয় সব কাজ ॥ নমঃ দ্বিজবল্লভ দয়ালু গৌরহরি। নমঃ ধর্ম্মসংস্থাপন সর্ব্ব-অধিকারী ॥ সঙ্গির এতেক বাক্য শুনি বিশ্বম্ভর। ক্ষমা কৈলা সভাকার দোষ বহুতর ॥ ইহারা পূজয়ে মধুসূদন ঠাকুর। এ সকল ত্যজ্য নহে না ভাবিহ দূর ॥ কৃষ্ণ না ভজিলে দ্বিজ নহে কদাচিৎ। পুরাণে প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত ॥

তথাহি ॥

চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥ ২৪ ॥

ইহা বলি সঙ্গের ব্রাহ্মণে তুষ্ট হইয়া। দোষ ক্ষমাইলা তারে প্রসন্ন হইয়া ॥ এই মনে প্রভু দ্বিজভক্তি প্রকাশিয়া। পুনঃ পুনানদী-তীর্থে উত্তরিলা গিয়া ॥ স্নান দেবার্চ্চন তথি করিল তখন। পিতৃকার্য্য সমাধিয়া করিলা গমন ॥ তবে ত উত্তম তীর্থ রাজগিরি নাম। ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া প্রভু কৈল স্নান-দান ॥ দেবপূজা পিতৃপূজা করিলা তথায়। বিষ্ণুপদ দেখি-বারে চলিলা ত্বরায় ॥ যাইতে দেখিল পথে এক ন্যাসিবর। মহাভাগবত নাম পুরী যে ঈশ্বর ॥ প্রণাম করিয়া তারে বৈল বিশ্বম্ভর। বড় ভাগ্য দেখিল যে চরণযুগল ॥ চরণে পড়িয়া কান্দে বচন কাতর। করুণ অরুণ আঁখি করে ছলছল ॥ কেমনে তরিব এই সংসারসাগরে। কৃষ্ণপাদাম্বুজে ভক্তি দেহ না আমারে ॥ কৃষ্ণদীক্ষা বিনু দেহ অকারণ লেখি।

চণ্ডাল জাতিও যদি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হন, তবে তিনি মুনি হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রাহ্মণও বিষ্ণুভক্তিবিহীন হইলে সে শ্বপচ অর্থাৎ চণ্ডালেরও অধম ॥২৪॥

পুরাণে এ সব বাক্য সাধুমুখে সাক্ষী ॥ ঐছন শুনিয়া বাণী পুরী যে ঈশ্বর। নিভৃতে কহিলা তারে মহামন্ত্র-বর ॥ গোপী-নাথ মহামন্ত্র পাঞা বিশ্বম্ভর। পুলকিত সব অঙ্গ হরিষ অন্তর ॥ নয়নে গলয়ে নীর পুলকিত অঙ্গ। রাধা রাধা বলি সুখ বাঢ়িল তরঙ্গ ॥ ব্রজের যতেক ভাব সব মনে হৈল। বিশেষে মাধুর্য্যরসে মন ডুবাইল ॥ রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া কলেবর। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চস্বর ॥ বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন বলি ডাকে হাসে। কালিন্দী যমুনা বলি গরজে উল্লাসে ॥ ক্ষণে ডাকে বলরাম শ্রীদাম সুদাম। ক্ষণে নন্দ যশোদা বলিয়া করে নাম ॥ ধবলী সামলী বলি গরজে গভীর। ক্ষণে সখী বলি প্রভু পড়য়ে অস্থির ॥ ক্ষণে দাস্যভাবে তৃণ দশনে ধরিয়া। ক্ষণে অহঙ্কার করে আমি সে বলিয়া ॥ ধরিনু পর্ব্বত আমি মারিনু অঘাসুর। মারিনু পূতনা আদি যতেক অসুর ॥ ইহা শুনি শ্রীঈশ্বর পুরী নিজসুখে। ত্রিভঙ্গ মুরলীমুখ দেখয়ে প্রভুকে॥ মাধবেন্দ্রপুরী কথা হইল স্মরণ। জানিল সে কৃষ্ণচন্দ্র প্রকট এখন ॥ ক্ষণে যে ত্রিভঙ্গ হঞা বংশী মুখে রহে। ক্ষণে চমকিত হঞা চৌদিকেতে চাহে ॥ নয়নে গলয়ে নীর গদ গদ ভাষ। মধুর বচনে করে গুরুর সম্ভাষ ॥ তোর পদ-পরসাদে হইনু কৃতার্থ। আজি হৈতে জন্ম দেহ ভৈগেল যথার্থ ॥ গুরুভক্তি প্রকাশিয়া চলিলা ত প্রভু। ফল্গুনামা নদী দেখি হাসে লহু লহু ॥ পূর্ব্ব সঙরণ হইল হরিষ বিষাদে। সীতা সঙরিয়া হইল পরম প্রমাদে ॥ দেবপূজা পিতৃপূজা কৈল স্নান দান। প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করিলা বিধান ॥ ব্রাহ্মণেরে দিল ধন পিতার উদ্দেশে।

উদীচী করিয়া কৈল দক্ষিণ মানসে॥ উত্তর মানস করি জিহ্বালোল তীর্থ। দেব পিতৃ-পূজা করি বিলাইল অর্থ॥ তবে গয়া উত্তরিল অতি হৃষ্টমনে। দেখিতে বাঢ়িল আর্ত্তি বিষ্ণুর চরণে॥ ষোড়শ বেদিকা প্রভু পিণ্ডদান করে। উৎকণ্ঠা বাঢ়িল বিষ্ণুপদ দেখিবারে॥ সর্ব্ব কার্য্য সমাধিয়া চলিলা ত্বরিতে। বিষ্ণুপদ দেখিবারে হরষিত চিতে॥ বিষ্ণুপদচিহ্ন আমি দেখিব নয়নে। হরিযে অন্তরকথা কহে মনে মনে॥ এত ভাবি উত্তরিলা বিষ্ণুপদে আসি। পরম আনন্দে দণ্ডবৎ করি বসি॥ বোলয়ে গৌরাঙ্গ শুন শুন সর্ব্বজন। কেমন করয়ে বিষ্ণুপদ দেখি মন॥ বিষ্ণুপদচিহ্ন আমি দেখিল নয়নে। দেখিয়া ত প্রেমোদয় না হইল কেনে॥ ইহা বলি মহাপ্রভু পাখালে বিষ্ণুপদ। অভিষেক করি কৈল হিয়ার প্রসাদ॥ ভক্তি প্রকাশিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর হরি। প্রকাশ করয়ে গোরা গুণ-অধিকারী॥ কম্প পুলক ভেল প্রেমার আরম্ভ। নয়নে গলয়ে ধারা ক্ষণে হয় স্তম্ভ॥ বিভোল হইলা প্রভু পাদাব্জ দেখিয়া। প্রেমে মহামহোৎসবে বলয়ে নাচিয়া॥ গয়াশিরে পিণ্ডদান পাদাব্জ উপর। আনন্দে নাচয়ে সঙ্গে ব্রাহ্মণ সকল॥ আর দিনে মনঃকথা বাঢ়াইল চিতে। মধুপুরী যাত্রা প্রভু কৈল আচম্বিতে॥ সঙ্গের ব্রাহ্মণগণে কহিল বচন। বৃন্দাবন দরশনে করহ গমন॥ শুনিয়া সঙ্গতিগণ কুণ্ঠিত হইলা। যাইতে নারিব ব্যয় অলপ হইলা॥ প্রভু কহে ভক্ষ্য-সঙ্গে মনুষ্যের জন্ম। না বুঝি বিকল হঞা করে কত কর্ম্ম॥ সার্থক মনুষ্য-জন্ম কৃষ্ণ যদি ভজে। না ভজিলে কৃষ্ণ, দুঃখসাগরেতে মজে॥ এই মত বুঝাইয়া প্রভু

গৌরহরি। গয়া হইতে বৃন্দাবন প্রভু যাত্রা করি॥ সঙ্গিগণ সঙ্গে করি চলিলা আপনি। হেন কালে উঠি গেল আকাশেতে বাণী॥ নূতন মেঘের যেন গভীর গর্জ্জন। বিশ্বম্ভর সম্বোধিয়া কহিল বচন॥ শুন শুন মহাপ্রভু অহে বিশ্বম্ভর। না যাইবে বৃন্দাবন যাহ নিজ ঘর॥ সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবে পর্য্যটন। সময়ের বশ হইঞা যাবে বৃন্দাবন॥ এই মত দৈববাণী শুনি নিজকর্ণে। গমন নিরোধ কৈল সঙ্গের ব্রাহ্মণে॥ লেউটিয়া মহাপ্রভু ঘরেরে চলিলা। ক্রমে ক্রমে পদব্রজে নদীয়া আইলা॥ নমস্কার করি শচী মায়ের চরণে। ঘরেরে বিদায় দিলা যত সঙ্গিগণে॥ পুত্র কোলে করি শচী আনন্দিত মনে। হরিষে প্রেমার নীর ঝরে দুনয়নে॥ পুলকিত সব অঙ্গ কম্প কলেবর। আনন্দে ধাইল সব নদীয়া-নাগর॥ বিষ্ণুপ্রিয়া হিয়া মাঝে আনন্দ হিল্লোল। ধরিতে না পারে অঙ্গ সুখের নাহি ওর॥ আনন্দে আইলা প্রভু আপন আবাস। গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

বরাড়ি রাগ॥

দ্বিজচাঁদ (মূর্চ্ছা)। না হারে আরে হয়॥

নবদ্বীপচরিত্র সে অপরূপ কথা। অমিয়া মাখিল গোরাচাঁদ গুণগাথা॥ লোক বেদ অগোচর নদীয়াচরিত। শ্রবণমঙ্গল হয় সভার পিরিত॥ শিব শুক নারদ এ লখিমী অনন্ত। যার মতে আপনাকে মানে ভাগ্যবন্ত॥ আমি ছার কি বলিব অতি বুদ্ধিহীন। ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান নাহি নিশা দিন॥ পশুর চরিতে মোর আচরণ একে। তাহাতে অধম বলি লিখিয়ে আমাকে॥ সব অবতারসার

গোরা-অবতার। তাহাতে নদীয়াপুর প্রেমার প্রচার ॥

প্রণতি করিয়া বোলু বৈষ্ণবচরণে। কৃপা কর গোরাগুণ বল মো বদনে ॥ অধম বলিয়া ঘৃণা না করিবা মোরে। পতিতের প্রাণ লোক বলে তো' সভারে ॥ নিজগুণে দয়া করি কর পরসাদ। গোরাগুণ গাও মুখে বড় লাগে সাধ ॥ গৌরপদ-কমলে মো কর পরণতি। তিলেক করুণা-দিঠে কর অবগতি ॥ শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার। এই ত ভরসা গুণ বলি যে তোমার ॥ নহে বা অধমাধম মুঞি পাপ ছার। তব গুণ কহিবারে কিবা অধিকার ॥ অধিকারী নহ মুঞি কর পরমাদ। তোর গুণ কহিবারে বড় লাগে সাধ ॥ যে হউ সে হউ কথা কহিব অবশ্য। সাবধানে শুন কথা নদীয়ারহস্য॥ জানি বা না জানি কহি বড় প্রিতি আশে। আদিখণ্ড সায় কহে এ লোচনদাসে ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে আদিখণ্ড সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

ণ' নাচাড়ী ॥ ২৪ ॥ শ্লোকৌ ॥ ২ ॥

---

† সূত্রখণ্ডের শেষে ৫৭ পৃষ্ঠে "লাচারি" স্থলে "নাচাড়ী ॥ ২০ ॥" এইরূপ পড়িতে হইবে। এইপ্রকার সূত্রখণ্ডে ৪০ পৃষ্ঠে "অগ্রা অধ্বময়া যজ্ঞা ময়া বৃদ্ধা ন সংশয়ঃ।" এই স্থলে "অজায়ধ্বমজায়ধ্বমজায়ধ্বং ন সংশয়ঃ।" এইরূপ অপর পুস্তকের পাঠ দেখা যায়। বস্তুতঃ পূর্ব্ব পাঠে শ্লোকার্থের কথঞ্চিৎ সঙ্গতি হয় কিন্তু পূর্ব্বের পয়ারের সহিত সঙ্গতি হয় না। দ্বিতীয় পাঠে সংস্কৃত পদ কয়টী একরূপ সঙ্গত হইলেও মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া সঙ্গত হয় না ও পূর্ব্ব পয়ারের সহিত মেলও থাকেনা। বরং "অজায়েঽহমজায়েঽহমজায়েঽহং স সংশয়ঃ।" এরূপ পাঠ-কল্পনা করিলে একপ্রকার প্রকৃতার্থের সঙ্গতি হইতে পারে। যাই হৌক্ বিবেচক পাঠক এ বিষয় বিবেচনা করিবেন।

এখন প্রকৃত বিষয় দেখা যাক্। কৃত্তিবাসের সময়ে (১৪৬০ শঃ) অথবা তাহার পূর্ব্বেই বোধ হয় দেশমধ্যে পাঁচালী-গীতের সৃষ্টি হইয়াছিল। পাঁচালী-শব্দ পাঞ্চালী শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ সংস্কৃতের পাঞ্চালী-রীতির সহিত পাঁচালীর কিছু সাদৃশ্যও দেখা যায়। যাহা হউক ঐ সময়েই লোকে মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী, সত্যনারায়ণ প্রভৃতির পাঁচালী, বাদ্য ও স্বর-সংযোগে গান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কৃত্তিবাস-কৃত রামায়ণানুবাদ পাঁচালীর অনুকরণে রচিত। তিনি সর্ব্বদাই নিজ রচনাকে গীত পাঁচালী ও নাচাড়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লোচনদাসও অনেকস্থলে "পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে এ লোচনদাস" এইরূপ লিখিয়াছেন। পাঞ্চালী হইতে পাঁচালী এবং পাঁচালী হইতেই "নাচাড়ী" শব্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা অনুমান-সিদ্ধ। কিন্তু প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে দেখা যায় ত্রিপদী স্থলেই নাচাড়ী শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (শ্রীযুক্ত রামগতিন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই মত)। এই পুস্তকের প্রতিখণ্ডে যে নাচাড়ীর সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাও প্রতি-খণ্ডে গীত পাঁচালীর সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

চৈতন্য-মঙ্গল।

মধ্যখণ্ড।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

করুণ শ্রী রাগ ॥

জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ। কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥ আদিখণ্ড সায় মধ্যখণ্ডের আরম্ভ। যা শুনিলে প্রেমধন পাবে অবিলম্ব ॥ মধ্যখণ্ড কথা কহি অমৃতের সার। নদীয়াবিহার যাতে প্রেমার প্রচার ॥ জগাই মাধাই পাপী যাতে উদ্ধারিলা। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম যারে তারে দিলা ॥ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রকাশ। পতিত উদ্ধার হেতু যাহাতে সন্ন্যাস ॥ কহিব এ সব কথা অমৃতের খণ্ড। যা শুনিলে ঘুচে জীবের অন্তর পাষণ্ড ॥ নদীয়া আসিয়া প্রভু আনন্দিতচিতে। সুখে নিবসয়ে নিজ বান্ধব সহিতে ॥ নবদ্বীপ-বাসী যত ব্রাহ্মণকুমার। সৎকুলসম্ভব তারা অতি শুদ্ধাচার ॥ বড়ই সুকৃতী তারা ধন্য তিন লোকে। আপনে ঠাকুর বিদ্যা দান দিল যাকে ॥ সব শিশুগণে এক দিনে গৌরহরি। বলিল সভারে প্রভু অনুগ্রহ করি ॥ পঢ় এক

সত্য বস্তু কৃষ্ণের চরণ। সেই বিদ্যা যাতে হরিভক্তির লক্ষণ॥ তাহা বিনু অবিদ্যা সকল শাস্ত্রে কহে। রাধাকৃষ্ণ ভক্তি বিনা কেহ সঙ্গী নহে॥ বিদ্যা-কুল-ধনমদে কৃষ্ণ নাহি পায়। ভক্তিতে সে অনায়াসে পাই যদুরায়॥ ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ দেখহ বিচারি। এত কহি শ্লোক পঢ়ে শাস্ত্র-অনুসারি॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ধৃতং দাক্ষিণাত্যকবিবাক্যং॥

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং।
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিম্বা সুদাম্নো ধনং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং নচ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥২৫॥

এই মনে শিষ্যগণে বুঝায় ঠাকুর। প্রকাশিব নিজ প্রেমা আনন্দ প্রচুর॥ এক দিন নিজ গৃহে আছেন শুইয়া। কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে কান্দে বিহ্বল হইয়া॥ রাধাভাবে ব্যাকুল হইয়া প্রভু ডাকে। মাথুর-বিরহে হাত মারে নিজ বুকে॥ আরেরে অক্রুর মোর কৃষ্ণ লঞা গেলি। ইহা বলি কান্দে প্রভু করিয়া বিকলি॥ কুব্জা কুৎসিতমতি কৃষ্ণ নিল মোর।

ব্যাধের কি আচার ছিল, ধ্রুব মহাশয়ের কি বয়ঃক্রম ছিল, গজেন্দ্রের কি বিদ্যা ছিল, যদুবংশাবতংস বিদুর মহাশয়ের কি বংশমর্য্যাদা ছিল (কারণ তিনি ব্যাসের ঔরসে বিচিত্রবীর্য্যের দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন), উগ্র অর্থাৎ উগ্রসেনের কি পৌরুষ ছিল (কারণ, নিজ পুত্র কংস তাঁহার রাজ্যকে আত্ম-সাৎ করিয়াছিলেন), কুব্জার কি রূপ ছিল (সে ত ত্রিবক্রা) এবং (ধন থাকিলেই যদি ভগবৎপ্রীতি হইত, তবে দরিদ্র) সুদামা বিপ্রের কি ধন ছিল, অর্থাৎ কিছুতেই ভগবান্ তুষ্ট হন না. কেবল ভক্তিতেই ভগবান্ তুষ্ট হয়েন, অন্য অপর কোন গুণেই তুষ্ট হয়েন না॥ ২৫॥

হঠরতি লম্পট যুবতি-মনচোর॥ ইহা বলি কান্দে প্রভু গরজে হুঙ্কার। পুলকে আকুল অঙ্গ ভাব চমৎকার॥ বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বম্ভরে পুছে। কি লাগিয়া কান্দ বাপ দুঃখ তোর কিসে॥ মায়ের বচন শুনি না দিলা উত্তর। রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে বিভোর॥ তবে সেই শচী-দেবী মনে মনে গণে। কৃষ্ণ-অনুগ্রহ প্রেম জানিল লক্ষণে॥ বড় ভাগ্য শচীদেবীর সর্ব্বশাস্ত্র জানে। পুত্রের সম্মুখে কয় মধুরবচনে॥ শুন শুন আরে বাপ মোর সোণার সুত। জগদ্-দুর্ল্লভ তোর দেখো অদভুত॥ যথা তথা যাও তুমি পাও যত ধন। আনিয়া আমার ঠাঞি কর নিবেদন॥ গয়ায় পাইলে কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন। দেবতাদুর্ল্লভ বস্তু অমূল্য রতন॥ আমারে করুণা যদি দয়া থাকে চিতে। দেহ কৃষ্ণ-প্রেমধন ডরাঙ চাহিতে॥ এতেক বচন যদি শচী-দেবী বৈল। হৃদয়-দরব প্রভু চাহিতে লাগিল॥ বৈষ্ণব-প্রসাদে প্রেম পাবে মাতা তুমি। নিশ্চয় জানিহ কথা কহিলাম আমি॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অতি হৃষ্টচিতে। তখনে পাইল ভক্তি প্রেম আচম্বিতে॥ পুলকিত সব অঙ্গ কম্পে কলেবর। নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে হৃদয় উল্লাস। কহয়ে লোচন গোরা প্রথম প্রকাশ॥

শ্রী রাগ॥

তবে বিশ্বম্ভর পহু প্রেমে গরগর। আছয়ে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর॥ তার ঘরে কান্দে প্রভু প্রেমায় বিভোর। নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর॥ নাসিকায় বহে শ্লেষ্মা

অতি নিরন্তর। নিরবধি ফেলে তাহা বিপ্র শুক্লাম্বর॥ ভূমে লোটাইয়া কান্দে রজনী দিবস। সন্ধ্যার সময়ে প্রশ্ন করয়ে বিরস॥ দিবসে কহয়ে প্রভু কত রাত্রি যায়। সব জনে কহে দিবা রাত্রি নাহি হয়॥ তবে সেই মত প্রভু প্রেমেতে বিবশ। রোদন করয়ে পুন আনন্দ-অবশ॥ প্রহরেক রাত্রি গেলে দিন বলি পুছে। দিন নাহি হয় কহে কাছে যত আছে॥ প্রেমায় বিভোর নাহি জানে দিবা রাতি। কারো মুখে কৃষ্ণনাম শুনি পড়ে ক্ষিতি॥ কৃষ্ণ-গুণ-নাম গীত কেহ যদি গায়। শুনিয়া তখনি কান্দে ধরণী লুটায়॥ ক্ষণে দণ্ডবৎ করি করে পরণাম। ক্ষণে উচ্চ স্বর করি গায় কৃষ্ণনাম॥ সকরুণ কণ্ঠ ক্ষণে কম্পে কলেবর। পুলকিত অঙ্গ জিনি কদম্বকেশর॥ নিরন্তর পরবশ ক্ষণেকে প্রবোধে। সেই ক্ষণে স্নান দান জন-উপরোধে॥ সেই কালে পূজা করে অন্ন নিবেদন॥ ভোজন করয়ে প্রভু প্রসাদ তখন॥ হেন মতে কৌতুকে সে সব দিন যায়। সকল রজনী নিজগুণে নাচে গায়॥ হেনরূপে কৌতুকে সে রজনী দিবস। লোকশিক্ষা করে প্রভু ভুঞ্জে প্রেমরস॥ আপনে আপন রস করে আস্বাদন। মুখ্য এই হেতু কথা শুন সর্ব্ব জন॥ জীব-উদ্ধারণ-হেতু গৌণ করি মানি। এই হেতু অবতার বলি শিরোমণি॥ সব অবতার লীলা দেহেতে প্রকাশ। সব অবতার সঙ্গী সঙ্গে সব দাস॥ নবদ্বীপে উদয় করিল গৌরচন্দ্র। দূর কৈল জগজন-হৃদয়ের অন্ধ॥ করুণা-কিরণে কলিযুগ হৈল আলা। ঘুচিল সকল লোকের হৃদয়ের জ্বালা॥ ভকত-চকোর সব আসিয়া মিলিলা। প্রেমা-

মৃত পান করি সভাই ভুলিলা॥ মিলিলেন গদাধরপণ্ডিত গোসাঞিং। নরহরি মিলিয়া রহিলা তার ঠাঞিং॥ শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ বক্রেশ্বর। শ্রীধরপণ্ডিত নবদ্বীপে যার ঘর॥ শ্রীমান্ সঞ্জয় পণ্ডিত ধনঞ্জয়। শুক্লাম্বর নীলাম্বর আদি মহাশয়॥ শ্রীরামপণ্ডিত আর মহেশপণ্ডিত। হরিদাস নন্দন আচার্য্য সুচরিত॥ রুদ্রপণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর। অনেক মিলিলা সে গৌরাঙ্গ-অনুচর॥ নাম ক্রমে লিখন না হয় তা সভার। সম্বরণ নহে গ্রন্থ হয় ত অপার॥ নানাদেশে যতেক আছিলা ভক্তগণ। মাতাইল সব লোকে দিয়া প্রেমধন॥ সমভাবে সব জীবে করুণা করিয়া। ভক্তসঙ্গে নাচে গোরা প্রেম বিনোদিয়া॥ তবে সেই বিশ্বম্ভর আর এক দিনে। শ্রীবাস পণ্ডিত আর তার ভ্রাতৃগণে॥ এ সব সহিতে প্রভু পথে চলি যায়। শুনয়ে বংশীর ধ্বনি না জানি কে গায়॥ গান্ধর্ব্বার ভাবে বংশীধ্বনিকে শুনিয়া। কান্দিয়া কান্দিয়া বলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥ বিভোর হইয়া দণ্ড-পরণাম করে। রোদন করয়ে নানাবিধ প্রেমভরে॥ অবশ হইল প্রভু নৃত্যের আবেশে। নিজজনে আশীর্ব্বাদ করে অট্টহাসে॥ শিষ্যগণ সঙ্গে ক্ষণে অলৌকিক কহে। ক্ষণে উনমাদ ক্ষণে নিঃশবদে রহে॥ শ্রীবাস পণ্ডিত আর রামনারায়ণ। মুকুন্দ সহিত গেলা শ্রীবাস ভবন॥

চৌদিকে বেঢ়িয়া ভক্তমাঝে গৌরহরি। মদে মাতোয়াল যেন কিশোরা কিশোরী॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ভূমিতে লুটায়। হরি হরি বলিয়া কান্দয়ে উচ্চরায়॥ রাত্রি দিনে প্রেমানন্দ পুলকিত তনু। আন-পরসঙ্গ নাহি কৃষ্ণকথা

বিনু ॥ এক কালে নিজ ঘরে আছে প্রেমে ভোরা। রোদন করয়ে আঁখি পাঁচ সাত ধারা॥ কি করিব কোথা যাব কেমন উপায়। শ্রীকৃষ্ণে আমার মতি কোন মতে হয়॥ ইহা বলি রোদন করয়ে আর্ত্তনাদে। কাতরবচন শুনি সবভক্ত কান্দে॥ হেন কালে দৈববাণী উঠিল সাদরে। "আপনে ঈশ্বর তুমি শুন বিশ্বম্ভরে॥ প্রেম প্রকাশিতে মহী কৈলে অবতার। নিজ করুণায় প্রেমা করিবে প্রচার॥ ধর্ম্ম-সংস্থাপন ক্ষিতি করিবে কীর্ত্তন। খেদ না করিহ কার্য্য কর আরোপণ॥ তোমার প্রসাদে কলি নিস্তারিব লোক। নিজ প্রেমা দিয়া সব ঘুচাইব শোক॥ সংশয় নাহিক ইথে সুনহ বচন। খেদ দূর করি কর নিজ সঙ্কীর্ত্তন॥" এতেক বচন যবে দৈবমুখে শুনি। অন্তর হরিষ কিছু না কহিল বাণী॥ তার পর দিনে শুন অপরূপ কথা। অমিয়া মাখিল বিশ্বম্ভর গুণ-গাথা॥ মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা এক দিন। গুপ্ত পুলকিত সব আবেশের চিহ্ন॥ দেবতার ঘরমধ্যে প্রবেশ করিল। আবেশে বিহ্বল কিছু কহিতে লাগিল॥ প্রেম-নীর ধারা বহে নয়নসাগরে। সুরধুনী ধারা বহে সুমেরুশিখরে॥ কহে সব লোক হের দেখ অপরূপ। পর্ব্বত-আকার এক বরাহ সম্মুখ॥ মহাবেগে আইসে হের দেখহ বরাহে। দন্ত-সারি আইসে মোরে মারিবারে চাহে॥ দুই দন্ত সারি মোরে মারিবে শূকর। ইহা বলি প্রবেশিল দেবতার ঘর॥ বরাহ-মূরতি * পুন হইলা তখন। কর চরণেতে মহী করে পর্য্য-টন॥ রাতুল আকার রাঙ্গা চরণ লোচন। মহাপরাক্রম মহা-

* "বরাহ-মূরতি" স্থলে "বরাহ-আবেশ" পাঠান্তর।

হুঙ্কার গর্জ্জন ॥ সেই খানে ছিল এক পিত্তলের পাত্র। ঊর্দ্ধমুখে ধরিল দশনে ক্ষণমাত্র ॥ পিত্তলের পাত্র ছাড়ি বিকশে বয়ান। মুরারিকে নিজরূপ করিলা আখ্যান ॥ বেদ উদ্ধারণ-রূপ ধরি ভগবান্। বসিয়া কহয়ে প্রভু পুরুষ প্রধান ॥ কহয়ে স্বরূপ মোর কি জানহ তুমি। মুরারি কহয়ে প্রভু কি জানিয়ে আমি ॥ দণ্ডবৎ করি ভূমে পড়িলা মুরারি। স্বয়ম্ভু না জানে প্রভু চরিত্র তোঁহারি ॥ ইহা বলি পড়িল গীতার এক শ্লোক। প্রাকৃত প্রবন্ধে কহি শুন সর্ব্বলোক ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১০। ১৫ ॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ইতি ॥ ২৬ ॥

আপনি আপনা তুমি জান মহাপ্রভু। তুমি বিনে তোমারে বা জানে আর কেহ ॥ তবে সেই পুনরপি কহে গৌরহরি। বেদের শকতি আমা কে জানিতে পারি ॥ মুরারি কহয়ে পুন কাতর বচন। তব তত্ত্ব নাহি জানে সহস্রবদন ॥ বেদে কি জানিব তোর আচরণ-তত্ত্ব। কেহ নাহি জানে প্রভু তোমার মহত্ত্ব ॥ ইহা শুনি হাসে প্রভু প্রসন্ন-বয়ান। আমারে বিড়ম্বে বেদ শুনহ আখ্যান ॥

তথাহি ॥

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যে,—হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! হে পুরুষোত্তম! (আপনাকে অন্যে জানিতে সক্ষম নহে), কেবল আপনি আপনাকে চিচ্ছক্তি দ্বারা জানেন ॥ ২৬ ॥

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে,—যে পরমাত্মা হরি হস্তপদশূন্য হইয়াও ধাবন ও

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন হি তস্য বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণং ॥ ইতি ॥ ২৭ ॥

বেদে কহে আমি কর এ চরণ-শূন্য। হেন বিড়ম্বনা মোরে নাহি করে অন্য ॥ ইহা বলি হাসে প্রভু প্রসন্নবদন। নাহি জানে বেদ আমা কহিল বচন ॥ তবেত কহিল বৈদ্য করি পরণাম। করুণা করহ প্রভু দেহ প্রেমধন ॥ ঠাকুর কহিল পুন শুনহ মুরারি। আমারে পিরিতি কর এই প্রেমা তোরি ॥ ভজিবে পরমব্রহ্ম নরাকৃতি তনু। ইন্দ্র-নীল বরণ ত্রিভঙ্গ করে বেণু ॥ নবগোরোচনাগর্ভ-গর্ব্ব-ভঙ্গ দ্যুতি। বৃষভানুসুতা নাম মূল যে প্রকৃতি ॥ নব-বরাঙ্গনা কত বল্লবী বল্লভে। সমর্পিবে নিজতনু নন্দসুতে পাবে ॥ চিন্তামণি ভূমিরত্ন মন্দির সুন্দর। কল্পবৃক্ষ রত্নবেদী তাহার উপর ॥ কামধেনুগণ তথা অচিন্ত্যপ্রভাব। অভীষ্ট করিয়া দেহ করি যে সে ভাব ॥ তার অঙ্গছটা নিরাকার ব্রহ্ম বলি। জানিবে এ সব তত্ত্ব কৃষ্ণের মাধুরী ॥ এই মতে সব ভক্তে বলিল ঠাকুর। শুনিয়া সভার হিয়ায় আনন্দ প্রচুর ॥ "শুনিয়া মুরারি কহে প্রভুর চরণে। রঘুনাথ-রূপ প্রভু দেখিব নয়নে ॥ এতেক কহিতে মাত্র দেখে সেই

গ্রহণ করিতে সক্ষম, লোচনবিহীন হইয়াও দর্শন করিতে পারক, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করিতে তৎপর। তিনিই সকল বেদ্য বা জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন, তাঁহার আর কেহ বেত্তা নাই অর্থাৎ তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। সেই পরমাত্মাকেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরাণ পুরুষ বলিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

ক্ষণে। দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম জানকী-জীবনে॥ লক্ষ্মণ ভরত আর শত্রুঘ্নাদি যত। দেখিয়া মুরারি হইল আনন্দে পূরিত॥ বাহ্য দূর গেল ভূমে পড়ি গড়ি যায়। পদ্মহস্ত দিয়া প্রভু শান্ত কৈল তায়॥ বর * দিল প্রেমে পরিপূর্ণ হও তুমি। তুমি হনুমান্ সেই রামচন্দ্র আমি §॥" এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা মন্দিরে। আর দিনে শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘরে॥ সব নিজগণ যত সঙ্গতি করিয়া। বসিয়া কহয়ে গোরা প্রেম প্রকাশিয়া॥ হরি হরি বোল বলে অন্তরে কৌতুক। নিজ-জনে কহে শুন শুন অপরূপ॥ সেই রাধাকৃষ্ণচন্দ্র পাইবা যাহাতে। সেই কথা কহি তোমরা শুন এক চিত্তে॥ ইহা বলি নারদীয় পড়িল এক শ্লোক। ইহার মরম ব্যাখ্যা নাহি জানে লোক॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ইতি ॥২৮

বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, কলিযুগে একমাত্র হরিনামেই জীব মুক্ত হয়, কলিতে আর জীবের অন্য গতি বা উপায় নাই। ইহা দৃঢ় নিশ্চয়। এই কথা সুদৃঢ় করিবার জন্যই "হরের্নাম" এবং "নাস্ত্যেব" অর্থাৎ "নিশ্চয়ই নাই" এই কথার তিন বার উল্লেখ করা হইয়াছে। অথবা সত্যে সমাধি, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা, এই তিনটীই, কলিতে উপকরণ-অভাবে অসম্ভব, সুতরাং ঐ তিনের কার্য্য এই একমাত্র হরিনামেই হইবে। তিনের কার্য্য জীবের মোক্ষসাধন করিতে হরিনামই সক্ষম, এই জন্য দুইটী কথাই তিনবার করিয়া উচ্চারণ করা হইয়াছে॥ ২৮॥

---

* বর = অবশ্যম্ভাবী, আশীর্ব্বাদ = সংশয়িত। এই দুইয়ের ভেদ।

§ "—" এই চিহ্নিত স্থল অপর পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

নামরূপী নামে এক অনাদি পুরুষ। কলি মূর্ত্তিমন্ত আছে না জানে মুরুখ॥ নামরূপী ভগবান্ জানিবে কেবল। সন্দেহ ঘুচাইতে ব্যাস বলে তিন বোল॥ তিন বার বহি আর আছে এক বার। দুরাশয় পাপী জীব জন বুঝাবার॥ হরিনাম মন্ত্রে হয় কৈবল্য তাহার। কেবল কৈবল্য অর্থ জানিবে বিচার॥ নামমাত্র নামাভাস স্পষ্টার্থ ইহার। কৈবল্য সে মুখ্য হয় শাস্ত্র পরচার॥ নামাভাসে মোক্ষ হয় সত্য শাস্ত্রবাণী। নামোদয় প্রেমানন্দ পুরাণে বাখানি॥ ইহা বহি আন দেব মানে যেই জন। তার গতি নাহি তিন-বার এ বচন॥ গো গোপী গোপালসঙ্গে ধ্যান হরিনাম। জানিবে এ সব অর্থ বেদের প্রধান॥ এতেক বলিল গোরা বরাহ-আবেশে। নাম সঙ্কীর্ত্তন করে নাচে প্রেমাবেশে॥ যে শুনয়ে গোরাগুণ নদীয়া-বিহার। অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রেম জনমে তাহার॥ দশনে ধরিয়া তৃণ কহয়ে লোচন। গৌরপদ বিনু মোর অন্য নাহি ধন॥

ধানশী রাগ॥

নবদ্বীপে নিত্যই পূর্ণিমাচান্দ গোরা। প্রকাশয়ে নিজ প্রেম অমৃতের ধারা॥ পিবই চরণামৃত ভকত চকোরা। অগাধ করুণা প্রেমা প্রকাশয়ে গোরা॥ আর এক দিনে কথা শুন অপরূপ। নিজঘরে বসি তেজ কোটি কামরূপ॥ সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ কমললোচন। কহয়ে প্রকট হেন গম্ভীর গর্জ্জন॥ এঘরে কি দেখি চারি পাঁচ ছয় মুখে। দেখিতে বাঢ়য়ে মোর অন্তর কৌতুকে॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিত আছিল প্রভু কাছে। শুনিয়া উত্তর দিল যে বিধান আছে॥ তোমা

দেখিবারে সব দেব আগমন। ব্রহ্মা আদি করি পাঁচ ছয় বদন॥ প্রেমার সমুদ্র তুমি দেহ প্রেম দান। তোরে প্রেম-ধন মাগে সব দেবগণ॥ তবে সেই মহাপ্রভু বসি দিব্যাসনে। এক ভক্ত অঙ্গে অঙ্গ পদ আর জনে॥ শ্রীনিবাস আদি করি যত ভক্তজন। চরণে পড়িয়া তারা করয়ে রোদন॥ বর মাগে তোর পদাম্বুজ-মধু প্রেমা। দেহত সভারে প্রভু করু-ণার সীমা॥ তবে বিশ্বম্ভর প্রভু বলে মেঘনাদে। লেহ তো-সভারে দিল প্রেম পরসাদে॥ তৎকাল হইল প্রেম সব দেবতার। ভাবময় শচীর হইল চমৎকার॥ হা রাধাগোবিন্দ বলি নাচে দেবগণ। দেখিয়া বৈষ্ণবগণ হরষিত মন॥ দেব-গণ নাচে দেবীগণ করি সঙ্গে। অশ্রু পুলক স্বেদ প্রেমার তরঙ্গে॥ ক্ষণে ভূমে গড়ি যায় চরণে পড়িয়া। ক্ষণে উভরায় নাচে হরিবোল বলিয়া॥ ক্ষণে স্তব করে গৌরগোবিন্দ বলিয়া। ক্ষণে দণ্ডবৎ করে চরণে ধরিয়া॥ ক্ষণে পদ মস্তকে ধরিয়া দেবগণ। বর মাগে তোর পদে হউ মোর মন॥ তথাস্তু বলিয়া প্রভু বলে বার বার। প্রেমধন পরিপূর্ণ হউক সভার॥ দেবগণ প্রেম পাই গেলা নিজ স্থানে। দেখিয়া সকল ভক্ত আনন্দিত মনে॥ এতেক করুণা করি ভকতবৎ-সল। করুণা প্রকাশ দেখি বলে শুক্লাম্বর॥ শুক্লাম্বর ব্রহ্ম-চারী বড়ই পবিত্র। তীর্থ-পূত কলেবর মধুরচরিত্র॥ প্রভু-আগে কহে কথা নাহি করে ভয়। প্রেম লোভে কহে কথা যত মনে লয়॥ শুন শুন অহে প্রভু গৌর ভগবন্!। এত দিনে হৈল মোর প্রসন্ন নয়ন॥ নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি আমি। অনেক যন্ত্রনা দুঃখ কিছুই না জানি॥ মধুপুরী দ্বারা-

বতী কৈলু পর্য্যটন। দুঃখিত হঞাছি আমি দেহ প্রেমধন॥ এবোল শুনিয়া প্রভু কহিল উত্তর। মোর এক বোল তুমি শুন শুক্লাম্বর॥ সেবনে কতেক আছে শৃগাল কুক্কুর। আমার কি হৈল তাথে কহিল ঠাকুর॥ হৃদয়ে যাবৎ কৃষ্ণ উদয় না করে। তাবৎ তীর্থের অনুগত নাহি তারে॥ কৃষ্ণপ্রেম বিনু ধর্ম্ম কেহ কিছু নহে। পড়িয়া দেখহ ইহা শাস্ত্রে সব কহে॥

তথাহি॥

মীনঃ স্নানপরঃ ফণী পবনভুঙ্ মেষোঽপি পর্ণাশনঃ
শশ্বদ্ভ্রাম্যতি চক্রিগৌরপি বকো ধ্যানে সদা তিষ্ঠতি।
গর্ত্তে তিষ্ঠতি মূষিকোঽপি গহনে সিংহঃ সদা বর্ত্তত-
এতেষাং ফলমস্তি হন্ত তপসা সদ্ভাবসিদ্ধিং বিনা? ॥২৯॥

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥ ইতি॥ ৩০॥

এবোল শুনিয়া বিপ্র ভূমেতে পড়িল। কাতর হইয়া

মৎস্য চিরদিন জলে থাকে সুতরাং নিত্যস্নায়ী, সর্প পবন-ভক্ষক, মেষ পত্র-ভক্ষক, কলুর বলদ নিত্য ভ্রমণশীল, মৎস্য-গ্রহণার্থ বক সততই ধ্যান-মগ্ন (সুস্থির), মূষিক নিত্যই গর্ত্তস্থায়ী এবং সিংহ বনবাসী, ইহাদের ঐ সকল আচরণকে কি তপস্যা বলিতে হইবে? অর্থাৎ ভাবশুদ্ধি ব্যতিরেকে কিছুতেই ফললাভ হইতে পারেনা॥ ২৯॥

যিনি হরি-আরাধনা করিয়াছেন, তাহার তপস্যায় প্রয়োজন নাই, যিনি হরির আরাধনা করেন নাই, তাহার তপস্যায় প্রয়োজন নাই, যাঁহার কি অন্তর কি বাহ্য সর্ব্বত্রই হরি বর্ত্তমান তাহার তপস্যায় প্রয়োজন নাই, যাহার অন্তর বাহ্য কোথাও হরি বর্ত্তমান নহেন তাহারও তপস্যায় প্রয়োজন নাই॥৩০

কান্দে আরতি বাঢ়িল ॥ অনুগত-আর্ত্তি প্রভু সহিবারে নারে। করুণ অরুণ ভেল গৌর শরীরে ॥ প্রেম দিল প্রেম দিল ডাকে আর্ত্তনাদে। শুক্লাম্বর বিপ্র পাইল প্রেম-পরসাদে ॥ তৎকাল হইল প্রেম কম্প কলেবর। পুলকিত ভেল অঙ্গ নয়-নের জল ॥ হরিষে করয়ে গুণ নাম সঙ্কীর্ত্তন। দেখিয়া সকল লোক অতিহৃষ্ট মন ॥ পণ্ডিত শ্রীগদাধর সর্ব্বগুণধাম। প্রভু কাছে থাকে নিরন্তর লয় নাম ॥ রজনী শুতিয়া ছিলা প্রভুর সংহতি। পরিতোষ বৈল প্রভু দেখিয়া আরতি ॥ পাইবে দুর্ল্লভ প্রেম রজনী-প্রভাতে। মনোরথসিদ্ধি হৈব বৈষ্ণব-প্রসাদে ॥ ইহা বলি অঙ্গমালা দিলা তার গলে। প্রভাতে আইলা সভে প্রভু দেখিবারে ॥ সভারে কহিল প্রভুর রজনী-চরিত। কথা ছলে প্রেম লয় গদাধর পণ্ডিত ॥ অতিহৃষ্ট-মনে স্নান করি গঙ্গাজলে। প্রেমায় অবশ তনু টলমল করে ॥ জগন্নাথ-দেবপূজা করিলা বিধান। পুনঃ পূজা করে নিজপ্রভু বিদ্যমান ॥ সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে করিল লেপন। দিব্যমালা গলে দিয়া করয়ে স্তবন ॥ এইমত প্রতিদিন করে পরিচর্য্যা। শয়নমন্দিরে করে শয়নের শয্যা ॥ চরণ নিকটে নিতি করয়ে শয়ন। নিরন্তর শ্রদ্ধাভক্তি-পর তার মন ॥ প্রভুর সম্মুখে কহে অমৃতবচন। শুনি বিশ্বম্ভর প্রভু আনন্দিত মন ॥ তাহার অমৃত বাণী-সিঞ্চিত * অন্তর। নাচিবারে যায় প্রভু ধরি তার কর ॥ নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া। শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস-বিনোদিয়া॥ গৌরদেহে শ্যাম তনু দেখে ভক্তগণ। গদাধর রাধারূপ হইলা তখন ॥ মধুমতি নরহরি হৈলা সেই

* "সিঞ্চিত" এই পদ ভুল, সিক্ত হওয়া উচিত।

কান্দে। দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে॥ বৃন্দাবন প্রকাশ হইল সেইস্থানে॥ গো গোপী গোপাল সঙ্গে শচীর নন্দনে॥ পূর্ব্বে সখা সখীগণ যেরূপে আছিলা। রস-আস্বাদনে প্রভু সঙ্গে ভক্ত হৈলা॥ অধিষ্ঠাত্রী কামদেব শ্রীরঘুনন্দন। অপ্রাকৃত মদন বলিয়া যে গণন॥ তারা সব পূর্ব্ব দেহ ধরি প্রভু-কাছে। আবরণ ক্রমে তারা প্রভু বেড়ি নাচে॥ দেখি অন্য অবতার সঙ্গীসব কাঁদে। নবদ্বীপে অবতার হইল ব্রজচাঁদে॥ ক্ষণে গৌরলীলা গদাধর করি সঙ্গে। ক্ষণে শ্যামলীলা রাধা রাসরস রঙ্গে॥ চমৎকার লীলা দেখি সব ভক্তগণ। হরি হরি জয় জয় বলে ঘনে ঘন॥ দিন অবসান সন্ধ্যা রম্য দিগন্তর। আচম্বিতে মেঘারম্ভ গগন-উপর॥ ঘন ঘন গরজে গম্ভীর মেঘ-নাদে। দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গণিল প্রমাদে॥ বিঘ্ন উপসন্ন দেখি সভেই দুঃখিত। কেমনে ঘুচয়ে বিঘ্ন চিন্তাপর চিত॥ মেঘ-গণ প্রেম-পরসাদ নিতে আইলা। গৌরলীলা দেখি প্রেমে গর্জ্জিতে লাগিলা॥ তবে মহাপ্রভু সে মন্দিরা করি করে। নামগুণ সংকীর্ত্তন করে উচ্চস্বরে॥ মেঘগণে কৃতার্থ করিব হেন মনে। ঊর্দ্ধমুখে চাহে প্রভু আকাশের পানে॥ দূরে গেল মেঘগণ প্রকাশ আকাশ। হরিষে বৈষ্ণব সব বাঢ়ল উল্লাস॥ নিরমল ভেল শশী রঞ্জিত রজনী। অনুগত গান গায় যাচায় আপনি॥ মেঘগণ নিজরূপ ধরি প্রভু কাছে। নাচিয়া বলয়ে তারা ভক্ত পাছে পাছে॥ সেই প্রেম বিচার না করে গৌর-হরি॥ মেঘ কি বলিব, দিল ত্রিজগৎ ভরি॥ আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগণ সনে। সভার আবেশে নাচে শচীর নন্দনে॥ প্রেমার আবেশে নাচে মহা নটরাজে। পদাম্বুজ মুখর মঞ্জীর

ঘন বাজে ॥ প্রেমে সাধ্বীগণ জয় জয় দেই সুখে। আকাশেতে দেবগণ দেখয়ে কৌতুকে ॥ প্রেমায়ে বিহ্বল সব নাচে ভক্তগণ। না জানি কি কৈল তপ কতেক জনম ॥ তাহার কারণে নাচে ঠাকুরের সনে। আমোদ করয়ে তারা প্রেম-মহাবনে ॥ করুণা ছাইল প্রভুর এ ভূমি আকাশ। শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস ॥

শ্যামগড় রাগ ॥

সুমেরু শিখর জনু, সুন্দর দীঘল তনু, প্রেমভরে করে টল মল। পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক পা, রাঙা দুটী আঁখি ছল ছল ॥ আনন্দিত নদীয়া নগর। ভাল রঙ্গে নাচে শচীর কোঙর ॥ ধ্রু ॥

শ্রীনিবাস চারি ভাই, আনন্দে মঙ্গল গাই, হরিদাস হরি হরি বলে। কিশোরী কিশোর যেন, গৌরগুণ গর্জ্জন, হুহুঙ্কার প্রেমার হিল্লোলে ॥ মুরারি মুকুন্দ দত্ত, গুণ গায় অবিরত, উলসিত পুলকিত গায়। প্রেম মকরন্দ আশে, পদ-অরবিন্দ পাশে, যেন মত্ত ভ্রমর বেড়ায়॥ চৌদিকে জয় জয় বল, মাঝে নাচে হেমগৌর, আনন্দে বিভোর সর্ব্ব জনা। যে দিকে সে দিক্ চাহি, আনন্দিত সব ঠাঞি, দশ দিকে প্রেমের কাঁদনা ॥ কহ কহ দুহেঁ মেলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি, কেহ যশ গানে হয় ভাট। পড়িয়া চরণতলে, পণ্ডিত গোসাঞি বলে, পাশরিলা অপরূপ হাট। সোণার মুকুতা জনু, পুলকে গাঁথিল তনু, অনুরাগে অরুণবদন। রসের আবেশে হাসে, অলসল আবেশে, প্রকাশয়ে অন্তরের ধন ॥ ক্ষণে অলৌকিক বলে, যেন মদে মাতোয়ালে, ক্ষণে বলে মুঞি ভগবান্।

ক্ষণে পরণাম করে, ক্ষণে আশীর্ব্বাদ বলে, ক্ষণে নিজজনে প্রেম দান॥ প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু, যা নাহি দেখয়ে কভু, সপ্তদ্বীপে * লাগিল তরাস। কি নারী পুরুখ সব, দেখি গৌর অনুভব, ভুলি গেল এ লোচনদাস॥

তরজা ছন্দ ধানশী রাগ॥

অমিয়া মথিয়া কেবা, নবনী তুলি গো, তাহাতে গড়িল গোরা দেহা। জগৎ ছানিয়া কেবা, রস নিঙ্গাড়িছে গো, এক কৈল সুধই সুলেহা॥ অনুরাগের দধি, প্রেমার সাঁজনা দিয়া, কেবা পাতিয়াছে আঁখি দুটী। তাহাতে অধিক মহু, লহু লহু কথা গো, হাসিয়া বলয়ে গুটী গুটী॥ অখণ্ড পীযূষধারা, কে না আউটিল গো, সোণার বরণ হৈল চিনি। সে চিনি মাড়িয়া কেবা, ফেণি তুলিল গো, হেন বাসো গোরা-অঙ্গ খানি॥ বিজুরী বাঁটিয়া কেবা, গা খানি মাজিল গো, চাঁদ মাজিল মুখ খানি॥ লাবণ্য বাঁটিয়া কেবা, চিত নিরমাণ কৈল, অপরূপ প্রেমার বলনি॥ সকল পূর্ণিমার চাঁদে, বিকল হইয়া কাঁদে, কর পদ পদমের গন্ধে। কুড়িটী নখের ছটা, জগৎ আলা কৈল গো, আঁখি পাইল জনমের আন্ধে॥ এমন বিনোদিয়া গোরা, কোথাও দেখি যে নাই, অপরূপ প্রেমার বিনোদে। পুরুষ প্রকৃতি ভাবে, কাঁদিয়া আকুল গো, নারী কেমনে মন বান্ধে॥ সকল রসের রসে, বিলাস হৃদয় খানি, কে না গড়াইল রঙ্গ দিয়া। মদন বাঁটিয়া কেবা, বদন গড়িল গো, বিনি ভাবে মো মলু কাঁদিয়া॥ ইন্দ্রের ধনুক আনি, গোরার কপালে গো, কে না দিল চন্দনের রেখা। কুরূপা

* "নবদ্বীপে লাগিল তরাস" পাঠান্তর।

স্বরূপা যত, কুলের কামিনী গো, দুই হাত করি চাহে পাখা॥ রঙ্গের মন্দির খানি, নানা রত্ন দিয়া গো, গঢ়াইল বড় অনু-রঙ্গে। লীলায় বিনোদখেলা, ভাবের আবেশে গো, মদন-বেদনা ভাবি কাঁদে॥ না চাহে আঁখির কোণে, সদাই সভার মনে, দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়। আঁখির পিয়াস দেখি, মুখের লালসা গো, অলসল জর জর গায়॥ কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্গু ধাওল ভরে, গুণ গায় অসুর পাষণ্ড। ধূলায়ে লোটাঞা কান্দে, কেহ স্থির নাহি বান্ধে, গোরাগুণ অমিয়া অখণ্ড॥ ধাওরে ধাওরে বলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি, কেহ নাচে অট্ট অট্ট হাসে। সুশীলা কুলের বহু, সে বলে সকল যাউ, গোরা-অঙ্গ-রূপের বাতাসে॥ নদীয়ানগর-বধূ, হেরি গোরা-মুখবিধু, ঝর ঝর নয়নে সদাই। অনুরাগে বুক ভরে, পুলকিত কলেবরে, মন মাঝে সদাই জাগই॥ যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা, মনে ভাবে রাত্রি দিবা, গোরাগুণে লাগি গেল ধান্ধা। অখিল-ভুবনপতি, ধূলায় লুটাঞা কান্দে, সদাই সোঙরে রাধা রাধা॥ লখিমী বিলাস ছাড়ি, প্রেমে অভিলাষ কৈল, অনুরাগে রাঙ্গা দুটী আঁখি। রাধার ধেয়ানে হিয়া, বাহির না হয় গো, ওই গোরা তনু তার সাখী॥ দেখরে দেখরে লোক, হেন প্রেম অপরূপ, ত্রিজগৎ-নাথ নাথ হঞা। অকিঞ্চন জন সনে, কি জানি কি ধন মাগে, কিবা সুখে বলয়ে নাচিয়া॥ জয় রে জয় রে জয়, হেন প্রেম রসা-লয়, ভাঙ্গি বিলায়ল গোরারায়। নির্জীবে জীবন পাইল *, পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইল, আনন্দে লোচনদাসে গায়॥

---

*"অন্ধে পথ বিচারিল" পাঠান্তর।

* বড়াড়ি রাগ, দিশা॥

হরি রাম নারায়ণ শচীর তুলাল গোরা॥ ধ্রু॥

আর দিনে আর কথা কহি অদভুত। নিত্যই নূতন প্রকাশয়ে শচীসুত॥ অতি অপরূপ কথা লোকে অবিদিত। অধম জনের মনে লাগয়ে প্রতীত॥ কেবল নিগূঢ় প্রকাশয়ে ঠাকুরাল। নিজ জনে কহে দেখ মিছা এ সংসার॥ ইহা বলি আন পরসঙ্গে কহে আন। পাশরিল সব লোক লয় হরিনাম॥ নিজ নাম সঙ্কীর্ত্তনে মাতল অন্তর। ভূমিতে লুটায়া কান্দে প্রেমায়ে বিহ্বল॥ আচম্বিতে উঠি কহে দিয়া করতালি। নিজ জনে প্রকাশয়ে নিজ ঠাকুরালি॥ হের দেখ আম্রবীজ আরোপিল আমি। আমার অর্জিত তরু হইবে আপনি॥ তখনে কহয়ে সব জনে আচম্বিত। এক্ষণে রোপিল বীজ ভেল অঙ্কুরিত॥ দেখিতে দেখিতে ভেল তরু মঞ্জরিত। হইল উত্তম শাখা তরু মুকুলিত॥ দেখ দেখ সব লোক অপরূপ আর। মুকুলিত হৈল হের তরুটি আমার॥ তখনি হইল ফল পাকিল স্বকালে। অঙ্গুলি দেখাঞা প্রভু দেখায় সভারে॥ পাড়িয়া আনিল ফল দেখে সব লোকে। নিবেদন করি দিল ঈশ্বরের মুখে॥ তিলেকে সকল সেই না দেখিয়ে কিছু। ফলমাত্র আছে গাছ মিছা হৈল পাছু॥ ঐছে মায়া দেখাইয়া কহে সর্ব্বলোকে। ইহা জানি না মজিল এ সংসার শোকে॥ মোর মায়াবলে সৃষ্ট সকল সংসার। না বুঝি সকল লোক বলে আপনার॥ মোর মায়া দড়ি কেবা ছিঁড়িবারে পারে। সবে মাত্র আছে পথ মায়া জিনিবারে॥ কত কত দেহ

* "ভাটিয়ারী রাগ" পাঠান্তর।

ধর্ম্ম কর্ম্ম করে লোকে। সব কর্ম্ম আরোপণ করে যবে মোকে॥ তবে দেহ সমর্পণ কৃষ্ণপদে হয়। কর্ম্মাকর্ম্ম শুভাশুভ বন্ধ নাহি হয়॥ এ ভক্তি পরম তত্ত্ব সমর্পণ গণি। সমর্পিতে কৃষ্ণে ভেদ না রহে আপনি॥ সব সমর্পিলে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথায়। সকল পুরাণে গীতা ভাগবতে গায়॥ নহে বা সকল সেই হয় অনর্থক। ঈশ্বরে অর্পিলে সব সংসার সার্থক॥ হেন অদভুত গোরাচাঁদের প্রকাশ। শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস॥

শ্রী রাগ॥

অকি আরে গৌরাঙ্গ জয় জয়॥ ধ্রু॥

হেনই সময়ে বৈদ্য মুকুন্দ দেখিয়া। কহিলেন মহাপ্রভু মুচকি হাসিয়া॥ তুমি নাকি ব্রহ্ম বিদ্যমান ইহা শুনি। ভাল ত মুকুন্দদত্ত তোমারে বাখানি॥ ইহা বলি এই শ্লোক পড়িল ঠাকুর। শুনিতে সভার হিয়া করে ছুর ছুর॥

তথাহি কর্ণপূরকৃতচৈতন্যচরিতামৃত-
কাব্যধৃতং বচনং ৬। ৩৬॥

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥ ইতি॥ ৩১॥

তবে পুন ভগবান্ সেই গৌরহরি। বৈদ্যেরে কহিল কিছু অনুগ্রহ করি॥ চতুর্ভুজ-ভজন তুমি বড় করি মান। দ্বিভুজ-ধেয়ানে তোমার অলপ গেয়ান॥ সকল সম্পদ্ চাহ আপনার হিত। দ্বিভুজ ভজহ কৃষ্ণে মজাইয়া চিত॥ কৃষ্ণের

সত্যানন্দ ও চিদাত্ম-স্বরূপ পরমাত্মায় যোগিগণ রমণ বা বিহার করেন, এই জন্যই "রাম" এই পদে পরমব্রহ্মকে অভিহিত করিয়া থাকে॥ ৩১॥

প্রকাশ নারায়ণ শাস্ত্রে কহে। নারায়ণ হৈল কৃষ্ণ হেন বাক্য নহে॥ ঐছন করুণা-বাণী কহে বিশ্বম্ভর। শুনিয়া সাদর বৈদ্য প্রণত কন্ধর॥ সুরনদী-জলে স্নান করি কর কাম। বৈষ্ণব-চরণ-ধূলি প্রসাদ প্রধান॥ তোর পাদপদ্ম মোর শিরে রহু ছত্র। দাস্য অভিষেক কর এই চাহি মাত্র॥ আমি কি জানিয়ে প্রভু নিজ ভাল মন্দ। নিরন্তর অন্তরে বাহিরে মদ-গন্ধ॥ নিজগুণে করুণা করয়ে প্রভু যবে। নিজ দাস্যে প্রসাদ করহ মোরে তবে॥ তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিগ্রহ আনন্দ। সেই নন্দসুত তুমি অবতার কন্দ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অন্তর সন্তোষে। পদ-অরবিন্দ তার মস্তকে পরশে॥ সর্ব্বাঙ্গে পুলক ভেল সজল লোচন। গদ গদ ভাষে বৈদ্য প্রেমার লক্ষণ॥ গদগদ স্বরে স্তব করিল বিস্তর। জয় মহা-মহেশ্বর কারণের পর॥ তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হরি। কহিতে লাগিলা কিছু দেখিয়া মুরারি॥ শুন শুন অহে বৈদ্য আমার বচন। এই গীতা-অধ্যাত্ম-চরচা তোর মন॥ জিবারে বাসনা যদি থাকয়ে তোমার। কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে যদি সাধ থাকে আর॥ অধ্যাত্ম-চরচা তবে কর পরিত্যাগ। শুন সঙ্কীর্ত্তন কর কৃষ্ণে অনুরাগ॥ নটবর শেখর সুন্দর শ্যাম-তনু। ইন্দ্রনীলমণি কান্তি করে বর বেণু॥ পীতাম্বরধর বন-মালা যার গলে। সে প্রভুকে নাহি ভজে গোপীগণ-মেলে॥ শুনিয়া মুরারি বৈদ্য প্রভু-আজ্ঞাবাণী। কাতর হইয়া কান্দে পড়িয়া ধরণী॥ প্রভুর চরণে কৈল বিনয় বিস্তর। লঙ্ঘিবারে নারি প্রভু সংসার দুস্তর॥ ব্রহ্মা মহেশ্বর কিবা লখিমী অনন্ত। জিনিতে না পারে মায়া কেবল দুরন্ত॥ পরম-

প্রবল মায়া কে জিনিতে পারে। তোমার প্রসাদ বিনা শুন বিশ্বম্ভরে॥ আমি মহাধম কিবা শকতি আমার। সংসার জিনিতে পদ ভজিব তোমার॥ দুঃখিত হঞাছি প্রভু দয়া কর মোরে। করুণাবিগ্রহ প্রভু ভজ মো তোমারে॥ এতকাল আছিল গুপত প্রেমধন। প্রকট করিলে প্রভু করুণা কারণ॥ তোর পদ-অরবিন্দ-মকরন্দ প্রেম। পিবউ আমার মন মধুকর যেন॥ এই বর দেহ মোরে করুণা-সাগর। ঘৃণা না করিবে মোরে মো অতি পামর॥ ঐছন কাতরবাণী শুনিয়া ঠাকুর। করুণা বাড়িল হিয়া আনন্দ প্রচুর॥ হাসিয়া কহিল প্রভু শুনহ মুরারি। অচিরে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে তোঁহারি॥ তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর। অতি মহাশুদ্ধমতি ভক্ত সুচতুর॥ কৃষ্ণ-সেবা করে নিতি লঞা ভক্তগণ। সর্ব্বভাবে ভজে বিশ্ব-ম্ভরের চরণ॥ কৃষ্ণনাম গুণ সঙ্কীর্ত্তন করে নিতি। অনুজ রামের সঙ্গে বড়ই পিরিতি॥ জ্যেষ্ঠসেবা-পরায়ণ শ্রীরাম-পণ্ডিত। দুই ভাই মিলি গায় হরিগুণ গীত॥ শ্রীনিবাস-শ্রীরাম প্রভুর প্রিয় দুই জন। তার ঘরে ক্রীড়া করে আনন্দিত মন॥ তার ঘরে নাচে প্রভু তা সভার সনে। কপিল ঠাকুর যেন বেড়ি ঋষিগণে॥ হেন মতে আনন্দ-কৌতুকে দিন যায়। শত শত শিষ্যগণে আপনে পড়ায়॥ শিষ্যে শিষ্যে মিলি তারা করে অনুমান। তাহাতে আছিল এক বড় অগেয়ান॥ "শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে যারে সেহ মায়া এক।" অবোধ ব্রাহ্মণপুত্র ইহা কহিলেক॥ শুনিয়া ঠাকুর দুই কর দিল কাণে। তখনি চলিলা প্রভু সুর-নদী স্নানে॥

স-বসনে শিষ্যবর্গ সনে গঙ্গাস্নান। সপুলক ঘন ঘন লয় হরিনাম॥ পাপিষ্ঠ অধম ছার পাষণ্ড চরিত্র। দুর্ব্বচনে কর্ণ মোর কৈল অপবিত্র॥ ইহা বলি ঘন ঘন লয় হরি-নাম। কহয়ে লোচন গোরা সর্ব্বগুণধাম॥

ভাটিয়ারি রাগ॥

আর অপরূপ কথা কহিব এখন। সাবধানে শুন সভে ছাড়ি আন মন॥ গোরাগুণ কহিতে পুলক বান্ধে গায়। অখণ্ড পীযূষধারা গুণের প্রভায়॥ শ্রীনিবাস আদি করি শিষ্যবর্গ সঙ্গ। অদ্বৈত-আঁচার্য্য দেখিবারে ভৈল রঙ্গ॥ কেহ গীত গায় কেহ লয় হরিনাম। হরিবোল হরিবোল নাহিক উপমা॥ আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগণ গায়। আপনা না জানে তারা প্রেম-পরভায়॥ আপাদ মস্তক পুলক রাঙ্গা দুটি আঁখি। টলমল করে তনু গোরামুখ দেখি॥ মালসাট মারে ভক্ত হুহুঙ্কার নাদে। ধূলায়ে লুটায়ে সব পারিষদ কান্দে॥ এইমতে আনন্দে চলিয়া যায় পথে। অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি দেখিবার চিতে॥ অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি দেখিলা ত গিয়া। দণ্ডপরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া॥ সম্ভ্রমে আচার্য্যগোসাঞি পড়িলা চরণে। বিস্তর বিনয় করে কাতর বচনে॥ আমা হেন কোটি অদ্বৈতের শিরোমণি। প্রণতি করিয়া বলে লোটাঞা ধরণী॥ অন্যে অন্যে দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন করে। দোঁহারে সিঞ্চিল দোঁহে নয়নের জলে॥ আসনে বসিয়া প্রভু কহে নিজ কথা। মনোহর পাপহর প্রেমভক্তি দাতা॥ সাক্ষাতে আচার্য্য গোসাঞি বলিলা বচন। পাষণ্ডিরে গালি দিতে

রাঙা দু লোচন॥ পাষণ্ডী বলয়ে কলিযুগে ভক্তি নাই। সে চক্ষে দেখুক মোর চৈতন্য গোসাঞি॥ এ বোল শুনিয়া প্রভুর স্ফুরিত অধর। কহিতে লাগিলা মেঘগম্ভীর উত্তর॥ ভক্তি নাহি কলিযুগে আছে আর কি। ভক্তিমাত্র আছে তেঞি সংসারেতে জি॥ কলিযুগে ভক্তি নাহি যে বলে বচন। নিরর্থক জন্ম তার শুন সর্ব্বজন॥ কলিযুগে কৃষ্ণভক্তি পরসন্ন মায়া। কলিযুগ হেন কোন যুগে নাহি দয়া॥ হেনই সময়ে সে পণ্ডিত শ্রীনিবাস। কহিতে লাগিলা কিছু অন্তরে তরাস॥ সম্মুখে দেখহ প্রভু পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণমহোৎসবে বাধা দিবেক এখন॥ এ মহাপাষণ্ড এই অতি দুরাচার। বিদ্যা-অভিমানে করে মহা-অহঙ্কার॥ তবে মহাপ্রভু কথা কহিল তাহারে। এথা না আসিবে ওই দুষ্ট দুরাচারে॥ না আইল ব্রাহ্মণ সেই মায়াবিমোহিত। ক্রীড়া করে মহাপ্রভু আনন্দিতচিত॥ শ্রীনিবাস-ভুজে এক ভুজ আরোপিয়া। গদাধর-কর ধরি বাম কর দিয়া॥ নরহরি-অঙ্গে প্রভু শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া। শ্রীরঘুনন্দন সুখে কান্দয়ে হেরিয়া॥ শ্রীরামপণ্ডিত-অঙ্গে দিয়া পাদাম্বুজ। ক্রীড়া করে গোরাচাঁদ আচার্য্য-সম্মুখ॥ চৌদিকে বৈষ্ণব করে গুণ সঙ্কীর্ত্তন। মধ্যেতে নাচেন প্রভু শচীর নন্দন॥ যেন রাসমহোৎসবে বেঢ়ি গোপীগণ॥ কীর্ত্তনের মাঝে এই মত সুশোভন॥ এই মনে কথোক্ষণে নৃত্য-অবসানে। হরষিত অদ্বৈত-আচার্য্য সীতা সনে॥ তবে তার ঘরে প্রভু ভোজন করিল। সুগন্ধি চন্দন মালা অঙ্গেতে লেপিল॥ অদ্বৈত-আচার্য্য ধন্য আপনা মানিল। আমারে প্রভুর দয়া এবে সে জানিল॥ অদ্বৈতের গণ কান্দে চরণে

পড়িয়া। বিশ্বম্ভর কোলে করে সভারে তুলিয়া॥ নিজ নাম গুণে প্রভু নাচিয়া গাইয়া। ঘরেরে আইলা প্রভু নিজজন লঞা॥ হেন মতে দিনে দিনে বাঢ়ে পরকাশ। শুনিয়া সানন্দ-হিয়া এ লোচনদাস॥

বড়াড়ি রাগ॥

মিছনি লইয়া মরি গোরার বালাই লঞা। বিলায়ল প্রেমধন জগৎ ভরিয়া॥ ধ্রু॥

তবে সেই মহাপ্রভু বসি নিজঘরে। অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা কহয়ে উত্তরে॥ একমাত্র কৃষ্ণ স্বামী স্থষ্টিরূপ স্থিতি। আপনে সে এক আত্মা রূপে আছে ক্ষিতি॥ ইহা বলি হস্ত মেলি পুন করি মুষ্টি। দেখায়ে সভারে এই মত মোর সৃষ্টি॥ পুনঃ কহে তত্ত্ব সত্তামাত্র স্বরূপিণঃ। ভাবের আবেশ তাতে শুন সর্ব্বজন॥ তথাপি সদ্রূপে সেই করিয়ে যতন। এক জ্ঞান বিনে মুক্তি নহে একারণ॥ বিষম সংসারবন্ধ জিনিতে না পারে। মুক্তবন্ধ হয় যবে এক জ্ঞান করে॥ মুক্ত বিনু কৃষ্ণজ্ঞান নাহি হয় কভু। এতেক বলিয়ে শুন জ্ঞানগম্য প্রভু॥ হের দেখ মোর করে এ পাঁচ অঙ্গুলি। মধুতে মিশ্রিত এক ঘৃণাকর চারি॥ দুর্গন্ধি লাগিয়া ভক্ত না চাহে নয়নে। একাঙ্গুলি মধু জিহ্বা লিহয়ে যতনে॥ এক অব্যয় সেই ভগবান্ মাত্র। ইহা বলি মুক্ত হইবার নাহি পাত্র॥ এই মনে জ্ঞানযোগ কহে নানাবিধি। ক্ষণেকে রহিলা নি-শবদে গুণনিধি॥ দয়া করি পুন কহে সর্ব্বতত্ত্বসার। শ্রীকৃষ্ণ ভকতি বিনে কিছু নাহি আর॥ জ্ঞানগম্য কৃষ্ণ ইহা বুঝাইল সভারে। কৃষ্ণ-পাদাম্বুজপ্রেম ভক্তি সর্ব্বসারে॥ এই জ্ঞান

হইলে হয় কৃষ্ণে দৃঢ়মতি। মতি দৃঢ়া হইলে হয় ভক্তি অহৈতুকী॥ কৃষ্ণপাদাম্বুজ ধ্যান করিল তখন। হরিহরি বলি পাদাম্বুজ সঙরণ॥ রাধা-সঙ্গে চিদানন্দ শ্যামল ত্রিভঙ্গী। মদন-মোহন নটবর বহুরঙ্গী॥ বৃন্দাবন-মাঝে নব রতনমন্দিরে। বল্লবসুন্দরী সব বেড়ি মনোহরে॥ কোকিল ময়ূর সারী শুক অলিকুলে। প্রফুল্লিত বৃন্দাবন শোভে নানা ফুলে॥ চিন্তামণি ভূমি কল্পতরুগণ যত। কামধেনুগণ যে সুরভিগণযুত॥ যমুনা-বেষ্টিত মনোহর অতি শোভা। সে রসলাবণ্য দেখি লক্ষ্মী মনলোভা॥ উঠিল প্রেমের ধারা বহে দুনয়ানে। পুলকিত কলেবর অরুণ বয়ানে॥ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে নাচে গায়। কহিল সভারে প্রভু গদ্গদ ভাষায়॥ ঐছন আমার যেই যেই ভক্তগণ। নিজগুণে পবিত্র করয়ে ত্রিভুবন॥ ইহা বলি কৃষ্ণ হঞা নিজ ভক্ত সনে। নাচায় সভারে প্রভু নাচয়ে আপনে॥ এই মনে সুখে নিবসয়ে নবদ্বীপে। নিজ ভক্তগণ মেলি গঙ্গার সমীপে॥ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি তার পর দিনে। নবদ্বীপে আইলা বিশ্বম্ভর-দরশনে॥ গিয়াছিলা মহাপ্রভু শ্রীনিবাস-ঘরে। আগমন চাহি আচার্য্য স্নান পূজা করে॥ শ্রীনিবাস-ঘরে প্রভু আনন্দিত মন। দণ্ডাগ্রে পুষ্প দিয়া কহিল বচন॥ গদা-পূজা কৈল দুষ্টগণ নাশিবারে। আমার ভকত-হিংসা যেই যেই করে॥ ইহাতে শাসিব আমি সেই সেই জন। সভা বিদ্যমানে প্রভু কহিল বচন॥ মোর ভক্তদ্বেষী এক আছে দুষ্ট জন। কুষ্ঠব্যাধি হৈবে তার অনেক জনম॥ পৈশাচ নরকে বাস করাইব আমি। বিড়্‌ভুক্‌ শূকর সেই হইবে

আপনি॥ তাহার শিষ্যের আমি করাইব দণ্ড। আমার গদায় সব নাশিব পাষণ্ড॥ বনেরে যাইব বলি ছিল মোর মন। হেথাই আমারে সেই হৈল মহাবন॥ ব্যাঘ্রসদৃশ কেহ, কেহ বা পাষাণ। বৃক্ষের সমান কেহ তৃণের সমান॥ পশুর সদৃশ করি গণি কোন জন। এতেক বলিয়ে মোরে এই মহাবন॥ অদ্বৈত-আচার্য্য এথা আইলা হেন শুনি। এথা না আইলা তথা যাইব আপনি॥ হেনই সময়ে আচার্য্য আইলা আচম্বিত। প্রভুর সম্মুখে আসি হৈলা উপনীত॥ পাদাম্বুজ-সন্নিকটে উপায়ন দিয়া। দণ্ড পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া॥ তার কর ধরি প্রভু বোলয়ে বচন। এথা আগমন মোর তোমার কারণ॥ মোর পাদপদ্ম নিজ মস্তকে ধরিয়া। তুলসী-মঞ্জরী দিয়া পূজিলে কান্দিয়া॥ ভাগবত-চিত্ত তুমি হুঙ্কারে আনিলা। তোমার পিরিতি লাগি মোরে সবে পাইলা॥ ইহা বলি মহাপ্রভু খট্টায় বসিলা॥ নাচহ বলিয়া আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিলা॥ তবে সেই অদ্বৈত-আচার্য্য দ্বিজবর। দশ অবতার গীতে নাচিলা বিস্তর॥ শ্রীবাস পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ। আনন্দে বিভোর করে গুণ-সঙ্কীর্ত্তন॥ তা দেখিয়া মহাপ্রভু গৌর ভগবান্। হৃষ্ট হইয়া বৈল তারে প্রসন্ন বয়ান॥ এত বড় বালক সবে প্রেম মাগে মোরে। দিব প্রেমভক্তি দান কহিল তোমারে॥ এ বোল শুনিয়া তুষ্ট হইলা আচার্য্য। অন্তরে জানিলা মোর সিদ্ধ হইল কার্য্য॥ আচার্য্য কহয়ে প্রভু শুনহ বচন। এই সব জান তোর পদপরায়ণ॥ ভকত বৎসল প্রভু করুণাসাগর। প্রেমধন দিয়া নিজভক্ত রক্ষা কর॥

তবে সেই সব জন প্রভু কাছে গিয়া। বসিলা আসন করি ঠাকুর বেড়িয়া॥ সচন্দ্রিকা রজনী শোভিত দিগন্তর। দেখিয়া আচার্য্য পুনঃ কহিল উত্তর॥ কমলাক্ষ তুমি মোর পরম ভকত। তোমার লাগিয়া আইলু হৈনু বেকত॥ মোর গুণ-নৃত্যগীতে হও তুমি সুখী। সবজন ভক্তিপর হউ ইহা দেখি॥ এ বোল শুনিয়া সেই শ্রীবাসপণ্ডিত। কহয়ে ঠাকুর আগে পরসন্ন-চিত॥ এক নিবেদন করি শুন মোর বোল। কহিতে ডরাঙ পুন চিত্ত উতরোল॥ এক সন্দেহ পুছে হৃদয়ের কার্য্য। তোমার কি ভক্ত এই অদ্বৈত-আচার্য্য?॥ ইহা শুনি ক্রোধমুখ গৌর ভগবান্। ভৎ-সিতে লাগিলা ক্রোধে অরুণ বয়ান॥ উদ্ধব অক্রুর মোর প্রিয় দুই জন॥ আচার্য্য বাসহ তুমি তা সভাকে ন্যূন॥ ভারত-বরষে নাহি আচার্য্য সমান। আমার ভকত আছে হেন কোন জন॥ এতেক বলি যে তুমি অজ্ঞান ব্রাহ্মণ। আচার্য্যসমান মোর ভক্ত নাহি আন॥ বৈষ্ণবের রাজা সেই মোর আত্মা বলি। জগতের কর্ত্তা, তারিবারে আইলা কলি॥ শাস্ত্রে মহাবিষ্ণু বলি করে নিরূপণ॥ সে জন অদ্বৈত ভক্ত অবতার জান॥ এতেকে কহিয়ে আমি সুদৃঢ় বচন। আচার্য্যের স্তুতি ভক্তি কর সর্ব্বক্ষণ॥ এ বোল শুনিয়া বিপ্র অন্তরে তরাস। নিঃশব্দ হইয়া রহে মুখে নাহি ভাষ॥ তবে সেই গৌরহরি বলে পুনর্ব্বার। অধ্যাত্ম-চরচা তোরা না করিবে আর॥ যদি বা অধ্যাত্মবাদী দেখি শুনি তোমা। তবে পুন তো সভারে নাহি দিব প্রেমা॥ জ্ঞান কর্ম্ম উপেক্ষিলে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। ইহা জানি জ্ঞান কর্ম্ম না কর আশ্রয়॥

এ বোল শুনিয়া কহে শ্রীবাসপণ্ডিত। এই বর দেহ তাহা পাশরে উচিত॥ মুরারি কহিল আমি অধ্যাত্ম না জানি। প্রভু কহে কমলাক্ষ হৈতে জান তুমি॥ শুদ্ধ চিত্তে কৃষ্ণচন্দ্রে কর দৃঢ়ভক্তি। ভক্তিরস-নিকটে চেটিকা হয় মুক্তি॥ এ বোল শুনিয়া সবে আনন্দিত মন। অন্তরে কহিল আজ্ঞা করিব পালন॥ হরিহর-পাদাম্বুজ-মধুমত্ত তারা। আনন্দে নাচয়ে তারা দেবতার পারা॥ হেন অপরূপ কথা নদীয়া-বিহার। কহিল লোচন গোরা-প্রেমের আচার॥

সিন্ধুরাগ॥

অরুণ-কমল আঁখি, তারক ভ্রমর পাখী, ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দ। বদন পূর্ণিমার চাঁদে, ছটায়ে পরাণ কান্ধে, তাহে কত প্রেমার আরম্ভ॥ আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেম-ভরে, শচীর দুলাল চাঁদ নাচে। জয় জয় মঙ্গল পড়ে, দেখিয়া চমক লাগে, মদনমোহন নটরাজে॥ ধ্রু॥

পুলক ভরিল গায়, ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়, লোমচক্রে সোনার কদম্ব। প্রেমার আরম্ভে তনু, যেন প্রাতঃকালে ভানু, আধবাণী রাখি কম্বুকণ্ঠ॥ শ্রীপাদপদম গন্ধে, বেঢ়ি দশ নখচান্দে, উপরে কনক বঙ্করাজ। যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরী ঝলমল করে, চমকিত অমর-সমাজ॥ সপ্তদ্বীপ মহীমাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে, তাহে নব-প্রেমার প্রকাশ। তাহে নব গৌরহরি, হরি-সঙ্কীর্ত্তন করি, আনন্দিত এ মহী আকাশ॥ সিংহের শাবক যেন, গম্ভীর গর্জ্জন ঘন, হুঙ্কার হিল্লোল প্রেম-সিন্ধু। হরিবোল হরিবোলে, জগত্ পড়িল ভোলে, ছুকুল খাইল কুলবধূ॥ অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর

দীপ হেন, তাহা লীলা বেশের বিলাস। কোটি কুসুম ধনু, জিনিয়া বিনোদ তনু, তাহে করে প্রেমার প্রকাশ॥ লাখ লাখ পূর্ণ চান্দে, জিনিয়া বদন ছান্দে, তাহে চারু চন্দন চন্দ্রমা। নয়ন চঞ্চল চলে, ঝর ঝর অমিয়া ঝরে, জনম-মুগধে পায় প্রেমা॥ মাতিল কুঞ্জর গতি, ভাবে গর গর অতি, ক্ষণে সেই চমকিয়া চায়। কামিনীমোহন বেশ, হেরিয়া ভুলিল দেশ, মদন বেদনা হেরি পায়॥ কি দিব উপমা তার, করুণাবিগ্রহ সার, হেন রূপে মোর গোরা-রায়। প্রেমায় নদীয়া লোকে, নাহি নিশি দিশি তাকে, আনন্দে লোচনদাসে গায়॥

মোর প্রাণ আরে দ্বিজ চাঁদ নারে হয়॥

তবে নিজ ঘরে প্রভু বসি দিব্যাসনে। চৌদিকে বেড়িয়া আছে নিজ ভক্ত জনে॥ শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু করিল যে উক্তি। তোমার নামের তুমি কি জান ব্যুৎপত্তি॥ শ্রীল ভকতির তুমি কেবল আবাস। এতেকে বলিয়ে তোর নাম শ্রীনিবাস॥ তবে ত কহিলা প্রভু দেখি গোপীনাথ। আমার ভকত তুমি বোল মোর সাত॥ মুরারি দেখিয়া প্রভু বলে পুনর্ব্বার। পঢ়হ আপন শ্লোক শুনিয়ে তোমার॥ এ বোল শুনিয়া সেই মুরারি চতুর। পঢ়য়ে কবিত্ব নিজ শুনয়ে ঠাকুর॥

তথাহি মুরারিগুপ্তকৃতশ্রীচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে॥

ততঃ প্রোবাচ করুণো মুরারিং ত্বং পঠ স্বয়ং।

তাহার পর শ্রীচৈতন্যদেব দয়ার্দ্রচিত্তে সেই মুরারিকে বলিলেন, "তুমি নিজে তোমার কবিতা পাঠকর" মুরারি তাহা শুনিয়া সুললিতপদাবলি-সমন্বিত

কবিত্বং তব, তচ্ছ্রুত্বা স পপাঠ শুভাক্ষরং ॥ ৩২ ॥

অথাষ্টকং ॥

১। রাজৎকিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশ-
মুদ্যদ্বৃহস্পতিকবিপ্রতিমে বহন্তং।
দ্বে কুণ্ডলেঽঙ্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৩৩ ॥

২। উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জ-
নেত্রং সুবিম্বদশনচ্ছদচারুনাসং।
শুভ্রাংশুরশ্মিপরিনির্জিতচারুহাসং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৩৪ ॥

৩। তং কম্বুকণ্ঠমজমম্বুজতুল্যরূপং
মুক্তাবলীকনকহারধৃতং বিভান্তং।

স্বীয় কবিতা (রামাষ্টক) পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

সেই রামাষ্টকের বঙ্গীয়ার্থ এই :—

১। "যাঁহার দীপ্তিশীল কিরীটস্থিত মণির কিরণে দিক্‌সকল আলোকিত এবং যাঁহার দুই কর্ণে দুইটী উজ্জ্বল সুবর্ণ কুণ্ডল দোদুল্যমান এজন্য বোধ হইতেছে যেন, ঐ কুণ্ডল দুইটী উদয়শীল বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সদৃশ। সেই কুণ্ডলধারী নিষ্কলঙ্কচন্দ্রবদন ত্রিজগদ্‌গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি নিয়ত ভজনা করি ॥ ৩৩ ॥

২। যাঁহার লোচনযুগল উদীয়মান মরীচিমালীর মরীচিমালায় সুন্দর প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায়, ওষ্ঠদেশ সুপক বিম্ব (তেলাকুঁচো) ফলের মত, নাসিকা মনোহর, এবং হাস্য ও যেন চন্দ্রকিরণের বিজেতা, সেই ত্রিজগদ্‌গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ৩৪ ॥

৩। যাঁহার কণ্ঠ শঙ্খমধ্যের ন্যায় আবর্ত্ত (ঘুরুনা) যুক্ত, লাবণ্য পদ্মসদৃশ, এবং মুক্তাবলীসমন্বিত কনকহার ধারণ করাতে বোধ হইতেছে, যেন ইহা

বিদ্যুদ্বলাকগণসংযুতমম্বুদং বা
রামং জগত্ত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৩৫ ॥

৪। উত্তানহস্ততলসংস্থসহস্রপত্রং
পঞ্চচ্ছদাধিকশতং প্রবরাঙ্গুলীভিঃ।
কুর্ব্বত্যশীতকনকদ্যুতি যস্য সীতা
পার্শ্বে স্থিতা, রঘুবরং সততং ভজামি ॥ ৩৬ ॥

৫। অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরং কনকোজ্জ্বলাঙ্গো
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো রত্নভূষণাঢ্যঃ।
শেষাখ্যধাম বরলক্ষ্মণনাম যস্য
রামং জগত্ত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৩৭ ॥

বিদ্যুৎ ও বলাকা (কাঁক্‌চিল) নামক পক্ষিযুক্ত নবজলধর শোভা পাইতেছে, এমন সেই (সৌন্দর্য্যৈকনিধি) ত্রিজগদ্‌গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ৩৫ ॥

৪। যাঁহার বামপার্শ্বে সীতাদেবী অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার উত্তোলিত করকমলে একটী সহস্রপত্র অর্থাৎ কমল বর্ত্তমান আছে, সীতাদেবীর হস্তস্থিত অঙ্গুলী যদিও পাঁচটী, তাহা হইলেও ঐ (দীপ্তিশীল) উৎকৃষ্ট অঙ্গুলীসমূহের ছটায় যেন পদ্মটী পঞ্চাধিকশত পত্র হইয়াছে। (নামতঃ ও স্থলবিশেষে অর্থতঃ, সহস্রদল এবং শতদল হইলেও সীতাহস্তের পদ্মদলতুল্য পঞ্চাঙ্গুলিদ্বারা ও কান্তিমালায় শতদলও উত্তপ্ত-কনককান্তি এবং পঞ্চাধিকশতদল হইয়াছে)। সেই সীতানাম্নী-প্রেয়সীসমন্বিত রঘুবর শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ৩৬ ॥

৫। যিনি ধনুর্দ্ধারিগণের অগ্রণী ও কনকভূষণে উজ্জ্বলাঙ্গ, যাঁহার নাম “লক্ষ্মণ” সেই শেষাখ্য অনন্তদেব যে জ্যেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের অনুশুশ্রূষায় নিরত হইয়া অগ্রে (ভৃত্যের ন্যায়) বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই ত্রিজগদ্‌গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ৩৭ ॥

৬। যো রাঘবেন্দুকুলসিন্ধুসুধাংশুরূপো
মারীচরাক্ষসসুবাহুমুখান্নিহত্য।
যজ্ঞং ররক্ষ কুশিকান্বয়পুণ রাশিং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৩৮ ॥
৭। হত্বা খরত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধং
শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীবমৈত্রমকরোদ্বিনিহত্য শত্রুং
তং রাঘবং দশমুখান্তকরং ভজামি ॥ ৩৯ ॥
৮। ভঙ্‌ক্ত্বা পিনাকমকরোজ্জনকাত্মজায়া-
বৈবাহিকোৎসববিধিং, পথি ভার্গবেন্দ্রং।
জিত্বা পিতুর্ম্মুদমুবাহ, ককুৎস্থবর্য্যং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৪০ ॥
ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহ-

৬। যিনি রঘুবংশরূপ-সমুদ্রের চন্দ্রতুল্য, এবং মারীচ ও সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসকুল সংহার করিয়া কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের পুণ্যরাশিসদৃশ যজ্ঞকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই ত্রিজগদ্‌গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি নিয়ত ভজনা করি ॥ ৩৮ ॥

৭। যিনি খরদূষণ এবং ত্রিশিরাঃ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে সগণে বিনাশ করিয়া এবং শোভমান দণ্ডকারণ্যকে অদূষণ (দূষণ-রাক্ষসশূন্য বা নিষ্কণ্টক) ও শত্রুকুল বধ করত সুগ্রীবের সহিত সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই ত্রিজগদ্‌গুরু রাবণহন্তা শ্রীরামচন্দ্রকে আমি নিয়ত ভজনা করি ॥ ৩৯ ॥

৮। যিনি জনকরাজ নিমিমহাশয়ের সভায় হরধনুর্ভঙ্গ করিয়া জনকাত্মজা শ্রীসীতাদেবীর বিবাহোৎসববিধি সম্পন্ন করিয়াছেন এবং পথিমধ্যে ভার্গব-রাজকে জয় করিয়া পিতৃদেব দশরথের আনন্দ সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই ককুৎস্থকুলশ্রেষ্ঠ ত্রিজগদ্‌গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ৪০ ॥

সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব মুরারিবৈদ্যকৃত "রাজশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন শ্রীরাম-

শ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ—।
বৈদ্যস্য মূর্দ্ধ্নি বিনিধায় লিলেখ ভালে
ত্বং "রামদাস" ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদাৎ ॥ ৪১ ॥

এই মতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি। মুরারি-মস্তকে পদ দিলা ত আপনি ॥ "রামদাস" বলি নাম লিখিলা কপালে। মোর পরসাদে তুমি "রামদাস" হৈলা ॥ রঘুনাথ বিনে তুমি তিলেক না জীয়। মুঞি তোর রঘুনাথ জানিহ নিশ্চয় ॥ ইহা বলি রামরূপ দেখাইল তারে। জানকী সহিত সব সাঙ্গোপাঙ্গ মেলে ॥ স্তব করে মুরারি পড়িয়া পদতলে। জয় জয় মুরারিনাথ শচীর কোঙরে ॥ বার বার উঠে পড়ে লোটায় ধরণী। বহুবিধ স্তব করে অনুনয় বাণী ॥ মুরারিকে কৃপা করি বলিলা বচন। আমার ভকতি বিনু না জানিহ আন ॥ যদি তোর ইষ্ট আমি হই রঘুনাথ। তথাপি হ রস আস্বাদিহ রাধানাথ * ॥ সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম রাধাকৃষ্ণ গাওয়াইয়া। করিবে আমার ভক্তি শুন মন দিয়া ॥ ইহা বলি শ্লোক এক কহিলেন নিজ। মোর এক শ্লোক শুন শ্রীনিবাস দ্বিজ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১। ১৪। ১৯ ॥

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব ! ।

চন্দ্রের শ্লোকাষ্টক" এইরূপে শ্রবণ করত মুরারির মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার কপালে "রামদাস" এই নাম লিখিয়া বলিলেন যে "তুমি আমার অনুগ্রহে "রামদাস হও" ॥ ৪১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন যে,—হে উদ্ধব ! আমার প্রতি বর্দ্ধিত ভক্তিযোগ যেমন আমাকে সাধন করিতে

---

* "রাধানাথ" স্থলে "রঘুনাথ" পাঠান্তর।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥ ৪২॥

পঢ়িয়া কহিল শুন সব নিজ জন। তোমরা করিহ এই মত আচরণ॥ শ্রীনিবাসপণ্ডিতের কথা অনুসরি। করিহ আমাতে ভক্তি সুখ পাবে বড়ি॥ শ্রীরামপণ্ডিত শুন আমার বচন। তোমার জ্যেষ্ঠের সেবা আমার অর্চ্চন॥ এতেক জানিয়া কর শ্রীবাসের সেবা। ইহা হইতে পাবে তুমি মোর পদপ্রভা॥ এতেক কহিল প্রভু ভকতবৎসল। করুণ অরুণ আঁখি করে ছল ছল॥ তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত চতুর। নিবেদন কৈল দুগ্ধ ভুঞ্জয়ে ঠাকুর॥ গন্ধ চন্দন মালা সুবাসিত ধূপ। নিবেদন করি দিল নৈবেদ্য সম্মুখ॥ গ্রহণ করিল প্রভু আনন্দিত মনে। অবশেষ দিল প্রভু যত ভক্তজনে॥ এই মত কৌতুকে সকল নিশা গেল। প্রভাতে উঠিয়া প্রভু ঘরেরে চলিল॥ স্নান দেবার্চ্চন সভে কৈল নিজঘরে। পুনরপি গেলা পাদাম্বুজ দেখিবারে॥ হাসিয়া কহিল প্রভু শুন অদভুত। আইলা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অবধূত *॥ তাহার মহিমা তত্ত্ব কে কহিতে জানে। বড় পুণ্য

পারে, কি যোগ কি সাঙ্খ্য-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম, কি স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন), কি তপস্যা এবং কি দান, এই সকলের মধ্যে একটীও আমাকে তেমন রূপে সাধন করিতে পারেনা॥ ৪২॥

---

* এই মধ্যখণ্ডের প্রথম হইতে যে বিষয় বর্ণিত হইতেছে এবং এস্থলে শুক্লাম্বর, মুকুন্দ, মুরারি প্রভৃতির সহিত মিলন অধ্যাত্মতত্ত্ব হইতে ভক্তি-যোগের শ্রেষ্ঠতা, মুরারির "রামদাস" সংজ্ঞা, রামাষ্টক শ্রবণ, নিত্যানন্দমিলন ইত্যাদি বিষয় এবং গ্রন্থের অধিকাংশ বিষয়ই লোচনদাস কর্ত্তৃক কর্ণপূরকৃত সংস্কৃত মহাকাব্য "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থের মূলীভূত মুরারিগুপ্তকৃত চৈতন্য-

ভাগ্যে আজি দেখিব নয়ানে॥ হের রামনারায়ণ মুরারি মুকুন্দ। সত্বরে জানহ কোথা আছে নিত্যানন্দ॥ হেনরূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল। সত্বরে চলিয়া গ্রাম-দক্ষিণ চাহিল॥ বিচার করিয়া লাগ না পাইল তার। পাদাম্বুজ-সন্নিকটে আইলা আর বার॥ কর যোড় করি কহে ঠাকুরের আগে। বিচার করিয়া প্রভু না পাইল লাগে॥ পুনরপি কহে প্রভু শুন সর্ব্বজন। বিচার করহ সভে আপন আশ্রম॥ প্রভুর আজ্ঞায় সভে চলিলা সত্বর। একে একে সভে গেলা আপনার ঘর॥ সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করি একত্র হইয়া। প্রভু-বিদ্যমানে সবে মিলিলা আসিয়া॥ পথে যাইতে মুরারির নিয়ড়কে পহু। না দেখিলে অবধূত বলি হাতে লহু॥ নন্দন-আচার্য্য ঘরে আছে মহাশয়। আমিহ যাইব তথা কহিল নিশ্চয়॥ এ বোল শুনিয়া সভে হরষিত হঞা। চলিলা ঠাকুর-সঙ্গে জয় জয় দিয়া॥ পথে যাইতে ঘন ঘন হরি হরি বোল। গণ্ড পুলকিত অঙ্গ গদগদ স্বর॥ নয়নে গলয়ে নীর সাত পাঁচ ধারা। চলিতে না পারে তবে সোণার কিশোরা॥ ক্ষণে সিংহপরাক্রম পদ চারি যায়। মত্ত করিবর যেন উলটি না চায়॥ নব-জলধরে যেন গম্ভীর নিনাদ। ঘন ঘন হুহুঙ্কার আনন্দ উন্মাদ॥ এই মনে আনন্দে সানন্দে চলি যায়।

চরিতের তৃতীয়প্রক্রমাদি হইতে সংগৃহীত। বিশেষতঃ ঐ গুলি উক্ত কাব্যের ষষ্ঠ সর্গ হইতেই উদ্ধৃত। পাঠকের ইচ্ছা হইলে দেখিতে পারেন। আদর্শ পুস্তকে অষ্টকের আভাস ও প্রথম শ্লোকটী ছিল, আমিও ভক্তিরত্নাকর ধৃত মুরারিকৃত চৈতন্যচরিতোক্ত সম্পূর্ণ অষ্টক ও তাহার শেষ শ্লোকটী নিবেশিত করিলাম।

করে হুঙ্কার গর্জ্জন। প্রেম-পরিপূর্ণ দেখে অনন্ত ভুবন॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উল্লাসে। গৌরচন্দ্র মুখ হেরি অট্ট অট্ট হাসে॥ পদতালে ধরণী যে স্থির নাহি হয়। ভূমিকম্প হেন সভে মানিল নিশ্চয়॥ নাচে গৌরচন্দ্র প্রভু সভার ঠাকুর। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে প্রেম হিল্লোল প্রচুর॥ দেখিয়া ত শচীদেবী আনন্দিত চিত। নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ দেখি পরতীত॥ বধূসঙ্গে গৃহে করে পরম মঙ্গল। হুলাহুলি জয়ধ্বনি করে সুমঙ্গল॥ আই নিত্যানন্দ দেখি বিশ্বরূপ ঠান। এক দিঠে চাহে দেবী হরিষ পরাণ॥ গৌরচন্দ্রে কহে কথা শুন বাপ মোর। বিশ্বরূপ সেই পুত্র সহোদর তোর॥ নিত্যানন্দ নাম ধরি আইল নবদ্বীপে। মোর বাপ বিশ্বম্ভর রাখহ সমীপে॥ কহিতেই হইল দেবী আনন্দ-পাঁথারে। ডুবি নিত্যানন্দে চাহে কোলে করিবারে॥ আইস বাপ বিশ্বরূপ চুম্বি মুখ তোর। হরিষে না জানি চিত কি করিছে মোর॥ কহে গৌরচন্দ্র মা গো নহ উত্তরোল। রাখহ গোপতে কথা শুন মোর বোল॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আইর চরণে। দণ্ডবৎ পরণাম করয়ে যতনে॥ চরণের ধূলি লয় দু হাতে করিয়া। আইর সন্তোষে নাচে হরিষ হইয়া॥ কতক্ষণে স্থির হইলেন সভে মেলি। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু মহাকুতূহলী॥ নিত্যানন্দ দেখি শচীর জুড়ায় নয়ান। পিরিতি পাগল হঞা হেরয়ে বয়ান॥ প্রভু বোলে নিজপুত্র বলিয়া জানিবে। আমার অধিক করি ইহারে পালিবে॥ পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ-মুখ চাহে। মোর পুত্র তুমি হৈলা শচীদেবী কহে॥ মোর বিশ্বম্ভরে কৃপা করিবে আপনে। আজি

হৈতে তোরা দুই আমার নন্দনে ॥ বলিতে বলিতে শচীর অশ্রু নেত্রে ঝরে। পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ কোলে করে ॥ নিত্যানন্দ মাতৃভাবে শচীর চরণে। দণ্ডবৎ করি বলে মধুরবচনে ॥ মাতা যে কহিলে তুমি সব সত্য হয়। তব পুত্র হই আমি জানিবে নিশ্চয় ॥ পুত্র-অপরাধ কিছু না লইবে মাতা। তব পুত্র বটি মুঞি জানিবে সর্ব্বথা ॥ নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাঞা শচীরাণী। নয়নে গলয়ে নীর গদগদ বাণী ॥ এই মতে স্নেহরসে সভে গরগর। দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়ায় অন্তর ॥ আর দিন শ্রীবাসপণ্ডিত ভিক্ষা দিল। তাহার আশ্রমে অবধূত ভিক্ষা কৈল ॥ অনেক সন্তোষ পাইল পণ্ডিতের ঠাঞি। ভিক্ষা করি সেই দিন বঞ্চিলা তথাই ॥ সেই ক্ষণে মহাপ্রভু গৌর ভগবান্। শ্রীবাস-আশ্রমে গেলা প্রসন্ন বয়ান ॥ দেবালয় প্রবেশিয়া বৈসে দিব্যাসনে। কহিল আমারে এই দেখহ নয়নে ॥ সাদরে নিরিখে বিশ্বম্ভর-কলেবর ॥ তত্ত্ব না জানিল কিছু বিশেষ তাহার ॥ কি কাজ কহিল প্রভু ইঙ্গিত আকার ॥ তবে পুনরপি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। নিজজন দেখি কিছু কহিল উত্তর ॥ সব জন হও এই মন্দির বাহিরে। বিস্ময় হইল সব বৈষ্ণব-অন্তরে ॥ মন্দির বাহির হৈল আজ্ঞা পালিবারে। ইঙ্গিতে কহিল কার্য্য কে জানিবে তারে ॥ ষড়্‌ভুজ শরীর প্রভু দেখাইল আগে। পরে চতুর্ভুজরূপ দ্বিভুজ হৈল তবে ॥ দেখিয়া ঐছন রূপ অতি অদভুত। পূর্ব্ব সঙরিল নিত্যানন্দ অবধূত ॥ দেখিল আমার প্রভু প্রকাশ হইলা। এক অঙ্গে তিন অবতার দেখাইলা ॥ রাম,

কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ দেখিয়া দিব্যতনু। পশ্চাৎ দেখিল নব-কৈশোর রাধাকাণু॥ হরিষে নাচয়ে নিতাই আনন্দ অপার। দিক্ বিদিক্ নাহি প্রেমের পাঁথার॥ হেন অদভুত কথা শুন সর্ব্বজন। গোরা-গুণগাথা সুখে কহিল লোচন॥

হরিরাম নারায়ণ শচীর দুলাল হেম গৌর। নিত্যানন্দ-সুখোৎসবে নাচয়ে একত সব ভোর॥

পরম অদ্ভুত কথা লোকে অবিদিত। শুনহ ভকত সব হই একচিত॥ ষড়্‌ভুজ দেখয়ে নিত্যানন্দ সুবিলাসী। বাঢ়ে নিত্যানন্দ-সুখ-অমিয়ার রাশি॥ ঊর্দ্ধ দুই হস্তে দেখে ধনু আর শর। মধ্য দুই হস্ত বুকে মুরলী অধর॥ অধ হস্তদ্বয়ে শোভে কমণ্ডলু দণ্ড। মালসাট্ মারে দেখি পরম প্রচণ্ড॥ রাম কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ মাধুরী মনোহর। কিশোর-শেখর রসময় কলেবর॥ কহে নিত্যানন্দ প্রভু সরোষ অন্তর। লীলাবেশ হইয়া গৌর-রসে গরগর॥ ইহা বলি গভীর গরজে ঘন ঘন। মত্ত বলদেব যেন অঙ্গের গঠন॥ সেরূপ দেখিতে কামদেব মূরছিতে। তুলনা দিবারে কিবা আছে পৃথিবীতে॥ জিনিঞা রাতুল পদ্ম চরণযুগল। ভকত-ভ্রমর লোভে মহা-কুতূহল॥ কনকনূপুর সে শোভিত শোভা করে। দশ চন্দ্র বিরাজিত অঙ্গুলী-উপরে॥ উলট কদলী-উরু সুন্দর নিতম্ব। নীলধটী পরিপাটী রভস তরঙ্গ॥ ত্রিবলি-বলিত চারু নাভি সুগভীর। রসিকা নাগরী-চিত্ত দেখিয়া অধীর॥ পরিসর উচ্চ বক্ষে মুকুতার দাম। গজমোতি হার হেরি মুরুছয়ে কাম॥ কম্বুকণ্ঠ গণ্ডস্থল কনকদর্পণ। লাজ, ধৈর্য্য ছাড়ি হেরি কুলপালীগণ॥ কর্ণে সুকুণ্ডল যেন সূর্য্যের মণ্ডল।

পদ্মিনীর গণ হেরি প্রফুল্লিত জল॥ শির'পরি পাগুড়ী বান্ধিঞা লটপটি। মধুমদে ফিরে রাঙ্গা উতপল দিঠি॥ শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম ভায়া। বারুণী বারুণী ডাকে মহামত্ত হইয়া॥ চন্দনে চর্চ্চিত চারু ললাটে তিলক। ভুরুযুগ দেখি কাম ধনুকে লিলেক॥ কোটি চন্দ্র নিছনিয়ে সে চন্দ্র-বদন। প্রেম-ধারা নয়নে সে সুধা বরিষণ॥ লৌহদণ্ড শ্রীহস্ত সে পাষণ্ড দলিতে। শ্রীহল মুষল যেন শত্রুকে নাশিতে॥ কোন ক্ষণে ধবলী শামলী বলি ডাকে। কানাই রে মধু দেহ কহয়ে নিকটে॥ হরি হরি বলে ক্ষণে মেঘের শবদে। ভায়া ভায়া বলে ক্ষণে পরম উন্মাদে॥ ক্ষণে ভক্তিরসসুখে লীলা-অনুসারে। পরস্পর দোঁহে মেলি পরণাম করে॥ পড়িলেন প্রভুপদে নিত্যানন্দ রায়। গৌরচন্দ্র! প্রেমানন্দ দেহত আমায়॥ নিত্যানন্দপদে পড়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়॥ গদ গদ স্বরে বলে ভায়ারে বলাই। আমারে ছাড়িয়া ভাই ছিলে কোন ঠাঞি॥ এই বেশে কোন দেশে কতেক ভ্রমিলে। পাঁচনী গুঞ্জার মালা কোথা বা রাখিলে॥ কিবা ছিলাম কিবা হৈলাম কি করিল ধাতা। কোথা নন্দ পিতা, কোথা যশোমতী মাতা॥ কালিন্দী যমুনা-তীরে চরাইথা গাই। তাহা কিছু মনে পড়ে দাদা রে বলাই॥ হেন মতে দুই প্রভুর হইল মিলন। আনন্দে কহয়ে গুণ এ দাস লোচন॥

আর অপরূপ কথা কহিব এখন। না দেখিব না শুনিল হেন আচরণ॥ সকল লোকের নাথ ক্ষিতি অবতার। ভাগ্য করি না মানহ কেনে আপনার॥ চাতুরী না ঘুচে ছার

পাষণ্ডি-হিয়ায়। জড়িত অন্তর তার এ বিষ্ণুমায়ায়॥ নির্ম্মল হইয়া যবে শুন গোরাগুণ। ভবব্যাধি নাশিবারে এই সে কারণ॥ এক দিন রাত্রি যায় তৃতীয় প্রহর। আচম্বিতে রোদন করয়ে বিশ্বম্ভর॥ বিস্মিত হইয়া শচী পুছেন পুত্রেরে। কি কারণে কান্দ বাপ কহ না আমারে॥ তোমার কান্দুনা শুনি পোড়য়ে অন্তর। ধরিতে না পারো হিয়া বুকে বাজে তির॥ শুনিয়া মায়ের কথা নিশবদে রহে। শয্যায় বসিয়া যে দেখিল সপ্ন কহে॥ নবীন নীরদকান্তি দেখিল পুরুষে। ময়ূরপাখার চূড়া দেখিল সম্মুখে॥ কঙ্কণ কেয়ূর হার চরণে নূপুর। ললাটে চন্দনচাঁদ কিরণ প্রচুর॥ পীত বস্ত্র পরিধান বংশী বামকরে। দেখিলু বালক এক হরিষ অন্তরে॥ রোদন করয়ে আঁখি গলে অশ্রুধার। না কহিও কেহো যেন না শুনয়ে আর॥ ঐছন বচন শুনি শচী হরষিতা। বিশ্বম্ভর মুখোদিত আনন্দিত কথা॥ বিশ্বম্ভর পুলকপূরিত সব দেহে। ঝলমল করে অঙ্গ ছটা সব গেহে॥ হেন কালে অবধূত নিত্যানন্দ রায়। আচম্বিতে প্রভু পাশ মিলিলা তথায়॥ আসিয়া দেখিল প্রভুর সুন্দর শরীর। তেজোময় মহাবাহু এ নাভি গম্ভীর॥ দক্ষিণকরেতে গদা বামকরে বেণু। করতলে পদ্ম বামকরতলে ধনু॥ তপ্তকাঞ্চন-কান্তি হৃদয়ে কৌস্তুভ। মকরকুণ্ডল দুই শোভে গণ্ডযুগ॥ মরকতদ্যুতি হার শোভয়ে গলায়। অদ্ভুত বেশ দেখি অবধূত রায়॥ চতুর্ভুজ দেহ তনু মুরলী কানাই। সেই মত রূপ সব চরিত্র নিমাই॥ ক্ষণেক অন্তরে দেখে দ্বিভুজ আকার। লোক-অনুগ্রহ রূপ চরিত্র তাহার॥ এরূপ দেখিলাসিয়া অবধূত রায়। নিজ

জনে আলিঙ্গন দিয়া নাচে গায়॥ আবেশে নাচয়ে সেই বিরস হইয়া। প্রেম-মহাজলনিধি প্রবেশ করিয়া॥ শ্রীনিবাস নারায়ণ শ্রীরাম মুরারি। ইহা সঙ্গে তোমরা চলহ জনা চারি॥ অদ্বৈত-আচার্য্য বাড়ি যাব অবধূত। ইহারে জানহ এই বড় অদভুত॥ এই মতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল। শুনি সবজন-হিয়া আনন্দিত হৈল॥ নিত্যানন্দ সঙ্গে সভে চলিলা সত্বরে। আনন্দহৃদয়ে গেলা আচার্য্যের ঘরে॥ পরণাম করি কথা কহিল সকল। শুনিয়া আচার্য্য সুখে নাচয়ে বিহ্বল॥ দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন করয়ে আনন্দে। আচার্য্য নাচয়ে সুখে নাচে নিত্যানন্দে॥ আনন্দসমুদ্রে সুখে ডুবিলা নির্ভরে। ঘন ঘন হুহুঙ্কার উঠয়ে হিল্লোলে॥ দোঁহে গুপ্ত কথা কহে গৌরাঙ্গচরিত। শুনিতে কহিতে দোঁহে উনমত-চিত॥ এই মত আনন্দে আছিলা দিন দুই। আনন্দে বৈষ্ণব সব গোরাগুণ গাই॥ অদ্বৈতচরণে পুন নিবেদন করি। চলিলা সত্বরে দেখিবারে গৌরহরি॥ প্রভুর সম্মুখে আসি পরণাম করি। কর যোড় করি সব কহিল মুরারি॥ আচার্য্যের ঘরে যত ভৈগেল রহস্য। শুনি আনন্দিত প্রভু উপজিল হাস্য॥ তার পর দিনে পুন আপনে আচার্য্য। পাদাম্বুজ দেখিতে আইলা দ্বিজবর্য্য॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘরে মহাপ্রভু। দেবতার ঘর মধ্যে বসি হাসে লহু॥ দিব্যাসনে পহু বসিয়াছে মহাসুখে। ঝলমল করে ঘর অঙ্গের ছটাকে॥ তপ্তকাঞ্চন যেন শ্রীঅঙ্গের ছবি। প্রেমায় অরুণ যেন প্রভাতের রবি॥ দিব্য অলঙ্কার মালা সুগন্ধি চন্দন। পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি সুন্দর বদন॥ গদাধর নরহরি দুই দিকে রহে।

শ্রীরঘুনন্দন প্রভুর মুখ পানে চাহে॥ চৌদিকে বেড়িয়া ভক্ত-গণ তার পাশে। নক্ষত্র বেড়িল যেন দ্বিজরাজ হাসে॥ নিত্যানন্দ বসিয়া সম্মুখে প্রেমানন্দে। বদন হেরিয়া ঘন ঘন হাসে কান্দে॥ হেনই সময় দেখি আচার্য্য দ্বিজচাঁদ। ঘন ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে সিংহনাদ॥ পুলকে ভরল অঙ্গ আপাদ মস্তক। ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার আনন্দকৌতুক॥ নিবেদন কৈল দ্বিজ নানা উপায়ন। পাদাম্বুজে দিল নানা বসন ভূষণ॥ তুলসী মঞ্জরী দিয়া পূজিল চরণ। সুগন্ধি মালতীর মালা সুগন্ধি চন্দন॥ দণ্ড পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া। আপনে সে মহাপ্রভু তুলিলা ধরিয়া॥ পূজা পরিগ্রহ করি গৌর ভগবান্। অবশেষে দিল নিজ ভক্তগণে দান॥ সেই মালা বস্ত্র অলঙ্কার শোভে অঙ্গে। হরি হরি বলি নাচে তা সভার সঙ্গে॥ অদ্বৈত-আচার্য্য আর নিত্যানন্দ রায়। শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ গুণ গায়॥ সকল বৈষ্ণব মেলি আনন্দ উল্লাসে। আপনা পাশরে সভে রসের আবেশে॥ সভে সভা পরশংসে বলে ধন্য ধন্য। তুচ্ছ করি মানে সুখ কৈবল্য নির্ব্বাণ॥ দিবা নিশি না জানয়ে প্রেমানন্দ-সুখে। নিয়ত বিহ্বল তারা অন্তর কৌতুকে॥ সূর্য্যোদয়ে নৃত্যা-রম্ভ হয়েত রজনী। সন্ধ্যায়ে নাচয়ে সে অবধি দিনমণি॥ হেন মতে রাত্রি দিবা প্রেমানন্দে ভোরা। নৃত্য অবসানে সবে আজ্ঞা দিল গোরা॥ স্নান দেবার্চ্চন সভে কর নিজঘরে। পুনরপি আইস সভে ভোজন-উত্তরে॥ সেই মত সবজন ক্রিয়া সমাধিয়া। পাদাম্বুজ-সন্নিকটে মিলিলা আসিয়া॥ হেনই সময়ে মহাশয় হরিদাস। কৃষ্ণনামে নিরন্তর অন্তর

উল্লাস ॥ কৃষ্ণ-পাদাম্বুজ-মধুমত্তময়-ভৃঙ্গ। রসের আবেশে হয় তরুণিম সিংহ ॥ আচম্বিতে নবদ্বীপে মিলিলা আসিয়া। আইস আইস বলি প্রভু সম্ভাসে হাসিয়া ॥ নির্ভর প্রেমায় কৈল গাঢ় আলিঙ্গন। আদেশিল মহাপ্রভু বসিতে আসন ॥ সুচতুর হরিদাস পরণাম করে। আপনে ঠাকুর তার কর ধরি তুলে ॥ সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপিল তাহার। অঙ্গের প্রসাদি মালা দিল আপনার ॥ ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন ঠাকুর। ভোজন করিল মহাপ্রসাদ প্রচুর ॥ এই মনে হরিনাম গুণসঙ্কীর্ত্তন। বিলসয়ে মহাপ্রভু আনন্দিত মন ॥ হরিদাস অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ। শ্রীনিবাস আদি যত নিজভক্ত সঙ্গ ॥ প্রেমানন্দে কৌতুকে গোঙায় দিন রাতি। আচার্য্যে বিদায় দিলা ঘর যাহ আজি ॥ আজ্ঞা পাই অদ্বৈত-আচার্য্য ঘর গেলা। যে দেখিল যে শুনিল সেই সুখে ভোলা ॥ তবে সেই নিত্যানন্দ অবধূতরায়। প্রভু বিদ্যমানে তাঁরে করিলা বিদায় ॥ তার সঙ্গে অনুব্রজি চলিলা ঠাকুর। প্রেমে পালটিতে নারে গেলা বহু দূর ॥ ছাড়িয়া যাইতে নারে অবধূত রায়। অনেক যতনে তেহোঁ করিলা বিদায় ॥ বিদায় সময়ে প্রভু কহে এক বাণী। এ সভারে দেহত কৌপীন এক খানি ॥ প্রভুর বচনে সে ঠাকুর অবধূত। সভাকারে দিলেন কৌপীন অদভুত ॥ আপনে কৌপীন প্রভু নিল ত হাসিয়া। নিজ ভক্তজনে দিল সভারে কাটিয়া ॥ কৌপীন প্রসাদ তারা পাইয়া কৌতুকে। আনন্দ করিয়া সভে বান্ধিল মস্তকে ॥ নিত্যানন্দ পাদাম্বুজে করিয়া বিদায়। প্রভুর সঙ্গতি তারা নিজঘরে যায় ॥ ঘরেরে আইলা

সভে দুঃখিত হৃদয়। বাষ্প ছল ছল আঁখি বসিলা আলয়॥ কথোক্ষণে সভে স্নান দেবার্চ্চন করি। সন্ধ্যাকালে আইলা দেখিবারে গৌরহরি॥ নিত্যানন্দ গেলা আচার্য্যগোসাঞির স্থান। হরিষে গৌরাঙ্গ কথা কহে রাত্রি দিন॥ তার পর দিনে এক কথা শুন সভে। শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তি পাবে যবে॥ লোক বেদ-অবিদিত অপরূপ কথা। অমৃতের সার এই গোরা-গুণগাঁথা॥ দেখি নিজ জনে প্রভু আলিঙ্গন দিয়া। আপনার গুণ শুনি বোলয়ে নাচিয়া॥ চতুর্দ্দিকে সব জন সুখে নাচে গায়। আনন্দে বিভোর মাঝে নাচে গোরারায়॥ আচম্বিতে শ্রীনিবাস-কর ধরি করে। কতি গেলা নাহি জানি প্রভু বিশ্বম্ভরে॥ চতুর্দ্দিকে সব জন নাচিতে গাইতে। মধ্যে মহাপ্রভু নাই, না পাই দেখিতে॥ সব জনে উপজিল অন্তরে তরাস। কান্দয়ে সকল লোক গণয়ে হুতাশ॥ ভূমিতে লোটাঞা কান্দে স্থির নাহি বান্ধে। নদীয়ার লোক সব গুণ ঝুরি কান্দে॥ ধাওয়া ধাই সব লোক চাহে ঘরে ঘরে। আঁখি মেলিবারে নারে নয়নের জলে॥ বিষ খাই সব জন মরিব আমরা। কি লাগিয়া কতি গেলা মোর প্রাণ গোরা॥ এতেক বিলাপ করি সব নিজ জন। শুনিয়া ধাইল শচী হঞা অচেতন॥ বসন সম্বরে নাহি নাহি বান্ধে চুলি। বুকে কর হানি ধায় উন্মত্ত পাগলী॥ বাপু বাপু করি ডাকে আরে বিশ্বম্ভর। ঘরেরে আইস বেলা হইল দু প্রহর॥ কুলের প্রদীপ মোর নদীয়ার চাঁদ। নয়নের তারা মোর কেবা কৈল আন্ধ॥ সব জন আরতি দেখিয়া বিপরীত। ভকত বৎসল প্রভু আইলা আচম্বিত॥ ঘোর অন্ধকারে যেন সূর্য্যের উদয়।

প্রকাশ করিল প্রভু বৈষ্ণব-হৃদয়॥ চরণে পড়িয়া কেহ কান্দে আর্ত্তনাদে। শ্রীমুখ দেখিয়া কেহ কান্দে উনমাদে॥ কেহ বলে মহাপ্রভু তব পদ বিনে। অন্ধকার দশ দিক্ না দেখি নয়নে॥ উন্মত্ত পাগলী শচী পুত্র কোলে করে। লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেই বদনকমলে॥ আন্ধলের লড়ি মোর নয়নের তারা। এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা॥ শূন্য হইয়াছিল মোর সকল সংসার। গোরাচাঁন্দ উদরে ঘুচিল অন্ধকার॥ মুরারি মুকুন্দদত্ত আর হরিদাস। বিনয় করিয়া কহে শুন শ্রীনিবাস॥ তোমা বহি নাহিক প্রভুর প্রিয় দাস॥ তোমার প্রসাদে এই চরণ প্রকাশ॥ আমি সব তোমারে কি কহিবারে জানি। আপন বলিয়া দয়া করিবে আপনি॥ ইহা বলি সভে মেলি হরিগুণ গায়। পিরিতি পাগল হঞা নাচে গোরারায়॥ হেন অদভুত কথা শুন সব জন। নবদ্বীপে পরচার পিরিতি-রতন॥ ত্রিজগতে দুল্লর্ভ প্রভুর প্রেমভক্তি। হেন জন কেবা আছে লভিবারে শক্তি॥ লখিমী অনন্ত কিবা শিব সনাতন। প্রেম ভকতি কেহ না জানে মরম॥ হেন প্রেমভক্তি প্রভু করে পরকাশ। আনন্দহৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥

ধানশী রাগ॥

হেনরূপে নবদ্বীপে বিহরে ঠাকুর। আপনা পাশরি প্রেম প্রকাশে প্রচুর॥ স্বতন্ত্র হইয়া হয়ে ভকত অধীন। সভারে যাচয়ে প্রেমা যেন মহাদীন॥ আচম্বিতে এক দিন ধন্য রম্য বেলে। নিজজন সঙ্গে ক্রীড়া করে সন্ধ্যাকালে॥ সভার অঙ্গের বস্ত্র নিল ত কাড়িয়া। আনন্দে হাসয়ে সভে

বিনয় করিয়া॥ সব জন লজ্জায় অবশ ভেল তনু। করে আচ্ছাদয়ে অঙ্গ চাটু কহে পুন॥ বস্ত্র দেহ বস্ত্র দেহ ত্রিজগত্‌রায়। এমত করিতে প্রভু তোরে না জুয়ায়॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অধিক উল্লাস। ক্ষণেক অন্তরে দিল সব জন-বাস॥ এই মনে বিহরে রসিকশিরোমণি। সব জন-রস-দাতা সব রস জানি॥ বস্ত্র দিয়া তুষ্ট কৈল সব নিজজন। আপনি নাচয়ে সুখে নাচে ভৃত্যগণ॥ লীলাগতি চলে প্রভু লোকে অলক্ষিত। তার নিজ জন জানে তাহার ইঙ্গিত॥ শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ। ইঙ্গিত বুঝিয়া গায় বাঢ়ে প্রেমানন্দ॥ আনন্দে বিহ্বল নিজগণে নাচে গায়। হেনকালে আইলা পুন অবধূতরায়॥ অবধূত আইলা বলি পড়ে জয় জয়। আনন্দে সকল লোক সুমধুর গায়॥ মত্ত করিবর যেন গমন মন্থর। হরি হরি ধ্বনি শুনি অবশ অন্তর॥ পথ আগারিয়া চলে অঙ্গ হেলাইয়া। পদ দুই গিয়া রহে চৌদিকে চাহিয়া॥ পুলকিত সব অঙ্গ আপাদ মস্তক। কদম্বকেশর যিনি একটী পুলক॥ বক্র গ্রীবা লুভিত নেহারে রাঙ্গা আঁখি। ক্ষণে উনমাদে ধায় উচ্চৈঃ স্বরে ডাকি॥ এই মত শত শত লোক পাছে ধায়। আনন্দে বিভোর গেলা যথা গোরারায়॥ নিত্যানন্দ দেখি প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। দৃঢ় আলিঙ্গন করে প্রেমে গরগর॥ দোঁহার নয়নে ঝরে প্রেমানন্দ-নীর। আনন্দে বিভোর দোঁহে অথির-শরীর॥ আনন্দে নাচয়ে যত সঙ্গে ভক্তগণ। কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে যেন শিশুগণ॥ নৃত্য-অবসানে প্রভু কহিল সভারে। নিত্যানন্দ-পাদপ্রক্ষালন করিবারে॥ নিত্যানন্দ-পাদোদক লহ শির'-

পরি। পাইবে পরম প্রেমা আনন্দ লহরি ॥ হেন মতে মহা-প্রভু আজ্ঞা যবে কৈল। শুনিয়া সভার হিয়া আনন্দ বাঢ়িল ॥ একে চাহে আরে পায় প্রভু আজ্ঞাবাণী ॥ মস্তকে ধরিল পাদপ্রক্ষালন পানী ॥ উঠিয়া আনন্দে সব জন করি কোলে। উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দহিল্লোলে ॥ প্রেমায় বিহ্বল সভে করয়ে ক্রন্দন। হৃদয়ে ধরয়ে অবধূতের চরণ ॥ প্রেম মহা-মহোৎসব বাঢ়িল অপার। অঙ্গ ঝল মল করে বাহ্যেতে বিকার ॥ ঐছন দেখিয়া প্রভু গৌর ভগবান্। অন্তর সন্তোষে চাহে প্রসন্ন বয়ান ॥ সব জন স্তব করে বেঢ়ি চারি পাশে। হেন কালে আচম্বিতে আইলা হরিদাসে ॥ শুদ্ধ অঙ্কুর মালা ফটিক গলায়। হেমমণি মুখর মঞ্জীর রাঙ্গা পায় ॥ পুলকিত সব অঙ্গ সজল নয়ন। প্রেমে টল মল তনু হুঙ্কার গর্জন ॥ নির্ভর প্রেমায় নাচে প্রভুর সম্মুখে। ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার প্রেমানন্দ-সুখে ॥ নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মা মূর্ত্তিমান্ হঞা। দণ্ডবৎ করে প্রভুর চরণে ধরিয়া ॥ চতুর্ম্মুখে স্তব করে বেদ উচ্চারিয়া। শান্ত হও বলি প্রভু তোলে কোলে লঞা ॥ শান্ত হঞা হরিদাস নাচে কাঁদে হাসে। দিক্ বিদিক্ নাহি প্রেমানন্দে ভাসে ॥ হেন কালে অদ্বৈত আচার্য্য আচম্বিত। প্রভুর নিকটে আসি হৈলা উপনীত ॥ ঠাকুর উঠিয়া কৈল বন্দন তাহার। সব জন উঠিয়া করিল নমস্কার ॥ পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় গৃহব্যবহারে। আদেশিল আপনে ভোজন করি-বারে ॥ সম্ভ্রম পাইল তত্ব আচার্য্যগোসাঞি। আজ্ঞা শিরে করি অন্ন ভুঞ্জিলা তথাই ॥ হেন মতে সব নিজজন-সঙ্গে প্রভু। নিভৃতে বসিয়া ঘরে হাসে লহু লহু ॥ নিজ জন সঙ্গে প্রভু

নিজ কথা কহে। যে কারণে কৈল প্রভু পৃথিবীবিজয়ে॥ নিজ ভাব আস্বাদন অধর্ম্ম বিনাশ। ধর্ম্মসংস্থাপন নামকীর্ত্তন প্রকাশ॥ দেশে দেশে প্রকাশ করিব ঘরে ঘরে। ব্রজ-রস-ভাব দাস্য বাৎসল্য শৃঙ্গারে॥ ভুঞ্জাব অধিক রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-ধন। আপনি ভুঞ্জিব ভুঞ্জাইব ত্রিভুবন॥ সুরাসুরগণে দিব এই প্রেমধন। চণ্ডাল যবন মূর্খ স্ত্রী বালক জন॥ বৃন্দাবন-সুখ আমি নদীয়া আনিয়া। দেশে দেশে ভুঞ্জাইব তো সভা বোলাঞা॥ অতি অপরূপ কথা নদীয়াবিহার। একত্র যে সব কথা করিব প্রচার॥ গদাধর নরহরি বৈসে দুই পাশে। শ্রীরঘুনন্দন পদ নিকটে বিলাসে॥ অদ্বৈত আচার্য্য আর নিত্যানন্দ রায়। আপনে ঠাকুর নিজ গুণগাথা গায়॥ মুরারি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস। হরিদাস আদি যত প্রেমার আবাস॥ শুক্লাম্বর বক্রেশ্বর শ্রীমান্ সঞ্জয়। শ্রীধরপণ্ডিত আদি যত মহাশয়॥ এক জন মহিমা কহিতে পারে কেবা। আপনি অবনি অবতরে গৌরদেবা॥ উপমা দিবারে নাহি নদীয়াপ্রকাশ। আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥

দিশা॥ প্রাণ গোরাচাঁদ মোর। মূর্চ্ছা॥

না হারে হারে আরে হয়। হরিরাম নারায়ণ শচীর দুলাল হেম গোরা॥ ধ্রু॥

কহিব অপূর্ব্ব কথা শুন সর্ব্বজন। শুনিলে সকল পাপ হয় বিমোচন॥ নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আপন আবাসে। শিষ্য-গণ সঙ্গে আছে বিনোদ বিলাসে॥ নিজ ভক্তগণ সব করি এক মেলি। নিজগুণ সঙ্কীর্ত্তনে প্রেমানন্দে ভুলি॥ হাসিয়া কহিল প্রভু ভক্ত সভাকারে। এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে

ঘরে॥ নরদ্বীপে বাল বৃদ্ধ বৈসে যত জন। চণ্ডাল দুর্গতি আর সজ্জন দুর্জ্জন॥ সভারে শিখাও হরিনাম গ্রন্থি করি। অনায়াসে সবলোক যাউ ভব তরি॥ শুনিয়া সকল ভক্ত কহিল প্রভুরে। না পারিব হরিনাম দিতে ঘরে ঘরে॥ এই নবদ্বীপে এক আছয়ে দুরন্ত। অতি দুরাচার মহাপাপে নাহি অন্ত॥ মহাপাপী ব্রাহ্মণ সে আছে দুই ভাই। নবদ্বীপের ঠাকুর সে জগাই মাধাই॥ ব্রাহ্মণী যবনী গুর্ব্বঙ্গনা নাহি এড়ে। সুরাপান পাইলে সকল কর্ম্ম ছাড়ে॥ দেব-গুরু ব্রাহ্মণের হিংসা নিরন্তর। বাহির হৈলে বিনা নাহি যায় ঘর॥ ব্রহ্মবধ গোবধ স্ত্রীবধ শত শত। লিখিতে না পারি পাপ করিয়াছে কত॥ গঙ্গাকূলে বাস গঙ্গাস্নান নাহি করে। দেবতা পূজয়ে নাহি আজন্ম ভিতরে॥ নিরন্তর স্বজন বান্ধবে করে দণ্ড। কৃষ্ণগুণ সঙ্কীর্ত্তনে বড়ই পাষণ্ড॥ সহস্র কায়স্থ যদি শতজন্ম লেখে। তথাপি তাহার পাপ-অন্ত নাহি দেখে॥

এক দিন আছে প্রভু নিজজন মেলে। কথার প্রসঙ্গে তার কথা হেন কালে॥ কহিল সকল লোক প্রভু বিদ্যমানে। শুনিয়া রুষিল প্রভু গণে মনে মনে॥ অরুণ বদন ভেল রাঙ্গা দুই আঁখি। যে কহিলে তোমরা অন্তরে পাই সাক্ষী॥ অজামিল নামে পাপী আছিল ব্রাহ্মণ। মরিবার কালে নাম লৈল নারায়ণ॥ পুত্রস্নেহে নারায়ণ নাম লৈল সেহ। বৈকুণ্ঠ পাইল দ্বিজ পাঞা দিব্য দেহ॥ তাহার অধিক পাপী জগাই মাধাই। উহার নিস্তার হবে কেমন উপায়॥ তাহার লাগিয়া মোর অন্তর কাতর। সে

কিছু কহিয়ে সভে শুনহ উত্তর॥ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কলি-যুগ ধর্ম্ম। নামগুণ সঙ্কীর্ত্তনে সাধিব সব কর্ম্ম॥ আনহ যেখানে যে আছয়ে বন্ধুজন। মিলিয়া করিব আজি নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥ গায়ন বাজন সে মৃদঙ্গ করতাল। উচ্চস্বরে কর নাম-কীর্ত্তন রসাল॥ নগরে বেড়া'ব আমি কীর্ত্তন করিয়া। আইল সকল লোক এ বোল শুনিয়া॥ অদ্বৈত-আচার্য্য আর তার নিজজন। অবধূত নিত্যানন্দ প্রসন্ন-বয়ান। হরি-দাস শ্রীনিবাস মিলি চারি ভাই। মুরারি মুকুন্দদত্ত পণ্ডিত গদাই॥ শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর শুক্লাম্বর। সব জন মেলি আইলা ঠাকুরের ঘর॥ যেখানে আছিল ভক্তগণ যত যত। প্রভুর আজ্ঞায় সভে ভৈগেল একত্র॥ একত্র হইয়া সভে সঙ্কীর্ত্তন করি। বিজয় করিলা বিশ্বম্ভর গৌরহরি॥ নদীয়া-নগরে ভেল প্রেমার হিল্লোল। গগনে উঠিল সেই হরি হরি বোল॥ নিজঘরে শুতিয়াছে জগাই মাধাই। নিজমদে মত্ত নিদ্রা যায় দুই ভাই॥ সেই পথে কীর্ত্তন করিয়া প্রভু যায়। নদীয়ার লোক সব দেখিবারে ধায়॥ করতাল মৃদঙ্গাদি কীর্ত্তনের রোলে। চতুর্দ্দিকে শুনি মাত্র হরি হরি বোলে॥ জাগিল সে দুই ভাই কীর্ত্তনের রোলে। মুখ তুলি চাহে ক্রোধে ধর ধর বলে॥ রাঙ্গা দুনয়ন করি চাহে ক্রোধ দিঠে। কি না ধ্বনি শুনি কর্ণে মাইল যেন জাঠে॥ হৃদয়ের শেল যেন একটা শবদ। জিতে আশা থাকে যদি হউ নিঃশবদ॥ তাহার কাছের লোক কহে তার আগে। সম্বরণ কর গোসাঞি ক্রোধ কর কাখে॥ আজ্ঞা পাইলে যাব এখন নিষেধ করিব। কাহার শকতি আর এ পথে আসিব॥

জগন্নাথসুত দ্বিজ নিমাই পণ্ডিত। কীর্ত্তন করয়ে সব ব্রাহ্মণ-বেষ্টিত॥ নিষেধ করহ তারা যাউ অন্য পথে। নিঃশবদে রহু তারা সাধ থাকে জিতে॥ মিছা গোল করি বোলে নাহি চিনে মূল। মোর হাতে হারাইবে জাতি প্রাণ কুল॥ ইহা বলি পাঠাইল আপনার দূত। কহিল ঠাকুর আগে শুন শচীসুত॥ অধিক করয়ে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। বাহু তুলি হরি হরি বোলয়ে সঘন॥ দ্বিগুণ করিয়া প্রেম বাঢ়ায় উল্লাস। হরি হরি বোল ধ্বনি পরশে আকাশ॥ পাপিষ্ঠ হৃদয় তারা সহিবারে নারে। চলিলা সে দুই ভাই বাহির দুয়ারে॥ ক্রোধে রাঙ্গা আঁখি তার অরুণ বদন। পরিতে পরিতে যায় অঙ্গের বসন॥ টলবল করি যায় ক্রোধে অচেতন। থাক থাক করি বোলে তর্জ্জন গর্জ্জন॥ সম্মুখে দাড়াঞা তারা চারি পানে চায়। আপনা চিনিয়া যাও বড় ডাকে কয়॥ আরে রে বামনা তোর জিতে লাগে শনি। ইহা বলি দুর্ব্বাক্য বচনে পাড়ে গালি॥ ক্রোধ দেখি নদীয়ার লোক তরাসিত। চারি পানে চাহি সবে হৈলা ভীতাভীত॥ অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি আর নিত্যানন্দ। হরিদাস শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ॥ আপনে ঠাকুর সেই বিশ্বম্ভর রায়। নিজগণ সঙ্গে করি হরিগুণ গায়॥ হরিগুণ গায় সুখে নাহি অবসাদ। জগাই মাধাই ক্রোধে করে পরমাদ॥ ক্রোধে দুই ভাই ধায় করে করি দণ্ড। সম্মুখে পাইল ভাঙ্গা কুম্ভ একখণ্ড॥ কলসীর কানা সে ফেলিয়া মারে ক্রোধে। নির্ভরে বাজিল নিত্যানন্দের মস্তকে॥ নির্ভরে বাজিল কানা রক্ত পড়ে ধারে। দেখি

সর্ব্ব নিজগণ হাহাকার করে॥ ঠাকুর দেখিয়া মনে বড় পাইল দুঃখ। ডাকিয়া কহিল সেই পাপিষ্ঠ সম্মুখ॥ তোমরা দোঁহারে ধিক্ দুরাচার নাহি। পাপ বলি যার নাম সঞ্চরে এ মহী॥ সকল করিলা মাত্র নাহি কর এক। এখনে করিলে সেই দেখ পরতেক॥ ইহা বলি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কাছে। আপন বসন তার শিরে বান্ধিয়াছে॥ নিত্যানন্দ শ্রীপাদের জানেন মহত্ব। ভূমিতে পড়য়ে পাছে তাহার রকত॥ পৃথিবীর অমঙ্গল জানি পাছে হয়। মস্তকে বান্ধিল বস্ত্র প্রভু এই ভয়॥ ক্রোধ করি সুদর্শনে ডাকে গৌরহরি। দাণ্ডাইলা সুদর্শন কর যোড় করি॥ কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বর। জয় জয় মহাপ্রভু শচীর কোঙর *॥ প্রভু বলে জগাই মাধাইরে সংহর। নিত্যানন্দ মারি ব্যথা দিলেক অন্তর॥ শুনি সুদর্শন অগ্নি প্রলয় হইয়া। জগাই মাধাইপানে চলিলা ধাইয়া॥ দেখিলেন জগাই মাধাই সুদর্শন। কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ তরাসিত মন॥ সুদর্শন দেখি নিত্যানন্দ প্রভু হাসে। কি করিল ভগবান্ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে॥ করুণাতে উদ্ধার করিব ত্রিভুবন। দীনহীন পতিত পামর দুষ্ট জন॥ জগাই মাধাই তারি দীনবন্ধু হব। পতিতপাবন নামের গরিমা রাখিব॥ ইহা বলি নিত্যানন্দ চরণে ধরিয়া। কহিলেন প্রভু-পদে বিনয় করিয়া॥ এ দুই পতিত প্রভু মোরে কর দান। পতিত পাবন নাম থাকুক ব্যাখ্যান। আর আর যুগে দৈত্য করিলে সংহার। সশরীরে এই দুই করহ উদ্ধার॥ শুনি নিত্যানন্দ-বাণী প্রভু দয়াময়।

* অপর পুস্তকে সুদর্শনের আগমন বর্ণনাটি নাই।

ধন্য ধন্য নিত্যানন্দ রোহিণীতনয়॥ তোর বশ মুঞি হও সর্ব্বশাস্ত্রে কহে। যে তুমি কহিলে তাহা করিব নিশ্চয়ে॥ একবার নিত্যানন্দ বলে জন্ম ধরি। সে জন পবিত্র হৈল সে লোক আমারি॥ ঘরে গেলা মহাপ্রভু নিজ গণ লঞা। জগাই মাধাই রহে বিস্মিত হইয়া॥ মহাপ্রভুর দরশন কীর্ত্তন শবদে। বিস্মিত হইয়া চাহে রহে এক স্তব্ধে॥ মনে মনে অনুমান করয়ে অন্তর। বিচার করয়ে মহাপ্রভুর উত্তর॥ হেন পাপ কৈলু যাহা কভু নাহি করো। যাহা নাহি করো তাহা সন্যাসিরে মারো॥ ভাবিতে ভাবিতে তার অন্তর নির্ম্মল। দেখ দেখ মহাপ্রভুর করুণার বল॥ কাতর হইয়া দোঁহে ধায় ঊর্দ্ধমুখে। চমক লাগিল দেখি নদীয়ার লোকে॥ মহাপ্রভুর দ্বারে গিয়া হৈল উপনীত। ঠাকুর ঠাকুর বলি ডাকে বিপরীত॥ নিজ জন লঞা প্রভু বসিয়াছে ঘরে। কে মোরে ডাকয়ে দেখ বাহির তুয়ারে॥ এখনে আমার ঠাঞি আনহ মুরারি। আজ্ঞা পাঞা দোঁহারে আনিলা কোলে করি॥ প্রভুকে দেখিয়া তারা অতি আর্ত্তনাদে। চরণে পড়িয়া ভুমি তুই ভাই কান্দে॥ পতিতপাবন তুমি করুণার সিন্ধু। সর্ব্বলোক নাথ সবিশেষ দীনবন্ধু॥ করুণা-সাগর প্রভু সদয়হৃদয়। আর্ত্তজন-আর্ত্তি দেখি তখনি দ্রবয়॥ তুলিয়া পুছিল শুন জগাই মাধাই। কি কারণে কান্দ কেনে আইলা মোর ঠাঞি॥ নবদ্বীপে একাগ্র ঠাকুর তুই জন। চতুর হইয়া কেনে কান্দহ এখন॥ এ বোল শুনিয়া বলে জগাই মাধাই। তোমার কৃপায় মোরা আইনু তব ঠাঞি॥ গোবধ স্ত্রীবধ পাপ করিয়াছ যত। লেখা জোখা

নাহি নরবধ কৈলুঁ কত ॥ ধিক্ জাউ আমার নদীয়ার ঠাকু-রাল। গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যায় এ দেহ আমার॥ ব্রাহ্মণী যবনী গুর্ব্বঙ্গনা নাহি এড়ি। চণ্ডালিনী আদি করি কাহু নাহি ছাড়ি॥ হিংসা বহি নাহি করি জগতের লোকে। দেব-কর্ম্ম পিতৃ-কর্ম্ম নাহি বাসো মোকে॥ তোর কাছে আমি ছার আর কিবা বলি। যত পাপ কৈলুঁ তত শিরে নাহি চুলি॥ অজামিল মহাপাপী বলে সর্ব্বজন। আমার অধিক নহে কহিল বচন॥ নিস্তার করিল তার নাম নারায়ণে। আমা নিস্তারিতে নারো আসিয়া আপনে॥ আমার নিস্তার নাহি মো জান আপনা। আমারে কি গুণে তুমি করিবে করুণা॥ এতেক করুণাবাণী শুনিয়া ঠাকুর। অকৈতব শুনি দয়া বাঢ়িল প্রচুর॥ আর্ত্তজনার আর্ত্তি দেখি ঠাকুরের আর্ত্তি। করুণাবিগ্রহ আরে দয়াময়মূর্ত্তি॥ করুণাসাগর করে করুণা প্রকাশ। করে ধরি লঞা গেলা জাহ্নবীর বাস॥ ধাইল নদীয়ার লোক দেখিতে কৌতুক। প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু অতি অপরূপ॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন সব দাণ্ডাইয়া চাহে। সভা বিদ্যমানে প্রভু দয়াবাণী কহে॥ তোর পাপ পরিগ্রহ করিব ত আমি। আপনে আপন পাপ উৎসর্গহ তুমি॥ ইহা বলি হাত পাতে তুলসীর তরে। তুলসী না দেই তারা দুই ভাই ডরে॥ দয়া করি পুন কহে গৌর ভগবান্। জগাই মাধাই তোরা পাপ দেরে দান *॥ জগাই মাধাই বলে শুন

* ধন্য পতিতপাবন অবতার! যিনি গঙ্গাজল তুলসী হাতে করিয়া শপথ পূর্ব্বক জগাই মাধাইর ন্যায় মহাপাপীর পাপরাশিকে নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, হায়! তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে একদিনও হৃদয় দ্রবীভূত হইল না! ধিক্ আমার জীবনে।

প্রভু তুমি। আমার যতেক পাপ লিখিতে না জানি॥ আমি মহাধমাধম পাপময় পাপ। তোরে পাপ দিতে হিয়া ডরে মোর কাঁপ॥ এবোল শুনিয়া আখি করে ছল ছল। মেঘের গম্ভীর নাদে বলে হরি বোল॥ পুনরপি পাপ দান চাহে কর পাতে। জগাই মাধাই সে তুলসী দিল হাতে॥ চতুর্দ্দিকে ভেল ধ্বনি হরি হরি বোল। জগাই মাধাই বলি প্রভু দেই কোল॥ নিস্তারিল দুই ভাই জগাই মাধাই। এ হেন পাতকী প্রভু পরশিতে পাই?॥ প্রেমে গদ গদ স্বর আধ আধ বোলে। বসন ভিজিয়া গেল নয়নের জলে॥ পুলকে ভরিল অঙ্গ কম্প কলেবরে। চরণে পড়িয়া ভূমে কহয়ে কাতরে॥ এ হেন ঠাকুর আর আছে কোন জন। দয়ার সাগর মহা-পতিতপাবন॥ জগাই মাধাই হেন পাতকী নিস্তারে। শ্রীঅঙ্গ-পরশে তারা নাচে প্রেমভরে॥ জগাই মাধাই পাপ পরিগ্রহ করি। আপনে নাচয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর হরি॥ এ হেন করুণানিধি কে আছে ঠাকুর। দোষ না দেখয়ে স্নেহ করে এতদূর॥ জীবের উদ্ধার করি নাচয়ে উল্লাসে। এ বড় ভরসা বান্ধে এ লোচনদাস॥

ধানশী রাগ॥

প্রভু রে দ্বিজ চাঁদ। জগৎ-উদ্ধার লাগি পাতে নানা ফাঁদ॥ আরে হয়॥

গদাধর গৌরাঙ্গ নরহরি জয় জয়। শুনিলে গৌরাঙ্গ-গুণ প্রেম লভ্য হয়॥ আর দিনে আর অপরূপ কথা শুন। নবদ্বীপে প্রকাশ পরম মহাধন॥ নিজ গৃহে বান্ধব সহিতে আছে পহু। প্রকাশয়ে বদনকমলে কথা লহু॥ অমিয়া মধুর

ধারা বহে অনিবার। সিনাইল ভকত বেকত মাতোয়াল॥ এই মনে আছে পহু আনন্দ কৌতুকে। আচম্বিতে আইল তথা এক ভিক্ষুকে॥ বনমালী নাম তার পুত্র এক সঙ্গে। বিপ্রকুলে জন্ম বৈসে পূর্ব্বদেশ বঙ্গে॥ দেখিল ত বিশ্বম্ভর ভকতবেষ্টিত। পুত্র সহিতে বিপ্র ভেল আনন্দিত॥ পুত্র সহিতে বিপ্র অনুমান করে। কহিতে না পারে কণ্ঠ গদগদ স্বরে॥ ভালই হইল আমি ভৈগল দরিদ্র। ভিক্ষা করিবারে আইলু ভৈগেল পবিত্র॥ নিশ্চয় জানিল আমি গোরা ভগবানে। অনুভবে জানিলু যে কভু নহে আনে॥ জনম সফল ভেল আজি হেন বাসি। দেখিলু মো বিশ্বম্ভর গৌর গুণরাশি॥ দেখিতে নয়ন হিয়া জুড়াইল আমার। নিভাইল দুরন্ত দারিদ্র্যজ্বালা ছার॥ অমিয়া আহারে যেন সন্তোষ অন্তর। গৌরচন্দ্র দেখিয়া সিঞ্চিল কলেবর॥ তবে গৌর ভগবান্ দেখিয়া তাহারে। করুণনয়নে চাহে ব্রাহ্মণ দোঁহারে॥ সুখে হরিগুণ গায় সে দোঁহার সনে। প্রভুর প্রসাদে তারা পাইল প্রেমধনে॥ আনন্দে নাচয়ে বিপ্র নাচে তার পুত্র। তিলেকে ঘুচিল তার এ সংসারসূত্র॥ হেন মহাপ্রভু গোরা করুণার সিন্ধু। ইহার অধিক আর নাহি দীনবন্ধু॥ তার পর দিন প্রভু সঙ্কীর্ত্তন মাঝে। নাচয়ে ঠাকুর বিশ্বম্ভর নটরাজে॥ হেন কালে সে দুই ব্রাহ্মণ আচম্বিত। দেখিল বালক এক চিত্র চমকিত॥ গৌরশরীরে প্রভু ভেল শ্যামতনু। কটি পীতধটী শোভে করে বর বেণু॥ ময়ূরপাখার চূড়া ঘন উড়ে বায়। সেইরূপ দেখে যত অনুগত গায়॥ রাধাসঙ্গে বৃন্দাবনে বিপিনের মাঝে। দেখি-

লেন শ্যামদেহ নটবররাজে॥ যমুনা তথাই দেখে গোবর্দ্ধন গিরি। বহুলা ভাণ্ডীর মধুবন আদি করি॥ গো গোপী গোপাল দেখে আবরণ তার। নবদ্বীপে দেখিলেন মদনগোপাল॥ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল ব্রাহ্মণ। পুলকে আকুল অঙ্গ সজল নয়ন॥ ঘন ঘন হুহুঙ্কার মারে মালসাট। এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি পাতিলেক হাট॥ দেখিয়া ঠাকুর পুন নৃত্য সম্বরিল। ধর ধর বলি পুন ব্রাহ্মণ ধরিল॥ শুন সব জন এই গোরা-গুণগাথা। করুণা প্রকাশে এই নবীন বিধাতা॥ কর্ম্মবন্ধ ঘুচাইল প্রেমধন দেই। এমন ঠাকুর আর আছে কোন ঠাঁই॥ সংসারের বহি সৃজে আপন সংসার। সবিষয়া প্রেমভক্তি বিষয়ের পার॥ দিব্য মালা চন্দন প্রসাদ পরে নিতি। মমতা নাহিক সব জনেরে পীরিতি॥ বেদের বিচারে বিধি যে আছে উচিত॥ সকল প্রকাশে সেই কার্য্য বিপরীত॥ ঐছন প্রকাশে নিজ প্রেমভক্তি ধন। এতেকে বলিয়ে নব বিধাতা রতন॥ এ হেন করুণাসিন্ধু মোর গোরারায়। অনায়াসে সব জন পরধন পায়॥ ঐছন ঠাকুর আর নাহি প্রেমদাতা। কহিল লোচন ভজ নবীন বিধাতা॥

তবে আর এক দিন শুন অপরূপ। শ্রীবাসপণ্ডিত-ঘরে আনন্দ কৌতুক॥ পিতৃলোক-ধর্ম্ম করে শ্রীবাসপণ্ডিত। শুনয়ে সহস্রনাম অতি শুদ্ধচিত॥ হেন কালে সেই ঠাঞি গেলা গৌরহরি। শুনয়ে সহস্রনাম মনোরথ পূরি॥ শুনিতে শুনিতে ভৈল নৃসিংহ-আবেশ। ক্রোধে রাঙ্গা দুনয়ন ঊর্দ্ধ ভেল কেশ॥ পুলকিত সব অঙ্গ অরুণ বরণ। ঘন ঘন

হুহুঙ্কার সিংহের গর্জন ॥ আচম্বিতে গদা লঞা ধাইল সত্বর। দেখিয়া সকল লোক কাঁপিল অন্তর ॥ পলায়ে সকল লোক না বান্ধয়ে কেশ। সহিতে না পারয়ে প্রভুর ক্রোধাবেশ ॥ পলায়নপর লোক দেখি নরহরি। ক্ষণেকে ছাড়িল গদা আবেশ সম্বরি ॥ সর্ব্ব অবতার বীজ শচীর নন্দন। যখনে যে পড়ে মনে হয় ত তেমন ॥ সব সম্বরিয়া প্রভু বসিলা আসনে। বিস্মিত হইয়া কিছু বলিলা বচনে ॥ না জানি কি অপরাধ ভৈগেল আমার। কিবা চিতে অনুমান ভেল তো সভার ॥ এ বোল শুনিয়া সভে বলিলা বচন। কি তোমার অপরাধ কি কহ কথন ॥ শ্রীবাস কহিল তোমা দেখিল সেজন। তাহার হইল সব বন্ধ-বিমোচন ॥ তার পর দিনে কথা শুন সব জনে। আচম্বিতে আইল এক শিবের গায়নে ॥ নমস্কার করি গৌরহরির চরণে। মহেশের গুণ গায় আনন্দিত মনে ॥ শিব শিব বলি ডাকে পরম উল্লাস। শিবের ভকতি তার দেহে পরকাশ ॥ শুনি আনন্দিত মন ভৈগেল ঠাকুর। শিবগুণ শুনি সুখ বাঢ়িল প্রচুর ॥ শিবের আবেশে নৃত্য করয়ে তখন। আপনা পাশরে সুখে শিবের গায়ন ॥ তার সম ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন। আপনে ঠাকুর কৈল স্কন্ধে আরোহণ ॥ স্কন্ধে করি আনন্দে সে নাচয়ে গায়ন। আবেশে হইল প্রভুর রক্ত লোচন ॥ শিবের আবেশে কহে শিবের কথন। খটক ডম্বরু মুখ শিঙ্গার গর্জ্জন ॥ রাম কৃষ্ণ বলিয়া সে ডাকে কাঁদে হাসে। ক্ষণেকে কাঁদয়ে গোরা শিবের আবেশে॥ শ্রীবাস পণ্ডিত সেই সব তত্ত্ব জানে। শিব-স্তব পড়ে সেই সাবধান মনে ॥ পড়য়ে মহিম্নঃ স্তব শ্রীমুকুন্দ-

দত্ত। আনন্দে নাচয়ে তারা জানে সব তত্ত্ব ॥ গায়নের কান্ধে হৈতে নামিলা ঠাকুর। হরিপরায়ণ হরি গায়েন প্রচুর॥ আনন্দে নাচয়ে যেন মদে মাতোয়াল। হরিগুণ গায় সুখে আনন্দ-পাঁথার ॥ করুণাসমুদ্র করে করুণা প্রকাশ। শুনিতে আনন্দে ভোরা এ লোচনদাস ॥

আর অপরূপ কথা তার পরদিনে। বান্ধবে বেষ্টিত প্রভু নৃত্য-অবসানে ॥ ভূমিতে পড়িয়া প্রভু দণ্ডবৎ করে। আনন্দে সকল লোক হরি হরি বলে ॥ হেনই সময় এক ব্রাহ্মণ * আসিয়া। প্রভু পাদাম্বুজ ধূলি লইল হাসিয়া॥ দেখি গৌর ভগবান্ সত্বরে উঠিল। ব্রাহ্মণচরিত দেখি দুঃখিত হইল॥ মহা-অনুতাপ করি বীর সংবজন। অসন্তোষে নাসিকায় নিশ্বাস সঘন ॥ সত্বরে উঠিয়া প্রভু ধাইল আচম্বিতে। জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিলেন ত্বরিতে॥ জলে মগ্ন হৈল প্রভু না পাই দেখিতে। সব নিজ জন ঝাঁপ দিল পাছে তাতে॥ নদীয়ার লোক সব গণিল প্রমাদ। কান্দয়ে সকল লোক করয়ে বিষাদ ॥ পুত্র পুত্র করি ধায় শচী তার মাতা। ঝাঁপ দিতে চাহে বিশ্বম্ভর হরি যথা॥ উন্মতী পাগলী শচী কান্দে উভ-রায়। কান্দনায় কান্দে সভে ভূমিতে লোটায় ॥ ঐছন প্রমাদ দেখি অবধূত রায়। প্রভুর উদ্দেশে ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায়॥ জলে মগ্ন হৈয়া প্রভুর ধরিলেন হাতে। ধরিয়া তুলিল গঙ্গা-কূলে আচম্বিতে॥ দেখিয়া সকল লোক অতি আনন্দিত। সব নিজ জন কান্দে পাইয়া পিরিত॥ শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিশ্বম্ভর। শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ শুক্লাম্বর ॥

* অপর পুস্তকে "ব্রাহ্মণ" স্থলে "ব্রাহ্মণী" পাঠান্তর।

গদাধর নরহরি কান্দে চরণে ধরিয়া। বাসুদেব জগদানন্দ কান্দে প্রভু লঞা॥ হরিদাস আদি যত যত নিজ জন। গৌর-মুখ দেখি কান্দে তরাসিত মন॥ আর সব জন দুঃখ পাঞাছে অপার। গৌর দেখি সুখে সব গেল নিজ ঘর॥ তবে সব জন মিলি প্রভু বিশ্বম্ভর। মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা ত সত্বর॥ ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু চলিলা ত্বরিতে। বিজয়-মিশ্রের ঘর গেলা আচম্বিতে॥ রজনী বঞ্চিয়া প্রভু উঠিলা ত্বরিত। গঙ্গার উত্তর কূলে গেলা আচম্বিত॥ ভ্রমণ করয়ে তার না বুঝিয়ে মন। তরাস পাইল সঙ্গে ছিল যত জন॥ সভে মিলি নিবেদিল বিনয় বচনে। ব্রাহ্মণ সজ্জন আর যত নিজ গণে॥ পরসন্ন হয় প্রভু গৌর গুণনিধি। করুণা করহ প্রভু মোরা অপরাধী॥ কৃপা করি মহাপ্রভু! ছাড় অতি-রোষ। এমন কতেক নিবে সেবকের দোষ॥ করুণাসাগর তুমি করুণাবিগ্রহ। করুণার অবতার লোক-অনুগ্রহ॥ এখন বিমুখ কেনে হওত আপনি। আমরা কি জানি তব, চিত্ত অভিমানী॥ বিনয় করিয়া যবে বৈল সর্ব্বজন। সদয়-হৃদয় প্রভু দ্রবিলা তখন॥ ঘরেরে আইলা প্রভু আনন্দিত মনে। নিজ গুণগাথা নিজ অনুগত সনে॥ নদীয়ানগরে ভেল আনন্দ উল্লাস। গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

নিছনি যাই রে গোরারূপের বালাই লইয়া। বিতরিল প্রেমধন জগৎ ভরিয়া॥ ধ্রু॥

শোক ছাড়ি হৃষ্টমনে তবে গৌরহরি। নিজগণ সঙ্গে গেলা শ্রীবাসের বাড়ি॥ শ্রীনিবাস হরিদাস আদি যত জন। বসিয়া ঠাকুর কাছে নিরিখে বদন॥ হেন কালে মহাপ্রভু

সভা সন্নিধানে। কহয়ে অন্তরকথা শুনে সর্ব্বজনে॥ ধন জন যৌবন সকল অকারণ। না ভজিনু সত্য বস্তু কৃষ্ণের চরণ॥ নিরন্তর দগ্ধ এ সংসারে মোর হিয়া। না করিলু কৃষ্ণ-কর্ম্ম হেন দেহ পাঞা॥ সংসারে দুর্ল্লভ এই মানুষ শরীর। কৃষ্ণ ভজিবারে কিবা পুরুষ নারীর॥ কৃষ্ণ না ভজিলে এই মিছা সব দেহ। পতি সুত পিতা মাতা মিছা সব গেহ॥ মায়েরে ছাড়িয়া আমি যাব দিগন্তর। কহিল সভারে এই মরম উত্তর॥ সব লোকে বলে আমি বিরুদ্ধ করিয়ে। মুরারি কহিছে ইহা শুনিতে মরিয়ে॥ কেহ না বলয়ে ইহা শুন মহাপ্রভু। আমরা ত কারো মুখে নাহি শুনি কভু॥ এবোল শুনিয়া সেই গৌর ভগবান্। মুরারি ধরিয়া দিল আলিঙ্গন দান॥ মুরারি করিয়া কোলে সামাইল ঘরে। প্রভু আলিঙ্গনে বৈদ্য অপনা পাশরে॥ পুলকিত সব অঙ্গ আপাদ মস্তক। পঢ়িলা ত প্রাচীন আছিল এক শ্লোক॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮১।১৪॥

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥
নিবাসিতঃ প্রিয়া জুষ্টে পর্য্যঙ্কে ভ্রাতরো যথা।
মহিষ্যা বীজিতঃ শ্রান্তো বালব্যজনহস্তয়া॥ ইতি॥ ৪৩॥

শ্রীদামা দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং শ্রীকৃষ্ণের এক জন প্রিয় সখা। দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ একদা রুক্মিণী প্রভৃতি প্রেয়সীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বারকায় রাজ-ভবনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শ্রীদামা উপস্থিত, অন্যান্য বাক্যালাপের পর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন সখে! আমার জন্য কিছু খাদ্যবস্তু আনিয়াছ কি? তাহাতে শ্রীদামা বড়ই শশব্যস্ত হইলেন এবং ভাবিলেন হায়! একে রাজা

এবোল শুনিয়া সে প্রকাশে ঠাকুরাল। কোটি রবি-কিরণ জিনিয়া উজিয়ার ॥ আসনে বসিয়া কহে বচন মধুর। এই আমি চিদানন্দ না ভাবিহ দূর ॥ এবোল শুনিয়া সভে আনন্দে বিহ্বল। পুলকে ভরিল সভে সব কলেবর ॥ শ্রীবাস-পণ্ডিত সেই উত্তম-আচার। গঙ্গাজলে অভিষেক করয়ে তাহার ॥ অভিষেক করি যথাবিধি পূজা করি। তাহার পূজায় তুষ্ট হৈলা গৌরহরি ॥ আনন্দে সকল লোক হরিগুণ গায়। ভকত বদন হেরি নাচে গোরারায় ॥ শ্রীনরহরি-পাদ-পদ্ম শির'পরি। কহয়ে লোচনদাস গৌরাঙ্গ-মাধুরী ॥

তার পর দিনে কথা অপূর্ব্ব কথন। সাবধানে শুন সভে

তাহাতে বন্ধু, এই শ্রীকৃষ্ণকে আমি কি বস্তু প্রদান করিব (বস্তুতঃ তিনি কতক গুলি চিপিটক (চিড়া) সঙ্গে আনিয়াছিলেন)। ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণ তাহার ইতস্ততঃ ভাব জানিতে পারিয়া বলপূর্ব্বক ঐ কক্ষস্থিত চিপিটক লইয়া এক মুষ্টি ভক্ষণ করিয়া দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ করিতেই মহিষী হস্ত চাপিয়া ধরিলেন ও বিবিধ বাক্যে তাহা হইতে নিষেধ করিলেন। তৎপরে মহিষী শ্রীদামাকে নিজে উপবেশন করাইয়া তাহার আতিথ্য সৎকার পূর্ব্বক চামরব্যজনে ক্লান্তি দূর করিলেন। এই বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধে ৮০। ৮১ অধ্যায়ে অতীব বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। যাহা হউক শ্রীদামা নিজ-ভাগ্য প্রশংসা করতঃ যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এইরূপঃ—

আহা! কোথায় আমি দুর্ভাগ্য নীচ ও অত্যন্ত পাপাত্মা দরিদ্র, আর কোথায় সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ। উভয়ের এই বান্ধবসম্বন্ধ অতীব দুর্ঘট। তাহা হইলেও "আমি ব্রাহ্মণ" এই বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দুই হস্তে বেষ্টন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। কেবল তাহাই নহে, সহোদর ভ্রাতার ন্যায় আমাকে অতি উৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইলেন এবং আমি শ্রান্ত হইলে (শত শত দাস দাসী সত্বেও) রাজমহিষী নিজ হস্তে চামরব্যজন করত আমার শ্রান্তি দূর করিলেন। (অহো! আমার কি ভাগ্য!!!) ॥ ৪৩ ॥

কহিব এখন ॥ শিখায়ে সকল লোকে লোক-শিক্ষাগুরু। করুণাসাগর প্রেমভক্তি-কল্পতরু ॥ নিজ জন বুঝাবারে করে যত কার্য্য। সঙ্গতি করিয়া আসি অদ্বৈত-আচার্য্য ॥ শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ। গদাধর শুক্লাম্বর রাম আদি অন্ত ॥ যতেক ভকত সব সঙ্গতি করিয়া। দেবালয়ে যায় প্রভু হরসিত হইয়া ॥ নেত ধটী পরিধান কান্ধে ত কোদালি। করে সম্মার্জনী করে নিজ জন মেলি ॥ সঙ্গের যতেক জন ধরে সেই বেশ। হাতে ঝাঁটা কান্ধে কোদালি উভবান্ধে কেশ ॥ দেবালয় মার্জ্জন করিতে যায় প্রভু। হেন অদভুত কথা নাহি শুনি কভু ॥ কৃষ্ণের হড্ডিপ হইয়া বুলে দ্বারে দ্বারে। সকল বৈষ্ণব মেলি সম্মার্জ্জন করে ॥ এই মতে লোকশিক্ষা করায়ে ঠাকুর। ভজহ সকল লোক যে হয় চতুর ॥ প্রেমভক্তি-দাতা আর নাহি কোন জন। জানিয়া ভজহ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ ॥ যুগে যুগে কত কত অবতার আছে। ভজিলে সে ভজে তার অনুরূপ আছে ॥ আর কেহ নাহি করে হেন ঠাকুরালি। ভক্তি বুঝাবারে করে কান্ধে ত কোদালি ॥ না ভজিলে ভজে হেন জন কোন যুগে। ঘরে ঘরে বলে কেবা নিজ ভক্তি মাগে ॥ ভজিলে সে ভজে সেই বড়ই ঠাকুর। ভক্তে সে কহয়ে ইহা আনে কহে দূর ॥ ব্রহ্মা মহেশ কিবা লখিমী অনন্ত। আপনে বলিতে নারে গৌরগুণ-অন্ত ॥ না ভজিলে নিজ বলে নাহিক ঠাকুর। ভক্তে সে কহয়ে ইহা আনে কহে দূর ॥ গৌরাঙ্গ-চরণ গুণ স্মরণ প্রবল। সংসার তরিতে মাত্র এই সবে বল ॥ গোরা-গুণ ভজ ভাই না করিহ হেলা। সংসার তরিতে মাত্র এই সব বেলা ॥ এহেন ঠাকুর কেহ

নাহি হয় আর। কহয়ে লোচন সবে গোরা অবতার ॥

হরি রাম নারায়ণ শচীর দুলাল হেম গোরা ॥ ধ্রু ॥

আর অপরূপ শুন গৌরাঙ্গচরিত। শুনিলে হইবে ইথে বড়ই পিরিত ॥ নিজ জন সনে প্রভু পথে চলি যায় ॥ কৃষ্ণ-কথারসে অঙ্গ আবেশে দোলায় ॥ সেই পথে ছিলা কুষ্ঠ-ব্যাধি এক জনে। বিনয় করিয়া কহে প্রভুর চরণে ॥ ভূমিতে পড়িয়া সেই পরণাম করে। কাতর হইয়া কিছু সবিনয়ে বলে ॥ সব লোকে বলে প্রভু তুমি জনার্দ্দন। তুমি সে পুরুষোত্তম তুমি সনাতন ॥ তুমি দেব দেবেশ্বর ত্রিজগত্-বন্ধু। আমার উদ্ধার কর করুণার সিন্ধু ॥ পতিত পাবন শুনি আইলু তোর ঠাঁই। তারহ আমারে তুমি সভার গোসাঞি ॥ অহে অকিঞ্চননাথ শচীর দুলাল। তারহ আমারে প্রভু গৌরাঙ্গ গোপাল। আমার অধিক পাপী নাহি ত্রিভুবনে। দুঃসহ এ কুষ্ঠব্যাধি কর পরিত্রাণে ॥ এবোল শুনিয়া প্রভু রুষিলা অন্তর। ক্রোধদৃষ্টে চাহে কুষ্ঠব্যাধি বরাবর ॥ ঠাকুর কহয়ে শুন পাপ দুরাচার। বৈষ্ণবের নিন্দা তুমি কৈলে কেনে ছার ॥ সংসারে যতেক জীব সেই মোর মিত্র। বৈষ্ণবের দ্বেষ করে সেই মোর শত্রু ॥ আপন নিন্দায় আমি কভু নহি দুঃখী। শ্রীবাসপণ্ডিত-নিন্দায় কেমনে হব সুখী ॥ অকথ্য বচন তুঞি কহিলে তাহারে। শত জন্ম ভুঞ্জি লেহ না ঘুচিব তোরে ॥ বৈষ্ণবের অপরাধ করে যেই জন। নরকে পড়য়ে তার নাহিক শরণ ॥ বৈষ্ণবের সেবা করে মোর করে দ্বেষ। তার পরিত্রাণ করি ঘুচাইয়ে ক্লেশ ॥ বাহিরে পরাণ দেখ এই মোর দেহ। বৈষ্ণব-অন্তরে প্রাণ নাহিক সন্দেহ ॥ তুমি সে

পাতকী মহাপাতক দুরন্ত। কত কাল নরক ভুঞ্জিবে নাহি অন্ত ॥ এবোল শুনিয়া কুষ্ঠব্যাধি পড়ি কান্দে। আকুল হইয়া কান্দে স্থির নাহি বান্ধে॥ ভকত বুঝিয়া কৃপা আর অবতারে। এবে ত পামর প্রভু! কলিতে ঘরে ঘরে॥ যে তোমারে না ভজিবে তাহারে মারিবে। পতিতপাবন নাম কেমনে ধরিবে॥ জয় বিশ্বম্ভর নাম সভার কল্যাণ। জয় মহাবাহু ধর্ম্ম সেতু অধিষ্ঠান॥ তোর সেতুবন্ধে লোক হবে ভব পার। আমারে না ফেল প্রভু শচীর কুমার॥ দেখিয়া করুণা যদি হঞাছে হৃদয়। তথাপি বৈষ্ণব সব সতন্ত্রতা নয়॥ ইহা জানি গেলা প্রভু শ্রীবাস আলয়। বসিয়া সকল কথা কহে মহাশয়॥ পথেতে দেখিল কুষ্ঠব্যাধি এক জন। অপরাধ ভুঞ্জিব সে অনেক জনম॥ তোর অপরাধে সে গলিত-সর্ব্বদেহ। তাহার দেখিয়া মোর না উঠিল লেহ॥ পরিত্রাণ কর বলি ডাকে কুষ্ঠব্যাধি। কে করিবে পরিত্রাণ তোর অপরাধী॥ যদি বা আপনে তুমি দয়া দিঠে চায়। তবে সে নিস্তরে পাপী তোমার কৃপায়॥ এবোল শুনিয়া তবে শ্রীবাস-পণ্ডিত। হাসিতে লাগিলা প্রভুর শুনিয়া চরিত॥ মুঞি মহাধম ছাড় মোরে হেন বোল। মোর ছলে পাতকীর পরি-ত্রাণ কর॥ মোর ঠাঞি তার দোষ ঘুচিল সর্ব্বথা। প্রসন্ন হইলু ঘুচাহ তার ব্যথা॥ এবোল শুনিয়া প্রভু করে হরি-নাদ। নিস্তারিল কুষ্ঠব্যাধি হৈল পরসাদ॥ তথা গঙ্গাতীরে সেই ক্ষণে কুষ্ঠব্যাধি। পাইল শ্রীবাস কৃপা পরম ওষধি॥ দিব্যদেহ সেই ক্ষণে হইল তাহার। গৌরাঙ্গ বলিয়া ধায় আরতি বিথার॥ কোথা গেলা গৌরচন্দ্র অন্তরের চাঁদ।

এমন কে তারে ভবব্যাধি মহা-অন্ধ ॥ এথা গৌরচন্দ্র শ্রীনিবাস ঘর হৈতে। কুষ্ঠব্যাধি দেখিবারে চলিলা ত্বরিতে ॥ পথে কুষ্ঠব্যাধি সনে হৈল দরশন। ধরিয়া পড়িলা ভূমি প্রভুর চরণ ॥ তুলি প্রভু তাহারে করিল আলিঙ্গনে। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিলা সেই ক্ষণে ॥ হাসে কান্দে নাচে গায় গড়াগড়ি যায়। গদাধরবন্ধু বলি নাচিয়া বেড়ায় ॥ সব ভক্ত আনন্দিত হৈল তা দেখিয়া। চমৎকার হৈল দেখি সকল নদীয়া ॥ শুন সর্ব্বজন বিশ্বম্ভরের চরিত। শুনিলে সে প্রেমভক্তি পাইবে ত্বরিত ॥ অতি অপরূপ কথা নদীয়াপ্রকাশ। শুনিতে আনন্দে ভোরা এ লোচনদাস ॥

তবে আর এক দিন প্রভু নৃত্য করে। আছিল ত এক জন ব্রাহ্মণ দুয়ারে ॥ হেনই সময়ে এক আইল ব্রাহ্মণ। গৌরচন্দ্র নৃত্য করে দেখিবারে মন। দ্বারেতে যে ছিল তারে আসিতে না দিল। দুঃখিত হইয়া বিপ্র নিজ ঘরে গেল॥ আনন্দে নাচিল প্রভু কিছু না জানিল। কীর্ত্তন সমাপি সভে বিশ্রাম করিল ॥ তার পর দিনে প্রভু গঙ্গাস্নান কালে। আচম্বিতে সেই দ্বিজ দেখিল প্রভুরে ॥ দেখিলেক গঙ্গাস্নানে প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রোধদৃষ্টি চাহে বিপ্র কাঁপে কলেবর ॥ প্রভুকে দেখিয়া বলে সক্রোধ বচন। তোর ঘরে গেলু তোরে দেখিবারে মন ॥ তোর নৃত্য দেখিবারে বড় ছিল সাধ। পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এক তাতে দিল বাধ ॥ না দিল যাইতে মোরে বাহির দুয়ারে। তেমনি বাহির তুমি হইবে সংসারে ॥ ইহা বলি উপবীত ছিণ্ডিলেক ক্রোধে। ক্রোধে অচেতন বিপ্র নাহি পরবোধে ॥ দ্বারের বাহির কৈল

আমি নাহি সহি। শাপ দিল হউ তুমি সংসারের বহি॥ এবোল শুনিয়া প্রভু হরিষ অন্তর। ব্রাহ্মণের শাপ মোরে বর হৈল বর॥ শাপ স্বীকার যবে কৈল ভগবান্। শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভয় পাইল বড় মন॥ আমি কি করিব প্রভু যে বোলাইলে তুমি। তুমি সর্ব্ব পরিপূর্ণ সর্ব্ব অন্তর্যামী॥ কুতর্কের গণ সব নিস্তার করিবে। সন্ন্যাস করিয়া তা সভারে প্রেম দিবে॥ সন্ন্যাসী বলিয়া গুরু তোমারে বলিবে। সেই নম্রভাবে প্রেম তা সভারে দিবে॥ পরমচতুর শিরোমণি গৌরহরি। বিলাইবে পূর্ব্ব প্রেম ভাণ্ডার উঘারি॥ তোমার প্রতিজ্ঞা এই ব্রহ্মাণ্ড ডুবাবে। দুর্জ্জন সুজন সভাকারে না রাখিবে॥ আমি সে বঞ্চিত হৈলু তোর প্রেম-বানে। কি হইবে মোর গতি পতিতপাবনে॥ শুনি প্রভু বলে শাপ নহে মোর বর। মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কৈলে নাহি তোর ডর॥ শুনিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে। তুলিয়া ত মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গনে॥ প্রভু আলিঙ্গনে বিপ্র প্রেমায় আকুল। গর গর কৃষ্ণ প্রেমে হইলা তরল॥ বিপ্রের মানস পূর্ণ কৈল ভগবান্। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম তারে দিল দান॥ হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর। বুঝিতে না পারে দুষ্ট অন্তর পামর॥ তবে সেই মহাপ্রভু অন্তর উল্লাষ। কাতর অন্তরে কহে এ লোচনদাস॥

বিভাষ॥

জয় জয় গোরাচাঁদ নদীয়া উদয় কলিকালে॥ ধ্রু॥

না হারে আমার প্রভুর কথা শুন। এ তিন ভুবন আলো কৈল যার গুণ॥ কি আরে হয়॥

আর কথা কহি শুন বড় অপরূপ। নদীয়ানগরে নিতি নূতন কৌতুক॥ নিজ ঘরে বৈসে প্রভু আনন্দিত মন। চৌদিকে বেড়িয়া বৈসে সব নিজ জন॥ আচম্বিতে এক ধ্বনি উঠিল গগনে। মধু দেহ বলি ডাকে মেঘ বরিষণে॥ সেই ক্ষণে ধরে প্রভু হলায়ুধ-রূপ। নীল-বসন সিতপর্ব্বত স্বরূপ॥ সুন্দর চরণ আর পদ্ম লোচনে। আশ্চর্য্য দেখিয়া সভে হৃষ্ট হৈলা মনে॥ সব জন প্রেমদাতা প্রেম বিলসয়। আপন আবেশ ধরি নাচে মহাশয়॥ হরি নাম গাই সব নিজ জন সনে। সেই মনে গেলা অদ্বৈত আচার্য্যের স্থানে॥ তথা গিয়া কহে প্রভু গদ গদ ভাষ। মধু দেহ মধু দেহ বলি অট্ট হাস॥ দেহের বরণ যেন বাল দিননাথ। মধু দেহ দেহ বলি ঘন পাতে হাত॥ তোয়পূর্ণ ভাজন ধরিয়া নিজ করে। মধুপান করি তুলে রসের উদ্গারে॥ টলমল করি নাচে যেন মাতোয়াল। ঢেউ ঢেউ করি তোলে রসের উদ্গার॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণে হাসে কান্দে। অধর মিঠাই ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে॥ দেখিয়া সকল জন করয়ে স্তবন। হলধর বলি কেহ ধরয়ে চরণ॥ তবে সেই মহাপ্রভু লীলা বলরাম। কহয়ে অমৃত কথা অতি অনুপাম॥ শ্রীকৃষ্ণ নহি যে আমি বলে হের সুখী। অদ্ভুত সুপেয় মধু আনি দেহ দেখি॥ সেই খানে এক দ্বিজ ছিল দাঁড়াইয়া। ইহা মন্দ বলি ফেলে অঙ্গুলি ঠেলিয়া॥ অঙ্গুলি ঠেলায় বিপ্র পড়ে বহুদূর। লজ্জা সে পাইল বিপ্র ফেলিল ঠাকুর॥ প্রভাতে আবেশ ভেল সায়াহ্ন সময়। লীলা-বলরাম ক্রীড়া করে মহাশয়॥ নরহরি পাদপদ্ম শিরের ভূষণ। ধন্য গোরাগুণ কহে এ দাস লোচন॥

তার পর দিনে প্রভু বসি দিব্যাসনে। কহিতে লাগিলা কিছু সব ভক্তগণে॥ মোর এই কীর্ত্তন যে যজ্ঞের মহিমা। সব শাস্ত্রে কহে ইহার মহিমা গরিমা॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম সার মোর সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম। বিশেষ জানিবে কলিযুগে এই কর্ম্ম॥ পঞ্চম সে বেদ হৈতে প্রকাশ ইহার। শিব তেঞি পঞ্চমুখে গায় অনিবার॥ নারদ বিনায় গাই বলয়ে নাচিয়া। শুক সনকাদি ভক্ত বলয়ে গাইয়া॥ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ এই বেদ লঞা। গোপী সঙ্গে নাচি বলে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥ নিত্য বৃন্দাবনে স্থিতি পঞ্চম জানিবে। তেঞি শিব গান করে মহাপ্রেম ভাবে॥ তথাপি গাইয়া শিব ওর না পাইল। হেন বেদ কলিযুগে প্রকাশ হইল॥ সব লোক কর্ণগর্ত্ত কুণ্ড পরিসর। জিহ্বা স্রুব ধ্বনি রস ঘৃত মনোহর॥ অন্তরে প্রবিষ্ট হঞা ভাব-অগ্নি জ্বালে। অগ্নি-শিখা পুলকাশ্রু কম্প কলেবরে॥ সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া সব জন নাচে। সালোক্যাদি মুক্তি তার ফিরে কাছে কাছে॥ কদাচ না দেখে সেই নয়নের কোণে। নাচিয়া বলয়ে কৃষ্ণ-রস আস্বাদনে॥ সে যজ্ঞ বেড়িয়া রহে বৈষ্ণব আচার্য্য। জানিবে কীর্ত্তন যজ্ঞ সর্ব্বযজ্ঞ আর্য্য॥ ইহাতে জন্মিল এই প্রেম মহাধন। ইহার গৃহস্থ নিত্যানন্দ আবরণ॥ গদাধর পণ্ডিত এ প্রেমের গৃহিণী। এই তত্ত্ব জানিবে সকল ভক্তমণি॥ অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি আমারে আনিয়া। সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ স্থাপে সদিষ্টি হইয়া॥ শ্রীনিবাস নরহরি আদি ভক্তগণ। তো সভারে লঞা মোর যজ্ঞের স্থাপন॥ এই যজ্ঞ কলিকালে দেহ ঘরে ঘরে। তরুক সকল লোক পতিত পামরে॥ এবোল শুনিয়া ভক্ত কান্দিয়া

কান্দিয়া। প্রভুর চরণে পড়ে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥ সভারে করিল কোলে গৌর ভগবান্। শুনি আনন্দিত কথা এ লোচন গান॥

বড়ারি রাগ, ধূলা খেলা জাত॥

আর অপরূপ কথা, শুন গোরা-গুণ-গাথা, লোক বেদ অগোচর বাণী। করে রসের আবেশে, ভক্তিযোগ পরকাশে, করুণাবিগ্রহ গুণমণি॥ শুন মন দিয়া কথা, পাশরহ পাশ কথা, আর সব কহিবার বেলা। নিজজন সঙ্গে করি, শ্রীলবিশ্বম্ভর হরি, শ্রীচন্দ্রশেখর বাড়ি গেলা॥ কথা-পরসঙ্গ কথা, গোপিকার গুণগাথা, কহিতে সে গদ গদ ভাষ। অরুণ বয়ান ভেল, দুনয়নে ঝর ঝর, রসাবেশে রসের প্রকাশ॥ কমলা যাহার পদ, সেবা করে অবিরত, হেন প্রভু গোপিকার তরে। পরসঙ্গে হয় ভোরা, হেন ভক্তি কৈল তারা, কথা মাত্র সে আবেশ ধরে॥ তবে বিশ্বম্ভর হরি, গোপিকার বেশ ধরি, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য ঘরে। নাচয়ে আনন্দে ভোলা, শ্রীবাস হেনই বেলা, নারদ-আবেশ ভেল তারে॥ প্রভুরে প্রণাম করে, বিনয় বচনে বলে, দাস করি জানিহ আমারে। এমন কহিয়া বাণী, তবে সেই মহামুনি, গদাধর পণ্ডিতেরে বলে॥ শুনহ গোপিকা তুমি, যে কিছু বলিয়ে আমি, তোর পূর্ব্ব কথা কিছু জান। অপূর্ব্ব কহিয়ে আমি, জগতে দুর্ল্লভ তুমি, তোর কথা শুন সাবধান। প্রধান প্রকৃতি তুমি, কৃষ্ণশক্তি রাধা তুমি, কি জানি তা কহিবারে আমি। রমণীর শিরোমণি, কৃষ্ণপ্রেম সোহাগিনী, তোর তত্ত্ব কি বলিতে জানি॥ লখিমী যাহার দাসী, তোর প্রেম অভিলাষি, হৃদয়ে

করয়ে অনুরাগ। সকল ভুবনপতি, ভুলাইলা সে পিরিতি, ধনি ধনি তোঁহারি সোহাগ॥ তোরা সে জানিলি তত্ত্ব, প্রভু-গুণ-মাহাত্ম্য, পিরিতে বান্ধিলে ভাল মতে। উদ্ধব অক্রুর আদি, সভে তোর পরসাদি, অনুগ্রহ না ছাড়িহ চিতে॥ এতেক কহিল বাণী, শ্রীনিবাস দ্বিজমণি, শুনি আনন্দিত সব জন। সকল বৈষ্ণব মিলি, করি কোলে কোলাকুলি, দেখি বিশ্বম্ভরের চরণ॥ হরিগুণ সঙ্কীর্ত্তন, কর ভাই অনুক্ষণ, ইহা বলি অট্ট অট্ট হাসে। হরিগুণ গানে ভোরা, দুনয়নে বহে ধারা, আনন্দে ফিরয়ে চারি পাশে॥ শুনি হরিদাস-বাণী, সকল বৈষ্ণবমণি, অমৃতে সিঞ্চিলা সব গা। হরষেতে নাচে গায় মাঝে নাচে গোরারায়, কান্দিয়া ধরয়ে রাঙ্গা পা॥ তবে সর্ব্ব গুণধাম, অদ্বৈত-আচার্য্য নাম, আইলা সব বৈষ্ণবের রাজা। রূপে আলোকিত মহী, সম্মুখে দাণ্ডায়া চাহি, প্রভু-অংশে জন্ম মহতেজাঃ॥ হরি হরি বলি ডাকে, চমক লাগিল লোকে, আনন্দে নাচয়ে প্রেমভরে। পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা, প্রেম বারি দুনয়নে ঝরে॥ বিশ্বম্ভর শ্রী-চরণ, নেহারয়ে ঘন ঘন, হুহুঙ্কার মারে মালসাট। সকল বৈষ্ণব মিলি, প্রেমের পশার ডালি, পসারিল অপরূপ হাট॥ সকল বৈষ্ণব মাঝে, নাচে মহা নটরাজে, রসের আবেশ ভাব ধরে। নাচিতে নাচিতে পুন, লখিমী পড়িল মন, সে আবেশে গেলা দেবঘরে॥ ঘরে সাম্বাইল আর্ত্তি, দিব্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, দেখি দাণ্ডাইল তার কাছে। আধ নয়নে চায়, আধ পদে চলি যায়, বসনে ঢাকিল আঁখি পাছে॥ তবে সব নিজ জনে, পড়ি তার শ্রীচরণে, বিনয় বচনে করে স্তুতি। শ্রীস্তব পঢ়য়ে কেহ,

আনন্দে বিভোর সেহ, বর মাগে দেহ প্রেমভক্তি॥ যে বলু সে বলু লোকে, অনুভবে কহি তাকে, মনে মনে করুক বিচার। গোরা অবতার হেন, করুণা প্রকাশে যেন, নাহি হয় নাহি হবে আর॥ এই মাত্র মোর চিন্তা, অন্তরে অন্তর-ব্যথা; হেন অবতার যায় পাছে। তা লাগি কান্দয়ে হিয়া, কাহারে কহিব ইহা, গোরাগুণ গায় লোচনদাসে॥

বড়াড়ি রাগ॥

মোর প্রাণ আরে গোরাচান্দ নারে হয়॥ ধ্রু॥

কহিব অপূর্ব্ব কথা লোকে অগোচর। কভু নাহি দেখি শুনি জগত্-ভিতর॥ আনন্দিত শ্রীচন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য। তাহার বাড়ির কথা কহিব আশ্চর্য্য॥ নাচিয়া আইল প্রভু বহিল ছটাকে। উদয় করিল যেন চান্দ লাখে লাখে॥ অদ্ভুত শীতল শোভা অমৃত অধিক। চাহিতে না পারি যেন চৌদিগে তড়িত্॥ হৃদয় আহ্লাদ করে দেখি হেন সাধ। আঁখি মিলি-বারে নারি তেজে করে বাধ॥ চমক লাগিল সে নদীয়াপুর জনে। কিবা অপরূপ সে দেখিল এতদিনে॥ আসিয়া বৈষ্ণব জনে পুছে সব জন। কি জান সন্দর্ভ কথা কহ না কারণ॥ সকল বৈষ্ণব বলে আমরা না জানি। নাচিয়া আইলা বিশ্ব-ম্ভর গুণমণি॥ এই মাত্র জানি কিছু না জানিয়ে আর। লোক বেদ অগোর চরিত্র উহার॥ সাত দিন অবিচ্ছিন্ন ছিল তেজোরাশি। তেজোর ছটায় নাহি জানি দিবা নিশি॥ নিত্যই নূতন অতি আনন্দের কর্ম্ম। প্রকাশয়ে শচীসুত করু-ণার ধর্ম্ম॥ তার পর দিনে শ্রীনিবাস দ্বিজবর। পুছয়ে ঠাকুর-আগে হৃদয় উত্তর॥ কলিযুগে হরিনাম গুণ সঙ্কীর্ত্তন। পূর্ণ-

ফল বলে কেনে আর যুগে ন্যূন॥ শুনিয়া ঠাকুর কহে শুন শ্রীনিবাস। ভাল কথা সুধাইলে কহিব বিশেষ॥ সত্য-যুগে পূর্ণ ধর্ম্ম ধ্যানমাত্র সাধি। ত্রেতায়ে সাধয়ে যজ্ঞ ধর্ম্ম উদারধী॥ দ্বাপরে কৃষ্ণের পূজা কহিল এ ধর্ম্ম। কলিযুগে শক্তি কেহো নহে এই কর্ম্ম॥ আপনে ঠাকুর নামরূপী ভগ-বান্। কলিযুগে সর্ব্বশক্তিময় হরি নাম॥ সত্য আদি তিন যুগে যত সব জন। ধ্যান যজ্ঞার্চ্চনা বিধি সেবে নারায়ণ॥ পাপ কলিযুগে লোক দুরন্তচরিত। এই ত কারণে দয়া ভেল বিপরীত॥ আপনে ঠাকুর নিজ সঙ্কীর্ত্তন রূপে। অনায়াসে সর্ব্বসিদ্ধি সাধি কলিযুগে। ত্রেতা আদি যুগে মহেশাদি সহ দুঃখে। প্রভুর কৃপাতে সুখে সাধি কলিযুগে॥ নরহরি পাদ-পদ্ম করি শির'পরি। কহয়ে লোচনদাস গৌরাঙ্গমাধুরী॥

এই মতে আনন্দে সানন্দে দিন যায়। আচম্বিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ায়॥ নারিল নারিল এথা থাকিবারে আমি। দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবনভূমি॥ কতি মোর কালিন্দী যমুনা বৃন্দাবন। কতি মোর বহুলা ভাণ্ডীর গোবর্দ্ধন॥ কতি গেলা আরে মোর ললিতাদি রাধা। কতি গেলা আরে মোর এ নন্দ যশোদা॥ শ্রীদাম সুদাম মোর রহিলা কোথায়। ধবলী সাঙলী বলি অনুরাগে ধায়॥ ক্ষণে দন্তে তৃণ করে করুণা করিয়া। ফুকরি ফুকরি কান্দে চৌদিগে হেরিয়া॥ এ ভব সংসার কাল কেমনে ছাড়িব। সে নন্দনন্দনপদ কোথা গেলে পাব॥ ইহা বলি ছিণ্ডিল গলার উপবীত। কৃষ্ণের বিরহদুঃখ ভেল বিপরীত॥ হরি হরি বলি ডাকে ছাড়য়ে নিশ্বাস। অশ্রুধারা গলে কিছু না কহে বিশেষ॥ পুলকে

পূরিত অঙ্গ অরুণ বদন। দেখিয়া মুরারি কিছু কহয়ে বচন॥ শুন শুন মহাপ্রভু গৌর ভগবান্। তোমারে অশক্য কিছু নাহি পরিণাম॥ থাকিতে চলিতে প্রভু পারহ সর্ব্বথা। তথাপি আমার বোলে না দিবে অন্যথা॥ তুমি যদি এখনে চলিবে দিগন্তর। স্বতন্ত্র হইব সব বৈষ্ণব অন্তর॥ সতন্ত্রে করিব সভে যাহা মনে লয়। পুন প্রবেশিব সবে সংসার আলয়॥ যতেক করিলে নাথ কিছুই না হৈল। নিশ্চয় করিয়া এই তোমারে কহিল॥ এতেক শুনিয়া প্রভু নিশবদে রহি। খণ্ডিতে নারিলেন মুরারি যাহা কহি॥ তবে আর কত দিন গেল ত কৌতুকে। নয়ন ভরিয়া দেখে নদীয়ার লোকে॥ জননীর হৃদয় নয়ন স্নিগ্ধ করি। বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে ক্রীড়া করে গৌরহরি॥ স্বজন বান্ধব সঙ্গে আছে মহাসুখে। সভার সন্তোষ, যত আছে নবদ্বীপে॥ সকল বৈষ্ণব মনে কীর্ত্তন বিলাস। পুরনারীগণ দেখি পাইল লিলাস॥ ত্রৈলোক্য-অদ্ভুত রূপ তাহে না গরিমা। বিনোদ বিলাস রস লাবণ্যের সীমা॥ আর তাহে ঝল মল আভরণ শোভা। স্কন্ধ বিলম্বিত কেশে মালতীর মালা॥ চন্দন তিলক পরিপাটী মনোহর। রক্তপ্রান্ত বাস বেশ ত্রৈলোক্যসুন্দর॥ নিজ পরিজন আর পুরজন সব। সভেই দেখয়ে যার যেই অনুভব॥ হেন মতে নিজজন সঙ্গে আছে পহু। স্বপ্ন কহে সভাকারে হাসি লহু লহু॥ শুন সব জন স্বপ্ন দেখিল রজনী। আচম্বিতে মোর ঠাঁই আইলা দ্বিজমণি॥ মোর কর্ণে কহিল সন্ন্যাসমন্ত্র এক। এখন আমার মনে আছে পরতেক॥ যাবৎ হৃদয়ে মোর প্রবেশিল মন্ত্র। সে অবধি মোর হিয়া না হয় স্বতন্ত্র॥

কেমনে ছাড়িব আমি প্রিয় প্রাণনাথ। তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন কাজ॥ ইন্দ্রনীলমণি যিনি পরমসুন্দর। মোর বক্ষঃস্থলে বসি হাসে নিরন্তর॥ শুনিয়া মুরারিগুপ্ত করিল উত্তর। সে মন্ত্রের ষষ্ঠীসমাস তুমি কর॥ এবোল শুনিয়া প্রভু কহিল বচন। তোমার বচনে মোর স্থির নহে মন॥ যত স্থির করি তত উঠয়ে রোদন। না বলিহ মোরে কিছু শুনহ বচন॥ শব্দ শক্তি করে হেন কি করিব আমি। লঙ্ঘিতে না পারি পুনঃ যত কহ তুমি॥ এ বোল শুনিয়া সভে অন্তর চিন্তিত। কহয়ে লোচনদাস হৃদয় ব্যথিত॥

আর কত দিনে শ্রীল কেশবভারতী। আইলা সন্ন্যাসিবর অতি শুদ্ধমতি॥ মহাতেজাঃ ন্যাসিবর মহাভাগবত। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কত পুণ্যের পর্ব্বত॥ আচম্বিত আসিয়া দেখিল বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভর দেখি হৃষ্ট হৈলা ন্যাসিবর॥ উঠিয়া ঠাকুর কৈল চরণ বন্দন। সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রেমে ঝরে দুনয়ন॥ প্রভু-অঙ্গ নিরিখয়ে সেই ন্যাসিরাজ। মহাবুদ্ধি ন্যাসিবর বুঝিলেন কাজ॥ কেশবভারতী গোসাঞি কহিল বচন। তুমি শুক প্রহ্লাদ কি হেন লয় মন॥ এ বোল শুনিয়া পুনঃ প্রভু বিশ্বম্ভর। কান্দয়ে দ্বিগুণ ঝরে নয়নের জল॥ তবে পুন কহে ন্যাসী বিস্মিত হইয়া। অনুমান করি মনে নিশ্চয় করিয়া॥ তুমি প্রভু ভগবান্ জানিল নিশ্চয়। সর্ব্ব লোক-প্রাণ তুমি নাহিক সংশয়॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু করয়ে রোদন। কত দিনে পাব আমি কৃষ্ণের চরণ॥ তোর শ্রীকৃষ্ণেতে অনুরাগ বড় হয়। তে কারণে যথা তথা দেখ কৃষ্ণময়॥ কত দিনে কৃষ্ণ মুঞি দেখিবারে

পাব। তোমার এমন বেশ কবে মোর হব ॥ কৃষ্ণের উদ্দেশে মুঞি দেশে দেশে যাব॥ কোথা গেলে প্রাণনাথ কৃষ্ণ মুঞি পাব॥ সন্ন্যাসির বেদ্য কথা কহি বিশ্বম্ভর। দণ্ডবৎ হঞা প্রভু যান নিজঘর॥ শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু কহিল উত্তর। সন্ন্যাসিকে লঞা তুমি যাহ নিজঘর॥ প্রভুর বচন শুনি শ্রীবাস ঠাকুর। সন্ন্যাসী লইয়া ভিক্ষা দিলেন প্রচুর॥ ভিক্ষা করি সে দিন বঞ্চিয়া ন্যাসিবর। যথাস্থানে প্রভাতে চলিলা যতীশ্বর॥ প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস প্রভুর নিকটে। সন্ন্যাসিবিজয় কথা কহে করপুটে॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু কাতর অন্তর। সন্ন্যাসী কেমন করি গেলা নিজঘর॥ ঘরে গিয়া মনে মনে অনুমান করি। দঢ়াইল সন্ন্যাস করিব গৌরহরি॥ ইঙ্গিত আকারে তাহা বুঝিলা মুকুন্দ। প্রভু রাখিবারে করে প্রকার প্রবন্ধ॥ শুন শুন সব জন আমার উত্তর। সন্ন্যাস করিব এই প্রভু বিশ্বম্ভর॥ যাবৎ থাকয়ে দেখ নয়ন ভরিয়া। শ্রীমুখের কথা শুন শ্রবণ পূরিয়া॥ ছাড়িয়া যাইব প্রভু নিজ গৃহবাস। জননী ছাড়িব আর সব নিজদাস॥ এ বোল শুনিয়া সভে ব্যথিত হিয়ায়। যুকতি করিয়া মনে চিন্তয়ে উপায়॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর না রহিব কারু বশে। ইহা বলি ভক্ত সব পড়িলা তরাসে॥ ভূমিতে পড়িয়া কান্দে ধূলায় ধূসর। প্রাণনাথ আরে মোর প্রভু বিশ্বম্ভর॥ হা হা মহাপ্রভু কোথা যাইবে এড়িয়া। মো সভারে কলিসর্পে খাইবে ধরিয়া॥ কলিভয়ে তোর প্রভু লইনু শরণ। তোর ভয়ে কলিসর্পে না লঙ্ঘে এখন॥ হেন কালে আসি তথা প্রভু বিশ্বম্ভর। শ্রীবাসপণ্ডিত দেখি

কহিল উত্তর॥ শুন শুন অহে দ্বিজ প্রিয় শ্রীনিবাস। এক কথা কহি যদি না পাও তরাস॥ প্রেম উপার্জ্জনে আমি যাব দেশান্তর। তো সভারে আনি দিব শুন দ্বিজবর॥ সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূরদেশ। ধন উপার্জ্জন লাগি করে নানা ক্লেশ॥ আনিয়া বান্ধবগণে করয়ে পোষণ। আমিহ ঐছন আনি দিব প্রেমধন॥ এ বোল শুনিয়া কহে শ্রীবাস পণ্ডিত। তোমা না দেখিয়া প্রভু কি কাজ জীবিত॥ জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ। দেহান্তরে করি তার শ্রাদ্ধ তর্পণ॥ যে জীয়ে তাহারে তুমি দিও প্রেম-ধন। তোমা না দেখিলে হবে সভার মরণ॥ মুকুন্দ কহয়ে প্রভু পোড়য়ে শরীর। অন্তর পোড়য়ে প্রাণ না হয় বাহির॥ মোরা সব অধম দুরন্ত দুরাচার। তুমি শঠ খলমতি বুঝিল বেভার॥ অচতুর গণ মোরা না বুঝিল তোরে। শরণ লইনু তোরে ছাড়িয়া সংসারে॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ি তোর পদ কৈলু সারে। পতিত করিয়া কেনে ছাড় মো সভারে॥ পতিত-পাবন তুমি শাস্ত্রেতে জানিয়া। শরণ লইনু সর্ব্ব ধর্ম্মেরে ছাড়িয়া॥ এখনে ছাড়িয়া যাহ মো সভারে তুমি। এ নহে উচিত প্রভু নিবেদিল আমি॥ খলমতি না বুঝিয়া লইলু শরণ। বজর অন্তর তোর হৃদয় কঠিন॥ বাহিরে কমল-রস সুগন্ধি পাইয়া। অন্তরে ত এইমত ছিল মোর হিয়া॥ এখন জানিল তোর কঠিন অন্তর। বিষকুম্ভ-পয়ঃ যেন তাহার উপর॥ কাষ্ঠের মদক যেন কর্পূর ছাইয়া। গিলিতে না পারে যেন তাহা না বুঝিয়া॥ কুলবধূ যেন কামে হঞা অচেতনে। পিরিতি করয়ে পরপুরুষের সনে॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক বেদ ছাড়ি করয়ে বেভারে। কলঙ্কী করিয়া যেন ছাড়য়ে তাহারে॥ তুমি দেশান্তরে যাবে কি কাজ জীবনে। সভারে নিঠুর তুমি হৈলা কি কারণে॥ তিল এক তোর মুখ না দেখিলে মরি। কান্দিতে কান্দিতে কিছু কহয়ে মুরারি॥ শুন শুন বিশ্বম্ভর গৌর ভগবান্। অধম মুরারি বলে কর অবধান॥ রোপিলে অপূর্ব্ব বৃক্ষ অঙ্গুলি ধরিয়া। বাঢ়াইলে দিবা নিশি সিঞ্চিয়া কুড়িয়া॥ তিলে তিলে রাখিলে ঢাকিলে বহু যত্নে। বান্ধিলা তরুর মূল দিয়া নানারত্নে॥ ফল ফুল কালে গাছ ফেলাহ কাটিয়া। মরিব আমরা সব হৃদয় ফাটিয়া॥ নিরন্তর দিবা নিশি আন নাহি জানি। স্বপনেহ দেখো তোর চাঁদমুখ খানি॥ সংসার বাসনা মোর নিয়ড় না হয়। জগদ্-দুর্ল্লভ তব চরণের বায়॥ তুমি দেশান্তরে যাবে সভারে এড়িয়া। খাইব সংসারব্যাঘ্রে সভারে ধরিয়া॥ দয়া করি, নিষ্করুণ হৈলে কি কারণে। ইহা বলি সভে মেলি পড়িলা চরণে॥ অহে দীনবন্ধু প্রভু অনাথের নাথ। পতিত-তারণ অহে তুমি জগন্নাথ॥ কেহ দন্তে তৃণ করি কাতর বচনে। কেহ ঊর্দ্ধে বাহু তুলি ডাকে ঘনে ঘনে॥ প্রভু কহে তোমরা আমার নিজদাস। তো সভারে কহি শুন আপন বিশ্বাস॥ কহিতে আরম্ভ মাত্র গদগদ স্বর। অরুণ-কমল আঁখি করে ছল ছল॥ সকরুণ-কণ্ঠে আধ আধ বাণী কহে। সম্বরিতে নারে ক্ষণে নিশবদে রহে॥ আমার বিচ্ছেদভয়ে তোমরা কাতর। মোর কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল কলেবর॥ আত্মসুখ লাগি তোরা মোরে দেহ দুঃখ। কেমন পিরিতি কর মোরে তোরা লোক॥ কৃষ্ণের বিরহে

মোর পোড়য়ে অন্তর। দগধ ইন্দ্রিয় দেহে ভেল মহাজ্বর॥ অগ্নি হেন লাগে মোর সে হেন জননী। বিষ মিশাইল যেন তো সভার বাণী॥ কৃষ্ণ বিনু জীবন জীবনে নাহি লেখি। কি কাজ এ ছার প্রাণে যেন পশু পাখী॥ মরার যে হেন সর্ব্ব অবয়ব আছে। জীবকে জীয়ায় যেন লতা পাতা গাছে॥ কৃষ্ণ বিনু ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বিজ বেদ হীন। পতি বিনু সতী যেন জল বিনা মীন॥ ধনহীন গৃহারম্ভে কিছু নাহি কাজ। বিদ্যাহীন বৈসে যেন বিদ্যার সমাজ॥ কৃষ্ণের বিরহে মোর ধক্ ধকী প্রাণ। আর যত বোল তাহা না সাম্বায়ে কাণ॥ ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দূর দেশে। যথা গেলে পাও প্রাণনাথের উদ্দেশে॥ ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া। নিজ অঙ্গ উপবীত ফেলিল ছিঁড়িয়া॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চ নাদে। সকরুণ স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে॥

বিভাষ রাগ, তর্জ্জা ছন্দঃ॥

শুন সর্ব্ব জন, সংসার দারুণ, সংশয় করিল মোরে। বিষম বিষয়, যেন বিষময়, গুপতে অন্তর পোড়ে॥ যতেন্দ্রিয়গণ, বলিয়ে আপন, বাসনা না ছাড়ে কেহো। নিত্যই নূতন, করাই ভোজন, তভু না লেউটে সেহো॥ লোভ মোহ কাম, কেহো নহে ন্যূন, মদ অভিমান ক্রোধে। চিত চুরি করি, আছয়ে সম্বরি, তিলেক নাহি প্রবোধে॥ বাহিরে বান্ধয়ে, ভ্রমাইয়া যায়ে, আশ্রম যে জাতি কুলে। কৃষ্ণ পাশরিয়া, বলি যে ভ্রমিয়া, পাপ দুর্ব্বাসনা মূলে॥ জগতে যতেক, দেখি অপরূপ, কৃষ্ণ আবরক সভে। তবহু জনম, মানুষ রতন, শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়ে যবে॥ মানুষ জনম, দুর্ল্লভ

জানিয়ে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে। হেন দেহ পাঞা, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া, মরিয়ে মিছা সংসারে॥ শুন সব জন, কহিলু বচন, আশীর্ব্বাদ কর মোরে। কৃষ্ণে রতি হউ, এ দুঃখ পালাউ, এ বর মাগি সভারে॥ কৃষ্ণের চরিত, গাও অবিরত, বদনে লাগয়ে সাধে। শ্রীমুখ কমলে, নয়ন-যুগলে, হিয়া বান্ধ মো শ্রীপাদে॥ কি কহিব হিয়া, কৃষ্ণ না দেখিয়া, মরমে বিরহ জ্বালা। সংসার-সাগরে, পড়িয়া পাথারে, চিত্ত ব্যাকুল ভেলা॥ সেই পিতা মাতা, সেই সে দেবতা, সেই গুরু বন্ধু-জনে। সেই সে শুনিয়ে, কৃষ্ণ কথা কহে, ভজয়ে কৃষ্ণ-চরণে॥ তোমরা বান্ধব, পরমবৈষ্ণব, দয়া না ছাড়িহ চিতে। সন্ন্যাস করিব, প্রেম বিথারিব, সব তো সভার হিতে॥ এতেক উত্তর, কহি বিশ্বম্ভর, ভূমে গড়াগড়ি বলি। ধূলায়ে ধূসর, গৌর কলেবর, লুটায়ে মুকুলিত চুলি॥ হরি হরি বোল, ডাকে উতরোল, সঘন নিশ্বাস নাসা। অঙ্গের পুলক, আপাদ মস্তক, গদ গদ আধভাষা॥ ক্ষণেকে রোদন, ক্ষণেকে বেদন, ক্ষণে চমকিত চাহে। ক্ষণে হাপ ঝাঁপ, কলেবর কাঁপ, ক্ষণে উঠে কৃষ্ণবিরহে॥ ক্ষণে উতরলী, বৃন্দাবন বলি, ক্ষণে রাধা বলি ডাকে। মালসাট মারি, বোলে হরি হরি, ক্ষণে হাত মারে বুকে॥ দেখি সব জন, গুণে মনে মন, অন্তর কাতর হঞা। কি বলিব আরে, দুঃখের পাথারে, পড়িল যে হেন গিয়া॥ কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি, স্বতন্ত্র তুমি সর্ব্বথা। লোক বুঝাবারে, করুণা প্রচারে, ভাবহ বিরহ বেথা॥ তুমি যে করিবে, নিজ মনঃসুখে, তাহে কি বলিব আনে। তুমি সব জান, যে কর বিধান, কি হয়ে জীব

পরাণে ॥ মোরা সব জীব, না জানি কি হব, কীট পিপী-লিকা হেন। তুমি দয়াসিন্ধু, সব লোক বন্ধু, বুঝিয়া করহ যেন ॥ এ বোল শুনিয়া, সে পহু হাসিয়া, সভারে করিয়া কোলে। প্রেম প্রকাশিয়া, সভা সম্বোধিয়া, প্রবোধ বচনে বলে ॥ শুন সব জন, কহিয়ে বচন, সন্দেহ না কর কেহো যথা তথা যাই, তো সভার ঠাঞিঃ, আছি যে জানিহ এহো ॥ তবে বিশ্বম্ভর, গেলা নিজ ঘর, সভারে বিদায় দিয়া। সন্ন্যাস হৃদয়ে, সকল করয়ে, জননী না জানে ইহা ॥ শচীর অন্তরে, ধক্ ধক্ করে, সোয়াস্ত না পায় চিতে। লোচন বলে হেন, প্রেমার সাগর, কেমনে চাহি ছাড়িতে ॥

আহিরী রাগ, দিশা (মূর্চ্ছা) ॥

এই মনে অনুমানে জানাজানি কথা। সন্ন্যাস করিবে পুত্র শুনে শচীমাতা ॥ আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক-উপর। অচেতন হৈলা শচী মূর্চ্ছিত অন্তর ॥ উন্মতী পাগলী শচী বেড়ায় চৌদিকে। যারে দেখে তারে পুছে সব নবদ্বীপে ॥ নিশ্চয় জানিল পুত্র করিব সন্ন্যাস। বিশ্বম্ভর কাছে গিয়া ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ তুমি মাত্র পুত্র মোর দেহে এক আঁখি। তোরে না দেখিলে অন্ধকারময় দেখি ॥ লোকমুখে শুনি বাপু করিবে সন্ন্যাস। মোর মুণ্ডে ভাঙ্গি যেন পড়িল আকাশ ॥ একাকিনী অনাথিনী * আর কেহ নাহি। সকল পাশরি এক তোর মুখ চাহি ॥ নয়নের তারা মোর কুলের প্রদীপ। তোমা পুত্রে ভাগ্যবতী বলে নবদ্বীপ ॥ না ঘুচাহ

* "অনাথিনী" এই পদটী সংস্কৃতব্যাকরণানুসারে অশুদ্ধ "অনাথা" হইবে। কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া ইন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন করাও নিষিদ্ধ।

আরে বাপ মোর অহঙ্কার। তোমায় না দেখি লোকে হব ছার খার॥ ভাগ্য করি যেবা জন দেখে মোর মুখ। এখন আমারে দেখি হইবে বিমুখ॥ তুমি মাত্র পুত্র মোর এ সংসার ধন্য। তোমা না দেখিলে মোর সকল অরণ্য॥ দুঃখ ভাবি অভাগীরে ছাড়ি যাবে তুমি। গঙ্গায় প্রবেশ করি মরি যাব আমি॥ এমন কোমল পায়ে কেমনে হাটিবে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে মাগিবে॥ ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়। কেমনে সহিব ইহা এ দুঃখিনী মায়॥ হাপুতির পুত মোর সোণার নিমাই। আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে কার ঠাঞি॥ বিষ খাঞা মরি যাব তোর বিদ্যমানে॥ তোমার সন্ন্যাস যেন না শুনিয়ে কাণে॥ আমারে মারিয়া বাপু যাইবে বিদেশে॥ আগুনি জ্বালিয়া তাতে করিব প্রবেশে॥ সর্ব্বজীবে দয়া তোর মোরে নিষ্করুণ॥ না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ॥ স্কন্ধ বিলম্বিত কেশে মালতী বান্ধিয়া। জুড়ায় পরাণ মোর সে বেশ দেখিয়া॥ বয়স্যবেষ্টিত তুমি চলি যাহ পথে। দেখিয়া জুড়ায় প্রাণ পুথী বাম হাতে॥ আগেত মরিব আমি তবে বিষ্ণুপ্রিয়া। মরিব ভকত সব বুক বিদরিয়া॥ মুরারি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস। অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি আর হরিদাস॥ গদাধর নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। বাসুদেবঘোষ বক্রেশ্বরাদি শ্রীরাম॥ মরিব ভকত সব না দেখিয়া তোমা। এ সব দেখিয়া পুত্র চিত্তে দেহ ক্ষমা॥ পিতৃহীন পুত্র তুমি দিল দুই বিভা। অপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা॥ তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। গৃহস্থ-আশ্রমে থাকি সাধ সব কর্ম্ম॥ কাম

ক্রোধ লোভ মোহ যৌবনে প্রবল। সন্ন্যাস কেমনে তোর হইবে সফল॥ মনের নিবৃত্তি কলিকালে নাহি হয়। মনের চাঞ্চল্যে সন্ন্যাসের ধর্ম্মক্ষয়॥ গৃহী জন মনঃপাপে নাহি হয় বন্ধ। সন্ন্যাসির ধর্ম্ম যায় মনজ অশুদ্ধ॥ এতেক বচন যবে শচীদেবী বৈল। শুনিয়া প্রবোধবাণী মায়েরে বলিল॥ নরহরি-পাদপদ্ম শিরের ভূষণ। গৌরাঙ্গচরিত কহে এ দাস লোচন॥

বড়াড়ি রাগ; দিশা॥

হেন অদভুত কথা শ্রবণ-মঙ্গল নাম রে। শুন গোরা-গুণ-গাথা শচীর দুলাল চাঁদ রে॥ ধ্রু॥

অস্তব্যস্ত নহ শুন আমার বচন। মিছা কাজে দুঃখ চিত্তে কর কি কারণ॥ বারে বারে কহি তোরে নাহি অবধানে। মিছা মোর লোভ মোহ ক্রোধ অভিমানে॥ কে তুমি তোমার পুত্র কেবা তোর বাপ। মিছা তোর মোর করি কর অনুতাপ॥ কি নারী পুরুষ এই কেবা কার পতি। শ্রীকৃষ্ণচরণ বিনু নাহি আর গতি॥ সেই মাতা সেই পিতা কহিল এ তত্ত্ব। তা বিনু সকল মিছা যতেক জগত্॥ নিজ ভাল বলি যেই যেই করে কর্ম্ম। পরকালে বন্দী হয় নাহি পরধর্ম্ম॥ কর্ম্মসূত্রে বন্দী হৈয়া বলয়ে ভ্রমিয়া। আপনা না জানে শ্রীল কৃষ্ণ পাশরিয়া॥ বিষম বিপাক ইথে আছয়ে অপার। ক্ষণেক ভঙ্গুর এই অনেক সংসার॥ তবহু দুর্ল্লভ জানি মনুষ্য শরীর। শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যেই মায়া হয়ে স্থির॥ শ্রীকৃষ্ণ ভজন মাত্র যেই করে দেহে। মুক্তবন্ধ হয় যদি কৃষ্ণে করে লেহে॥ পুত্রস্নেহে কর মোরে যত বড় ভাব। শ্রীকৃষ্ণ চরণে

হৈলে কত হবে লাভ ॥ সংসারে আরতি করি মরিবার তরে। শ্রীকৃষ্ণে আরতি করি ভব তরিবারে ॥ সেই ত পরমবন্ধু সেই মাতা পিতা। শ্রীকৃষ্ণচরণ সেই প্রেমভক্তিদাতা ॥ কৃষ্ণের বিরহে মোর অন্তর কাতর। চরণে পড়িয়া বলি বিনয় উত্তর ॥ বিস্তর পিরিতি মোরে করিয়াছ তুমি। তোমার আজ্ঞায় শুদ্ধচিত্ত হই আমি ॥ আমার নিস্তার হয় তোর পরিত্রাণ। শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভজ ছাড়ি পুত্রজ্ঞান ॥ সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণপ্রেমার কারণে। দেশে দেশে আনি তোরে দিব প্রেম-ধনে ॥ আনের-তনয় আনে রজত সুবর্ণ। খাইলে বিনাশ হয় নাহি পরধর্ম্ম ॥ আমি আনি দিব কৃষ্ণ প্রেম হেন ধন। সকল সম্পদ্ সুখ কৃষ্ণের চরণ ॥ ইহ লোকে পরলোকে অবিনাশী প্রেমা। আজ্ঞা দেহ, বেদনা মা চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥ সকল জনমে পিতা মাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে বুঝিবে হিয়ায় ॥ মনুষ্যজনমে কৃষ্ণ গুরু সবে জানি। যেই গুরু নাহি করে পশু পক্ষী মানী ॥ ইহা শুনি শচী দেবী বিস্মিত হিয়ায়। বিশ্বম্ভর-মুখপদ্ম একদৃষ্টে চায় ॥ চতুর্দ্দশ লোকনাথ মায়া কৈল দূর। সর্ব্ব জীবে দেখে শচী এক সমতুল ॥ সেই ক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল। আপন তনয় বলি মায়া দূর কৈল ॥ নবমেঘ জিনি তনু শ্যামল বরণ। ত্রিভঙ্গ মুরুলী-রব পীতবসন ॥ গোপ গোপী গোপালের সনে বৃন্দাবনে। দেখিল আপন পুত্র চকিত তখনে ॥ দেখি শচী চমৎকার হইল অন্তরে। পুলকে আকুল অঙ্গ কম্প কলেবরে ॥ স্নেহ নাহি ছাড়ে শচী আপন সম্বন্ধ। কৃষ্ণ হঞা পুত্র হৈলা ভাগ্যের নির্ব্বন্ধ ॥ জগদ্-তুর্ল্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়। কারু বশ নহে

মোর শক্ত্যে কিবা হয়॥ এত অনুমানি শচী কহিল বচন। স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষরতন॥ মোর ভাগ্যে যত দিন ছিলা মোর বাসে। এখন আপন সুখে করহ সন্ন্যাসে॥ এক নিবেদন মোর আছে তোর ঠাঁয়। ঐছন সম্পদ্ মোর কি লাগিয়া যায়॥ ইহা বলি সকরুণ ভেল কণ্ঠস্বর। সাত পাঁচ ধারা গলে নয়নের ধার॥ ফুকরি ফুকরি কান্দে শচী সুচরিতা। মায়ের কান্দনে প্রভু হেট কৈলা মাথা॥ পুনরপি মুখ তুলি কহে বিশ্বম্ভর। শুন গো জননি! তুমি আমার উত্তর॥ যে দিনে দেখিতে তুমি চাহ অনুরাগে। সেই ক্ষণে আমা তুমি দেখিবারে পাবে॥ এ বোল শুনিয়া শচী করয়ে ক্রন্দন। ব্যথিতহৃদয়ে কহে এ দাস লোচন॥

বড়াড়ি রাগ, ধূলা খেলা জাত॥

তবে দেবী শচীরাণী, কহে মনঃকাহিনী, হিয়া দুঃখ বিরস বদন। মুখে নাহি সরে বাণী, দুনয়নে ঝরে পানী-, দেখি বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন॥ সুধাইতে নারে কথা, অন্তরে মরম বেথা, লোক মুখে শুনি ঘানা ঘুনা। ইঙ্গিতে বুঝিল কাজ, পড়িল অকালে বাজ, চেতন হরিল সেই দিনা॥ বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গণে, প্রভু দিন অবসানে, ঘরেরে আইলা হরষিতে। করিয়া ভোজন পান, সুখে শয্যায় শয়ন, বিষ্ণুপ্রিয়া আইলা ত্বরিতে॥ চরণকমল-পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে, নেহারয়ে কাতর বয়ান। হৃদয় উপরে থুঞা, বান্ধে ভুজলতা দিয়া, প্রিয় প্রাণনাথের চরণ॥ দুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর, চরণ বহিয়া পড়ে ধারা। চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে, বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে অভিপারা॥ মোর প্রিয়

প্রিয়া তুমি, কান্দ কি কারণে জানি, কহ দেবি! ইহার উত্তর। থুঞা উরু উপর, চিবুকে দক্ষিণ কর, পুছে কিছু মধুর অক্ষর॥ কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিদরিয়া যায় হিয়া, পুছিতে না পারে কিছু বাণী। অন্তরে গুমরে প্রাণ, দেহে নাহি সম্বিধান, নয়নে ঝরয়ে মাত্র পানী-॥ পুনঃ পুনঃ পুছে পহু, সুমতি না দেই তভু, কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া। প্রভু সব লীলা জানে, পুছে নানা বিধানে, অঙ্গ বাসে বদন মুছিয়া॥ নানারঙ্গ পরতাপ, করিয়া বাঢ়ায় ভাব, যে কথায় পাথর মঞ্জরে। প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী, কহে কিছু গদ গদ স্বরে॥ শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত, সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি। লোকমুখে শুনি ইহা, বিদরিয়া যায় হিয়া, আগুনিতে প্রবেশিব আমি॥ তো লাগি জীবন ধন, রূপ নব যৌবন, বেশ বিলাস ভাব কলা। তুমি যবে ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে, হিয়া জ্বলে যেন বিষজ্বালা॥ আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী, তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ। বড় প্রতি আশা ছিল, নিজ দেহ সমর্পিল, এ নবযৌবনে দিবে হাত॥ ধিক্ মোর জাউ দেহে, এক নিবেদিয়ে তোহে, কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে। শিরীষ কুসুম যেন, সুকোমল চরণ, পরশিতে ডর লাগে চিতে॥ ভূমিতে দাঁড়ায় যবে, ডরে প্রাণ হালে তবে, সিঞ্চিয়া পড়য়ে সব গায়। অরণ্য কণ্টক-বনে, কোথা যাবে কোন খানে, কেমনে হাঁটিবে রাঙ্গা পায়॥ সুধাময় মুখ-ইন্দু, তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু, অলপ আয়াস মাত্র দেখি। বরিষা বাদল বেলা, ক্ষণে বা বিষম খরা, সন্ন্যাস করণ মহাদুঃখী॥ তোমার চরণ বিনে, আর কিছু

নাহি জানে, আমারে ফেলা'বে কার ঠাঁয়। ধর্ম্ম ভয় নাহি তোরা, শচী বৃদ্ধ আধমরা, কেমনে ছাড়িবে হেন মায়॥ মুরারি মুকুন্দদত্ত, হেন সব ভকত, শ্রীনিবাস আর হরিদাস। অদ্বৈত-আচার্য্য আদি, ছাড়িয়া কি কার্য্য সাধি, কেমনে বা করিবে সন্ন্যাস॥ কি কহিব মুঞি ছার, মুঞি তোর সংসার, সন্ন্যাসকরণ মোর ডরে। তোমার নিছনি লঞা, মরি জাঙ বিষ খাঞা, সুখে নিবসহ তুমি পুরে॥ না যাইহ দেশান্তরে, কেহ নাহি এ সংসারে, বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া। কহিতে না পারি কথা, অন্তরে মরমব্যথা, কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া॥ শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া-বাণী, তবে সেই গৌরমণি, হাসিয়া তুলিয়া নিল কোলে। বসনে মুছিয়া মুখ, করে নানা কৌতুক, মিছা না ভাবিহ দুঃখ মনে॥ আমি তোকে ছাড়িয়া, সন্ন্যাস করিব যাঞা, এ কথা কে কহিল তোমাকে। যে করি সে করি যবে, তোমারে কহিব তবে, এখনে না মর মিছা শোকে॥ ইহা বলি গৌরহরি, আশ্বাসে চুম্বন করি, নানারস কৌতুক পাথারে। অনন্ত বিনোদ প্রেমা, লীলা লাবণ্যের সীমা, বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিলা প্রকারে॥ বিনোদ বিলাস রসে, ভৈগেল রজনীশেষে, পুনঃ কিছু পুছে বিষ্ণুপ্রিয়া। হিয়ায় আগুনি আছে, তে কারণে পুনঃ পুছে, প্রিয়-প্রাণনাথ-মুখ চাঞা॥ প্রভুর হাত শিরে দিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, মিছা না কহিও মোর ডরে। হেন অনুমান করি, যত কহ চাতুরী, পলাইবে মোর অগোচরে॥ তুমি নিজবশ প্রভু, পরবশ নহ কভু, যে করহ আপনার সুখে॥ সন্ন্যাস করিবে তুমি, কি বলিতে পারি আমি, নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে॥ এ বোল

শুনিয়া পহু, মুচকি হাসিয়া লহু, হাসি কহে শুন মোর প্রিয়া। কিছু না করিহ চিতে, যে কহিয়ে তোর হিতে, সাবধানে শুন মন দিয়া॥ জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ, সত্য এক সবে ভগবান্। সত্য আর বৈষ্ণব, তা বিনে যতেক সব, মিছা করি করহ গেয়ান॥ মিছা সুত পতি নারী, পিতা মাতা যত বলি, পরিণামে কেবা বা কাহার। শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি, যত দেখ এ মায়া তাহার॥ কিবা নারী পুরুখ, আত্মা সে সভার এক, মিছা মায়াবন্ধে হয়ে দুই। শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি, এই কথা না বুঝয়ে কেই॥ রক্ত-রেতঃসম্মিলনে, জন্ম বিষ্ঠা মূত্র স্থানে, ভূমে পড়ি হইয়া অজ্ঞান। বাল যুবা বৃদ্ধ হঞা, নানা দুঃখে কষ্ট পাঞা, দেহ গেহ করি অভিমান॥ বন্ধু করি যারে পালি, তারা সব দেই গালি, অভিমানে বৃদ্ধকাল বঞ্চে। শ্রবণ নয়ন অঙ্গে, বিষাদ হইয়া কান্দে, তভু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে॥ কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংসারে, মায়াবন্ধে পাশরি আপনা। অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিজ দেহ পাশরিয়া, শেষে মোরে নরক যন্ত্রণা॥ তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা, মিছা শোক না করিহ চিতে। এ তোর কহিলু কথা, দূর কর আন চিন্তা, মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে॥ আপনে ঈশ্বর হঞা, দূর করে নিজ মায়া, বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত। দূরে গেল দুঃখ শোক, আনন্দে ভরল বুক, চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত॥ তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ দেখিয়া, পতি-বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু। পড়িয়া চরণতলে, প্রণতি মিনতি করে, এক নিবেদন শুন প্রভু॥ মো অতি অধমা ছার, জন-

মিল এ সংসার, তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি। এ হেন সম্পদ্ মোর, দাসী হৈয়া ছিলু তোর, কি লাগিয়া ভেল অধোগতি॥ ইহা বলি বিষ্ণুপ্রিয়া, কান্দে উতরোল হঞা, অধিক বাঢ়ল পরমাদ। প্রিয়জন আর্ত্তি দেখি, ছল ছল করে আঁখি, কোলে করি করিল প্রসাদ॥ শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, এ তোরে কহিল হিয়া, যখনে যে তুমি মনে কর। আমি যথা তথা যাই, আছি যে তোমার ঠাঁই, সত্য সত্য সত্য এই দৃঢ়॥ কৃষ্ণ-আজ্ঞাবাণী শুনি, বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গণি, স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি প্রভু। নিজমুখে কর কাজ, কে দিবে ইহাতে বাধ, প্রত্যুত্তর না দিলেক তভু॥ বিষ্ণুপ্রিয়া হেটমুখী, ছল ছল করে আঁখি, দেখি প্রভু সরস-সম্ভাষে। প্রভু আচরণ কথা, শুনিতে লাগয়ে ব্যথা, গুণ গায় এ লোচনদাসে॥

বড়াড়ি রাগ, দিশা॥

মোর প্রাণ আরে দ্বিজ চাঁদ নারে হয়॥

এই মনে অনুমানে দিন রাত্রি যায়। আগুনি জ্বালিল যেন সভার হিয়ায়॥ সকল ভকতগণ একত্র হইয়া। গোরা-গুণগাথা কহে মরয়ে কান্দিয়া॥ শচী বিষ্ণুপ্রিয়া দোঁহে কান্দে দিবা নিশি। দশ দিক্ অন্ধকার শূন্য হেন বাসি॥ পুরজন পরিজন স্বাস্থ্য নাহি পায়। ছটপট করি সব নগরে বেড়ায়॥ হেনই সময়ে শ্রীনিবাস্ দ্বিজরায়। কাতর হৃদয়ে কিছু প্রভুরে সুধায়॥ এক নিবেদন আছে কহিতে ডরাঙ। আজ্ঞা পাইলে প্রভু-সঙ্গে মুঞি চলি যাঙ॥ আর যেবা পারে যেহ সঙ্গে চলি যাউ। তোমা না দেখিলে কেহ না রাখিবে জীউ॥ আগেত মরিব আমি শুন বিশ্বম্ভর। আপন

অন্তর-কথা কহিল গোচর ॥ এ বোল শুনিয়া পহু লহু লহু হাস। যে কিছু কহিয়ে তাহা শুন শ্রীনিবাস॥ আমার বিচ্ছেদ লাগি না পাবে তরাস। কভু না ছাড়িব আমি তোমা সভার পাশ॥ বিশেষে তোমার ঘরে কৃষ্ণের মন্দিরে। নিরন্তর আছি আমি প্রাণ কর স্থিরে॥ প্রবোধ-বচন বলি তোষিল তাহারে। মুরারিগুপ্তের ঘরে গেলা সন্ধ্যাকালে॥ হরিদাস সঙ্গে করি মুরারি-মন্দিরে। নিভৃতে কহয়ে কিছু দেবতার ঘরে॥ শুনহ মুরারি তুমি আমার বচন॥ মোর প্রাণ-প্রিয় তুমি কহিতে কারণ॥ কহিব উত্তম কথা শুন সাবধানে। উপদেশ কহি তোর হিতের কারণে॥ অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি ত্রিজগতে ধন্য। তাহার অধিক বন্ধু মোর নাহি অন্য॥ আপনে ঈশ্বর-অংশ অখিলের গুরু। যে চাহে আপনা হিত তার সেবা করু॥ জগতের হিতকর্ত্তা বৈষ্ণবের রাজা। পরমভক্তিতে সে করিবে তার পূজা॥ তার দেহে পূজা পাইলে কৃষ্ণপূজা পায়। নিভৃতে কহিল তোরে রাখিবে হিয়ায়॥ আমি আর গদাধরপণ্ডিত গোসাঞি। শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস রামাই॥ জানিবে আমার দেহ এ সব সহিতে। অন্তর কহিল তোরে রাখিবে হিয়াতে॥ এ বোল শুনিয়া সে মুরারি বৈদ্যরাজ। অন্তরে জানিল প্রভু অন্তরের কাজ॥ সন্ন্যাস করিব তার আছয়ে বিলম্ব। পরিণামে যে কহিল এই অবলম্ব॥ এ বোল বলিয়া প্রভু নিজঘরে যায়। কাতর অন্তরে কথা এ লোচন গায়॥

করুণ শ্রীরাগ॥

কি আরে হায় হয়॥

যে প্রভুর স্মরণে হয় দুঃখ বিমোচন। কি আরে হয় ॥ধ্রু॥

রজনী বঞ্চয়ে প্রভু আনন্দ হিয়ায়। আছিল; অধিক করি পিরিতি বাঢ়ায়॥ মায়ের সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া॥ যে কথায়ে থাকয়ে অন্তর সুস্থ হৈয়া॥ পুরজন পরিজন যার যে উচিত। এই মনে সভাকারে করয়ে পিরিত॥ বৈরাগ্য-আবেশ প্রভু পরিত্যাগ করি। ঘরে ঘরে নিজপ্রেম পরকাশ করি॥ কার ঘরে হাস্য পরিহাস কথা কহে। যার যেন হিয়া তেন মত সব মোহে॥ আছিলা গুপত বেশে যারা সঙ্গে যাইতে। মায়ার প্রভাবে তারা আইলা ঘরেতে॥ নানা আভরণ পরে শ্রীঅঙ্গে চন্দন। হাস বিলাস রসময় অনুক্ষণ॥ সব লোক জানিলেন না হবে সন্ন্যাস। স্বচ্ছন্দ হইল সব লোক নিজদাস॥ শয়ন মন্দিরে প্রভু শয়ন করিলা। তাম্বূল-স্তবক করে বিষ্ণুপ্রিয়া আইলা॥ হাসিয়া সুভাষে প্রভু আইস আইস বোলে। পরম পিরিতি করি বসাইল কোলে॥ বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু-অঙ্গে চন্দন লেপিল। অগুরু কস্তূরী গন্ধে তিলক রচিল॥ দিব্য মালতীর মালা দিল গোরা-অঙ্গে। শ্রীমুখে তাম্বূল তুলি দিল নানা রঙ্গে॥ তবে মহাপ্রভু সে রসিক-শিরোমণি। বিষ্ণুপ্রিয়া-অঙ্গে বেশ করয়ে আপনি॥ দীর্ঘকেশ কামের চামর জিনি আভা। কবরী বান্ধিল দিয়া মালতীর গাভা॥ মেঘ বন্ধ হৈল যেন চাঁদের কলাতে। কিবা উঘারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে॥ সুন্দর ললাটে দিল সিন্দূরের বিন্দু। দিবাকর কোলে করি আছে যেন ইন্দু॥ সিন্দূরের চৌদিকে চন্দনবিন্দু আর। শশিকোলে

সূর্য্য তারা ধায় দেখিবার॥ খঞ্জন-নয়নে দিল অঞ্জনের রেখ। গুরু কাম কামানের গুণ করিলেক॥ অগুরু কস্তূরী-গন্ধ কুচোপরি লেপে। দিব্য বস্ত্রে রচিল কাঁচুলী পর-তেকে॥ নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিল তাহার। তাম্বূল হাসির সঙ্গে বিহরে অপার॥ ত্রৈলোক্য-অদ্ভুত রূপ নিরিখে বদন। অধর বান্ধুলী সাধে করয়ে চুম্বন॥ ক্ষণে ভুজলতা বেড়ে আলিঙ্গন করে। নব কমলিনী যেন করিবর কোলে॥ নানা রঙ্গ বিথারয়ে বিনোদনাগর। আছুক আনের কাজ কাম অগোচর॥ সুমেরুর কোলে যেন বিজুরী প্রকাশ। মদন-মুগধ যিনি রতির বিলাস॥ হৃদয় উপরে থোয় না শুয়ায় শয্যা। পাশ পালটিতে নারে দোঁহে একমর্য্যা॥ বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥ রস অবসানে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায়॥ রজনীর শেষে প্রভু উঠিয়া সত্বর। বিষ্ণু-প্রিয়া নিদ্রা যায় তার অগোচর॥ বৈরাগ্য-সময়ে প্রেমা উভারে অধিক। সন্ন্যাস করিব বলি উনমত চিত॥ এ সময়ে বিথারয়ে রঙ্গ রস ভাব। ইহার কারণ কিছু শুন লাভা-লাভ॥ যে জন যে মনে ভজে তারে তেন প্রভু। ভজন অধিক ন্যূন না কর্য়ে কভু॥ তাহাতে বিশেষ আছে অধি-কারী ভেদ। অমায়া সমায়া ভক্তি সবেদ নির্ব্বেদ॥ বিনি অনুরাগে প্রেমা ভক্তি হয় যবে। কৃষ্ণে বন্দী করিবারে নারে কেহ তবে॥ করুণায় প্রকাশয়ে নিজ অনুরাগ। বিচ্ছেদ হৃদয়ে তার বাঢ়ে অনুরাগ॥ ভাব সঙ্গে যে জন দেখয়ে মোর অঙ্গ। সেই মোর প্রেমপাত্র কভু নহে ভঙ্গ॥ এহেন করুণা-নিধি আছে আর কে। আপনা বান্ধিতে প্রেম অনুরাগ দে॥

এই ত কারণে বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রসাদ। ইহা জানি মনে কেহ না গণ প্রমাদ ॥ নরহরি পাদপদ্ম করি শির'পরি। কহয়ে লোচন গোরাচাঁদের মাধুরী ॥

করুণ শ্রীরাগ, বিভাষ ॥

প্রভু রে গোরা আরে হয়। গোরাচাঁদ নারে হয় ॥ ধ্রু ॥

প্রাতঃকালে উঠি প্রভু প্রাতঃক্রিয়া করি। সন্ন্যাস করিব দঢ়াইল গৌরহরি ॥ কাঞ্চননগরে আছে ভারতীগোসাঞি। সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই ॥ একান্ত করিয়া মনে কৈল বিশ্বম্ভর। যাত্রাকালে লইল দক্ষিণ নাসার স্বর * ॥ চলিল ত মহাপ্রভু গঙ্গার সমীপে। গঙ্গাসন্তরণে যান ছাড়ি নবদ্বীপে ॥ গঙ্গা নমস্করি নবদ্বীপ ছাড়ি যায়ে। বজর পড়িল যেন সভার মাথায়ে ॥ কিবা দিন মাঝে যেন রবি লুকাইল। সরোবর তেজি হংসগণ কোথা গেল ॥ কিবা দেহ তেজি প্রাণ গেল আচম্বিতে। ভ্রমরা ছাড়িল যেন পদ্মের পিরিতে ॥ বিচ্ছেদে বিয়োগময় হৈল নবদ্বীপে। শোকের পর্ব্বত যেন সভাকারে চাপে ॥ নিজ জন পুরজন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া। মূর্চ্ছিত হইয়া কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া। শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিষ্ণুপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন রহিলা পড়িয়া ॥ শচীদেবী কান্দে ডাকে নিমাই বলিয়া। আগুনে পুড়িল যেন ধক্ ধক্ হিয়া ॥ দশ দিক শূন্য হৈল অন্ধকারময়।

---

* মনুষ্যের নাসিকা দিয়া নিশ্বাসবায়ু নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু এককালে দুই নাসিকায় নির্গত হয় না। কখন বাম ও কখন দক্ষিণ নাসায় নির্গত হয়। তন্মধ্যে দক্ষিণ নাসা হইতে নির্গমকালে পুরুষের ও বাম নাসা হইতে নির্গম কালে স্ত্রীলোকের যাত্রা করা উচিত। (ইহা ফলিতজ্যোতিষ-সিদ্ধ)।

কেমনে বঞ্চিব মোর ঘর ঘোরময়॥ গিলিবারে আইসে মোরে এ ঘরকরণ। বিষ যেন লাগে ইষ্টবন্ধুর বচন॥ মা বলি আমারে আর না ডাকিবে কেহ। আমাকে নাহিক যম, পাশরিল সেহ॥ কিবা দুঃখ পাই পুত্র ছাড়িলে আমারে। হাপুতি করিয়া মোরে গেলা কোথাকারে॥ পড়িয়া শুনিয়া পুত্র ইহাই শিখিলা। অনাথিনী অভাগিনী মায়েরে করিলা॥ কোথা বিষ্ণুপ্রিয়া এড়ি পলাইয়ে গেলা। ভকত সবার প্রেম কিছু না গণিলা॥ বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে হিয়া নাহিক সম্বিৎ। ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে উনমত চিত॥ বসন না দেয় গায়ে না বান্ধয়ে চুলি। হা কান্দ-কান্দনা কান্দে উন্মত্ত পাগলী॥ প্রভুর অঙ্গের মালা হৃদয়ে করিয়া। জ্বালহ আগুনি তাহে মরিব পুড়িয়া॥ গুণ বিনাইতে নারে মরয়ে মরমে। সবে একবোল বলে যে ছিল করমে॥ অমিয়া-অধিক প্রভু যত তোর গুণ। এক্ষণে সকল সেই ভৈ গেল আগুন॥ রহস্য-বিনোদ-কথা কহিবারে নারে। হিয়ার পোড়নে কান্দে অতি আর্ত্ত-স্বরে॥ চৌদিকে ভকত মরে অন্তর-যন্ত্রণা। কি কহিব সম্বরিতে না পারে আপনা॥ অনেক শকতি সভে বলে ধীরে ধীরে। কি দিব প্রবোধ তোরে প্রাণ কর স্থিরে॥ যে দেখিলে যে শুনিলে এত কাল ধরি। প্রাণ স্থির কর সেই সব মনে করি॥ কি জানহ ভগবান্ কার আপনার। শুনিয়াছ যত যত পূর্ব্ব অবতার॥ লোক বেদ অগোচর চরিত্র তাঁহার। বড় ভাগ্যে নাম ধরে সম্বন্ধ তোমার॥ যারে যেই আজ্ঞা কৈলা থাক সেই মতে। সেই আজ্ঞা পালন করহ দৃঢ়চিতে॥ এতেক বচন যদি বৈল-ভক্তগণ। শুনিয়া কাতর হিয়া সম্বরে

ক্রন্দন॥ তবে নিত্যানন্দ লঞা সব ভক্তগণ। যুক্তি করে কোথা গেলে পাব দরশন॥ কেহ বলে যত তীর্থ করিব গমন। যথা গেলে গোরাচাঁদের পাব দরশন॥ কেহ বলে বৃন্দাবন যাব বারাণসী*। নীলাচলে যাব যাহা থাকয়ে সন্ন্যাসী॥ কাঞ্চননগরে আছে সন্ন্যাসী গোসাঞি। সন্ন্যাস করিবে তথা পণ্ডিত নিমাই॥ এই বাক্য কভু প্রভুর মুখে শুনিয়াছি। সত্য করি এই বাক্য দৃঢ় নাহি বুঝি॥ মিথ্যা বাক্যে সব লোক ধাইব তথারে। আগে আমি সত্য জানি কহিব সভারে॥ ধীর ভক্তজন কথো দেহ মোর সঙ্গে। ধরিয়া আনিব মোর প্রভু সে গৌরাঙ্গে॥ তবে সব ভক্তগণ মনে অনুমানে। মুখ্য মুখ্য কথো জন দিল তার সনে॥ শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য পণ্ডিত দামোদর। বক্রেশ্বর আদি করি চলিলা সত্বর॥ এই সব লঞা নিত্যানন্দ চলি যায়। প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়॥ এথা গৌরহরি শীঘ্র চলিলা সত্বর। কোটি-কুঞ্জর-মত্ত গমন সুন্দর॥ ঝর ঝর নয়নে ঝরয়ে প্রেমধারা। পুলকে আকুল অঙ্গ সোণার কিশোরা॥ ঊর্দ্ধ বাস কেশ প্রভু করিয়া বন্ধন। মথুরার মল্ল যেন করিয়াছে গমন॥ বিরহে রাধার ভাবে হইয়া আকুল। কোথা রাধা গেলা মোর কোথায় গোকুল॥ সে গমন ক্ষণে ক্ষণে মন্দর হইয়া। মালসাট মারে ক্ষণে চৌদিকে চাহিয়া॥ এই মতে প্রেমাবেশে চলি যায় পথে। অখিলের গুরু মোর প্রভু জগন্নাথে॥ কাঞ্চননগরে আইল প্রভু বিশ্বম্ভর। যথা আছে কেশবভারতী

* বরণা + অসি = বারাণসী। উত্তরে বরণা ও দক্ষিণে অসি নামে নদী আছে বলিয়া বারাণসী নাম হইয়াছে। বারাণসী অর্থে কাশীধাম (শিবক্ষেত্র)।

ন্যাসিবর.॥ পরম ভকতি করি পরণাম করে। উঠিয়া সম্ভ্রমে ন্যাসী নারায়ণ স্মরে †॥ বড় ভাগ্য মানি দোঁহে সরস সম্ভাষ। বিশ্বম্ভর বলে মোরে করাহ সন্ন্যাস॥ এই মনে দুই জনে আছে এক কালে। আইলা সে নিত্যানন্দ শেখরাদি মেলে॥ সন্ন্যাসিকে নমস্করি প্রভু নমস্করে। হাসিয়া কহয়ে প্রভু ভাল হৈল আইলে॥ তোমার গমনে মোর সকল মঙ্গল। সন্ন্যাসী হইব মোর জনম সফল॥ এবোল বলিয়া পুন ভারতী সম্ভাষে। প্রণতি মিনতি করে সন্ন্যাসের আশে॥ ভারতী কহয়ে শুন শুন বিশ্বম্ভর। তোমারে সন্ন্যাস দিতে কাঁপয়ে অন্তর॥ এ হেন সুন্দর তনু তরুণ বয়েস। জনম অবধি নাহি জান দুঃখ-লেশ॥ অপত্য সন্ততি নাহি হয়ে ত তোমার। তোমারে সন্ন্যাস দিতে না হয় আমার॥ পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ হৈলে রাগের নিবৃত্তি। তবে সে সন্ন্যাস দিতে তোরে হয় যুক্তি॥ এবোল শুনিয়া প্রভু কহে লহু বাণী। তোমার সাক্ষাতে আমি কি বলিতে জানি॥ মায়া না করিহ মোরে শুন ন্যাসিমুনি। ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ব কেবা জানে তোমা বিনি॥ সংসারে দুর্ল্লভ এই মানুষের জন্ম। তাহাতে দুর্ল্লভ কৃষ্ণ-ভক্তিপর ধর্ম্ম॥ পরমদুর্ল্লভ তাহে ভক্তজন সঙ্গ। মানুষের দেহ এ তিলেকে হয় ভঙ্গ॥ বিলম্ব করিতে এই দেহ যদি যাবে। তবে আর বৈষ্ণবের সঙ্গ হবে কবে॥ মায়া না করিহ মোরে করাহ সন্ন্যাস। তোর পরসাদে মুঞি হউ কৃষ্ণদাস॥

---

† সন্ন্যাসিকে প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী প্রতিনমস্কার বা আশীর্ব্বাদ করেন না, নারায়ণ-স্মরণ করেন, কারণ, সর্ব্বত্র তাঁহাদেব ব্রহ্মভাব। ইহা চির-প্রসিদ্ধ। এখনও এই প্রথা অনেক স্থলে দেখা যায়

ইহা বলি করুণ অরুণ দুনয়ান। ছল ছল করে অশ্রু কাতর বয়ান॥ হুহুঙ্কার গর্জ্জন সিংহ যিনি পরাক্রম। ভাবময় সব দেহ অতি সুলক্ষণ॥ হরি হরি বলি ডাকে মেঘের গর্জ্জনে। অবিরাম প্রেম-বারি ঝরে দুনয়ানে॥ ত্রিভঙ্গ হইয়া বংশী বংশী বলি ডাকে। ক্ষণে রাসমণ্ডলী করিয়া অঙ্গ বাঁকে॥ গোবর্দ্ধন রাধাকুণ্ড বলি হাসে কান্দে। চমৎকৃত হৈল ন্যাসী অন্তরে ত চিন্তে॥ অন্তরে চিন্তিয়া কিছু বলে ন্যাসিরাজ। অন্তর জানিল মোর ভাল নহে কাজ॥ জগতের গুরু এই জগতের নাথ। গুরু বলি আমারে করিব যোড় হাত॥ এত অনুমানি ন্যাসি কহিল উত্তর। সন্ন্যাস করিবে তবে যাহ নিজ ঘর॥ সাক্ষাতে জননী ঠাঞি হইবে বিদায়। তোর পত্নী সুচরিতা যাবে তার ঠাঁয়॥ সাক্ষাতে সভার ঠাঞি বিদায় হইয়া। আসিবে আমার ঠাঁই সভারে বুঝাঞা॥ মনে আছে গোরাচাঁদে করিয়া বিদায়। আসন ছাড়িয়া আমি যাব অন্য ঠাঁয়॥ অন্তর্যামী ভগবান্ এ মন জানিয়া। পালিব তোমার আজ্ঞা বলিল হাসিয়া॥ চলিলেন মহাপ্রভু নবদ্বীপ পুরে। দেখিয়া ভাবিল ন্যাসী আপন অন্তরে॥ যার লোম-কূপে ব্রহ্মাণ্ডের গণ বৈসে। তারে পালাইয়া আমি যাব কোন দেশে॥ ভ্রান্তমতি আমি কিছু দেখিয়া না দেখি। সভার জীবন এই সর্ব্বজন-সাক্ষী॥ ইহা ভাবি সন্ন্যাসী ডাকিয়া গৌরহরি। বলিতে লাগিলা কিছু অনুনয় করি॥ আর এক বোল বলি শুন বিশ্বম্ভর। তোমারে সন্ন্যাস দিতে বড় লাগে ডর॥ তুমি জগতের গুরু কে গুরু তোমার। মিছা বিড়ম্বনা কেনে করহ আমার॥ এবোল শুনিয়া কান্দে

বিশ্বম্ভর রায়। আরতি * করিয়া ধরে সন্ন্যাসির পায়॥ প্রণত জনেরে কেনে বল দুর্ব্বচন। মরিলে কি ছাড়ি আমি তোমার চরণ॥ মোরে যত বল মোর বুঝিবারে মন। এক নিবেদন আছে শুনহ কথন॥ এক দিন রাত্রিশেষে দেখিলু স্বপন। সন্ন্যাসের মন্ত্র মোরে কহিল ব্রাহ্মণ॥ দেখ দেখি এই বটে হয় কিবা নহে। ইহা বলি ভারতীর কর্ণে মন্ত্র কহে॥ এই মতে সন্ন্যাসির কর্ণে কহে মন্ত্র। প্রকারে হইলা গুরু-আপনি স্বতন্ত্র॥ বুঝিল সকল কাজ ভারতী গোসাঞি। সন্ন্যাস করাব তোরে শুনহ নিমাঞি॥ এবোল শুনিয়া প্রভু নাচয়ে আনন্দে। হরি হরি বলেন গভীর মেঘনাদে॥ গৌর-শরীরে ভেল পুলক সারি সারি। অমিয়া পসারে যেন অঙ্গের মাধুরী॥ অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। দেখিয়া সকল লোক করে হাহাকার॥ কাঞ্চননগর-লোক দেখি-বারে ধায়। যে দেখয়ে তার হিয়া নয়ন জুড়ায়॥ কিবা বৃদ্ধ কিবা অন্ধ কি নারী পুরুষ। কিবা সে পণ্ডিতগণ এ গণ্ড মুরুখ॥ শিশুগণ ধায় আর কুলের যুবতী। নিজ ছায়া নাহি চিনে হেন রূপবতী॥ কাঁখে কুম্ভ করি কেহ দাড়াইয়া চাহে। নাড়িতে না পারে সেহ লড়ি ধরি ধায়ে॥ ধন্য ধন্য করে লোক বাখানয়ে রূপ। এত কালে দেখিল এ অতি অপরূপ॥ ধন্য ধন্য জননী ধরিল পুত্র গর্ব্ভে। দেবকী সমান সেই শুনিয়াছি পূর্ব্বে॥ কোন ভাগ্যবতী হেন পাঞাছিল

* এই গ্রন্থে আরতি শব্দ অনেক দেখা যাইতেছে, ইহার অর্থ প্রদীপাদি ঘুরান নহে। প্রায় অনেক স্থলেই আরতি শব্দের অর্থ—অতি উৎকণ্ঠা বা দীন-ভাব প্রদর্শন করা।

পতি। ত্রৈলোক্যে তাহার সম নাহিক যুবতি॥ রূপ দেখি নিজ আঁখি পালটিতে নারি। ইহার সন্ন্যাস কিবা সহিবারে পারি॥ কেমনে বা জীবে এই ইহার জননী। এ কথা শুনিলে মাত্র মরিবে রমণী॥ এত অনুমান করি কান্দে সব লোক। ডাকিয়া কহয়ে প্রভু না করিহ শোক॥ আশীর্ব্বাদ মোরে কর শুন মাতা পিতা। সাধ লাগে কৃষ্ণের চরণে দেই মাথা॥ যার যেই নিজ পতি সেই তাহা চাহে। তার চিত্ত বান্ধিবারে করয়ে উপায়ে॥ রূপ যৌবন যত এ রস লাবণ্য। নিজ পতি-ভজিলে সে সব হয় ধন্য॥ মমে মনে করহ সভার অনুভব। পতি বিনু যুবতির মিছা হয় সব॥ কৃষ্ণপদ বিনু মোর নাহি অন্য গতি। নিছ অঙ্গ দিয়া মো ভজিব প্রাণপতি॥ ইহা বলি মহাপ্রভু করয়ে রোদন। ক্ষণেক অন্তরে সব কৈল সম্বরণ॥ তার পর দিনে প্রভু গুরু-আজ্ঞা লঞা। সন্ন্যাস বিধান কর্ম্ম করয়ে হাসিয়া॥ করিল সকল কর্ম্ম যে ছিল উচিত। সন্ন্যাস করিব বলি আনন্দিত-চিত॥ আপনে আচার্য্যরত্ন কৃষ্ণপূজা করে। চৌদিকে বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে॥ গুরুর সম্মুখে রহে পুটাঞ্জলি করি। মাগয়ে সন্ন্যাস মন্ত্র পরণাম করি॥ মুণ্ডন করিল প্রভু শুন তার কথা। যা শুনিলে সভার হৃদয়ে লাগে ব্যথা॥ সকল বৈষ্ণব জনে লাগে হিয়া কাঁপ। মুণ্ডনের কালে বস্ত্র দেই মুখ ঝাঁপ॥ কমলালালিত কেশ ত্রৈলোক্যসুন্দর। মালার সহিতে লাম্বে এ গজ কন্ধর॥ পুরুবে চূড়ার বেশে মোহিলে জগত্। যাহার ধেয়ানে জীয়ে সকল ভকত॥ গোপ-বধূ যাহা লাগি ছাড়িলেক লাজ। জাতি কুল শীল ভয়ে পড়িলেক বাজ॥ হেন

কেশ মুণ্ডন করিতে চাহে পহু। কান্দয়ে সকল লোক না তুলয়ে মুহু॥ নাপিতে না দেই হাত শিরের উপরে। তরাসে তাহার অঙ্গ করে থর্ হরে॥ কাঞ্চননগরের লোক এ নারী পুরুষে। ফুকরি ফুকরি কান্দে সকরুণ ভাষে॥ নাপিত কহয়ে প্রভু নিবেদি চরণে। তোর শিরে হাত দিব কাহার পরাণে॥ আমার শকতি নাহি করিতে মুণ্ডন। সুন্দর কুঞ্চিত কেশ ত্রৈলোক্যমোহন॥ দেখিতে শীতল হয় হৃদয় নয়ন। যে কর সে কর প্রভু না কর মুণ্ডন॥ এরূপ মানুষ নাই জগত্-ভিতর। তুমি সর্ব্বলোকনাথ জানিল্ অন্তর॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অসন্তোষ পায়। বুঝিয়া নাপিত কাজ অন্তরে ডরায়॥ অপরাধ লাগি মোর ডরে হালে গা। তোর শিরে হাত দিয়া ছোব কার পা॥ কার পায় হাত দিয়া করিব নিজ কীর্ত্তি। অধম নাপিত জাতি এই মোর বৃত্তি॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু সদয়-হৃদয়। না করিহ বৃত্তি তুমি ঠাকুর কহয়॥ কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম সুখে গোঙাইবে। অন্তকালে বাস তোর মোর লোকে হবে॥ মুণ্ডনের কালে সে নাপিতে বর পায়। কাতর হৃদয়ে এ লোচনদাস গায়॥

পূরবী সিন্ধুড়া রাগ।

মুণ্ডন করিয়া প্রভু দেখি শুভক্ষণে। সন্ন্যাস করয়ে শুভ-দিন সংক্রমণে॥ মকর লেউটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে *।

---

* মাঘ মাসে সূর্য্যদেব মকররাশিতে অবস্থিতি করেন। তৎপরে ফাল্গুনে কুম্ভ রাশিতে আগমন করেন। ঐ সংক্রম (সংক্রান্তি) কে মাকরী সংক্রান্তি কহে। অর্থাৎ মাঘ মাসের শেষদিনে রবিসংক্রম কালে মহাপ্রভু, বর্দ্ধমান,

সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে ॥ চৌদিকে বৈষ্ণবগণ করে সঙ্কীর্ত্তনে। মন্ত্র কহে ন্যাসী বিশ্বম্ভরের শ্রবণে ॥ মন্ত্র পাঞা বিশ্বম্ভর পুলকিত অঙ্গ। শতগুণ বাঢ়ে কৃষ্ণপ্রেমার তরঙ্গ ॥ অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। ক্ষণে মাল সাট মারে ছাড়ি হুহুঙ্কার ॥ সন্ন্যাস করিল ইহা বলিয়া উল্লাস। ক্ষণে ক্ষণে প্রেমানন্দে অট্ট অট্ট হাস ॥ হেনই সময়ে কহে ভারতী গোসাঞি। কি নাম তোমার হয় শুনহ নিমাঞি ॥ যতেক বৈষ্ণবগণ ছিল সেই খানে। সভে মিলি ন্যাসিবরে করে অনুমানে ॥ বুদ্ধি অনুসারে কহে যার যেই মনে। হেন কালে শুভবাণী উঠিল গগণে ॥ ধ্বনি শুনি সর্ব্বলোক হৈল চমৎকার। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম করহ ইহার ॥ নিদ্রারূপা মহামায়া দেবী ভগবতী। আচ্ছাদিল সর্ব্বজন ছন্ন ভেল মতি ॥ যতেক করয়ে বলি নিন্দের স্বপনে। আপনে ঠাকুর সভার করান চেতনে ॥ আপনেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুঝায়ে সভারে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তেঞি বলিলে ইহারে ॥ এতেক বচন সভে দৈবমুখে শুনি। আনন্দিত সর্ব্বলোক করে হরিধ্বনি ॥ গুরুর আশ্রমে প্রভু সে দিন তথায়। গুরুভক্তি করি সুখে বঞ্চিলা গোসাঞি ॥ রজনী বৈষ্ণব মিলি করে সঙ্কীর্ত্তন। গুরুর সংহতি নৃত্য করয়ে মোহন ॥ কেশবভারতী নাচে প্রেমানন্দ সুখে। ঠাকুর নাচয়ে হরি বলে সর্ব্বলোকে ॥ প্রেমানন্দে পূর্ণ দেহ পাশরে আপনা। ব্রহ্ম-সুখ অল্প করি মানয়ে দু জনা ॥ এই মনে আনন্দে সানন্দে রাত্রি যায়। প্রভাতে উঠিয়া প্রভু মাগেন বিদায় ॥ গুরু প্রদক্ষিণ করি

ইন্দ্রাণীপরগণা কাঞ্চননগর (কাটোয়াতে) কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

করয়ে প্রণাম। নীলাচল যাব যদি পাই সন্বিধান॥ গুরুর চরণে আজ্ঞা মাগয়ে ঠাকুর। কেশবভারতীর হিয়া করে দুর্ দুর্॥ ছল ছল করে আঁখি করুণার জলে। বিদায়-সময়ে গোরাচাঁদে করে কোলে॥ গুরুভক্তি লওয়াবারে কর বিধি-কর্ম্ম। সংস্থাপন করিবারে সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম॥ সব লোকে নিস্তারিতে করুণা প্রকাশ। আমা বিড়ম্বিতে কৈলে এই ত সন্ন্যাস॥ আমার নিস্তার যেন হয় বিশ্বম্ভর। এই মোর বাক্য তুমি পালিহ অন্তর॥ চরণ-পরশ করি চলিলা ঠাকুর। পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাঢ়িল প্রচুর॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অন্তর উল্লাস। ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে অট্ট অট্ট হাস॥ বুক বাঞা পড়ে ধারা নয়নের জলে। সুরনদী ধারা যেন সুমেরু-শিখরে॥ কদম্ব কেশর জিনি একটী পুলক। কণ্টকিত সর্ব্ব অঙ্গ আপাদ মস্তক॥ মত্ত করিবর যেন রঙ্গ করি যায়। নির্ভর প্রেমায় ক্ষণে কৃষ্ণ-গুণ গায়॥ ক্ষণেকে পড়য়ে ভূমি রহে স্তব্ধ হঞা। ক্ষণে লম্ফ দিয়া উঠে হরি বোল বলিয়া॥ ক্ষণে গোপিকার ভাব ক্ষণে দাস্য ভাব। ক্ষণে ধীরে ধীরে চলে ক্ষণে শীঘ্র ধাব॥ এই মনে দিবা রাত্রি না জানে আনন্দে। রাঢ়দেশে না শুনিল কৃষ্ণ নাম গন্ধে॥ কৃষ্ণ নাম না শুনিয়া খেদ উঠে চিতে। নিশ্চয় করিল প্রভু জলে প্রবেশিতে॥ দেখি সব ভক্তগণ করে অনুতাপ। গৌরাঙ্গ গোলোকে যায় কি হবে রে বাপ॥ তবে নিত্যানন্দ প্রভু বলে বীরদাপে। রাখিব চৈতন্য আমি আপন প্রতাপে॥ সেই খানে শিশুগণ গোধন চরায়। নিত্যানন্দ প্রভু তার প্রবেশে হিয়ায়॥ যে কালে গেলেন প্রভু জলের সমীপে॥ হরি বলি ডাকে সব

শিশু আচম্বিতে॥ তাহা শুনি লেউঠি আইলা গৌরহরি। বল বল বলে তার শিরে হস্ত ধরি॥ তোমারে করুণ কৃপা প্রভু ভগবান্। কৃতার্থ করিলে শুনাইলে কৃষ্ণ-নাম॥ প্রেমানন্দে ভাষে প্রভু আনন্দিত হিয়া। ভিক্ষা করিল প্রভু কত দূর গিয়া॥ হেন মতে দিবা নিশি নাহি জানে সুখে। তিন দিন বহি অন্ন জল দিল মুখে॥ হেন মনে প্রেমানন্দে দিন রাতি যায়। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যে দিলেন বিদায়॥ কহিল ঠাকুর পুনঃ হৈব দরশন। অচিরে হইবে দেখা না হও বিমন॥ এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর। কান্দিতে কান্দিতে যায় শ্রীচন্দ্র-শেখর॥ হেথা নবদ্বীপের লোক একদৃষ্টে রহে। শ্রীচন্দ্রশেখর আসি কিবা বার্ত্তা কহে॥ কহয়ে লোচন ইহা কহনে না যায়। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য নবদ্বীপ পায়॥

করুণ শ্রীরাগ॥

নবদ্বীপে প্রবেশিতে আচার্য্য-শেখর। নয়নে গলয়ে অশ্রু-ধারা নিরন্তর॥ নবদ্বীপবাসী যত তাহারে দেখিয়া। অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ ধক্ ধক্ হিয়া॥ সকল বৈষ্ণব আসি মিলিলা সেখানে। সম্বরিতে নারে অশ্রু কাতর বয়ানে॥ পুছিতে না পারে কেহ মুখে নাহি রায়ে। শুনি শচী উনমতা আউলা চুলে ধায়ে॥ আচার্য্য বলিয়া ডাকে উন্মত্ত পাগলী। না দেখিয়া গৌরাঙ্গেরে হই উতরোলি॥ আমার নিমাই কোথা থুঞা আইলা তুমি। কেমনে মুণ্ডিলে মাথা কোন দেশ ভূমি॥ কোন ছার সন্ন্যাসী সে হৃদয় দারুণ। বিশ্বম্ভরে মন্ত্র দিতে না হইল করুণ॥ সে হেন সুন্দর কেশ লাবণ্য দেখিয়া। কোন ছার নাপিত সে নিদারুণ হিয়া॥ কেমন

পাপিষ্ট তেন কেশে দিল খুর। কেমনে বাঁচিল সেই দারুণ নিঠুর॥ আবার নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল। মস্তক মুড়াঞা বাছা কেমন বা হৈল॥ আর না দেখিব পুত্র! বদন তোমার। অন্ধকার হৈল মোর সকল সংসার॥ রন্ধন করিয়া আর নাহি দিব ভাত। সে হেন শ্রীঅঙ্গে আর নাহি দিব হাত॥ সুন্দর-বদনে চুম্ব না দিব মো আর। ক্ষুধার সময় কেবা বুঝিবে তোমার॥ বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে। পশু পক্ষী লতা তরু এ পাষাণ ঝরে॥ হায় হায় কিবা দৈব হইল আমারে। গৌর বিনু আমার সকল আন্ধিয়ারে॥ সে হাস্য লাবণ্য দেহ না দেখিব আর। না শুনিব বচনচাতুরী সুধাসার॥ অনাথিনী করিয়া কোথারে গেলা তুমি। সোঙরিব তুয়া গুণ নিবেদিয়ে আমি॥ কোন অভাগিনী কোল ছাড়িয়া আইল। খণ্ডব্রত অভাগিনী কেনে না মরিল॥ পূজিল তোমার মুখ অনঙ্গ নয়নে। কেমনে ধরিব হিয়া তোমা অদর্শনে॥ বিচ্ছেদে মরিল তোর যত বর নারী। আমি অভাগিনী দেহ এতকাল ধরি॥ মরি মরি গৌরাঙ্গসুন্দর কতি গেলা। আমি নারী অনাথিনী সহজে অবলা॥ কোন দেশে যাব লাগ পাব কোন ঠাঞি। যাইতে না দিব কেহ মরিব তথাই॥ মায়ে অনাথিনী করি গেলা কোন দেশে। কেমনে বঞ্চিব সেহ তোমার হুতাশে॥ পাপিষ্ঠ শরীরে মোর প্রাণ নাহি যায়। ভূমিতে লুটাঞা দেবী করে হায় হায়॥ কেশ বাস না সম্বরে ধূলায় পড়িয়া। ক্ষণে ক্ষীণ হয় অঙ্গ রহে ত ফুলিয়া॥ ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় রাঙ্গা-চরণ ধেয়ানে। সম্বিত না পায় ক্ষণে অনেক যতনে॥ প্রভু প্রভু বলি ডাকে ক্ষণে আর্ত্ত-

নাদে। বিষ্ণুপ্রিয়া-ক্রন্দন শুনিয়া লোক কান্দে॥ সব জন বলে হের শুন বিষ্ণুপ্রিয়া। কি দিব প্রবোধ তোরে স্থির কর হিয়া॥ তোর অগোচর নাহি তোর প্রভুর কাজ। বুঝিয়া প্রবোধ কর নিজ হিয়া মাঝ॥ প্রবোধিয়া সব ভক্ত একত্র হইয়া। বিচার করয়ে গোরাচাঁদের লাগিয়া॥ সন্ন্যাস করিল মো সভারে দুঃখ দিয়া। এখনে ছাড়িয়া গেলা নিদারুণ হৈয়া॥ তারে ধিক্ দয়ালু তার বড় নাম। নাম হৈতে তারে পাই এই মোক্ষ কাম॥ তোর বাক্য আছে পূর্ব্ব মো সভার তরে॥ নাম যেই লয় সেই পাইব আমারে॥ এত চিন্তি নাম লইতে বসিলা সভাই। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া আর যত যত যেই॥ কি বালক বৃদ্ধ কিবা যুবক যুবতী। নাম লৈতে বসিলা গৌরাঙ্গ করি গতি॥ নামপাশে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত্ত-সিংহ। দাণ্ডাইল মহাপ্রভু গতি হৈল ভঙ্গ॥ নিত্যানন্দ অঙ্গে অঙ্গ হেলিয়া রহিলা। অঝর-নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥ যাহ নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আজি তুমি। শান্তিপুরে সভারে দেখিয়ে যেন আমি॥ শুনি নিত্যানন্দ মনে আনন্দ হইল। দেখাইব সভাকারে এই সত্য কৈল॥ কহয়ে লোচনদাস কাতর হিয়ায়। তবে প্রভু গোরাচাঁদ করিলা বিদায়॥

নবদ্বীপে যাহ তুমি শুনহ বচন। নদীয়ানগরে মোর যত বন্ধু-গণ॥ সভারে কহিও মোর "নারায়ণ"-বাণী। অদ্বৈত-আচার্য্য ঘরে উত্তরিব আমি॥ সভারে লইয়া তুমি আইস তথাকারে। একত্রে হইব দেখ আচার্য্যের ঘরে॥ ইহা বলি মহাপ্রভু চলিলা সত্বর। নিত্যানন্দ যান তবে নদীয়ানগর॥ নদীয়া-নগরের লোক জীয়ন্তে মরা। কাটিলে কুটিলে রক্ত মাংস

নাহি তারা ॥ উদরে নাহিক অন্ন টল মল তনু। সর্ব্ব অন্ধকার তারা গোরাচাঁদ বিনু ॥ আচম্বিতে নিত্যানন্দ নদীয়া-নগরে। গায়ে বল হৈলা সভে ধাইলা সত্বরে ॥ যাইতে না পারে পথে টল মল করে। দেখিতে না পায় পথ নয়নের জলে ॥ সকল বৈষ্ণব কান্দে পড়িয়া চরণে। পুছিতে না পারে কিছু নীরস বদনে ॥ শচী অতি উনমতি ধায় উর্দ্ধমুখে। এ ভূমি আকাশ শচীর যুড়িলেক শোকে ॥ আর্ত্তনাদে ডাকে শচী আরে অবধূত। কোথা থুঞা আইলে আমার সোণার সুত ॥ ইহা বলি কান্দে শচী বুকে কর হানে। টল মল করে নাহি চাহে পথ পানে ॥ শচী দেখি অভ্যুত্থান করিলা ঠাকুর। শচী কহে মোর পুত্র আইসে কত দূর ॥ নিত্যানন্দ কহে খেদ না করিহ চিত্তে। আমারে পাঠাইল তোমা-সভাকারে নিতে ॥ অদ্বৈত আচার্য্য ঘরে রহিব ঠাকুর। খেদ না করিহ দেখা হইব অদূর ॥ চলহ সকল লোক প্রভু দেখিবারে। সেই মনে সেই ক্ষণে সর্ব্বজন চলে ॥ আবালবৃদ্ধ যুবতি মূক ধীর জন। মূর্খ কিবা তপস্বী চলিলা সর্ব্বজন ॥ শচী আগে আগে ধায় গায়ে হৈল বল। আনন্দে চলিয়া যায় বৈষ্ণব সকল ॥ অদ্বৈত-আচার্য্য ঘরে উত্তরিল গিয়া। ভাঙ্গিল কাঁকালি তাহা প্রভু না দেখিয়া ॥ অদ্বৈত আচার্য্যে কথা পুছি নিত্যানন্দ। তোমার আশ্রমে প্রভু করিলা নির্ব্বন্ধ ॥ আমারে পাঠাঞা দিল এ সভারে নিতে। আর কিছু না জানিয়ে কি আছয়ে চিতে ॥ ইহা বলি দোঁহে মেলি করে কোলাকুলি। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস শুনি অদ্বৈত বিকলী ॥ মুঞি অভাগিয়া সঙ্গ না পাইল তার। কবে চাঁদমুখ মো দেখিব তার আর ॥ শচী

উনমতি পুছে তখনি তখনি। সব জন বলে প্রভু আসিবে এখনি॥ উৎকণ্ঠা বাঢ়িল সব জনার হৃদয়। আইলা ত মহাপ্রভু হেনই সময়॥ আছিল অধিক কোটিগুণ দেহ-ছটা। আর তাহে চন্দন উজ্জ্বল দীর্ঘ ফুটা॥ গোরা-গায়ে অরুণ বসন উজীয়ার। প্রাতঃকাল-সূর্য্য যিনি বরণ তাহার॥ দণ্ড করে আইসে প্রভু সিংহের গমনে। দেখিয়া সকল লোক পড়িলা চরণে॥ হিয়া জুড়াইল দেখি অঙ্গের ছটাকে। পাশরিল সর্ব্ব শোক দুঃখ লাখে লাখে॥ আনন্দে ভরল হিয়া নাহি শোক দুঃখ। এক দৃষ্টে চাহে শচী বিশ্বম্ভরমুখ॥ যতেক আছিল শোক কিছু নাহি চিতে। অমিয়া সিঞ্চিল মুখ দেখিতে দেখিতে॥ অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি আনন্দহিয়ায়। দিব্যাসনে বসাইল প্রভু গোরারায়॥ পাদ প্রক্ষালন করি মুছায় বসনে। পাদোদক পান কৈল সব নিজজনে॥ জয় জয় ধ্বনি শুনি হরি হরি বোল। সকল বৈষ্ণব হিয়া আনন্দ-হিল্লোল॥ তেজ দেখি আনন্দিত হৈলা হরিদাস। মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস॥ দণ্ডবৎ প্রণাম করে ভূমিতে পড়িয়া। ছল ছল করে আঁখি বদন দেখিয়া॥ প্রেমে গদ গদ স্বর অঙ্গ পুলকিত। মৈল শরীরে জীউ আইল আচম্বিত॥ হেন মনে নিজজনে দেখি গোরারায়। কৃপাদিঠে চাহে দয়া বাঢ়িল হিয়ায়॥ কারে নিজকরে প্রভু পরশন করে। হাসিয়া সম্ভাষে কারো কোলে চাপি ধরে॥ যার সেই অভিমত করয়ে ঠাকুর। সভার হৃদয়ে প্রেম বাঢ়িল প্রচুর॥ হৃষ্ট হৈলা সব জন দূরে গেল শোক। আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি হরি বলে লোক॥ অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি ভক্ত সুচতুর।

তাহার আশ্রমে ভিক্ষা করিলা ঠাকুর। তবে সব জন যার যেই অনুরূপ। ভোজন করিলা সভে আনন্দ কৌতুক॥ সন্ন্যাস করিলা প্রভু কারো নাহি মনে। আনন্দে গোঙায় সভে রাত্রি সঙ্কীর্ত্তনে॥ সঙ্কীর্ত্তনে ভোলা প্রভু নিজ-গুণ গায়। আনন্দহৃদয়ে আঁপে নাচয়ে নাচায়॥ সর্ব্ব ভক্তগণ নাচে প্রেম-রস রঙ্গে। অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে নিজপুত্র-সঙ্গে॥ সভার হৃদয়ে প্রেম বাঢ়িল অপার। অশ্রুকম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার॥ সভার হৃদয়ে ভেল আনন্দ উল্লাস। ঐছন শুনিয়া সুখী এ লোচনদাস॥

ভাটিয়ারি রাগ, দিশা॥

ভায়া আরে আরে গোরা গোসাঞির মহিমা গুণ গাও (মূর্চ্ছা)॥

আরে ভায়া প্রাণ-ভায়া সংসার বাসনা রে ছাড়িহ। জগতে যাবৎ কাল জীয়॥ ধ্রু॥

এই মতে শুভরাত্রি সুপ্রভাত হৈলা। প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভু আসনে বসিলা॥ দণ্ড করে যেন সর্ব্বরাজের ঈশ্বর। অরুণ-বসন অঙ্গে করে ঝল মল॥ যত নিজ জন কাছে আছেন বসিয়া। হাসি হাসি কহে প্রভু সভা সম্বোধিয়া॥ শ্রীনিবাস আদি করি যত ভক্তগণ। আপন আশ্রমে সভে করয়ে গমন॥ নীলাচলে যাব জগন্নাথ দরশনে। দয়া করে যদি প্রভু প্রসন্ন বদনে॥ তোমরা থাকিবে আজ্ঞা করিবে পালন। নিরন্তর দিবা নিশি করিহ কীর্ত্তন॥ হরি নাম ভক্ত সেবা করিহ স্থাপন। এই ধর্ম্ম করি যেন তরে সর্ব্বজন॥ নির্ম্মৎসর অন্তর হইব সর্ব্বজনে। সভে সভাকার মন করু আরাধনে॥ এ

বোল বলিয়া প্রভু উঠিলা সত্বরে। বাহু বেঢ়ি সভাকারে আলিঙ্গন করে॥ প্রেম-জলে দুনয়ন করে ছল ছল। সকরুণ কণ্ঠ ভেল গদ গদ স্বর॥ হেনই সময়ে সেই প্রভু হরিদাস। দন্তে তৃণ করি পড়ে পাদাম্বুজ-পাশ॥ অতি আর্ত্তনাদে কান্দে সকরুণ স্বরে। শুনিতে সকল লোক হৃদয় বিদরে॥ ব্যথিত হইল প্রভু সজলনয়ন। কাতর অন্তর কিছু কহিছে বচন॥ এই মত ভাগ্য মোর হবে কত দিনে। পড়িয়া কান্দিব জগন্নাথের চরণে॥ কহিব কাতর কথা পাদাম্বুজ পাঞা। সফল করিব আত্মা শ্রীমুখ দেখিয়া॥ এবোল বলিতে চারি পাশে ভক্তগণ। ভূমিতে পড়িয়া সবে করয়ে রোদন॥ চেতন হরিল শচী কান্দিতে না পায়। ধরিবারে চাহে নিজপুত্রের গলায়॥ কেহ পায়ে ধরি কান্দে আউদল চুলি। অনেক যতনে তবে আপনা সম্বরি॥ শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ। প্রভুরে কহিতে কিছু করিল প্রবন্ধ॥ কি বলিতে পারি প্রভু করিলা সন্ন্যাস। এখন ছাড়িয়া যাহ নিজ সব দাস॥ একেশ্বর কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন চাহিবে কাহাতে॥ শচীর দুলাল তুমি দুল্লিল-চরিত *। দুখানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত॥ ভক্তগণ-নয়ন অমিয়া দিঠি পাতে। এ দেহ প্রেমার তরু বাঢ়ে হাতে হাতে॥ অনেক আছিল প্রেম ফল প্রতি আশে। সন্ন্যাস করিয়া শূন্য করিলা নৈরাশে॥ পাপিষ্ঠ শরীরে প্রাণ না যায় ছাড়িয়া। ঘরে চলি যাবে তোরে বিদায় করিয়া॥ এক্ষণে চলিয়া যাব মো সব অধম। তোর ধর্ম্ম নহে তুমি পতিত

* দুল্লিল=আদুরে, যে আবদার করে।

পাবন॥ করুণা-কর্দ্দমে তনু গড়িয়াছে বিধি। বিনোদ বিলাস লীলা দিয়া নানা নিধি॥ এমত করিতে প্রভু না জুয়ায় তোরে। আপনে রোপিয়া বৃক্ষ কাট কেনে মূলে॥ যে যায় তাহারে লহ সঙ্গতি করিয়া। নহে বা মরিব সভে আগুনে পুড়িয়া॥ হের দেখ তোর মাতা শচী অনাথিনী। সহিতে না পারি উঁহার বিনাইঞা বাণী॥ বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে। শূন্য হৈল নবদ্বীপ নগর বাজারে॥ শূন্যময় লাগে সর্ব্ব বৈষ্ণবের ঘর। সভাকার বাড়ি শত যোজন অন্তর॥ রহস্য বিনোদ কথা না কহিব আর। না দেখিব নৃত্যাবেশ প্রেমার প্রচার॥ নাচিবার কালে আর না করিবে কোলে। না দেখিব অরুণ নয়ন প্রেম-জলে॥ কেমনে না দেখি জীব তোর মুখচন্দ্র। নয়ন থাকিতে কেনে করাইলে অন্ধ॥ না দিব বিদায় প্রভু যাব তোর সঙ্গে। তোমার নিঠুর বাণী পোড়ে সব অঙ্গে॥ আহিড়ি ঘণ্টার রব যেমন করিয়া। কাছে মৃগী আইসে যেন মারয়ে ধরিয়া॥ তেমতি তোমার প্রেম বুঝিল এখন। লোভ দেখাইয়া পাছে মার কি কারণ॥ তোমার বিচ্ছেদে ভক্ত সভাই মরিবে। ভকত-বৎসল নাম কেমনে ধরিবে॥ শচীরে বিদায় দিবে করি কোন যুক্তি। তাহার সমীপে ইহা কহে কোন ব্যক্তি॥ বিষ্ণুপ্রিয়া মরিব শবদ মাত্র শুনি। এ কথার সম্বিধান করহ আপনি॥ এতেক বচন যদি ভক্তগণ বৈল। অন্তরে করুণ প্রভু হাসিতে লাগিল॥ শুনহ সকল ভক্ত বচন প্রচুর। কোন কালে তো সভারে নহিব নিঠুর॥ নীলাচলে বাস আমি করিব সর্ব্বথা। সর্ব্বদা আসিবে যাবে দেখা পাবে তথা॥ আছিল অধিক প্রেমা

বাঢ়িল অপার। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে ভাসিব সংসার॥ কেবা বিষ্ণুপ্রিয়া কেবা মোর মাতা শচী। যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি॥ সত্য সত্য সত্য প্রভু বলে বার বার। নীলাচল-বাস সত্য হইবে আমার॥ শচীদেবী দাঁড়াইতে নারে স্থির হৈয়া। দাঁড়াইল দুজনার হাতে ত ধরিয়া॥ নিদারুণ হৈয়া কোথাকারে যাবে তুমি। তোমা না দেখিলে বাপ মরি যাব আমি॥ সভে তোর বদন দেখিব কত বার। আমি অভাগিনী মুখ না দেখিব আর॥ আমার দ্বিতীয় কেহ নাহিক সংসারে। বিষ্ণুপ্রিয়া শেল মাত্র বুকের ভিতরে॥ হাসিয়া কহেন প্রভু সকরুণ হিয়া। মিছা শোকে মর পূর্ব্ব-জ্ঞান পাশরিয়া॥ চলি যাহ শোক কিছু না করিহ চিতে। নির্ম্মৎসর হইলে হয় ত সব হিতে॥ দণ্ডবৎ করি প্রভু মায়ের চরণে প্রবোধ করিল প্রভু কথার বিধানে॥ মায়ে প্রবোধিয়া প্রভু বলে হরি বোল। সত্বরে চলিলা, উঠে কান্দনের রোল॥ অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে চলি যায়। দণ্ড দুই গিয়া প্রভু পাছু পানে চায়॥ দাঁড়াইলা মহাপ্রভু আচার্য্য বিলম্বে। উত্তরিলা আচার্য্য কাঁকালি অবলম্বে॥ বয়ন বিরস ঘর্ম্ম মন্দ মন্দ তায়। কাতর অন্তরে কিছু প্রভুরে শুধায়॥ তুমি পরদেশে যাবে এই মোর দুঃখ। তাহাতেই আর এক পোড়ে মোর বুক॥ আপন অন্তরকথা কহিল গোচর। নিশ্চয় কহিবে প্রভু ইহার উত্তর॥ তোর নিজজন যত তোমার বিচ্ছেদে। কান্দয়ে কাতর হঞা পদ-অরবিন্দে॥ আমার প্রাপিষ্ঠ হিয়া না দরয়ে কেনে। এ কাষ্ঠ-কঠিন, অশ্রু নাহিক নয়নে॥ আমার অধিক আর দুরাচার নাই। তোমার

বিচ্ছেদে হিয়ায় প্রেম উঠে নাই ॥ এবোল শুনিয়া প্রভু হাঁসি কৈল কোলে। কহিব ইহার তত্ত্ব সুমধুর বোলে॥ তোমার প্রেমায় আমি স্থির হৈতে নারি। তে কারণে তোর প্রেমা গাঁটিতে সম্বরি॥ ইহা বলি আউলাইলা বসনের গ্রন্থি। প্রেমায় বিভোর সে আচার্য্য মনে চিন্তি ॥ নয়ন-সাগরে বহে সাত পাঁচ ধারা। নির্ভর প্রেমায় সম্বোধন নাহি তারা॥ অস্তে ব্যস্তে সম্বরণ করিলা ঠাকুর। সম্বরণ কৈল তবে আচার্য্য চতুর॥ এই ত কারণে তোমার প্রেম উঠে নাই। তোমার প্রেমায় আমি চলিতে না পাই॥ তোর প্রেমার বশ আমি শুনহ আচার্য্য। পূর্ব্ব সঙরণ কর বিথারহ কার্য্য॥ এবোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর। সকল বৈষ্ণব গেলা আপনার ঘর॥ কহয়ে লোচনদাস গোরা-ঠাকুরাল। সন্ন্যাস নহেক বুকে রহি গেল শাল॥

ভাটিয়ারি রাগ॥

সভারে বিদায় দিয়া চলিলা ঠাকুর। শূন্যাগার হৈল সব নবদ্বীপপুর॥ পণ্ডিত শ্রীগদাধর অবধূত রায়। নরহরি-আদি কত জন সঙ্গে যায়॥ শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর। এই নিজজন সঙ্গে চলিলা ঈশ্বর॥ জগন্নাথ দোলেতে দেখিব মনে করি। সত্বরে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥ প্রেমায় বিহ্বল প্রভু চলি যায় পথে। টল মল করে তনু না পারে হাঁটিতে॥ ক্ষণে শীঘ্রগতি যায় সিংহপরাক্রম। ক্ষণে হুহুঙ্কার দেই ডাকে হরি নাম॥ ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় সকরুণে কান্দে। ক্ষণে মালসাট মারে প্রেমার উন্মাদে॥ অরুণ নয়নে জলধারা অবিরাম। বিপুল পুলকে সে ঢাকিল কলে-

বর ॥ ক্ষণেকে মন্থর গতি অলৌকিক কহে। ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে দাঁড়াইয়া রহে ॥ যদি বা কখন ভক্ষ্য উপসন্ন হয়। নিবেদিত নহে বলি কিছুই না খায় ॥ অনেক যতনে দুই তিনে করে ভিক্ষা। লোক-অনুগ্রহে সে প্রকাশে লোক-শিক্ষা ॥ সব নিশি জাগরণ লয় হরি নাম। ডাকিয়া পড়য়ে এই শ্লোক গুণধাম ॥

তথাহি ॥

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং ॥ ইতি ॥৪৪

এই শ্লোক সুমধুর স্বরে গায় পহু। প্রেমানন্দে গদ গদ বলে লহু লহু। দোলে জগন্নাথ দেখিবারে যাত্রিগণ। প্রভু-সঙ্গে যায় তারা আনন্দিত মন ॥ এক কালে এক ঠাঞি যাত্রিকসমূহ। পথে রাখিয়াছে দানী পাপিষ্ঠ দুরূহ ॥ অনেক যন্ত্রণা দুঃখ দিছে তা সভারে। আগে গিয়াছিলা প্রভু লেউটে সত্বরে ॥ অবধূত গদাধর পণ্ডিত বিস্ময়। কি কারণে পুন লেউঠিয়া প্রভু যায় ॥ চিন্তিতে চিন্তিতে তারা যায় পাছে পাছে। কত দূরে দেখে দানী যাত্রী বান্ধিয়াছে ॥ কারণ দেখিয়া তারা ভেল চমকিত। পুলকে ভরল চিত্ত অতি আনন্দিত ॥ যাত্রিকে দেখিয়া প্রভু বিরস বদন। ত্বরায়ে চলিলা মত্তসিংহের গমন ॥ প্রভুকে দেখিয়া যাত্রী কান্দে উভরায়। ত্রাস পাঞা শিশু যেন মায়ের কোলে

হে রাম হে রাঘব হে রাম হে রাঘব হে রাম হে রাঘব আমাকে রক্ষা করুন। হে কৃষ্ণ হে কেশব হে কৃষ্ণ হে কেশব হে কৃষ্ণ হে কেশব আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৪ ॥

ধায়॥ দীন বনজন্তু যেন দগ্ধ দাবানলে। সন্তপ্ত হইয়া পড়ে জাহ্নবীর জলে॥ প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে যাত্রিগণ। দেখিয়া পাপিষ্ঠ দানী গণে মনে মন॥ এরূপ মানুষ নাহি জগৎ ভিতর। এই নীলাচল নাথ জানিল অন্তর॥ ইহা সভাকারে আমি দিলু এত দুঃখ। কি করয়ে জানি মোর ডরে কাঁপে বুক॥ এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাদানী। প্রভুর চরণে পড়ি বলে কাকু বাণী॥ ছাড়িলু যাত্রিকগণ না সাধিব দান*। অন্তরে জানিল প্রভু তুমি ভগবান্॥ ইহা বলি চরণে পড়িয়া সেই কান্দে। তাহার মাথাতে দিল চরণার-বিন্দে॥ কম্প গদ গদ স্বরে নানা স্তব করে। বিষয়ী বলিয়া ঘৃণা না করিহ মনে॥ এবোল শুনিয়া প্রভু মুচকি হাসিয়া। সুখে চলি যান যাত্রিগণ ছাড়াইয়া॥ হেনই সময়ে কথো-দূরে এক দানী। ডাকিতে ডাকিতে আইসে উভ করি পাণি॥ দেখিয়া ঠাকুর তাহে উভ কৈল বাই। হাত সানে সেই দানী রহে সেই ঠাঞি॥ ঝর ঝর নয়ন পুলক কলে-বর। "হরে কৃষ্ণ" নাম সেই বলে নিরন্তর॥ দেখি নিত্যানন্দ গদাধরের উল্লাষ। গৌরাঙ্গ-চরিত্র কহে এ লোচনদাস॥

সিন্ধুড়া রাগ, দিশা॥

ভাই রে গাও গাও গোরা গোসাঞির গুণ শুনি (মূর্চ্ছা)॥

অহো আ হো রে রাঙ্গা চরণকমল কর ইচ্ছা। জগতে যতেক দেখ, আপনা করিয়া লেখ, (হো হো হো হো হো হো রে ভাই রে) সে পুনঃ সকল কলি-মিছা॥ ধ্রু॥

---

* "দান" শব্দে এস্থলে অর্পণ নহে, কিন্তু ঘাটে পার হইবার আতর (তর-পণ্য) অর্থাৎ নৌকার মাশুল।

এই মনে গৌরচন্দ্র চলি যায় পথে। যে খানে যে দেব-স্থল দেখিতে দেখিতে॥ রহি রহি যায় প্রভু প্রতি গ্রামে গ্রামে। নর্ত্তন করিয়া যায় দেবতার স্থানে॥ এক অদভুত কথা শুন তার মাঝে॥ যে করিলা অবধূত নিত্যানন্দ রাজে॥ নিত্যানন্দ-করে দণ্ড দিয়া গৌরহরি। কিছু আগে গেলা নিত্যানন্দ পাছে করি॥ প্রেমায় বিহ্বল প্রভু যায় মহাবেগে। আপনা পাশরে কৃষ্ণপ্রেম-অনুরাগে॥ গদাধর আদি যত গণ সঙ্গে যায়। দেখি নিত্যানন্দ আরো দূরে পাছু হয়॥ গণিতে গণিতে প্রভু যায় ধীরে ধীরে। মোর বিদ্যমানে প্রভু দণ্ড হাতে ধরে॥ সে হেন সুন্দর বাঁশী ত্রৈলোক্যমোহন। ছাড়িয়া ধরিল দণ্ড সহিব কেমন॥ সন্ন্যাস করিল প্রভু মুণ্ডাইল মাথা। জন্মাবধি রহিল দারুণ এই ব্যথা॥ চিন্তিতে চিন্তিতে দুঃখ বাড়িল বিস্তর। ভাঙ্গিলেন থুঞা দণ্ড উরত উপর॥ ভগ্ন দণ্ড তুলিয়া ফেলিল মহাজলে। প্রভুর তরাসে পাছু ধীরে ধীরে চলে॥ কতক্ষণে একত্র হইলা দুই জনে। সুধাইল প্রভু দণ্ড না দেখিয়ে কেনে॥ প্রভুর সঙ্কোচে কিছু না দেয় উত্তর। বিস্ময় লাগিল প্রভু চিন্তিল অন্তর॥ পুনরপি পুছে প্রভু দণ্ড থুইলে কোথা। দণ্ড না দেখিয়া হিয়া পাও বড় ব্যথা॥ এ বোল শুনিয়া কহে নিত্যানন্দ রায়। তোর করে দণ্ড দেখি পোড়ে মো হিয়ায়॥ সন্ন্যাস করিলে একে মুড়াইলে মুণ্ড। তাহার অধিক দুঃখ কান্ধে কর দণ্ড॥ সহিতে না পারি ভাঙ্গি ফেলাইল জলে। যে কর সে কর গদ গদ ভাষে বোলে॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু হইয়া দুঃখিত। রুষিয়া কহিল সব কর বিপরীত॥ মোর দণ্ডে বৈসে মোর যত দেবগণ। হেন দণ্ড

ভাঙ্গি কি সাধিলে প্রয়োজন ॥ তুমি সদা উনমত বুদ্ধি স্থির নয়। বাতুলের প্রায় রীত বালক আশয় ॥ পাণ্ডিত্য-ধর্ম্মেতে ধর্ম্মী নহ কদাচিৎ। আশ্রম ছাড়াও কার্য্য কর বিপরীত ॥ দেবতা আশ্রম পীড়া নাহি জান দোষ। কিছু যদি বলে তবে কর মহারোষ ॥ এ বোল শুনিয়া নিত্যানন্দ পহু হাসে। প্রভুরে কহয়ে কিছু গদ গদ ভাষে ॥ দেবতা আশ্রমপীড়া নাহিঁ করি আমি। ভাল কৈল মন্দ কৈল সব জান তুমি ॥ তোর দণ্ডে বৈসে তোর দেবতার গণ। কান্ধে করি লঞা যাহ সহিব কেমন ॥ তুমি তার ভাল কর আমি করি মন্দ। কি কারণে তোর সনে করিব আর দ্বন্দ্ব ॥ অপরাধ কৈলু দোষ ক্ষম এই বার। তোর নামে নিস্তারিল সকল সংসার ॥ নাম-মাত্র নিস্তরয়ে জগতের লোক। সন্ন্যাস করিলে ভক্তগণে বড় শোক ॥ সে হেন সুন্দর চূড়া মুণ্ডাইলে মাথা। ভক্তজন হৃদয়ে দারুণ এই ব্যথা ॥ মোর প্রাণ পোড়ে নিরন্তর ইহা দেখি। হয় নয় পুছ সর্ব্ব ভক্ত ইহার সাক্ষী ॥ এবোল শুনিয়া প্রভু না দিল উত্তর। বিরস-বদন কিছু হরিষ অন্তর ॥ নিত্যা-নন্দ মহাপ্রভু সব রস জানে। ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড এ লোচন গানে ॥

ভাটিয়ারি রাগ, দিশা ॥

ভাই গাও রে গোরা গোসাঞির গুণ গাই হু (মূর্চ্ছা) ॥

আরে ভায়া প্রাণভায়া সংসারবাসনা করিহ। জগতে যাবৎ কাল জীও, মহাপ্রভুর চরণ না ছাড়িহ ॥ ধ্রু ॥

ব্রহ্মকুণ্ড স্থানে দেখে শ্রীমধুসূদন। প্রেমার আবেশে প্রভুর আনন্দিত মন ॥ এই মনে মহাপ্রভু পথে চলি যায়।

উত্তরিলা মহাপ্রভু গ্রাম রেমুণায়॥ মহাপুরী-রেমুণাতে আছেন গোপাল। দেখিবারে ধায় প্রভু আনন্দ অপার ॥ পূর্ব্বে বারাণসী তীর্থে উদ্ধব স্থাপিত। ব্রাহ্মণেরে কৃপা ছলে এথা আচম্বিত ॥ ইহা বলি পুনঃ পুনঃ করি নমস্কার। উদ্ধবের প্রভু বলি করে হুহুঙ্কার ॥ নয়ন সফল আজি দেখিল ঠাকুর। উদ্ধব-সম্বন্ধে প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর ॥ উদ্ধব উদ্ধব বলি ডাকে আর্ত্ত-নাদে। প্রেমায় বিহ্বল ক্ষণে ভূমে পড়ি কাঁদে ॥ অরুণ বদনে নীর ঝরে অনিবার। পুলকে পূরিল অঙ্গ কম্প বারে বার ॥ উদ্ধবের প্রভু বলি প্রদক্ষিণ করি। নিজ জন সঙ্গে নাচে বলে হরি হরি ॥ উথলিল প্রেমানন্দ বাঢ়িল উল্লাস। প্রেমায়ে ছাইল সব এ ভূমি আকাশ ॥ হেনই সময়ে সেই মূরতি গোপাল। মস্তক উপরে পুষ্প-মুকুট তাহার ॥ আচম্বিতে মস্তকের মুকুট খসিতে। ভূমিতে পড়িবা মাত্র তুলি লৈল হাতে ॥ চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরি হরি বলে। আকাশ পরশে হেন প্রেমার হিল্লোলে ॥ দিনান্ত নাচয়ে প্রভু নাহিক বিরাম। সন্ধ্যার সময়ে হৈল নৃত্য অবসান ॥ নানা উপহার দ্রব্য কৃষ্ণে নিবেদিত। প্রভুর সম্মুখে বিপ্র কৈল উপনীত ॥ আনন্দিত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ। সন্তোষে করিল মহাপ্রসাদ ভোজন ॥ রজনী গোঙায় কৃষ্ণকথার আনন্দে। প্রভাতে চলিলা নিজ-গণ লঞা সঙ্গে ॥ এই মত প্রভু পথে যাইতে যাইতে। নদী বৈতরণী তটে গেলা আচম্বিতে ॥ স্নান পানে কৈল নদী পতিতপাবনী। আর তাহে স্নান কৈল ঠাকুর আপনি ॥ তবে চলি যায় সেই পরমচতুর। দেখিবারে সাধ বাঢ়ে বরাহ ঠাকুর ॥ যাহা দেখি সর্ব্বলোক উদ্ধারে দু কুল। তবে চলি॰

যায় প্রভু গ্রাম যাজপুর *। যাহা যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মা লঞা দেব-গণ। ব্রাহ্মণেরে দিল গ্রাম করিয়া শাসন॥ মহাপাপী নর যদি সেই গ্রামে মরে। সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া শিবরূপ ধরে॥ শত শত আছে তাহে মহেশের লিঙ্গ। তাহা নমস্করি যায় গৌরগোবিন্দ॥ আনন্দ হৃদয়ে যায় বিরজা দেখিতে। বিরজা-মহিমা কেবা পারয়ে কহিতে॥ কোটি কোটি পাতক নাশয়ে দরশনে। বিরজা দেখিল প্রভু হরষিত মনে॥ বিরজাকে নমস্করি কহিল বচনে। দেহ প্রেমভক্তি মোরে কৃষ্ণের চরণে॥ এই মত মহাপ্রভু পথে চলি যায়। পিতৃপিণ্ড দান কৈল এ নাভি গয়ায়॥ ব্রহ্মকুণ্ড-জলে স্নান কৈল হরষেতে। দেবকার্য্য সমাধিয়া চলিলা ত্বরিতে॥ মহাপুণ্য স্থান সেই শিবের নগর। দেখিতে দেখিতে প্রভু ভৈগেল নির্ভর॥ কহিতে না পারি সে নগর-পরিপাটী। ত্রিলোচন-আদি করি আছে লিঙ্গ কোটি॥ হেনই সময়ে সেই শ্রীমুকুন্দ দত্ত। প্রভুর সাক্ষাতে কহে যে জানয়ে তত্ত্ব॥ এই হইতে দানিকে নাহিক আর ভয়। আমি সর্ব্ব জানি দুষ্ট যে যেখানে রয়॥ এবোল শুনিয়া প্রভু মুচকি হাসয়ে। কি বলিব তোরে মুঞি তুমি মহাশয়ে॥ আমি ত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম করিয়াছি আশ্রয়। দানী কি করিব মোর কহত নিশ্চয়॥ শুনিয়া মুকুন্দ কিছু

---

* যাজপুরের আদিম নাম যজ্ঞপুর। পুরীর মন্দির-নির্ম্মাতা অনঙ্গভীমদেব যে বংশজাত, সেই কেশরীবংশের প্রধান রাজধানী ভুবনেশ্বর ও যাজপুর, কেশরীবংশ শৈব ছিলেন। ভুবনেশ্বর শিবধাম, যাজপুর পার্ব্বতীধাম। ৪৭৪ খৃঃ হইতে ১১৩২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত কেশরীবংশ রাজ্য করেন। ইহাঁদেরও পূর্ব্বে ঐ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল।

ভয় না পাইল। তবু দুঃখ দেয় প্রভু তোমারে কহিল॥ শুনিয়া ঠাকুর বলে শুনহ মুকুন্দ। রাখিবে আমার দেহ সকল কুটুম্ব॥

তথাহি শান্তিশতকে ৪। ৯॥

ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহেনী
সত্যং সূনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃসংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোঽপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং
যস্যৈতে হি কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ॥৪৫॥

শুনিয়া মুকুন্দ ভয় না পাইল চিতে। কহিল তাহারে প্রভু হাসিতে হাসিতে॥ এত দূর পথ পালি আনিলে আমারে। ইহা বলি গেলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥ গদাধর আদি করি যত সঙ্গিগণ। ঠাঞি ঠাঞি গেলা সভে করিতে ভিক্ষাটন॥ হেন কালে এক দানী রাখে তা সভারে। মহাক্রোধ করি দানী বান্ধে মুকুন্দেরে॥ সারাদিন রাখিয়াছে ক্রোধ নাহি পড়ে। অনেক বচনে প্রবোধিল সন্ধ্যাকালে॥ তা সভার আছিল কম্বল এক খণ্ড। কাড়িয়া লইল সেই পাপিষ্ঠ পাষণ্ড॥ সন্ধ্যাকালে সভে ভিক্ষা করি স্থানে স্থানে। সঙ্কেতমণ্ডপে সভে আইলা জনে জনে॥ সেই ত মণ্ডপে আগে

সখে! বল দেখি, যোগির আবার ভয় কোথা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে?। কারণ তাঁহার অনেক গুলি কুটুম্ব সহায় আছে এবং সম্পত্তিও যথেষ্ট রহিয়াছে। প্রথমতঃ দেখ, ধৈর্য্য যাঁহার পিতা, ক্ষমা যাঁহার জননী, শান্তি যাঁহার চিরগৃহিণী, সত্য যাঁহার পুত্র, দয়া যাঁহার ভগিনী এবং মনঃসংযম যাঁহার ভ্রাতা। এই গেল কুটুম্বের কথা। দ্বিতীয়তঃ—সম্পত্তিরও তাঁহার ত্রুটি নাই কারণ, ভূমিতল যাঁহার শয্যা, দশ দিক্ যাঁহার বসন এবং জ্ঞানরূপ অমৃত (সুধা) যাঁহার ভোজ্য বস্তু॥ ৪৫॥

আছেন ঠাকুর। দেখি সর্ব্বজন হিয়া আনন্দ প্রচুর॥ চরণে পড়িয়া কান্দে শ্রীমুকুন্দ দত্ত। জানিলাম্ প্রভু তোমার যতেক মহত্ত্ব॥ তোমার সম্মুখে বৈল নাহি দানি-ভয়। তাহার লাগিয়া মোর এত দূর হয়॥ জানিয়া না জানি মুঞি তুমি ভগবান্। তোমার সাক্ষাতে আর কে সাধিব দান॥ তোমারে নির্ভয় করিবারে কহি কথা। ভাল কৈল দানী মোর করিল অবস্থা॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু গদাধরে পুছে। প্রত্যকে কহিল দানী যত করিয়াছে॥ শুনিয়া ঠাকুর বৈল নহ্ উত্রোল। ভাল হৈব বলি মাত্র বৈল এক বোল॥ সেই রাত্রে সেই দেশে দানির ঈশ্বর। স্বপ্নে দেখা দিল তারে শচীর কোঙর॥ ক্ষীরোদ-সমুদ্রে দেখে অনন্তশয়নে। লক্ষ্মী সরস্বতী করে চরণ সেবনে॥ তাহার অন্তরে দেখে সনকাদি গণ। ব্রহ্মা আদি দেব দূরে করয়ে স্তবন॥ দেখিয়া দানির রাজা কাঁপিল অন্তরে। ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তিহোঁ পড়িলা ফাঁপরে॥ বিরজা নিকটে আছি সন্ন্যাসির বেশে। মোর ভক্ত দুঃখ দিল তোর সব দাসে॥ কাঁপিল অন্তরে ত্রাস হইল অপার। সত্বরে চলিল যথা শ্রীগৌরগোপাল॥ কতক্ষণে সেই খানে সেই দানীশ্বর। প্রভু নমস্করি করে বিনয় বিস্তর॥ তুমি ভগবান্ ক্ষীর-নিধির বিলাস। জীব নিস্তারিতে প্রভু করিয়াছ সন্ন্যাস॥ তুমি ভব ঘোর অন্ধকারের চন্দ্রমাঃ॥ তুমি দেব বেদের পরমতত্ত্ব-সীমা॥ শুনি গোরাচাঁদ হাসি বলিলা তাহারে। অচিরাতে কৃষ্ণ কৃপা করুন তোমারে॥ ইহা বলি চরণ ধরিলা তার মাথে। প্রেমায় বিভোর হঞা নাচে ঊর্দ্ধ-হাতে॥ তারে অনুগ্রহ করি সে দেশে রাখিয়া। অধিকার

কৃষ্ণভক্তি তারে শিখাইয়া॥ হেনই সময়ে কহে বৈষ্ণব সকল। অনেক অবস্থা কৈল তোমার নফর॥ কাড়িয়া লইল মো সভার ত কম্বল। এ বোল শুনিয়া সেই সঙ্কোচ অন্তর॥ নূতন কম্বল দিল দানির ঈশ্বর। সন্তুষ্ট হইল তবে বৈষ্ণব অন্তর॥ তবে সেই দানীশ্বর পরণাম করি। বিদায় হইয়া গেলা আপনার বাড়ি॥ ঘরে গিয়া কৃষ্ণসেবা করিল আশ্রয়। সঙ্কীর্ত্তনে হরিনামে অহর্নিশি রয়॥ বিরজা দেখিতে প্রভু বলে আর আর। যাহা দেখি সব লোক তরয়ে সংসার॥ বিরজাকে নমস্করি চলি যায় রঙ্গে। উঠিল কৃষ্ণের প্রেমা পুলকিত অঙ্গে॥ চলিলা ঠাকুর সেই সিংহপরাক্রমে। ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা একাম্র-গ্রামে। সেই গ্রামে আছে শিব পার্ব্বতী-সহিতে। দেখিবারে ধায় প্রভু উনমত চিতে॥ কত দূর হৈতে প্রভু দেখিলা দেউল *। উৎকণ্ঠা বাড়িল চিত্তে প্রেমায় আকুল॥ দেউল উপরে শোভে পতাকা সুন্দর। শিবলিঙ্গময় সব একাম্র-নগর॥ পতাকা দেখিয়া প্রভু নমস্কার করি। ক্রমে ক্রমে গিয়া প্রবেশিলা শিব-পুরী॥ এক কোটি লিঙ্গ আছে একাম্র-নগরে। হাঁটিয়া যাইতে প্রাণ হালে কাঁপে ডরে॥ বিশ্বেশ্বর-আদি করি আছে লিঙ্গ কোটি। দেখিতে সন্দেশ যেন নগরের শাটী॥ মহাবিন্দু সরোবরে সর্ব্বতীর্থ-জলে। আর নানা পুণ্যতীর্থ বসয়ে নগরে॥ পুরী প্রবেশিয়া দেখি পার্ব্বতী শঙ্কর। নমস্কার করি প্রভু প্রেমায় বিভোর॥ সব জন দেখিল সে

* দেউল=প্রাচীনকালীয়, ভিতরে তীরকাষ্ঠাদিশূন্য খিলান, উপরে চূড়াকৃতি। কোনটী অনেকাংশে বাঙ্গালাদেশের দো-চালা ঘরের ন্যায়ও হয়।

পার্ব্বতী মহেশ। লিঙ্গ দরশনে সভার খণ্ডিলেক ক্লেশ॥ মহেশ দেখিয়া প্রভুর অবশ শরীর। টল মল করে তনু নাহি রহে স্থির॥ অরুণ নয়নে জল পড়ে অনিবার। পুলকিত গণ্ড, স্তব পড়ে অনিবার॥

তথাহি স্তবঃ॥

১। নমো নমস্তে ত্রিদশেশ্বরায়
ভূতাদিনাথায় মৃড়ায় নিত্যং।
গঙ্গাতরঙ্গোজ্ঝিত-বালচন্দ্র-
তরঙ্গরঙ্গায় চ ক্ষেত্রপালিনে॥ ৪৬॥

২। হরায় গৌরীনয়নোৎসবায়
শ্রীচন্দ্রচূড়ায় মহেশ্বরায়।
সুতপ্তচামীকর-চন্দ্র-নীল-
পদ্ম-প্রবালাম্বুদকান্তিবস্ত্রৈঃ॥ ৪৭॥

৩। সুনৃত্যরঙ্গেঽষ্টবরপ্রদায়
কৈবল্যনাথায় বৃষধ্বজায়।

১। শিবের কপালে যে চন্দ্র বাস করেন তিনি অর্দ্ধচন্দ্র। অর্দ্ধ অথবা প্রতিপদ্ (দ্বিতীয়ার) চন্দ্র বলিয়াই অসম্পূর্ণ সুতরাং বালক। বালক স্বভাবতই জল-তরঙ্গে সন্তরণ করিতে ভাল বাসে। (বোধ হয় এই জন্যই) যে মহাদেব চন্দ্রকে বালক দেখিয়া শিরস্থিত গঙ্গাদেবীর তরঙ্গ-রঙ্গে খেলা করিতে ঐ বাল-চন্দ্রকে গঙ্গাতরঙ্গে নিক্ষেপ করত আনন্দরঙ্গ অনুভব করিতেছেন। সেই ত্রিদশপতি ভূতাদিনাথ ও ক্ষেত্রপালী অর্থাৎ কেদারনাথ মহাদেবকে আমার নিয়ত এবং পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥ ৪৬॥

২। উত্তপ্ত চামীকর, চন্দ্র, নীলপদ্ম, প্রবাল, অম্বুদকান্তি বসন, এই গুলি যাঁহার নিত্যস্থিত। যাঁহাকে দর্শন করিলে গৌরীর নয়নোৎসব বর্দ্ধিত হয়। সেই চন্দ্রচূড় (শশিশেখর) মহেশ্বরকে আমার নমস্কার॥ ৪৭॥

৩। সুন্দর নৃত্য ভঙ্গীতে যিনি (ক্ষিত্যাদি অষ্ট মূর্ত্তিদ্বারা) অষ্ট বর প্রদান

সুধাংশু-সূর্য্যাগ্নি-বিলোচনেন
তমো নিহন্ত্রে জগতঃ শিবায় ॥ ৪৮ ॥
৪। সহস্রশুভ্রাংশু-সহস্ররশ্মি-
সহস্র-সঞ্চিত্বরতেজসেঽস্তু।
নাগেশ-রত্নোজ্জ্বলবিগ্রহায়
শার্দ্দূলচর্ম্মাংশুকদিব্যতেজসে ॥ ৪৯ ॥
৫। সহস্রপত্রোপরি সংস্থিতায়
রত্নাঙ্গদাযুক্তভুজদ্বয়ায়।
সুনূপুরারঞ্জিত-পাদপদ্ম-
ক্ষরৎসুধাভৃত্যসুখপ্রদায়।
বিচিত্ররত্নার্ঘ্যবিভূষিতায়
প্রেমাণমেবাদ্য হর প্রদেহি ॥ ৫০ ॥ *

করেন। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি স্বরূপ তিনটী লোচন দ্বারা যিনি জীবের তমোরাশিকে দূর করিয়া থাকেন। সেই বৃষভবাহন ও কৈবল্যনাথ মহাদেবকে আমার নমস্কার ॥ ৪৮ ॥

৪। সহস্র সহস্র চন্দ্র ও সহস্র সহস্র সূর্য্যকিরণ হইতেও যাঁহার তেজ অধিক রূপে সঞ্চিত, নাগরাজ অনন্তদেবের মস্তকস্থ মণি দ্বারা যাঁহার বিগ্রহ উজ্জ্বল, ব্যাঘ্রচর্ম্মের কিরণে যাঁহার দিব্য তেজ বহির্গত হইতেছে, সেই মহাদেবকে আমার নমস্কার ॥ ৪৯ ॥

৫। যাঁহার নুপূর রঞ্জিত পাদপদ্ম হইতে ক্ষরিত সুধা ভক্তগণের সুখ সম্বর্দ্ধন করে, যাঁহার ভুজযুগল রত্ন বলয়ে বিভূষিত, যিনি বিচিত্র রত্ন দ্বারা যুক্ত ও অলঙ্কৃত হইয়াছেন সেই সহস্রপত্র (কমল) স্থিত শঙ্করকে আমার নমস্কার। হে মহাদেব! অদ্য আমাকে (কৃষ্ণপ্রেমই) প্রদান করুন ॥ ৫০ ॥

* উপরি লিখিত শ্লোক পাঁচটীতে অনেক পাঠান্তর আছে। যথা—"মৃড়ায়" স্থলে "মৃড়ায়"। "তরঙ্গোজ্ঝিতে" স্থলে "তরঙ্গোক্ষিত" "মৃড়ায়" স্থলে

এই মতে মহাপ্রভু পঢ়ে শিব-স্তব। চতুর্দ্দিকে স্তব পঢ়ে সকল বৈষ্ণব॥ হেনই সময়ে সেই শিবের সেবকে। গন্ধ চন্দন মালা দিলেন প্রভুকে॥ শিব নমস্করি প্রভু বাহিরে আসিয়া। বিশ্রাম করিলা এক গৃহে প্রবেশিয়া॥ ভক্ত-নিবেদিত অন্ন ভোজন করিল। পথের আয়াসে নিশি শুতিয়া রহিল॥ শয়নসময়ে কৃষ্ণপাদাম্বুজ ধ্যানে। হেন কালে করয়ে হৃদয়ে অনুমানে॥ শিব মহাপ্রসাদ পাইয়া ভাগ্যবশে। ভক্ষণ করিয়ে হেন আছে প্রতি-আশে॥ এই মত মহাপ্রভু অনুমানকালে। পানা * পরসাদ লহ একজন বলে॥ হাসিয়া প্রসাদ পানা পাইলা ঠাকুর। পানা পান করি সুখে আনন্দ প্রচুর॥ সব জনে দিল যে আছিল অবশেষ। ভক্ষণ করিল সব ভকতে বিশেষ॥ এই মতে আনন্দে বঞ্চিল সেই

"চূড়ায়" "নাগেশরত্ন" স্থলে "নাগেশ্বরায়" "প্রদেহি" স্থলে "বিদেহি", (বস্তুতঃ এই পাঠটীতে ছন্দোভঙ্গ হয়) ইত্যাদি!!!। অপর পুস্তকের শ্লোকগুলি একেবারে অসঙ্গত হওয়ায় ত্যাগ করা গেল। কিন্তু যে পুস্তক হইতে সঙ্গত বলিয়া শ্লোক গুলি উদ্ধৃত হইল তাহাতে শেষ শ্লোকেরও অতিরিক্ত দুই চরণ পাওয়া গিয়াছে। অবশ্যই তাহাকে ষট্পদী শ্লোক বলিতে হইবে। এরূপ বলাও অসঙ্গত নহে, কারণ, শিশুপালবধাদি প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়। তাহার পাঠান্তরে একটী ষট্পদী শ্লোক আছে :—১ম সর্গে। ৩।

"দ্বিধাকৃতাত্মা কিময়ং দিবাকরো বিধূমরোচিঃ কিময়ং হুতাশনঃ।
চয়ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিং।
বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ॥"

এতচ্চ বৃত্তরত্নাকরটীকায়াং লিখিতং দিবাকরেণ টীকাকৃতা সম্মতঞ্চ, ইত্যাহ মল্লিনাথঃ।

* পানা=সরবৎ। পানা শব্দ পানশব্দের অপভ্রংশ। জল-মিশ্রিত শর্করাদি।

রাতি। প্রভাতে উঠিল প্রভু ত্রিজগৎ-পতি ॥ প্রাতঃক্রিয়া করি স্নান বিন্দু সরোবরে। চলিলা ঠাকুর নমস্করি মহেশ্বরে ॥ প্রভুর সঙ্গতি সে চলিল নিজজন। এই পরসঙ্গ এক কহিব এখন ॥ মুরারিতে দামোদরে যে কিছু বচন। শুন সাবধানে সভে কহিব এখন ॥ মুরারিকে পুছিলা পণ্ডিত দামোদর। শিবের নির্ম্মাল্য কেনে লইল ঈশ্বর ॥ অগ্রাহ্য শিবের নির্ম্মাল্য ভৃগু-শাপে। তবে কেনে পরিগ্রহ কৈল প্রভু আপে ॥ আপনে ব্রহ্মণ্যদেব ঐ মহাপ্রভু। জানিয়া শুনিয়া আজ্ঞা লঙ্ঘিলেক তভু ॥ মুরারি কহয়ে শুন শুন দামোদর। আমি কি জানিয়ে প্রভুর মরম-উত্তর ॥ নিজবুদ্ধি-অনুমানে যে কহি উত্তর। তোর মনে লয় যদি রাখিহ অন্তর ॥ শিবের সেবক যেই শিব-সেবা করে। উচ্ছিষ্ট না লয় হরি হরে ভেদ করে ॥ তাহারে ব্রাহ্মণ শাপ কহিল এ তত্ত্ব। অশুদ্ধ তাহার মতি না জানে মহত্ত্ব ॥ অভিন্ন করিয়া যেই করয়ে সেবন। শিবের নির্ম্মাল্য সেই করয়ে ভক্ষণ॥ শিবের নির্ম্মাল্য খায় অভেদচরিত। সে জনে অধিক হরি হরের * পিরিত ॥ মহেশ্বর প্রভু সব বৈষ্ণবের রাজা। সেই ভাবে যেই জন করে তার পূজা ॥ তাহার হস্তেতে শিব করেন ভোজন। সে প্রসাদ খাইলে হয় বন্ধ বিমোচন ॥ বস্তুতঃ সে মহেশ্বর প্রভুর গমনে। আতিথ্য করিল সে পরমহর্ষ মনে ॥ শাপ আদি যত শুন বহির্মুখ প্রতি। সুহৃদ্ভাবে কৈলে হয় শ্রীকৃষ্ণে পিরিতি ॥ লোকশিক্ষা হেতু প্রভু কৈল অবতার। দামোদর বোলে এবে ঘুচিল জঞ্জাল ॥ শুনিয়া সকল লোক আনন্দিত-

---

* "হরের" স্থলে "করেন" পাঠান্তর।

চিত। কহয়ে লোচনদাস চৈতন্যচরিত ॥

বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচাঁদের মধুর নাম খানি (মূর্চ্ছা)।

ভাই রে আর নাহি তরিবার তরি ॥ জগদ্-দুর্ল্লভ এই কথা। জগতে যাবৎ জীও, শ্রবণ ভরিয়া পীও, কভু না ছাড়িহ গুণ-গাথা ॥ ধ্রু ॥

তবে পুন শুন গোরাচান্দের চরিত। বরিখয়ে প্রভু প্রেমা নূতন অমৃত ॥ পথে চলি যায় প্রভু নিজজন সঙ্গে। দেখিল ত কপোত ঈশ্বর মহালিঙ্গে ॥ তারে নমস্করি প্রভু চলি যায় পথে। পুণ্যতীর্থ মহালিঙ্গ দেখিতে দেখিতে ॥ তবে সে ভার্গবী * নামে নদী পুণ্যবতী। তাথে স্নান কৈল নিজজনের সঙ্গতি ॥ স্নান সমাধিয়া প্রভু চলি যায় পথে। জগন্নাথ-মন্দির দেখিল আচম্বিতে ॥ চন্দ্রের কিরণ জিনি উজ্জ্বল দেউল। পবনচালিত তাহে পতাকা রাতুল ॥ নীল-গিরি-মাঝে হরিমন্দির সুন্দর। কৈলাস জিনিয়া তেজ অদ্ভুত ধবল ॥ অভিন্ন অঞ্জন এক বালকের ঠান। দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান ॥ সবসন হস্তে ঘন করয়ে আহ্বান ॥ দেখিয়া বিহ্বল তারে করে পরণাম ॥ ভূমিতে পড়িল প্রভু নাহিক সম্বিত্। নিঃশব্দে রহিল যেন নাহিক জীবিত ॥ দেখিয়া সকল লোক মূর্চ্ছিত-অন্তর। প্রভু প্রভু বলি ডাকে না দেয় উত্তর ॥ কি হৈল কি হৈল বলি চিন্তে গণে তারা। কিছু না নিঃসরে যেন জীয়ন্তেই মরা ॥ হেনই সময়ে প্রভু উঠিয়া সত্বরে। পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমায় বিভোরে ॥ দেখিয়া সকল লোক জীল পুনর্ব্বার। মরার শরীরে যেন

* পুরীর পূর্ব্বে ও দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে ভার্গবী নদী, উত্তরে রাস্তা।

জীউর সঞ্চার ॥ তা সভারে মহাপ্রভু পুছয়ে বচনে। দেউল উপরে কিছু দেখহ নয়নে ॥ নীলমণি কিরণ বরণ উজিয়ার। ত্রৈলোক্যমোহন এক সুন্দর ছাওয়াল ॥ কিছু না দেখিয়া তারা কহয়ে দেখিল। পুনঃ মোহ যায় তারা আশঙ্কা হইল ॥ পুনঃ তা সভারে প্রভু কহিল উত্তর। দেউল ধ্বজায়ে দেখ বালক সুন্দর ॥ প্রসন্নবদনে পূর্ণামৃত যেন রূপ। আলোল অঙ্গুলি করতল অপরূপ ॥ আমারে ডাকয়ে কর কমল লাবণ্য। বামকরে বেণু শোভে ত্রিজগতে ধন্য ॥ এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর। আনন্দে চলিয়া যায় বৈষ্ণব সকল ॥ কোটি ইন্দু জিনিয়া সে গৌর-অঙ্গ-ছটা। ঝল মল করে সে চন্দন দীর্ঘ ফোটা ॥ গোরাগায় অরুণ বসন উজিয়ার। প্রাতঃকাল-সূর্য্য যেন বরণ তাহার ॥ জগন্নাথ মন্দির দেখিয়া গোরারায়। পুনঃ পুনঃ পরণাম করি চলিযায় ॥ নয়নে গলয়ে জল অবিরলধারে। বিপুল পুলক সে ঢাকিল কলেবরে ॥ প্রেমায় বিহ্বল প্রভু হৃদয় সত্বর। উত্তরিলা মহাতীর্থ মার্কণ্ডেশ্বর * ॥ স্নান দান কৈল প্রভু যে বিধি

* পুরীর পঞ্চতীর্থের নাম যথা—নরেন্দ্র, মার্কণ্ড, শ্বেতগঙ্গা, ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং চক্রতীর্থ। ১ম নরেন্দ্র প্রাচীন ও প্রকাণ্ড পুষ্করিণী ইষ্টকাদি দ্বারা বাঁধান। শুনা যায় ইহার মধ্যে কুম্ভীর আছে। বৈশাখ মাসে এখানে একটী মেলা হয়। যাহাকে চন্দনযাত্রা বলে ২১ দিন মেলা থাকে। মদনমোহন এই মেলার সময় এখানে আগমন করিয়া থাকেন। ২য় মার্কণ্ড, এটী অপেক্ষাকৃত ছোট, এটীর ও তীর বাঁধা ও প্রাচীন পুষ্করিণী, এখানে চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমীতে কালীয়দমন যাত্রা হয়। ৩য় শ্বেতগঙ্গা, এটী সর্ব্বাপেক্ষা গভীর। অন্যান্য তীর্থের ন্যায় এখানে ও যাত্রিগণ স্নান করিয়া থাকেন। ৪র্থ ইন্দ্রদ্যুম্ন, এও একটী পুষ্করিণী। ৫ম চক্রতীর্থ (অথবা সমুদ্র), সমুদ্র দেখিলে যে

আচার। চলিলা সত্বরে তবে করি নমস্কার॥ যজ্ঞেশ্বর নমস্করি অতি হৃষ্টমনে। উৎকণ্ঠা হৃদয়ে যায় সত্বর গমনে॥ পুনরপি জগন্নাথমন্দির দেখিয়া। পুনঃ পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া॥ এই মতে গোরাচাঁদের আরতি দেখিয়া। দেখা দিল জগন্নাথ পাণি পসারিয়া॥ আইস আইস বলি ডাকে ত্রিজগৎরায়। দেখিয়া বিহ্বল প্রভু ভূমে গড়ি যায়॥ আনন্দে হাসিয়া কিছু কহিল বচন। কৃপা কর জগন্নাথ দেখিল চরণ॥ পুনঃ না দেখিয়া পুনঃ করয়ে রোদন। পুনরপি দেখি অতি উলসিত মন॥ কেবল উদ্ভট প্রেমা পুলকিত অঙ্গ। হুহুঙ্কার-নাদে প্রেমা অমিয়া তরঙ্গ॥ প্রেমায় বিহ্বল প্রভু হৃদয় সত্বরে। উত্তরিলা বাসুদেব সার্ব্বভৌম-ঘরে॥ প্রভুকে দেখিয়া সার্ব্বভৌম হরষিতে। সন্তুষ্ট হইয়া দিল আসন বসিতে॥ সার্ব্বভৌম দেখি প্রভু কহেন বচন। জগন্নাথ দেখিবারে উৎকণ্ঠিত মন॥ কেমনে দেখিব আমি দেব দেব রায়। সাক্ষাৎ করিতে মোর সম্ভ্রম হিয়ায়॥ এ বোল শুনিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়। প্রভু-অঙ্গ নিরীক্ষয়ে বিস্মিতহৃদয়॥ এ তপ্তকাঞ্চন গৌর সুমেরুসুন্দর। নয়নচন্দ্রমাঃ মুখ করে ঝল মল॥ সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ দীর্ঘলোচন॥ আজানু লম্বিত-বাহু সব সুলক্ষণ॥ দেখিয়া বিহ্বল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

জীবন নূতন বোধ হয়, তাহাতে নিঃসন্দেহ, তীর্থের মধ্যে এই তীর্থ অতি জীবন্ত ও মহান্। এই পঞ্চতীর্থ বহু দূরে দূরে অবস্থিত। প্রাতঃকালে স্নানে বহির্গত হইলে ১২টা বেলায় গৃহে আসা যায়। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার স্ত্রী গুণ্ডিচা দেবীর নামে "গুণ্ডিচাবাড়ী" অভিহিত হইয়াছে। গুণ্ডিচা বাড়ীর প্রাঙ্গন পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গনাপেক্ষা ছোট, কিন্তু মন্দিরের নানা বিভাগ ঠিক্ শ্রীমন্দিরের অনুরূপ।

গণিতে লাগিলা দেখি সকল আশ্চর্য্য ॥ এরূপ মানুষ নাহি সকল জগতে। দেবতা ভিতরে ইহা না পারি গণিতে ॥ বৈকুণ্ঠনায়ক প্রভু আইলা আপনে। এই সেই ভগবান্ বুঝি অনুমানে ॥ এতেক চিন্তিয়া সার্ব্বভৌম মহাজন। আপন তনুজ দেখি কহিছে বচন ॥ সত্বরে চলহ তুমি চৈতন্য সঙ্গতি। সাবধানে শুনিহ যা কহে মহামতি ॥ শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু যথা আছে। সঙ্গতি সহিতে ইহায় থোবে তার কাছে ॥ এ বোল শুনিয়া তুষ্ট হৈলা গোরারায়। চলিলেন সার্ব্বভৌম অনুজ-সহায় ॥ সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু প্রেমে টল মল। ধরিতে না পারে অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বল ॥ স্থিরে চলিবারে নারে আউলাইল অঙ্গ। সাবধানে কাছে কাছে যাই সব সঙ্গ ॥ অনেক যতনে সিংহদ্বারে প্রবেশিল। সে খানে ত্বরিতে নাটমন্দিরে উঠিল ॥ গরুড়ের পাছে রহি থির দিঠে চায়। দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগৎরায় ॥ অতি উলসিত-হিয়া ভরল আনন্দ। অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন পুলককদম্ব ॥ নয়নে বহয়ে প্রেম-ধারা অবিরল। আপনা পাশরে প্রেমানন্দ পরবল ॥ ভুমিতে পড়িলা প্রভু, অবশ শ্রীঅঙ্গ। বাতাসে খসিল যেন সুমেরুর শৃঙ্গ ॥ প্রেমার আবেশ মূর্চ্ছা হৈলা ভগবান্। দুই হস্তে দৃঢ়মুষ্টি মুদ্রিত-নয়ন ॥ শিথিল বসন ভেল বিবশ শরীরে। দেখি নিজ-জন গেলা দেউল বাহিরে ॥ আসন ছাড়িয়া জগন্নাথ প্রভু তুলি। দোঁহার পরশে দোঁহে ভেল কুতূহলী ॥ বাহু বাহু দিয়া সে তখনি কৈল কোলে। জগন্নাথ-সম্মুখে প্রভু হরি হরি বলে ॥ গৌরাঙ্গ-পরশে জগন্নাথ প্রেমে ভোরা। আসন উপরে তবে বসাইল গোরা ॥ নাচে হরি বলি প্রভু শচীর নন্দন।

প্রবিষ্ট হইলা সবে মন্দিরে তখন ॥ গদাধর নাচে নরহরি নিত্যানন্দ। শ্রীনিবাস দামোদর মুরারি মুকুন্দ ॥ আর সব ভক্তগণ নাচয়ে হরিষে। রাধা কাণু গুণ গান কীর্ত্তন প্রকাশে ॥ তবে সব অনুমানি সঙ্গী যত জন। প্রভু লঞা আইল সার্ব্বভৌমের আশ্রম ॥ সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভুর সম্বেদন হৈল। গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে পুনঃ নাচিতে লাগিল ॥ দেখি সার্ব্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্য্য হৃদয়ে আহ্লাদ মহা দেখিয়া আশ্চর্য্য ॥ তবে পুনঃ মহাপ্রভু নৃত্য-অবসানে। ভিক্ষা আমন্ত্রণ তারে দিল সার্ব্বভৌমে ॥ প্রসাদ আনিতে দিল ব্রাহ্মণের গণ। প্রভু সঙ্গে সার্ব্বভৌম করয়ে মিলন ॥ ইষ্টগোষ্ঠী করে বিদ্যা জানিবার তরে ॥ তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে কিছু লাগিলা প্রভুরে ॥ তোর জন্ম-কথা তত্ত্ব কহিবে আমারে। প্রভু কহে যে কহিলে সেই সত্য হয়ে ॥ ভট্টাচার্য্য কহে তুমি যে কহ কথন। এক কহি আর কহ কিসের কারণ ॥ প্রভু মৌনী হই রহে সমুদ্রগম্ভীর। পুনর্ব্বার প্রভুরে জিজ্ঞাসে বিপ্র ধীর ॥ তোর মাতা পিতা কেবা কহ না আমারে। প্রভু কহে সত্য এই তুমি যে কহিলে॥ ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার তথাপি জিজ্ঞাসে। কহিবে তোমার কোথা হইল সন্ন্যাসে ॥ প্রভু কহে এই সত্য জানিবে নিশ্চয়। শুনি সার্ব্বভৌম মনে বড়ই বিস্ময় ॥ বুঝিতে নারিল কিছু প্রভুর নির্ণয়। কোটিসরস্বতীকান্ত অখিলের জয় ॥ কিবা বা ঈশ্বর কিবা বাতুলস্বভাব। মনে কুণ্ঠ ক্রোধ মাত্র হৈল তার লাভ ॥ আনাইল ভট্টাচার্য্য অনেক প্রসাদ। উঠিল প্রসাদ দেখি প্রেমার উন্মাদ ॥ জগন্নাথ অন্ন মহাপ্রসাদ পাইয়া। মস্তকে বান্ধিল প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥ হুঙ্কার করিল এক গম্ভীর

শবদে। ব্রহ্মাণ্ড ভরিল সেই প্রভু-সিংহনাদে॥ দেব গন্ধর্ব্ব নাগ শৃগাল কুক্কুর। আইলা গৌরাঙ্গ কাছে নাগ যত কুল॥ সভার মুখে ত সেই প্রসাদ আনন্দে। দেখে গদাধর আদি প্রভু নিত্যানন্দে॥ কেহ না কহিল কিছু তত্ত্ব সব জানে। প্রসাদ পাইল সব লঞা ভক্তগণে॥ নিজজন সঙ্গে অন্ন করিল ভোজন। হেন কালে শ্রীনিবাস কহিল বচন॥ এক নিবেদিউ প্রভু কহিতে ডরাঙ। ভয়েতে পুছিয়ে প্রভু যদি আজ্ঞা পাউ॥ প্রসাদ পাইয়া তুমি হাসিলা যে কালে। চকিত দেখিলু ইহা কহিবে আমারে॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অধিক উল্লাস। কহয়ে অন্তর-কথা করিয়া প্রকাশ॥ কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞায় প্রসাদ হেন ধন। শৃগাল কুক্কুরে খায় শুনহ ব্রাহ্মণ॥ ইন্দ্র চন্দ্র গন্ধর্ব্ব ব্রহ্মাদিক জনে। সভার দুর্ল্লভ বস্তু না পাই যতনে॥ নারদ প্রহ্লাদ শুক-আদি ভক্তগণ। তাহার দুর্ল্লভ এই কহিল মরম॥ হেন মহাপ্রসাদ পাইয়া যত জন। অন্নবুদ্ধি করিয়া বা না করে ভক্ষণ॥ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তার আছিল যে ধর্ম্ম। সেহ নষ্ট হয় সে শুকর-যোনি জন্ম॥ তবে মহাপ্রভু ভিক্ষা করিল সাদরে। সন্ধ্যাকালে গেলা জগন্নাথ দেখিবারে॥ শ্রীমন্দিরে প্রবেশিয়া দেখয়ে শ্রীমুখ। ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তর কৌতুক॥ একত্র হইল যেন চাঁদ লাখে লাখে॥ ঝলমল দেহ দেখি বদনছটাকে॥ নূতনমেঘের যিনি অঙ্গের বরণ। তাহে অপরূপ দুই কমললোচন॥ দেখিয়া আনন্দ-সিন্ধু ডুবিলা ঠাকুর। ভূমিতে লুটায় প্রেমা বাড়িল প্রচুর॥ সুমেরু পর্ব্বত যেন দীঘল শরীর। ভূমে গড়াগড়ি যায়

আনন্দে অধীর॥ গৌরাঙ্গ-কিরণে জগন্নাথ হৈলা গোরা। ভাবময় হৈল দেহ পরম বিভোরা॥ গৌরময় বলরাম আর পাণ্ডাগণ ১। ভাবময় দেহ সভার হইল তখন॥ গৌরাঙ্গ তুলিয়া পাণ্ডা করিল আরতি। অচল ব্রহ্মের কাছে সচল ২ মুরতি॥ জগন্নাথ প্রকাশ হইলা ন্যাসিরূপে। হেন অপরূপ না দেখিল কারো বাপে॥ তবে চিত্তে সম্বেদন হৈল কতক্ষণে। আপন আশ্রমে গেলা নিজজন সনে॥ এই মনে জগন্নাথ দেখি তিন বার। দিবা রাত্রি না জানয়ে আনন্দ পাথার॥ হেন মনে নিজজন সনে কথো দিন। কৌতুকে গোঙায়ে প্রভু প্রেম পরবীণ॥ হেনই সময়ে কথা শুন সাবধানে। পুরুষোত্তমে প্রথম প্রকাশ যেন মনে॥ লোকশিক্ষা করে প্রভু হঞা অকিঞ্চন। না বুঝি মানুষ-জ্ঞান করে মূঢ় জন॥ সমুদ্র ভিতরে টোটা ৩ করি গৌররায়। নিজজন সঙ্গে তাহা নিজগুণ গায়॥ বিদ্যা-বিমোহিতচিত্ত হঞা সার্ব্বভৌম। প্রভুর পরোক্ষে ৪ কিছু কহিল বিভ্রম॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন যত সম্পূর্ণ সভায়। তার মধ্যে কহে দ্বিজ যে ছিল হিয়ায়॥ মহাবংশে জন্ম ন্যাসী সুপণ্ডিত জন॥ তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যাসকরণ॥ এ সময়ে অনুচিত সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। না বুঝিয়া কৈল দ্বিজ এত বড় কর্ম্ম॥ পুনরপি সংস্কার ৫ করুক

---

১ ৺জগন্নাথদেবের পরিচারকগণকে পাণ্ডা কহে।

২ অচল জগন্নাথ বিগ্রহ। সচল চৈতন্যদেব।

৩ টোটা=কুটীর বা ক্ষুদ্রবন, তীর ইত্যাদি।

৪ পরোক্ষে=অসাক্ষাতে।

৫ "সংস্কার" স্থলে অপর পুস্তকে "সংসার" লেখা আছে।

আপনার। বেদান্ত শিখিয়া করুক আশ্রম-আচার॥ সন্ন্যাসির ধর্ম্ম নহে কীর্ত্তন নর্ত্তন। বেদান্ত আমার ঠাঁই করুক শ্রবণ॥ জগন্নাথ যত বার করেন ভোজন। তত বার সন্ন্যাসী যে করয়ে ভক্ষণ॥ যুবাকালে এত ভক্ষ যে জন করয়। তার কাম-নিবৃত্তি কেমন মতে হয়॥ ঘর† মনে পড়ে তেঞি রাধা বলি কান্দে। বিপাকে পড়িলা ন্যাসী সন্ন্যাসের ফান্দে॥ এথা গোরাচাঁদ আছে নিজ জন সঙ্গে। কৃষ্ণকথা আলাপন প্রেম পরসঙ্গে॥ আচম্বিতে মুচকি হাসিয়া গোরা পহু। অবিরল ধারে যেন বরিখয়ে মহু*॥ জানিয়া সকল পহু চলিলা তথায়। সার্ব্বভৌম বসি যথা বেদান্ত পড়ায়॥ নিজজন সনে সেই খানে উপনীত। দেখি ভট্টাচার্য্য উঠে চমকিতচিত॥ বসিতে আসন দিল সগৌরব বাণী। ঠাকুর মাগয়ে বিধি কি করিব আমি॥ তুমি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, সব জান। অন্তর পুছিয়ে তোরে কহত বিধান॥ সন্ন্যাস আশ্রম ধর্ম্ম না বুঝিয়ে আমি। সন্ন্যাস করিল বিধি বিচারহ তুমি॥ তুমি সর্ব্বতত্ত্ব-বেত্তা বেদান্ত বাখান। কি বিধান আছে কিছু পঢ়াহ এখন॥ তরুণবয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। কি বিধান আছে পুনঃ উপবীত কর্ম্ম॥ এ বোল শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। হৃদয়ে সঙ্কোচ মহা গণয়ে আশ্চর্য্য॥ এখনি কহিল কথা নিজজন সনে। এ কথা সকল ন্যাসী জানিল কেমনে॥ মনে অনুমান করে লজ্জায় পীড়িত। কিছু না কহিল হিয়ায় রহিল বিস্মিত॥ তার পর দিনে প্রভু সার্ব্বভৌম-ঘরে। নিজজন সঙ্গে গেলা

† ঘর=গৃহিণী

* মহু=মধু।

তারে দেখিবারে ॥ বেদান্ত পড়য়ে সার্ব্বভৌম ঘরে বসি। বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রভু পুছে হাসি হাসি ॥ দেবান্ত-নিগূঢ়-কথা কহিল ঠাকুর। কৃষ্ণ-পাদাশ্রয় কথা অমৃত-অঙ্কুর ॥ শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা বিস্মিত অন্তর। বুঝিল মনুষ্য নহে শচীর কোঙর ॥ লজ্জায়ে পীড়িত হৈলা হৃদয়ে তরাস। এত কাল নাহি শুনি এমত নির্যাস ॥ পড়িল শুনিল যত এত কাল ধরি। পড়াইল শিষ্যগণে অহঙ্কার করি ॥ এত কাল শুনিল এ বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। এই মহাপ্রভু সেই সরস্বতী-কান্ত ॥ এত অনুমানি সার্ব্বভৌম দ্বিজরাজ। কর যুড়ি স্তুতি করে দেখিয়া সে কাজ ॥ হেনই সময়ে প্রভু ষড়্‌ভুজ শরীর। দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা আনন্দে অস্থির ॥ ঊর্দ্ধ দুই হাতে ধরে ধনু আর শর। মধ্য দুই হাতে ধরে মুরুলী অধর ॥ নম্র * দুই হাতে ধরে দণ্ড কমণ্ডলু। দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ চরণে পড়িয়া কান্দে বিনয় বিস্তর। স্তুতি করে সার্ব্বভৌম গদ গদ স্বর ॥ সগদগদ স্বরে পড়ে সহস্রেক স্তব। "চৈতন্যসহস্রনাম" জানে লোক সব ॥ বিহ্বল হইয়া পড়ে পাদাম্বুজ-পাশ। কহয়ে লোচন সার্ব্বভৌমের প্রকাশ ॥

এই মতে আছে প্রভু আনন্দ কৌতুকে। আনন্দে দেখয়ে নীলাচল-বাসী লোকে ॥ আছিল অধিক জগন্নাথের প্রকাশ। সভার হৃদয়ে সুখ পরশে আকাশ ॥ চৈতন্যচরিত-কথা কে কহিতে জানে। সম্বরিতে নারি কিছু কহিয়ে বদনে ॥ শ্রী-মুরারিগুপ্ত বেঝা ধন্য তিন লোকে। পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাহাকে ॥ কহিল মুরারিগুপ্ত শ্লোক পরবন্ধে। যে কিছু

---

* নম্র = নত অর্থাৎ নীচের দুই হাতে।

শুনিল সেই দোঁহার প্রসাদে ॥ শুনিয়া মাধুরী-লোভে চিত্ত উতরোল। নিজদোষ না দেখিয়া মন ভেল ভোর ॥ যে কিছু কহিল নিজবুদ্ধি-অনুরূপ। পাঁচালী § প্রবন্ধে কহোঁ মো ছার মুরুখ ॥ সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড সায়। শেষখণ্ড আছে পুনঃ কহিব কথায় ॥ চৈতন্যচরিত্র-কথা চৈতন্য-প্রকাশ। মধ্যখণ্ড সায় কহে এ লোচনদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর-বিরচিত চৈতন্যমঙ্গলে মধ্যখণ্ড সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

নাচাড়ী ৪১। শ্লোকাঃ ২৫ ॥

---

§ ১৫২ পৃষ্ঠা অর্থাৎ আদিখণ্ডের শেষ দেখুন।

(২৭৭ পৃষ্ঠে ২৫ পংক্তিতে "মৃড়ায়" স্থলে "মৃড়ায়"। এই দ্বিরুক্ত কথা-টুকু নিষ্প্রয়োজন)।

চৈতন্য-মঙ্গল।

শেষখণ্ড।

—•※•—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ। কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥ শেষখণ্ড কথা কহি অমৃতের সার। শুনিতে পাইয়ে সুখ সাগর পাঁথার॥ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যে করিল স্তুতি॥ কথো দিন বঞ্চিল কীর্ত্তন দিবারাতি॥ সেতুবন্ধ দেখিবারে চলিলা ঠাকুর। কূর্ম্মবিপ্র দেখি দেখে কূর্ম্ম নামে পুর॥ বাসুদেব নামে বিপ্র আছে সেই গ্রামে। দুই জনা সঙ্গে দেখা হৈল এক ঠামে॥ প্রভুর দর্শনে তারা হইল নির্ম্মল। নিরীখয়ে গোরাদেহ পরমবিহ্বল॥ সুমেরুসুন্দর তনু বাহু জানু সম। সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ সুদীর্ঘ লোচন॥ দেখিতে দেখিতে হিয়া আনন্দ বাঢ়িল। এই কৃষ্ণ গৌরচন্দ্র নিশ্চয় জানিল॥ হা হা মহাপ্রভু বলি পড়িলা চরণে॥ সব লোক কান্দে তার প্রেমার কান্দনে॥ তুলিয়া দোঁহারে প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥ প্রকাশ করিল কথা মধুর বচন॥ শুন শুন অহে দ্বিজ বচন আমার। কি কাজে আইলা মহী

কি কর আচার ॥ কলিযুগে ধর্ম্ম হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। প্রকাশ করিল কৃষ্ণ নাম-মহাধন॥ নাম গুণ সঙ্কীর্ত্তনে করহ আনন্দ। নাচহ নাচহ লোক হও মুক্তবন্ধ॥ এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর। আপনাকে আপে তারা হৈলা অগোচর॥ চলিতে না পারে পথে বাঢ়ে প্রেমরঙ্গ। কত দূর গিয়া দেখে জীয়ড় নৃসিংহ॥ স্মরণ হইল আমার পূর্ব্বের কাহিনী। এক চিত্তে শুন সভে হঞা সাবধানী॥ এখানে আছিল এক পুঁড়ুয়া গোয়াল। কৃষিকর্ম্ম করে পুণ্ডা বিহান বিকাল॥ শসা নামে খন্দ মহী কৈল উপার্জ্জন। হইল মায়াম্বু খন্দ বড়ই সম্পূর্ণ॥ দিবা রাত্রি রাখে খন্দ নাহি অবসর॥ না জানি কখন সেই যায় নিজ ঘর॥ এক দিন মনে মনে করিল বিচার। খন্দ রাখিবারে আমি না আসিব আর॥ এই মনে আছে সেই মনের হরিষে। আচম্বিতে দেখে খন্দ খাঞা যায় কিসে॥ আর দিন রাত্রি জাগে তৃতীয় প্রহর। আচম্বিতে আইল এক বরাহ ডাঙ্গর॥ দেখিয়া গোয়ালা সেই হৈল সাবধান। খন্দ খায় বরাহ সে সারে দুই কান॥ খন্দ খায় লতা ছিঁড়ে আপনার সুখে। দেখিয়া গোয়ালা গুণ দিলেক ধনুকে॥ খন্দ খাও লতা ছিঁড় সারে দুই কান। আজি মোর হাতে তুমি হারাবে পরাণ॥ ইহা বলি সন্ধান পূরিয়া ছাড়ে বাণ। নির্ভরে বাজিল বরাহ স্মরে রাম রাম॥ ধাঞা সান্ধাইল পর্ব্বত-গুহার ভিতর। দেখিয়া গোয়ালা পুঁড়া হইল ফাঁপর। বরাহ হইয়া কেনে স্মরে রাম নাম। বরাহ না হয় এই সেই ভগবান্॥ এতেক চিন্তিয়া পুঁড়া কাতর-অন্তর। গহ্বর নিকটে যাঞা কহিছে উত্তর॥ কে তুমি কে তুমি বলে

উত্তর না পায়। তিন উপবাস কৈল কাতর হিয়ায়॥ কি কাজ করিলু আমি অধম দুরন্ত। মো সম পাতকী নাহি পরমপাযণ্ড॥ দয়া উপজিল প্রভু করুণা নিধান। আকাশ-বাণীতে বৈল "আমি ভগবান্॥ আমারে মারিলে তুমি কৈলু অপচয়। চিন্তা না করিহ যাহ আপন আলয়"॥ এ বোল শুনিয়া পুঁড়া অধিককাতর। উপবাসে উপবাসে দিমু কলে-বর॥ এই মনে উপবাস করিল অনেক। আচম্বিতে শুনিল গগনে ধ্বনি এক॥ কেনে রে অবোধ পুঁড়া মর অকারণে। অপরাধ নাহি যাহ আপন ভবনে॥ পুনরপি বলে পুঁড়া কাতরবচনে। তোমারে মারিলু আর কি কাজ জীবনে॥ মরিলেহ নাহি ঘুচে এ দোষ আমার। এ দোষের উচিত হবে যমের প্রহার॥ শুদ্ধ হইব আর কোন প্রতিকারে। সবে আমি মাত্র বাণ মারিল তোমারে॥ এ বোল শুনিয়া বাণী হইল আর বার। নাহি অপরাধ তুষ্ট হইল অপার॥ এ বোল শুনিয়া পুঁড়া কহে কর যুড়ি। তোমার আজ্ঞায় মুঞি বলে ভয় ছাড়ি॥ কেমনে জানিব মোর ঘুচিল এ দোষ। পরসাদ সাক্ষী পাইলে হও মো সন্তোষ॥ এ কথা কহিব আমি রাজার গোচরে। এই মত আজ্ঞা তুমি করিহ তাহারে॥ তবে ত প্রতীত আমি পাই হিয়া সাক্ষী। সব জন জানে তুমি কৈলে মোরে সুখী॥ তবে পুনরপি আজ্ঞা করিলা ঈশ্বর। যে বলিলা সেই হবে পাইলে তুমি বর॥ এ বোল শুনিয়া পুঁড়া হরষিত হঞা। মহাবেগে রাজদ্বারে উত্তরিল গিয়া॥ দ্বারিকে কহিল আরে শুন দ্বারিবর। যে কিছু কহিয়ে রাজায় করহ গোচর॥ কহিব অপূর্ব্ব কথা লোকে

অবিদিত। শুনিয়া আমারে রাজা করিব পিরিত॥ এ বোল শুনিয়া দ্বারী রাজারে কহিল। রাজার আজ্ঞায় পুঁড়া গোচর হইল॥ দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ। আদ্যোপান্ত যত কথা কৈল নিবেদন॥ শুনিয়া ত মহারাজ বিস্ময় লাগিল। নিশ্চয় করিয়া কহ পুঁড়াকে পুছিল॥ পুনরপি কহে পুঁড়া করিয়া নিশ্চয়। সেই খানে চল রাজা ঘুচাহ বিস্ময়॥ আমারে যেমত আজ্ঞা করিলা ঠাকুর। সেই মত আজ্ঞা তুমি পাইবে অদূর॥ রাজা বলে আজ্ঞা যদি করয়ে ঈশ্বর। আজন্ম হইব আমি তোমার নফর॥ এ বোল বলিয়া রাজা চলিলা সত্বর। পদব্রজে গেল যথা পর্ব্বতগহ্বর॥ পর্ব্বতকন্দর-দ্বারে এক মন চিতে। বিস্তর মিনতি কৈল লুটাঞা ভূমিতে॥ দ্রবিলা ঠাকুর আজ্ঞা উঠিলা গগনে। মিথ্যা নহে শুন রাজা পুঁড়ার বচনে॥ দুগ্ধ সেচন তুমি কর এই স্থানে। দুগ্ধের সেচনে মোরে পাবে বিদ্যমানে॥ এ বোল শুনিয়া রাজা হরষিত-চিতে। ঘোষণা পাড়িল রাজ্যে দুগ্ধ আনিতে॥ প্রভুর আজ্ঞায় দুগ্ধ ঢালে সেই খানে। আচম্বিতে মাথার চূড়া দেখে বিদ্য-মানে॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার। আনন্দে ভাসয়ে সুখসাগর পাথার॥ হরি হরি বোল শুনি চৌদিক ভরিয়া। নাচয়ে সকল লোক দুবাহু তুলিয়া॥ যত দুগ্ধ ঢালে তত উঠয়ে শরীর। উঠয়ে শরীর দেখে এ নাভি গম্ভীর॥ অধিক ঢালয়ে দুগ্ধ মনের হরিষে। পদতল দুই খানি দেখি-বার আশে॥ উঠিল শরীর জানু দেখি বিদ্যমান। না ঢালিহ দুগ্ধ আজ্ঞা ভেল পরণাম॥ বহুত ঢালয়ে দুগ্ধ পাদপদ্ম-আশে। পদতল দুই খানি না উঠিল শেষে॥ হেন কালে

দৈববাণী উঠিল গগনে। না উঠিব পদ আর না কর যতনে॥ এ বোল শুনিয়া রাজা হরিষ বিষাদ। মহামহোৎসব করে পাঞা পরসাদ॥ দেউল মন্দির দিল নানা ভোগ রাগ *। দুনয়ন ভরি দেখে হিয়া অনুরাগ॥ এই মনে আছে রাজা মনের হরিষে। ডিঙ্গা লঞা এক সাধু আইল সন্তোষে॥ ঠাকুর দেখিতে সেই আইল সওদাগর। দুই নারী লঞা গেলা মন্দির ভিতর॥ প্রভু নমস্করি সাধু ভৈগেলা বাহিরে। সাধু বাহির হৈল দ্বার লাগিল মন্দিরে॥ লেউটিয়া দেখে দুই নারী নাই পাশে। মন্দির ভিতরে তারা প্রভুকে সম্ভাষে॥ বুঝিয়া সে সাধু স্তুতি করে আর্ত্তনাদে। দ্রবিলা ঠাকুর তারে কৈলা পরসাদে॥ ঘুচিল মন্দির-দ্বার দেখি দুই জন। পাষাণ হইয়া প্রভুর পাঞাছে চরণ॥ নিজ ভাগ্য মানি পায়ে পড়ে সওদাগর। পরসাদ করি প্রভু বলে মাগ বর॥ চরণে পড়িয়া সাধু করে পরণাম। বর মাগে মোর নামে হউ তোর নাম॥ মা বাপে থুইল তার এ নাম জীয়ড়। আপনার নামে প্রভু-নাম মাগে বর॥ "জীয়ড় নৃসিংহ" নাম তেঞি পরকাশ। আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস॥

সিন্ধুড়া রাগ॥

তবে মহাপ্রভু জীয়ড় নৃসিংহ দেখিয়া। চলিলা ত পর দিনে সে দিন বঞ্চিয়া॥ পথে চলি যায় প্রেমে পরবশ চিত। কাঞ্চী নগরে প্রভু ভেল উপনীত॥ রত্নময় পুরী সেই কাঞ্চীনগর। নগর দেখিয়া তুষ্ট হৈল ন্যাসিবর॥ বিষয়ির মুখ প্রভু নাহি দেখে কভু। আচম্বিতে রাজদ্বারে উত্তরিলা

* "রাগ" এইটী অনুরূপ শব্দ।

প্রভু॥ রাজদ্বারে গিয়া প্রভু দ্বারিকে কহিল। রাজপুত্র কোথা আছে নিভৃতে পুছিল॥ প্রভুকে দেখিয়া দ্বারী পরণাম করে। এই ভগবান্ হেন মনে মনে বলে॥ প্রভু কহে রাজপুত্রে জানাহ বচন। তাহার কারণে মোর এথা আগমন॥ চলিলা ত দ্বারী রাজপুত্র যথা আছে। নিজ অন্তঃপুরে যথা দেবতা পূজিছে॥ পরণাম করি দ্বারী জানায় বচন। এক মহাযতি গোসাঞির দ্বারে আগমন॥ এ বোল শুনিয়া রাজা না বলিল কিছু। তরাসে দ্বারী সে পলাইয়া যায় পাছু॥ দ্বারেতে আসিয়া দ্বারী করে নিবেদন। জানাইতে না পারিল তোমার বচন॥ দেবতা পূজয়ে রাজা নিজ অন্তঃপুরে। কাহার শকতি তথা যাইবারে পারে॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে। যথা পূজা করে তথা চলিলা আপনে॥ এক অংশে দ্বারে রহে আর অংশে যায়। যথা পূজা করে সেই রামানন্দ রায়॥ ধ্যান করে কৃষ্ণ, রাজা দেখে গৌরচন্দ্র। পুনরপি ধ্যান করে জপে মহামন্ত্র॥ পুনরপি গৌরচন্দ্র দেখয়ে নয়নে। কি হৈল কি হৈল বলি গণে মনে মনে॥ পুনরপি ধ্যান করে সুদৃঢ় হিয়ায়। পুনরপি গৌরচন্দ্র হিয়ায় সান্ধায়॥ কি কি বলি আঁখি মেলি চাহে চারি ভিতে। গৌরচন্দ্র ন্যাসিবর দেখয়ে সাক্ষাতে॥ সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা উঠিলা সম্ভ্রমে। চরণবন্দনা করে নেহারয়ে ক্রমে॥ আপাদ মস্তক পুলক নেহারয়ে অঙ্গ। গৌর-অঙ্গ দেখি হিয়ায় উপজিল রঙ্গ॥ বিস্ময় লাগিল ন্যাসী আইল কেমতে। প্রভুরে পুছিলা কিছু হাসিতে হাসিতে॥ মোর অভ্যন্তরে তুমি আইলা

কেমনে। বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণে॥ প্রভু কহে তুমি কেনে না চিন আপনা। আমারে না চিন আমি নিতে আইলু তোমা॥ এই রূপে বলে প্রভু মধুর বচনে। আমারে না চিন আমি নন্দের নন্দনে॥ এ বোল শুনিয়া রাজা ছল ছল আঁখি। সেই রূপ দেখি তবে পাইল হিয়া-সাক্ষী॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অট্ট অট্ট হাস। আপনা চিনায় প্রভু করে পরকাশ॥ যে ছিল সেখানে কৃষ্ণ শ্বেত-রক্তদ্যুতি। সকল দেখায় এক গৌরমূরতি॥ কষিত এ দশ বাণ কাঞ্চন-বরণ। তাহা ছাড়ি হৈলা প্রভু শ্যাম সুচিক্কণ॥ কানড়া কুসুমাকৃতি অঙ্গের কিরণ। ময়ূরশিখণ্ড শিরে মুরলীবদন॥ নানা আভরণ অঙ্গে চিকণীয়া কালা। পীত বস্ত্র পরিধান গলে বনমালা॥ তাহা দেখি মহারাজ আনন্দিতমন। পুনরপি হৈলা প্রভু গৌরবরণ॥ পশু পক্ষী বৃক্ষ আর যত লতা পাতা। গৌর-ছটায় ঝলমল করে তথা॥ দেখিয়া জানিল রাজা রামানন্দ রায়। প্রেমায় বিহ্বল ধরে নিজপ্রভু-পায়॥ চরণে পড়িয়া কান্দে অবশ শরীর। করে ধরি লঞা প্রভু ভৈগেলা বাহির॥ রায় রামানন্দে আর প্রভুতে মিলন। গোরা-গুণগাথা গায় এ দাস লোচন॥

শ্রী রাগ॥

পাপ তাপ হর যমভয়, জয় শচীনন্দন জয় জয়॥ ধ্রু॥

তবে মহাপ্রভু শীঘ্র আনন্দ কৌতুকে। চলিতে আনন্দ দেহ ভবন কৌতুকে॥ এই মনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি যায়। গোদাবরী করি পঞ্চবটীতে সাম্বায়॥ সেই মহা-

পুণ্যতীর্থ পঞ্চবটী নাম। যাহাতে আছিলা সেই লক্ষণ শ্রীরাম॥ পঞ্চবটী দেখি গৌর প্রেমে অচেতন। শ্রীরাম লক্ষণ বলি ডাকে ঘনে ঘন॥ এই খানে কুঁড়ে ঘর বান্ধিলা লক্ষণ। মৃগ মারিবারে রাম করিলা গমন॥ শ্রীরাম উদ্দেশে শেষে চলিলা লক্ষণ। এই খানে সীতা হরি নিলেক রাবণ॥ ইহা বলি কান্দে প্রভু প্রেমায় বিহ্বল॥ মার মার বলে ক্ষণে বলে ধর ধর॥ লক্ষণ লক্ষণ বলি ডাকে উভরায়। সীতা সঙরিয়া কান্দে অবশ হিয়ায়॥ সঙ্গের সঙ্গতিগণ পাশরিতে নারে। আপনেই মহাপ্রভু আপনা সম্বরে॥ তবে আর দিন পথে চলিলা ঠাকুর। ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা কাবেরীর তীর॥ কাবেরীর পুর দেখি শ্রীরঙ্গনাথ। দেখিয়া প্রেমায় নাচে নিজজন সাত॥ তথায় ত্রিমল্ল ভট্ট ঠাকুর দেখিয়া। নিরীক্ষয়ে গৌর-অঙ্গ বিস্মিত হইয়া॥ দেহের কিরণ আর প্রেমার আরম্ভ। কদম্ব-কেশর জিনি পুলক কদম্ব॥ সর্ব্বলোক জিনি তনু যে হেন সুমেরু। প্রেম-ফল ফুলে ভরিয়াছে কল্পতরু॥ হরি হরি বলি ডাকে অতি উচ্চ-নাদে। দেখিয়া চৌদিক ভরি সব লোক কাঁদে॥ ঐছন দেখিয়া ভট্ট ভাবে মনে মনে। নিশ্চয় জানিল এই ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥ ঐছন দেখিয়া সে ত্রিমল্লভট্টাচার্য্য। কৌতুকে সকল কথা জানিল আশ্চর্য্য॥ এই সেই ভগবান্ কভু নহে আন। নিশ্চয় জানিল এই সর্ব্বজন-প্রাণ॥ এতেক জানিয়া সে ত্রিমল্লভট্টরায়। আপন আশ্রমে সে প্রভুরে লঞা যায়॥ সর্ব্বজীবে কৃষ্ণভক্তি দিনে দিনে বাড়ে। তার বাড়ি গেলা প্রভু প্রথম আষাঢ়ে॥ সেই খানে রথযাত্রা কৈল দরশন। রথ-

অগ্রে নৃত্য করে শ্রীশচীনন্দন ॥ শ্রাবণ থাকিয়া প্রভু করিল ঝুলনা। নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে নাচে সর্ব্বজনা ॥ ভাদ্রে থাকিয়া কৃষ্ণ-জন্ম-যাত্রা কৈল। গোপবেশে গোরাচাঁদের বহু নৃত্য হৈল ॥ আশ্বিনে থাকিয়া প্রভু শচীর নন্দন। ভক্তগণ লঞা করে নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ভট্টপ্রেমে মহাপ্রভু তার বশ হঞা। চাতুর্ম্মাস্য বঞ্চিল প্রভু তার গৃহে রঞা ॥ চাতুর্ম্মাস্য বঞ্চি প্রভু চলিলা ত্বরিতে। পথে দেখা পরমানন্দ-পুরির সহিতে ॥ দোঁহে দোঁহা দেখি তুষ্ট হৈলা দুই জন। নিরখিতে দোঁহা-কার ঝরয়ে নয়ন ॥ দেখিতে পরমানন্দপুরির স্মরণে। গুরু মাধবেন্দ্রপুরী যে বৈল বচনে ॥

তথাহি বায়ুপুরাণে ? ॥

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ ॥ইতি॥ ৫১ ॥

কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম রাখিবারে। জনমিব কৃষ্ণ প্রথম সন্ধ্যার ভিতরে ॥ গৌর দীর্ঘকলেবর বাহু জানুসম। সিংহ-গ্রীব গজস্কন্ধ কমলনয়ন ॥ করুণাসাগর প্রভু প্রেমার আবাস। নিজ করুণায় প্রেম করিব প্রকাশ ॥ মোর ভাগ্য নাহি মুঞি দেখিব নয়নে। তোর দেখা হৈলে মোর করিহ স্মরণে ॥ সেই এই গুরুবাক্য মনেতে পড়িল। এই সেই ভগ-

---

লক্ষ্মীকান্ত (নারায়ণ) গৌরবর্ণদেহধারী ও সন্ন্যাসী হইয়া কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় * দারুব্রহ্ম জগন্নাথদেবের নিকটস্থ হইবেন। (অপর পুস্তকে এই শ্লোকটী নাই) ॥ ৫১ ॥

---

* দুই যুগের সন্ধিস্থলকে সন্ধ্যা বলে। এ স্থলে "কলির প্রথম সন্ধি" অর্থাৎ প্রথম অংশ।

বান্ নিশ্চয় জানিল ॥ দেখি পরণাম করে পরমানন্দপুরী। কিবা কর বলি প্রভু তুলে কর ধরি ॥ গাঢ় আলিঙ্গন কৈল পরমসন্তোষে। চলিলা ঠাকুর কহে এ লোচনদাসে ॥

ধান্‌শী রাগ ॥

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে। পথে চলি যাইতে সপ্ততাল বিমোচনে ॥ সপ্ততাল তরু সেই আছে যেই পথে। দেখি আচম্বিতে প্রভু লাগিলা হাসিতে ॥ ধাঞা গিয়া সপ্ত তাল করিলা পরশে। জয় জয় ধ্বনি দিয়া উঠিল আকাশে ॥ মুনিশাপে ছিল সে গন্ধর্ব্ব সাত জন। প্রভুর পরশে তারা পাইল মোচন ॥ যোড় হস্ত করি সবে দণ্ডবৎ কৈল। দিব্য দেহ পাঞা তারা বৈকুণ্ঠ চলিল ॥ দেখিয়া সকল লোক করে নমস্কার। সভে বলে এই ন্যাসী রাম-অবতার ॥ তবে সেই মহাপ্রভু পথে চলি যায়। আনন্দে বিহ্বল প্রভু নিজগুণ গায় ॥ প্রেমার আনন্দে নাহি জানে পথশ্রমে। সেতুবন্ধ উত্তরিলা পথ ক্রমে ক্রমে ॥ সেতুবন্ধে গিয়া দেখে রামেশ্বর লিঙ্গ। আনন্দে নাচয়ে প্রভু যেন মত্তসিংহ ॥ লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম। সেতুবন্ধ দেখি প্রভু বলে হরিনাম ॥ অনুরাগে কান্দে ডাকে শ্রীরাম লক্ষণ। কখন আবেশে বলে অঙ্গদ হনূমান্ ॥ ক্ষণেকে অবশ বলে সুগ্রীব মোর মিত। ক্ষণে বিভীষণ বলি ডাকে বিপরীত ॥ প্রেমায় বিহ্বল দিক্ বিদিক্ নাহি জানে। সেতুবন্ধ দেখি নাচে সব ভক্ত সনে ॥ এই মনে দিবা নিশি পাশরে আপনা। লেউটিয়া মহাপ্রভুর বাঢ়িল করুণা ॥ এই মতে মহাপ্রভু পথে চলি আসি। পুনঃ চাতুর্ম্মাস্য গোদাবরী তীর্থে বসি ॥ পুনরপি উড্র দেশে

আইলা ঠাকুর। জগন্নাথ ভাবে প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর॥ তবে ত দেখিল প্রভু আসি আলালনাথ। বিষ্ণুদাস উড়িয়ারে করি আত্মসাত্॥ জগন্নাথ দেখি প্রভু হইলা কুতূহলী। সঘনে তুলিয়া বাহু হরি হরি বলি॥ পুরুষোত্তমে আসি প্রভু আছে মহাসুখে। কহয়ে লোচন এ আনন্দ বড়, লোকে॥

বড়াড়ি রাগ, ধূলাখেলা জাত॥

এ খানে কহিব কথা, শুন গোরা-গুণগাথা, ত্রিজগতে অতি অনুপম। মনে বান্ধিয়াছে আলি *, মুকুতা প্রবাল ঢালি, সন্ন্যাসী নৃসিংহানন্দ নাম॥ সুবর্ণ মণি মাণিকে, দিব্য রত্ন চারি দিকে, মনে মনে বান্ধিল জাঙ্গাল §। মথুরা পর্য্যন্ত দিয়া, কৃষ্ণে সমর্পিব ইহা, হেন কালে প্রত্যাসন্ন কাল॥ না হৈল জাঙ্গাল সায়, দুঃখ রহিল হিয়ায়, মনে মনে করে অনুতাপ। কানাইর নাট্যশালা পর্য্যন্ত, হইল জাঙ্গাল অন্ত, সন্ন্যাসির বৈকুণ্ঠ হৈল লাভ॥ এ কথা আছিলা চিতে, চলে প্রভু আচম্বিতে, না জানি কোথারে চলি যায়। ক্রমে ক্রমে চলি যাইতে, কানাইর নাট্যশালা হৈতে, পুন লেউটিলা গৌর রায়॥ এ কথা বেকত নহে, পরমানন্দ পুরী কহে, কহ প্রভু ইহার কারণ। আদ্যোপান্ত যত কথা, তাহারে কহিল তথা, মনঃকথা-সিদ্ধির কারণ॥ পুরুষোত্তম আদি অন্ত, মথুরার সেই পর্য্যন্ত, স্বর্ণ মণি মাণিক্যাদি আনি। সন্ন্যাসির এ মন হিয়া, এ মোর জাঙ্গাল দিয়া, চলি যাব গোরা বনমালী॥ শুন শুন সব জন, সাবধানে দিয়া মন, শ্রীগৌরাঙ্গ-

* আলি=আলবাল (আইল্)।

§ "জাঙ্গাল" এই শব্দ "জঙ্গাল" শব্দের অপভ্রংশ। ইহার অর্থ আলি, সেতু

চাঁদের প্রকাশ। মনঃকথা নৃসিংহানন্দ, সিদ্ধ কৈল গৌরচন্দ্র, গুণ গায় এ লোচনদাস ॥

শ্রী রাগ ॥

গোরাচাঁদ না রে হয়, বিহরই নীলাচল মাঝে ॥ ধ্রু ॥

তবে নীলাচলে প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। কীর্ত্তন বিলাস করে আছে নানারঙ্গে ॥ অনেক ভকতগণ মিলিল তথায়। প্রেম বিলসয়ে প্রভু নাচয়ে নাচায় ॥ নানা দেশে আছিল যতেক ভক্তগণে। ক্রমে ক্রমে মিলিলেন চৈতন্যচরণে ॥ আনন্দে আছয়ে প্রভু নীলাচল-বাসে। কহিব সকল পাছু অনেক প্রকাশে ॥ মথুরা চলিব মনঃকথা আচম্বিত। উৎকণ্ঠা বাঢ়িল হিয়া উনমত চিত ॥ চলিলা মথুরা-পথে চৈতন্য ঠাকুর। পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাঢ়িল প্রচুর ॥ অনুরাগে ধায় প্রভু রাঙ্গা দুই আঁখি। সিংহের গমনে ধায় দেখিতে না দেখি ॥ সঙ্গের সঙ্গতিগণ না পারে হাটিতে। কথো দূর যায় প্রভু ডাকিতে ডাকিতে ॥ ঝারিখণ্ড * পথে প্রভু চলিলা সত্বর। কান্দাইলা পশু পক্ষী বৃক্ষাদি প্রস্তর ॥ গৌরাঙ্গ বেঢ়িয়া মৃগী ব্যাঘ্রগণ নাচে। হিংসা নাহি সর্ব্বসুখে নাচে প্রভু কাছে ॥ বন-জন্তুগণ সব কৃতার্থ করিয়া। চলিলা গৌরাঙ্গ পথে প্রেম বিনোদিয়া ॥ ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা তীর্থ বারাণসী। অনেক আছয়ে তথা পরমসন্ন্যাসী ॥ বিশ্বেশ্বর নমস্করি চলি যান পথে। প্রয়াগে মাধব দেখি হরষিতচিতে ॥ রূপ সনাতন গোসাঞি প্রভুরে মিলিলা। অনুগ্রহ করি তারে

* ঝারিখণ্ড—বন ও পর্ব্বতের মধ্য দিয়া যে পথ। "ঝারি"শব্দ "ঝাড়ি" শব্দের অপভ্রংশ হইবে, কারণ বন ও জঙ্গলকেই "ঝাড়ি" বলে।

শক্তি সঞ্চারিলা ॥ তথা বেণী স্নান করি দেখি অক্ষয় বট। যমুনাতে পার হৈলা আগরা নিকট ॥ দেখিলা অদ্ভুত সে রেণুকা নামে গ্রাম। অবতার কৈলা যেই স্থানে পরশুরাম ॥ তথা বৃন্দাবন-মুখে যমুনা বিমুখী। দেখিয়া বিহ্বল প্রভু প্রেমসুখে সুখী ॥ রাজগ্রামে গিয়া পারে দেখয়ে গোকুল। সম্বরিতে নারে হিয়া ভৈগেল আকুল ॥ হিয়া সম্বরিল প্রভু অনেক যতনে। আনন্দে বিহ্বল পারে দেখে মহাবনে ॥ যাইতে যাইতে আর গিয়া কত দূর। সুনিকট হৈল যেই দেখে মধুপুর ॥ মধুপুর দেখি প্রভু আনন্দিতচিত। প্রেমায় বিহ্বল যেন নাহিক সম্বিৎ ॥ অক্রুর অক্রুর বলি ভূমিতে পড়িলা। মাথুর-বিরহভাবে মূর্চ্ছিত হইলা ॥ দিবা নিশি না জানয়ে আছে সেই খানে। সম্বেদন নাহি প্রভুর আছে তিন দিনে ॥ গতাগতি করে লোক দেখয়ে আশ্চর্য্য। কৃষ্ণ-দাস নামে এক আছে দ্বিজবর্য্য ॥ প্রভুরে দেখিয়া সেই গণে মনে মনে। কোথা হৈতে আইলা এই পুরুষরতনে ॥ বড় ভাগ্যে দেখিলাম ইহার চরণ। এই শুক প্রহ্লাদ বা হেন লয় মন ॥ প্রেমায় বিহ্বল প্রভু পুছিল তাহারে। কি নাম তোমার শুন শুন দ্বিজবরে ॥ ব্রাহ্মণে কহয়ে শুন শুন ন্যাসি-বর। কৃষ্ণদাস নাম মোর কহিল উত্তর ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অট্ট অট্ট হাস। কৃষ্ণের সকলি জান তুমি কৃষ্ণদাস ॥ জুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে। তুমি দেখাইবে যথা যে আছে বিশেষে ॥ মথুরামণ্ডল এই কৃষ্ণের অন্তরীণ। সকল জানহ তুমি ভকত প্রবীণ ॥ যে খানে যে কৈল কৃষ্ণ সব তুমি জান। মথুরা-মণ্ডল দেখাইবে স্থান স্থান ॥ দ্বিজ

কহে সে সব স্থান না জানি যে আমি। দ্বাদশ-বনের স্থান সব আমি জানি॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু প্রেমানন্দে ভাসে। তাহার শরীরে শক্তি করিলা প্রকাশে॥ মহানন্দে বলে মুঞি সব দেখাইব। কৃষ্ণজন্ম হৈতে কংসবধ শুনাইব॥ দ্বিজ কহে শুন শুন, শুন মহাশয়। নন্দের নন্দন তুমি জানিল নিশ্চয়॥ তোমার দর্শনে মোর ব্রজ দরশন। আচম্বিতে সব মোর হৈল সঙরণ॥ যে খানে যে জানি আমি স্থানের মরম। যে খানে সে ভগবান্ জনম-করণ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু হরিষ হিয়ায়। কৃষ্ণদাস কোলে করি কৃষ্ণ-গুণ গায়॥ সে দিনে বঞ্চিল কৃষ্ণদাসের আলয়। মথুরা-মণ্ডল কথা সর্ব্বরাত্র কয়॥ মথুরামণ্ডল-মধ্যে যমুনা পুণ্যবতী। যাহার দুকূলে কৃষ্ণ বিহরয়ে নিতি॥ যমুনার পূর্ব্বকূলে আছে পাঁচ বন। পশ্চিমেতে সাত বন কহিল এখন॥ শ্রীকৃষ্ণের বিহার এই দ্বাদশ বনে। ভক্ত বিনা কেহ ইহার মরম না জানে॥ কংসের সদন এই যমুনা-পশ্চিমে। তাহার উত্তরে বন বৃন্দাবন ১ নামে॥ মথুরা হইতে সেই যোজনেক পথে। অনেক রহস্যকথা কহিব তাহাতে॥ কুমুদ ২ নামে বন আছে তাহার নৈর্ঋতে। সপাদ * যোজন পথ মথুরা হইতে॥ খদিরবণ ৩ আছে প্রভু তাহার দক্ষিণে। ডেড় যোজন পথ মথুরার সনে॥ তালবন ৪ আছে প্রভু দক্ষিণে মথুরার। অর্দ্ধ যোজন ভূমি মথুরা তাহার॥ এক নদীধারা সে মানস-গঙ্গা নামে। বৃন্দাবন-পশ্চিমে সে

* "সপাদ" স্থলে "সওয়া" পাঠান্তর, অর্থ এক।

মথুরা-ঈশান ॥ কাম্যবন ৫ হৈতে মধু ৬ § বনের আদেশ। কালীদহ-পশ্চিমে যমুনা পরবেশ ॥ সরস্বতী নামে এক ধারা আছে তাতে। মথুরার উত্তর প্রবেশ যমুনাতে॥ মথুরা পশ্চিমে আছে গোবর্দ্ধনগিরি। আট যোজন † সে মথুরা হইতে ধরি ॥ কহিব কাম্যকবন গোবর্দ্ধন-পশ্চিমে। মথুরা হইতে আট যোজন লোকে গণে ॥ বহুলা ৭ নামে বন আছে মথুরা-ঈশানে। মানস-গঙ্গার পার সে দুই যোজনে ॥ এই সাত বন সে পশ্চিমে যমুনার। কহিব ত পূর্ব্বকূলে পাঁচ বন আর ॥ মহাবন ১ নামে বন যমুনা-নিকটে। মথুরা হইতে সেই যোজনেক বাটে ॥ বিল্ব ২ নামে বন পশ্চিমে তাহার। অর্দ্ধ যোজন সেই মথুরা হৈতে পার ॥ তাহার উত্তরে আছে লোহ ৩ নামে বন। ভাণ্ডীর ৪ বন আছে তাহার ঈশান ॥ একত্র দুই বন ৫ * যমুনার কূলে। মহাবন হৈতে লোকে আট যোজন বলে ॥ এই ত দ্বাদশ বন মথুরামণ্ডল। কৃষ্ণের বিহারস্থান দেখায় সকল ॥ এই মনে কথালাপে প্রভাত হইল। যে বিধি আছিল প্রভু প্রাতঃক্রিয়া কৈল ॥ উৎকণ্ঠা-

---

§ মধু ?, অন্য পুস্তকে কিন্তু "মোহন" লেখা আছে, আদর্শ পুস্তকের "লহু" হইতে বর্ণভ্রমবোধে "মধু" এই পাঠ করা হইল।

† অনেক বারই "যোজন" শুনা যাইতেছে। চারি ক্রোশে যোজন, ইহা সত্য, কিন্তু এ স্থলে ক্রোশের পরিমাণ সম্ভবতঃ অত্যন্ত অল্প। কারণ, গোবর্দ্ধন মথুরা হইতে দুই যোজন, ইহাকে আট যোজন বলা হইয়াছে। গো-ক্রোশ অর্থাৎ গোরুর শব্দ যতদূর শুনা যায় সেই রূপ ক্রোশ নয় কি ?।

* পঞ্চম বন কোথায় ? নাম কি ?, অস্পষ্ট রহিয়াছে। দ্বাদশ বন প্রধান হইতে পারে কিন্তু আরও দ্বাদশবন (নিধু, নিকুঞ্জ ইত্যাদি) আছে। সমুদায়ে চব্বিশ বন।

হৃদয়ে দিল কৃষ্ণদাসে ডাক। দেহকে জিনিঞা সে অধিক অনু-রাগ॥ দেখিতে চলিলা প্রভু মথুরামণ্ডল। আপনে ঈশ্বর কৃষ্ণ-দাসে করে ছল॥ কৃষ্ণদাস কহে প্রভু ইথে কর মন। পুরীর তিন দিকে দেখ গড়ের পত্তন॥ পূরবে যমুনা নদী বহে দক্ষিণ মুখে। উত্তরে দক্ষিণদ্বার গড়ের দুই দিকে॥ কংসের আবাস দেখ পুরীর নৈর্ঋতে। পূরবে উত্তরে দুই দ্বার তাহাতে॥ বসিবার চৌতারা * দেখ বাড়ীর উত্তর। পুরীর বায়ুকোণে দেখ কারাগার হের॥ মূত্রস্থান হের দেখ ইহার দক্ষিণে। বিবরি কহিব কিছু শুন সাবধানে॥ কংস-ভয়ে বসুদেব লঞা যান পুত্র। আচম্বিতে কৃষ্ণ তার কোলে কৈল মূত্র॥ সেই খানে বসুদেব বসিলা সত্বরে। মূত্রস্থান তেঞি লোক বলয়ে ইহারে॥ ইহার উত্তরে দেখ উদ্ধবের ঘর। এ বোল শুনিতে প্রভুর গলে দুই ধার॥ কণ্টকিত হৈল অঙ্গ আপাদ মস্তক। কদম্ব-কেশর জিনি একটি পুলক॥ এই উদ্ধবের ঘর মুঞি আইলু এবে। এথায় কহিল কৃষ্ণ কহি অনুভবে॥ এই খানে কৃষ্ণ আর উদ্ধবের কথা। দেখিয়াছি যেন বাস মনে লাগে ব্যথা॥ এ বোল বলিতে প্রভু চাহে চারি দিকে। তবে "কহ কৃষ্ণদাস" কহে অনুরাগে॥ উদ্ধবের পূর্ব্বে দেখ উদ্ধবের ঘর। মালাকার বাস দেখ পূরবে ইহার॥ ইহার দক্ষিণে দেখ কুবুজার ঘর। তাহার দক্ষিণে রঙ্গস্থান মনোহর॥ বসুদেব আবাস দেখ

* চৌতারা=বেদী। ইহা পশ্চিমদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বৃক্ষতলে এবং নদী ও পুষ্করিণ্যাদির তীরে প্রায়ই দেখা যায়। "বৃন্দাবনে চবুতারা, তাহে মোর মন ভোরা" এই বলিয়া নরোত্তম দাস ঠাকুরও বর্ণন করিয়াছেন।

তার অগ্নিকোণে। এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে॥ গদ গদ স্বর কিছু অরুণ বদন। উগ্রসেন-বাড়ি দেখ ইহার ঈশান॥ দেখহ বিশ্রান্তিঘাট দক্ষিণে তাহার। গতশ্রম নাম মূর্ত্তি এথা পরচার॥ কংস মারি টানিয়া ফেলিতে হৈল খাল। তেঞি কংসখালি ঘাট দক্ষিণে ইহার॥ দেখহ প্রয়াগ ঘাট ইহার দক্ষিণে। তাহার দক্ষিণে ঘাট এ তিন্দুক নামে॥ সপ্ততীর্থ বলি ঘাট ইহার দক্ষিণে। তাহার দক্ষিণে দেখ ঋষিতীর্থ নামে॥ ইহার দক্ষিণে দেখ মুখ্যতীর্থ আর। তাহার দক্ষিণে কোটি তীর্থের প্রচার॥ তাহার দক্ষিণে দেখ বোধতীর্থ নামে। দক্ষিণে গণেশতীর্থ দেখ বিদ্যমানে॥ এই ত দ্বাদশ ঘাট সর্ব্বতীর্থ সার। পুরীর দক্ষিণে রঙ্গ-ভূমি দেখ আর॥ তাহার দক্ষিণে আর দেখ অপরূপ। দুরা-শয় কংস রাজা খুদিলেক কূপ॥ কৃষ্ণ মারি ইহাতে ফেলিব হেন কাম। কংস খুদিল কূপ কংসকূপ নাম॥ দেখহ অগস্ত্যকূপ নৈর্ঋতে তাহার। সেতুবন্ধ-সরোবরের উত্তরে ইহার॥ এ বোল শুনিতে প্রভু কি কি বলি ডাকে। অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন অঙ্গের পুলকে॥ সেতুবন্ধ-সরোবর শুন বিব-রণ। সাবধানে শুন প্রভু হঞা একমন॥ এক দিন আছে কৃষ্ণ গোপীগণ মেলে। রাসক্রীড়া করে এই সরোবর তীরে॥ রাধাকে কহয়ে আমি সেই রঘুনাথ। রাবণ মারিল আমি বানরের সাথ॥ এ বোল শুনিয়া রাধা মুচকি হাসয়ে। মিছা কথা কহে কৃষ্ণ এই ত আশয়ে॥ দেখিয়া তরস্ত হঞা পুছয়ে রাধাবে। কি লাগিয়া হাস রাই বোলহ আমারে॥ রাধা বলে মিছা কথা না বলিহ আর। তুমি সে কেমনে হৈলা

রাম-অবতার ॥ মহাজিতেন্দ্রিয় তেহোঁ পরম ঈশ্বর। তোমাতে সম্ভবে নাহি তাঁর ব্যবহার ॥ সমুদ্র বান্ধিলা তেহোঁ এ গাছ পাথরে। তুমিহ বান্ধহ দেখি এই সরোবরে ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু লহু লহু হাসে। আমি জলে থুইলে সে ইটা * পাথর ভাসে ॥ এ বোল শুনিয়া গোপী বলিল বচন। আনিয়ে পাথর দেখি বান্ধহ এখন ॥ মিছা গর্ব্ব না করিহ শুনহ কানাই। পাথর ভাসয়ে জলে কভু শুনি নাই ॥ ঠাকুর কহয়ে আন গাছ পাথর। পাথরে বান্ধিব জল এই সরো-বর ॥ এ বোল শুনিয়া তারা বহি আনে ইটা। কাষ্ঠ খান খান আনে পাথর গোটা গোটা ॥ গাছ পাথরে সরোবর গেল বান্ধা। ভাল ভাল বলে গোপী মুচকি হাসে রাধা ॥ রাধার কারণে সরোবর হৈল সেতু। সেতুবন্ধ সরোবর বলে এই হেতু ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অন্তর উল্লাস। গোরা-গুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥

পঠমঞ্জরী রাগ ॥

সপ্ত সমুদ্র কুণ্ড ইহার উত্তরে। দেবকীর সাত পুত্র মারিতে পাথরে ॥ ইহার উত্তরে দেখ লিঙ্গ ভূতেশ্বর। দেখ সরস্বতী-সঙ্গম পুরীর উত্তর ॥ এই খানে দেখ দশ অশ্বমেধ ঘাট। ইহার দক্ষিণে সোম তীর্থের এ বাট॥ কণ্ঠাভরণ মর্জ্জন ইহার দক্ষিণে। নাগতীর্থ ধারা বহে পাতাল গমনে ॥ সঞ্জমন আদি কুণ্ড ঘাটে গেলা তবে। পুরী অনুভব করে নিজ অনুভবে ॥ এই মনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে দিন গেল। ভিক্ষা করিয়া প্রভু রজনী বঞ্চিল ॥ উৎকণ্ঠায় আকুল দীঘল ভেল

* ইটা=ইষ্টক। "ইটা" স্থলে অপর পুস্তকে "কাষ্ঠ" লেখা আছে।

রাতি। পোহাইল পোহাইল পুছে হিয়ার আরতি ॥ রজনী প্রভাত হৈল হিয়ার উল্লাষ। প্রাতঃক্রিয়া করি বলে আইস কৃষ্ণদাস ॥ কৃষ্ণদাস বলে প্রভু শুনহ বচন। মথুরামণ্ডল ভূমি একুইশ * যোজন ॥ দ্বাদশ বন হয় ছয় যোজন ভিতরে। যে খানে যে কৈল কৃষ্ণ দেখাব সকলে ॥ নারদবচন কংস শুনে এই খানে। বসুদেব দেবকীরে রাখে এই খানে ॥ এই খানে হৈল কৃষ্ণ চতুর্ভুজ, দেখি। এথা পরিহার মাগে বসুদেব দেবকী ॥ এই খানে বসুদেব কৃষ্ণ লঞা কোলে। নিদ্রায় প্রহরিগণ পড়ি গেলা ভোলে ॥ ফণা ছত্র লইয়া বাসুকি পাছে ধায়। যমুনাতে পার সে শৃগালী আগে যায় ॥ এই মহাবনে নন্দঘোষের বসতি। নিন্দে প্রসবিল কন্যা যশোদা পুণ্যবতী ॥ নন্দ-ঘরে পুত্র থুইয়া কন্যারে আনিল। দেবকীর কন্যা বলি কংসকে ভাণ্ডিল ॥ পাপিষ্ঠ সে কংসরাজ মারিতে কন্যারে। বিদ্যুৎ হইয়া সেই গেল আকাশেরে ॥ অপরাধে কংস স্তুতি করয়ে দোঁহারে। গগনে আকাশবাণী শুনে হেন কালে ॥ শুনিয়া সে বাণী কংস হিংসিতে লাগিল। নিশ্চয় করিয়া নিজ মরণ জানিল ॥ মথুরা আইলা নন্দ পুত্রোৎসব করি। বসুদেব সনে শিশু আবরিতে বলি ॥ সপ্তম দিবসে কৃষ্ণ পূতনা বধিল। মাসেকের কালে শকট ভাঙ্গিয়া ফেলিল ॥ তৃণাবর্ত্ত মারে কৃষ্ণ হঞা বিশ্বম্ভরে। জৃম্ভায়ে মায়েরে বিশ্ব দেখাইল উদরে ॥ ছয় মাসের কালে নাম-করণ হইল। মৃত্তিকা-ভক্ষণে বিশ্বরূপ দেখাইল ॥ মন্থনের দণ্ড ধরি নাচিলা এই খানে। দুগ্ধ উথলিতে এথা যশোদা গমনে॥

* "একুইশ" স্থলে অপর পুস্তকে "চল্লিশ" লেখা আছে, তাহা অসঙ্গত।

উদূখলে চড়ি শিকার ভাণ্ড ছেদ করি। ঊর্দ্ধমুখে নবনীত পান কৈল হরি॥ এই খানে চুরি করি কৃষ্ণ খাইল ননী। উদূখলে বান্ধে লৈয়া যশোদা জননী॥ যমল অর্জ্জুন ভঙ্গ কৈল এই খানে। ধান্য দিয়া ফল খাইল দেব নারায়ণে॥ মহাবন-দক্ষিণে দেখ গোকুলনগর। শিশু সঙ্গে বৎস রাখে এথা দামোদর॥ হের দেখ গোপেশ্বর মূর্ত্তি মনোহর। সপ্ত সামুদ্রক কূপ দেখহ সুন্দর॥ আয়ানের ঘর দেখ পূরব পশ্চিমে। নন্দগোপের গ্রাম আয়ানের দক্ষিণে॥ উপনন্দের ঘর এই গ্রামের মধ্য খানে। পশ্চিমে দেখহ রাবণের তপোবনে॥ দেখহ দুর্ব্বাসাশ্রম ইহার উত্তর। নিকটে দেখহ লোহবন মনোহর॥ অপরূপ কহি এই হের বিল্ববনে। কৃষ্ণ কোলে করি নন্দ আছিলা এখানে॥ রাধাকে দেখিয়া নন্দ কহিল উত্তর। কোলে করি নেহ কৃষ্ণ থুও লঞা ঘর॥ নন্দের আদেশে রাধা কৃষ্ণ করে কোলে। চুম্বন করয়ে বাল্য-আচরণ ছলে॥ কাজ নাহি বুঝে রাধা লঞা যায় পথে। গাঢ় আলিঙ্গনে কুচ চিরে নখাঘাতে॥ দেখিয়া চরিত্র রাধার বিস্ময় লাগিল। হিয়া উপজিল ভাব বেকত না কৈল॥ হের আর দেখ পুনঃ কৃষ্ণের চরিত। মরয়ে সকল শিশু তৃষ্ণায় পীড়িত॥ পাঁচনী খনিল কুণ্ড দেখ বিদ্যমান। শুনি মাত্র গৌরচন্দ্র নাহি বাহ্য জ্ঞান॥ কতক্ষণে গৌরচন্দ্রের হইল ত বাহ্য। প্রভু কহে কৃষ্ণদাস কি হইল কার্য্য॥ এই খানে দেখ উপনন্দ আদি যত। যুক্তি করিলেন সব গোয়ালা সম্মত॥ অসহ্য এ রাজপীড়া নিত্যই সঙ্কট। রজনী প্রভাতে সভে সাজাইল শকট॥ গোপীগণ শকটে করিয়া গোপগণ। নিকট

বসতি করিবারে বৃন্দাবন ॥ হে হৈ রবে যায় গোধন চালাইয়া। পদে বাধা হাতে লড়ি শিরে পাগ দিয়া ॥ ভদ্র ভাণ্ডীর বনে ছিলা দুই মাস। আনন্দে গায়েন গুণ এ লোচনদাস ॥

তবে পার হৈলা সে নিকট বৃন্দাবনে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শকট রাখি এই খানে ॥ কপিত্থ গাছের তলায় বৎসক বধিল। পুচ্ছ পদ ধরি তারে তুলি আছাড়িল ॥ গিলি উপাড়িল কৃষ্ণ এথা বকাসুর। দুই ওষ্ঠে ধরি চিরি প্রাণ কৈল দূর ॥ এই গোঠে বিহরে বালক সব সঙ্গে। শিঙ্গা বেণু বেত্র হাতে নানাবিধ রঙ্গে ॥ কেঁহ কেহ জন্তু ছলে সেই শব্দ করে। উড়িতে পক্ষির ছায়া চাহে ধরিবারে ॥ এ বোল শুনিয়া গৌর বিহ্বল হিয়ায়। বালকের সঙ্গে সেই ইতস্ততঃ ধায় ॥ ময়ূরের শব্দ করে ধরয়ে ফেকম *। পুলকে পূরল অঙ্গ অরুণ নয়ন ॥ ভাই ভাই বলি ডাকে হৈ হৈ বলে। শ্রীদাম সুদাম বলি গাছ কৈল কোলে ॥ সখ্যভাবে ব্যাকুল হইয়া গৌররায়। প্রেমায় আকুল হঞা চারি দিকে ধায় ॥ কালী ধবলী বলি ডাকে ঘনে ঘন। কতি গেল ধেনুকাসুর মারিব এখন ॥ ইহা বলি কান্দে বাহ্য নাহিক শরীরে। কৃষ্ণদাস বলে তুমি সেই যদুবীরে ॥ সঙ্গের সঙ্গতিগণ তাঁরাও তেমন। গোরা-মুখ নেহারয়ে নাহি সম্বেদন ॥ কতক্ষণে গৌরাঙ্গচন্দ্রের হৈল বাহ্য। পুনরপি কৃষ্ণদাসে কহে কহ কার্য্য ॥ বৎসের কনিষ্ঠ সর্প নাম অঘাসুর। এই খানে কৃষ্ণ তার প্রাণ কৈল দূর ॥ এখানে যমুনা ছিলা নাহিক এখন। এখানে হরিল ব্রহ্মা বৎস শিশুগণ ॥ বৎসরেক ছিলা গোবর্দ্ধনের

* ফেকম = অঙ্গ-ভঙ্গী। "পেখন" এবং "ফেকন" পাঠান্তর।

ভিতরে। সেই বৎস শিশু দেখি ব্রহ্মা স্তব করে ॥ ধেনুক মারিয়া তাল খাইল বলরামে। যমুনাতে দেখ কালীয়দহ এই খানে ॥ কদম্বতরু আরোহণ কৈল এই খানে। ঝাঁপ দিয়া কৈল কালীয়নাগের দমনে ॥ শীতে আর্ত্ত হঞা কৃষ্ণ এ ঘাটে উঠিল। দ্বাদশ সূর্য্যের তাপ গগনে উদিল ॥ দ্বাদশ-আদিত্য ঘাট তেঞি বলে লোকে। কালীয়দমন মূর্ত্তি দেখ পরতেকে ॥ এই খানে শিশু বৎস পোড়ে দাবানলে। দাবানল পান করি রাখিল সভারে ॥ শ্রীদামের কান্ধে কৃষ্ণ চড়িলা এখানে। প্রলম্ব হারিয়া কান্ধে করে বলরামে ॥ অসুরের মায়া ব্যক্ত হৈল বলরামে। মস্তকে মারিল মুষ্টি ছাড়িল পরাণে। ভাণ্ডীর বনেতে অঘাসুরের মরণ। নিকটেতে দেখ গোসাঞি হের বৃন্দাবন ॥ ঈষীকা-মুঞ্জাটবী *দেখ পরম-মোহন। এই খানে আচম্বিতে না দেখি গোধন ॥ ধেনু না দেখিয়া সে বাঁশীতে দিল ফুক। ঊর্দ্ধ কাণ করি ধেনু আইসে ঊর্দ্ধমুখ ॥ তৃণ মুখে ধেনু ধায় বৎস স্তনমুখী। মুরলীর গানেতে মোহিত মৃগ পক্ষী ॥ পুনঃ দাবানলে ব্যগ্র ভেল শিশুগণ। দাবানল পান শিশু মুদ্রিত নয়ন ॥ এই মতে কৃষ্ণের বিহার স্থানে স্থানে। আনন্দে দেখয়ে গৌর, কহয়ে লোচনে ॥

গোপকুমারিকা ব্রত কৈল এই খানে। কাম্য করে দাসী

* ঈষীকা=কাশ, অর্থাৎ কেশো ঘাস। এখানে অনেক মুঞ্জ-যুক্ত কেশো ঘাসের বন। এই শব্দের বর্ণগত পার্থক্য এইঃ—ঈষীকা, ইষীকা, ইষিকা। অপরার্থ=তুলী, হস্তির চক্ষুর্গোলক, কুশ, শর তৃণের নাজ্, খড়্কে, অস্ত্রবিশেষ।

হ'ব কৃষ্ণের চরণে ॥ বস্ত্র আভরণ তাঁরা থুঞা এই ঘাটে। জলে নামি স্নান তাঁরা করয়ে লেঙটে ॥ আচম্বিতে বস্ত্র-অলঙ্কার লইয়া হরি। নীপতরু * যাঞা উঠি হাসে ধীরি ধীরি। গোপ-কুমারিকা স্তুতি অনেক যতনে। তুষ্ট হঞা দিল তারে বস্ত্র আভরণে ॥ বৃন্দাবন প্রশংসয়ে শিশু সম্বোধিয়া। যজ্ঞপত্নী-স্থানে অন্ন খাইল মাগিয়া ॥ কংসের উৎপাতে সব গোপ ভয় পাঞা। নন্দীশ্বর গিরিতে আশ্রয় কৈল গিয়া ॥ বসতি করিল মানস-গঙ্গার দুকূলে। বিলাস করিল গোবর্দ্ধনের শিখরে ॥ ইন্দ্র-সনে বাধ করি এ পর্ব্বত ধরে। তুলিলেক মহাগিরি সপ্তম বৎসরে ॥ মানসগঙ্গার ধারা পর্ব্বত-ঈশানে। স্থল নাহি পার হৈতে নারে গোপীগণে ॥ নৌকা পারাবার করি বাড়ায় কৌতুক। জলে ভাসি দেহ গোপী দিলেক যৌতুক † ॥ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া আছে রাজপথে। গোকুল মথুরার লোক করে গতায়াতে ॥ পর্ব্বত-উপরে হের দেখ রম্য স্থান। এই খানে গোপিকারে সাধে মহাদান ॥ বসিয়া সাধিল দান এই ত পাষাণে। এই দান চবুতারা দেখ বিদ্যমানে ॥ পাষাণ দেখিয়া প্রভু গদ গদ স্বর। অরুণ বরণ ভেল সব কলেবর ॥ নিজ কর দিয়া প্রভু মাজয়ে পাষাণ। এক দৃষ্টে চাহে প্রভু বসিবার স্থান ॥ ক্ষণে বুক দেই ক্ষণে করে নমস্কার। ক্ষণে বলে রাধা দান দেহ না আমার ॥ অবশ-শরীর প্রভু পড়ে ভূমিতলে। ক্ষণে যে উঠিয়া সে পাথর করে কোলে ॥ কৃষ্ণদাস বলে গোসাঞি শুন মোর বোল ॥

* নীপতরু = কদম্ববৃক্ষ।

† যৌতুক = উপঢৌকন.

দেখিবে ত সব স্থান নহ উতরোল ॥ পর্ব্বতের পূর্ব্ব দেখ এ কুসুমবন। তাহার দক্ষিণে রাসমণ্ডলের স্থান ॥ এ বোল শুনিয়া গোরা বলে রহ রহ ॥ শ্রীরাসমণ্ডল-কথা ভালমতে কহ ॥ রাধাকৃষ্ণ রাস কৈল সেই এই স্থান। এ বোল বলিতে গোরার ঝরে দুনয়ান ॥ হা হা কৃষ্ণ হা হা রাধে বলে বার বার ॥ অরুণ-নয়নে ঝরে সাত পাঁচ ধার ॥ এ রাসমণ্ডল বলি পাড়ে গড়াগড়ি। ক্ষণে উভ বাহু তুলি হুহুঙ্কার করি ॥ জানু উপরে জানু ত্রিভঙ্গিম রহে। শুন শুন বলি রাধাকৃষ্ণ-কথা কহে ॥ পুন কি করিব বলি অট্ট অট্ট হাস। এই খানে হয়ে রাধাকৃষ্ণ কৈল রাস ॥ বিহ্বল দেখিয়া গৌরে বলে কৃষ্ণদাস। পর্ব্বত-উপরে রাধা কদম্ববিলাস ॥ দেখ ইন্দ্র-আরাধন অন্ন-কূট নাম। ইন্দ্রপূজা বা কৃষ্ণ কৈল এই স্থান ॥ অভিমানে আপনা পাশরে ইন্দ্ররাজ। কত বরিষণ কৈল গোয়ালা-সমাজ ॥ সেইরূপ মূর্ত্তি দেখি পর্ব্বতশিখরে। "হরিরায়" নাম মূর্ত্তি পর্ব্বত-উপরে ॥ গোবর্দ্ধন-উপরে দক্ষিণভাগে বাস। "গোপাল রায়" নাম এথা কৃষ্ণের বিলাস॥ ইন্দ্রদর্প হরি চড়ে পর্ব্বত-উপরে। এথা ইন্দ্র অভিষেক রাজরাজেশ্বরে ॥ সর্ব্ব-পাপহর কুণ্ড পর্ব্বত-দক্ষিণে। তাহার উপরে দেখ শিলা উবটনে? ॥ আর পাঁচ কুণ্ড দেখ পর্ব্বত-উপর। ব্রহ্মকুণ্ড রুদ্র-কুণ্ড সর্ব্বতীর্থ-সার ॥ ইন্দ্রকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড মোক্ষকুণ্ড নামে। পৃথিবীতে যত তীর্থ ইহাতে বিশ্রামে ॥ এই খানে দ্বাদশী-পারণা স্নানকালে। বরুণে হরিল নন্দ কৃষ্ণ দেখিবারে ॥ ব্রহ্মকুণ্ড জন্ম এই দেখ বৃন্দাবন। কৃষ্ণের বিভব শিশু দেখহ নয়ন ॥ অশোক-বন দেখহ কুণ্ডের উত্তরে। এক আশ্চর্য্য কথা

শুনহ ইহারে ॥ কার্ত্তিক-পূর্ণিমা তিথি দিবসের মাঝে। কুসু-মিত হয় তরু দেখে সর্ব্বরাজ্যে ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু নেহারয়ে বন। অকালে পুষ্পিত তরু ভৈগেল তখন ॥ মঞ্জ-রিত তরু লতা ফল ফুল কালে। অদ্ভুত দেখিয়া কৃষ্ণদাস কিছু বলে ॥ অদভুত গন্ধ গোরা-অঙ্গের বাতাস। কৃষ্ণদাস বলে তোমার কপট সন্ন্যাস ॥ দণ্ডবৎ করে ভূমে স্তব্ধ হঞা রহে। কহ কহ কহ, গৌর কৃষ্ণদাসে কহে ॥ কৃষ্ণদাস বলে গোসাঞি শুনহ বচনে। রাসক্রীড়া কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দা-বনে ॥ এই কল্পতরু-মূলে পূরে বংশীনাদ। ষোল ক্রোশ পথে গোপী ভেল উনমাদ ॥ বিতথচেতন গোপী কৃষ্ণ-আক-র্ষণে। উপেখিল কুল শীল লাজ ভয় মানে ॥ ব্যস্ত বস্ত্র আ-ভরণ হৈল সভাকারে। কৃষ্ণগতচিত্ত-বৃত্তি মদনঝঙ্কারে ॥ অপ্রাকৃত কামেতে মুগধ ব্রজবালা। কৃষ্ণের নিকট আসি সভাই মিলিলা ॥ এখানে দেখহ নাম এ "গোবিন্দ রায়।" শুনি মাত্র গোরারায় বিভোর হিয়ায় ॥ হইল আবেশ পুনঃ পরবশ অঙ্গ। এ ভূমি আকাশ জোড়ে রসের তরঙ্গ ॥ হুহু-ঙ্কার নাদে রস অমিয়া বরিষে। পশু পক্ষী উনমাদ মদন হরিষে ॥ অকালে পুষ্পিত ভেল সব তরুবর। কোকিল সুস্বর নাদে মাতিল ভ্রমর ॥ বংশী বলি ডাকে প্রভু রস প্রশং-সিয়া। ভালি রে ভালি রে বলে মুচকি হাসিয়া ॥ কোন কথা কহে যেন নিদ্রার স্বপনে ॥ ক্ষণেকে চমকি নিজ অঙ্গ করি কোলে। দ্রবময় ভেল দেহ সব অঙ্গ ঝরে ॥ ক্ষণে বালবেশে নাচে অট্ট অট্ট-হাস। বিহ্বল চরণে পড়ি কান্দে কৃষ্ণদাস ॥ মোর ভাগ্যে তিন লোকে নাহি কোন জন।

বড় ভাগ্যে পাইলু মুঞি হারাইলু ধন॥ এ বোল বলিতে প্রভুর বাহ্য হৈল যবে। কহ কৃষ্ণদাসে বলে কি হইল তবে॥ এই খানে গোপীরে বুঝায় কুলাচার। গোপীর নিগূঢ় ভক্তি ভাব বুঝিবার॥ কিম্বা অনুরাগ বৃদ্ধ করিবার তরে। রস-পরিপাটী ভাব বাঢ়ায় অন্তরে॥ "সুমধ্যমাগণ কেনে রাত্রে কুঞ্জমাঝে। ভয় না করিলে এথা আইলে কোন্ কাজে॥ পরপতি লালস পরশ হেতু তোরা। পরনারী দরশ পরশ নাহি মোরা॥ আপনার ঘরে গিয়া পতিসেবা কর। নারী নিজপতি ভজে এই ধর্ম্ম সার॥ কিবা রুগ্ন কিবা বৃদ্ধ দরিদ্র কুরূপ। নিজপতি সেবা পরধর্ম্মের স্বরূপ॥ চল চল নিজগৃহে যাহ ব্রজবালা। যতি নাহি করে নিজধর্ম্মে অবহেলা॥ আমি মহাধর্ম্মী কভু না করি অধর্ম্ম। না বুঝি আমার মন কৈলে কোন কর্ম্ম॥" শুনিয়া রমণীগণ হৈলা মুরছিতে। স্তব্ধ হইয়া রহে যেন চিত্র রহে ভিতে॥ অল্প অল্প শ্বাস হৈল বাক্য নাহি কার। মদনজ্বরেতে জারিলেক কলেবর॥ কভু ঘন শ্বাস হয় বিরহের তাপে। কভু নেত্র ঝরে কভু সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে॥ কভু কভু কৃষ্ণপানে থির-দিঠে চাহে। কভু কভু মদনভাবেতে থির নহে॥ ভাবভরে কি বোল বলিতে কিবা কহে। সভারে মনের কথা আপনে কহয়ে॥ জগত্ মোহন যার করে রূপ গুণে। অবলা ধৈরয তবে ধরিব কেমনে॥ মোরা কুলবতী কুলব্রত-মাত্র জানি। কুলব্রত ভঙ্গ কৈল মুরলীর ধ্বনি॥ তুমি কিছু নাহি জান মোরা নাহি জানি। জগৎ-মোহন গুণে আনিল রমণী॥ "পতির পরম পতি তুমি আত্মারাম। তোমারে ছাড়িলে

পতি অগতি প্রমাণ” ॥ মোর আত্মারাম তুমি রমহ আমাতে। তবে পরপতি কোথা দেখিলে ভজিতে ॥ অহে পতিগতি পতি সভার আশ্রয়। আনন্দ পরমানন্দ সর্ব্ব সুখময় ॥ ভাব-ভরে ভাবিনীর গণ সত্য কহে। ভাব কথা শুনি কৃষ্ণ হৈলা ভাবময়ে ॥ চাহিলা সরসহাস্যে সব গোপীগণে। যত সুখ গোপী পাইল কেহ নাহি জানে ॥ বেঢ়িলেক সব গোপী প্রভু যদুমণি। মেঘেতে ঝলকে যেন থির সৌদামিনী ॥ এই খানে অপরূপ এ রাসবিহার। এক গোপী এক কৃষ্ণ মণ্ডলী তাহার ॥ কনকচম্পক আর মরকতমণি। গাঁথিল যেমন মালা মণ্ডলী তেমনি ॥ যত গোপী তত কৃষ্ণ এ রাস-মণ্ডলে। পড়িল রাসের হাট বৃন্দাবন-স্থলে ॥ কল্পবৃক্ষ-স্থানে রাধাকৃষ্ণ দুই জন। গোপীর অংশিনী রাধা রসের কারণ ॥ কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ তথা হইল অপার। যত রাধা তত কৃষ্ণ হৈলা এ বিচার ॥ রাস-হাট উপরে পতাকা শশ-ধরে। কোকিল কোটাল * হঞা জাগায় কামেরে ॥ ভ্রমরা হাটের বাদ্য পশার যৌবন। গরাক § রসিকবর মদন-মোহন ॥ গোপিকার শুদ্ধ প্রেম জানিয়া শ্রীহরি। ভকত বশ্যতাগণ প্রকাশ সে করি ॥ যূথে যূথে পাটয়ার নটিনী গোপিনী। নাটুয়া তাহার মাঝে প্রভু যদুমণি ॥ বলয়া নূপুর মণি কিঙ্কিণীর রোল। মুরলী-মধুরধ্বনি তাহাতে উজোর ॥ রবাব উপাঙ্গ সব মণ্ডলের গান। মৃদঙ্গ মন্দিরা ডম্ফ পাখোয়াজ রসাল ॥ আর অপরূপ হের দেখ এই খানে। রাধা রাজা কৈল কৃষ্ণ এই

* কোটাল—নগরপাল (প্রহরী)।

§ গরাক—গ্রাহক অর্থাৎ যে খরিদ করে, “গরাখ” পাঠান্তর।

বৃন্দাবনে॥ হেন মতে রাসে বিহরয়ে যদুরায়। আচম্বিতে সব গোপী দেখিতে না পায়॥ এক গোপী লঞা গেল সভারে এড়িয়া। কান্দে এই খানে গোপী অঙ্গ আছাড়িয়া॥ সঙ্গের গোপিকা সেই আদরে ইতর। হাসিয়া কহয়ে মুঞি চলিতে কাতর॥ যেন মতে পার তেন মতে লহ তুমি। কাণু কহে আইস কান্ধে করি নিব আমি॥ কোলে করি লঞা গেলা আর কত দূর। আচম্বিতে তাহা কেহ ভৈগেল নিঠুর॥ এই খানে অন্তর্দ্ধান্ করিলা তাহারে। ব্যাকুলিতা সেই গোপী কান্দে একেশ্বরে॥ কৃষ্ণ হারাইয়া আর গোপী সব যত। এই খানে বোলে তারা চরিত উন্মত॥ বিরহে ব্যাকুলা গোপী কান্দে উভরায়। এ কথা শুনিতে দুঃখ বাঢ়য়ে হিয়ায়॥ এই খানে গোপী কৃষ্ণচরিতে তন্ময়। যে খানে যে কৈল কৃষ্ণ তেন মত হয়॥ সেই অভিনয় করে সেই সব রীত॥ উনমত গোপী সব কৃষ্ণময়চিত॥ হেন মতে মূর্চ্ছা যবে পাইল গোপীগণ। এই খানে কৃষ্ণ তবে দিল দরশন॥ পুনরপি কৈল তবে এ রাস-বিলাস। পুনঃ রাসোৎসবে গোপী আনন্দ উল্লাস॥ এই মতে আনন্দ কৌতুকে রাত্রিশেষে। অলসল অঙ্গ শ্লথ ভেল রসাবেশে॥ যমুনা-পুলিন গেলা সব গোপী লঞা। গোপী কোলে নিদ্রা যায় শ্রমযুক্ত হঞা॥ এখানে যমুনাজল সুশীতল বায়। কৃষ্ণ কোলে সব গোপী সুখে নিদ্রা যায়॥ এই মতে শুভ রাত্রি সুপ্রভাত হৈল। প্রণতি করিয়া গোপী নিজঘর গেল॥ এই মতে সব স্থান দেখি গোরারায়। আনন্দে লোচনদাস গোরাগুণ গায়॥

ইহার ভিতরে শুন এক বিবরণ। দধি দুগ্ধ বেচিবারে রাধার গমন॥ এই খানে শিশু লঞা কৃষ্ণের মন্ত্রণা। ডর দরশাহ রাধা পাউক যন্ত্রণা॥ বনে লুকাইয়া শিশু মহাশব্দ করে। ডরে ডরাইয়া রাধা কৃষ্ণ চাপি ধরে॥ রাধা কোলে করে কৃষ্ণ বলে হায় হায়। চুম্বন করয়ে প্রিয়বাণীতে বুঝায়॥ কৃষ্ণের পিরিতি পাঞা রাধিকা বিহ্বল॥ মদন-আলিসে রাধা পাশরিল ঘর॥ এই খানে নিকুঞ্জেতে মদনবিলাস। প্রেমায় মুগধ দোঁহে ভেল মহারাস॥ এই খানে নাম হৈল মদন-গোপাল। শুনিয়া আনন্দে গোরা বোলে ভাল ভাল॥ দেখহ কুমুদবনে কৃষ্ণের চরিত। এই খানে খেলা খেলে বালক সহিত॥ শ্রীদাম, সুবল গোঠে মুখ্য দুই জন। বালকে বালকে খেলা কন্দল তখন॥ কন্দলিয়া নাম স্থান তেঞিত ইহার। কহিল কুমুদ নাম বনের বিহার॥ অম্বিকার বন দেখ সরস্বতী-তীরে। এথা হরগৌরী গোপ গোপী পূজা করে॥ অঙ্গিরা-পুত্রেরে উপহাসের কারণ। সর্পদেহ ছিল বিদ্যাধর সুদর্শন॥ শাপান্ত কারণে সেই নন্দেরে গিলিল। উগাড়িল নন্দে কৃষ্ণ-চরণে ছুইল॥ কুবের-বচনে শঙ্খচূড়ের মরণ। মাথায়ে মুষ্টিকাঘাতে মণির গ্রহণ॥ অরিষ্ট বৃষভ-শৃঙ্গ চরণে ধরিয়া। মুখে রক্ত তোলে গোঠে মাইল আছাড়িয়া॥ নারদবচনে কংস চিন্তায়ে বিমনঃ। বসুদেব দেবকীর নিগড় বন্ধন॥ অশ্বরূপ ধরে কেশী কংস-অনুচর। মহাতেজঃ কৃষ্ণবর্ণ দেখি লাগে ডর॥ বায়ু বন্ধ করি মাইল মুখে দিয়া হাত। এই খানে কেশি-বধ কৈল গোপীনাথ॥ মেষরূপে শিশু চুরি করয়ে অসুর। পাথর আচ্ছাদি রাখে পর্ব্বতগহ্বর॥ আনিলেন শিশু ব্যোম

আছাড়ি মারিয়া। আনন্দে খেলেন খেলা দুষ্ট নিবারিয়া॥ তবে ত নন্দের ঘর ছিল নন্দীশ্বর। ইহার পশ্চিমে দেখ কাম্যবন আর॥ পিছলি পাথর দেখ এ গোপ ছাওয়ালে। পিছলি খেলায় এথা বিহান বিকালে॥ পাবন সরোবর নন্দীশ্বরের উত্তরে। চৌদিকে দেখহ খুটা বান্ধিতে বাছুরে॥ মথুরাতে অক্রূরকে কংসের আদেশে। এই খানে সন্ধ্যাকালে নগর প্রবেশে॥ পথেতে আসিতে নানা মনঃকথা ছিল। পদারবিন্দের চিহ্ন দেখি সিদ্ধ হৈল॥ এই মাঠে রামকৃষ্ণ চলিলেন রথে। রাজা দরশনে চলে অক্রূরের সাঁথে॥ ঘর লঞা গেলা তারা করিয়া আদর। রজনীতে কংসমর্ম্ম কহিল সকল॥ প্রভাতে ঘোষণা নন্দ দিলেন সভারে। ঘোষণা পড়িল যাব কংসে ভেটিবারে*॥ এই খানে গোপীগণ মরয়ে কান্দিয়া। কৃষ্ণের বিরহে কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া॥ ভূমিতে পড়িয়া কান্দে আউলাইল কেশ। বসন ভূষণ সব ব্যস্ত ভেল বেশ॥ তাহার কান্দনা মুখে কহনে কি যায়। প্রাণহীন দেহ যেন রহে হাত পায়॥ দূত হারে কৃষ্ণ সে আপনে শান্ত করে। আসিতেছি আমি কথো দিবস ভিতরে॥ তোমরা সকল মোর প্রাণের সমান। প্রাণ ছাড়া দেহ রহে এ নহে সে প্রমাণ॥ দুষ্টগণ নাশ করি শীঘ্র সে আসিব। দুঃখ না ভাবিহ, জান স্বরূপে এ সব॥ এখানে গোয়ালা সব শকটে চড়িল॥ মানসগঙ্গার ঘাটে সভাই জিরাইল §॥ যমুনার ঘাটে গেলা আড়াই প্রহর। স্নান·

* ভেট=দর্শন। কোন স্থানে উপহৃত দ্রব্যকেও বুঝায়।

§ জিরাইল=বিশ্রাম করিল। কলিকাতাদি দক্ষিণ দেশে এখন এই কথার বিশেষ প্রচল দেখা যায়।

ফলাহার কৈলা গোয়ালা সকল॥ অক্রুরের প্রতি স্নানে বিভূতি দেখায়ে। বিকালে নন্দাদি আগে পাছে কৃষ্ণ যায়ে॥ অক্রুর যতন করে নিজ ঘর নিতে। বলিল তাহারে যাব লেউটি আসিতে॥ কৃষ্ণের বিলম্বে গোপ মথুরা নিকটে। সরস্বতী-তীরে তথা রাখিল শকটে॥ নন্দ আদি গোপ যত রাখি এই খানে। আগেতে জানায় কংসে অক্রুর আপনে॥ বুঝি এই খানে স্থিতি হৈব কথো ক্ষণ। মথুরা দেখিতে দুই ভাইর গমন॥ দেখিল রজক এক দুর্ম্মুখ তার নাম। দেখিয়া কাপড় মাগে কৃষ্ণ বলরাম॥ দুর্ম্মুখ পাপিষ্ঠ সেই বলে দুরক্ষর *। করাগ্রে কাটিয়া তার ফেলিল কন্ধর॥ সেই দিব্য বস্ত্র পরি সুখে হরষিতে। সুদামা মালির ঘর ভেল উপনীতে॥ সুদামা উঠিয়া কৈল চরণবন্দন। দিব্য মালা অঙ্গে দিয়া করয়ে স্তবন॥ তার পূজা লইয়া চলিলা দুই ভাই। ত্রিবক্রা কুবুজী † এক দেখিল তথাই॥ ত্রিবক্রা দেখিয়া মনে হাস্য উপজিল। উপহাস করি তারে আইস আইস বৈল॥ আদরে তাহারে কুবুজী নিজ ঘর নিল। দিব্য গন্ধ অগুরু শ্রীঅঙ্গেতে লেপিল॥ বড় তুষ্ট হঞা কুব্জা সোসর করিল। শ্রীহস্ত পরশে কুবুজী দিব্যমূর্ত্তি হৈল॥ কামে অচেতন কুবুজী চাহে কাণু পানে। লজ্জা পরিহরি কহে বেকত বদনে॥ আশ্বাস বচনে তারে তুষ্ট কৈলা হরি। চলিলা ত দুই ভাই নটবেশ ধরি॥ তবে ধনুর্যজ্ঞ স্থানে ধনুক ভাঙ্গিল। কংস অনুচর সব মারিতে ধাইল॥ ধনুর্ভঙ্গ হাতে করি কংস-চর মারি।

* দুরক্ষর—কটুকথা।

† ত্রিবক্রা—স্থলে ত্রিবঙ্কা পাঠান্তর।

সন্ধ্যায় চলিলা যথা নন্দ আদি করি॥ সেই ত রজনী কংস কুস্বপ্ন দেখিল। অতি উচ্চতর করি এ মঞ্চ বাঁধিল॥ ইহার দক্ষিণে হের দুই মঞ্চ আর। বসুদেব দেবকীর তরে বসিবার॥ কালি এথা রামকৃষ্ণ মরিব আসিয়া। পুত্র মৃত্যুঞ্জয় দেখে যেন এখানে বসিয়া॥ চৌদিকে পাত্র মিত্র সবে কৈল মঞ্চ। অবিকলে মল্লযুদ্ধ দেখিতে সুসঞ্চ॥ পশ্চিমে খুদিল কূপ সেই ত পামরে। দুই ভাই মারি তাতে ফেলিবার তরে॥ প্রভাতে উঠিয়া তাতে বৈসে কংসরাজ। আনহ গোয়ালা সব দেউক রাজ-কাজ॥ তার দুই পুত্র আন কৃষ্ণ বলরাম। ভাল শুনিয়াছি তারা দেখিব সংগ্রাম॥ ধাইল ধাওয়া সেই রাজার আজ্ঞায়। সংগ্রামের শব্দ শুনি রাম কৃষ্ণ ধায়॥ সত্বরে চলিয়া গেলা গড়ের দুয়ার। গড়দ্বারে গজ আছে পর্ব্বত-আকার॥ রাম কৃষ্ণ দেখি রুষি আইসে মারিবার। রুষিয়া রহিলা কৃষ্ণ সম্মুখে তাহার॥ শুণ্ডে ধরি ঠেলি চড়ে তার কান্দে। মাহুত মারিয়া টান দিল দুই হাতে॥ দন্ত উপাড়িয়া পুচ্ছ ধরিয়া ঘূরায়ে। আকাশে তুলিয়া চারি যোজন ফেলায়ে॥ পড়িল সে মহাগজ শুনে কংসরায়। কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ তরাস হিয়ায়॥ যুদ্ধ দেখিবারে ভেল মোর মন॥ এই খানে মল্লযুদ্ধ ভেল মহারণে। চাণূর সহিতে কৃষ্ণ মুষ্টিক বলরামে॥ এই খানে হাহাকার কৈল সব লোক। এ মল্লের যোগ্য নহে এ অতি বালক॥ অযোগ্য করণ কংস করয়ে বিরূপ। যার যেন হিয়া কৃষ্ণে দেখয়ে নিরূপ॥ চাণূর মুষ্টিক দুই ভাই করে রণ। দেখিয়া চমকে রাজা তখনে তখন॥ চাণূর মারিল কৃষ্ণ, ঘুচিল উৎ-

পাত। মুষ্টিক মারিল বাম শবদ নির্ঘাত॥ পুনর্ব্বার মুটকিতে কূটমল্ল মালে। শাল্ব নামে মল্ল কৃষ্ণ মারিল আছাড়ে॥ ভাঙ্গিলেন এক মঞ্চ চরণের ঘায়। কৃষ্ণের বিক্রমে মল্ল চৌদিকে পলায়॥ শীঘ্র আজ্ঞা করে কংস এ সব দেখিয়া। রাম কৃষ্ণ বাড়ির বাহির কর নিঞা॥ নন্দ আদি যতেক গোয়ালা বন্দী কর। উগ্রসেন বসুদেব দেবকীরে মার॥ হেন কালে কৃষ্ণচন্দ্র সময় বুঝিয়া। মহাদর্পে উঠিলা মঞ্চেতে লাফ দিয়া॥ অস্ত ব্যস্তে কংস খড়্গ ধরিবার কালে। হুহুঙ্কার দিয়া কৃষ্ণ ধরে তার চুলে॥ চুলে ধরি মঞ্চ হৈতে ফেলিলেন ভূমে। বিশ্বরূপ বুকে চড়ে মঞ্চের পশ্চিমে॥ ছাড়িলেক প্রাণ কংস বিশ্বরূপের ভরে। ধন্য কংসরাজ কৃষ্ণ বুকের উপরে॥ কংস বধ কৈল লোকে বলে জয় জয়। আনন্দে দেবতা সব পুষ্প বরিষয়॥ ছেঁচুড়িয়া নিল কৃষ্ণ চুলেতে ধরিয়া। কতদূরে ফেলাইলা তুলি আছাড়িয়া॥ কঙ্কণাদি করি কংসের অষ্ট সহোদর। ভ্রাতৃ শোকে উনমত সভে ধরে বল॥ রাম কৃষ্ণ মারিবারে আইসে সাত জনে। ভ্রূক্ষেপে মারিলা তাহা একলা বলরামে॥ কংসে ছেঁচুড়িয়া এই গ্রাম মধ্য দিয়া॥ কংস খালি বলি এই শুন মন দিয়া॥ শ্রমশান্তি কৈল সে বিশ্রান্তি ঘাট নাম। কংসনারী প্রলাপে প্রবোধে বলরাম॥ তবে নিজ পিতা মাতা করিল মোক্ষণ। আনন্দে বিহ্বল তারা করয়ে চুম্বন॥ উগ্রসেনে রাজা কৈল নন্দকে বিদায়। এ কথা আমার শক্তি কহনে না যায়॥ কৃষ্ণের নিঠুরপনা শুনিতে তরাস। কহিতে মরিয়ে কহে এ লোচনদাস॥

তবে বসুদেব পিতা দেবকী জননী। এ দোঁহার প্রেম-সুখে ভরিল ধরণী॥ পুত্রে উপবীত দিয়া গায়ত্রী শিখায়। কথোদিন মথুরাতে বিলাসে গোঙায়॥ কহিতে কৃষ্ণের কথা আছয়ে অপার। সম্বরণ নহে পুথী হয়ে ত বিস্তার॥ সেই বৃন্দাবন-পুরন্দর কলিযুগে। তখনে যে কৈল, গাথা কহি শুন এবে। প্রদক্ষিণ কৈল গোরা মথুরামণ্ডল। মহাজন কৃষ্ণদাস জানয়ে সকল॥ প্রভুরে বিনয় করে চরণে পড়িয়া। মো অতি কাতর মোরে না যাহ ভাণ্ডিয়া॥ তুমি সেই কৃষ্ণ এই জানিলুঁ নিশ্চয়। পরসাদ কর মোরে শুন গোরারায়॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু বোলয়ে বচন। তোর পরসাদে মোর শুদ্ধ হৈল মন॥ মথুরা দেখিব বলি বড় ছিল সাধ। দেখিলুঁ রহস্য স্থান তোর পরসাদ॥ আমার যেমন হিয়া হইল উল্লাস। কৃষ্ণ পরসন্ন তোরে হঙ কৃষ্ণদাস॥ মথুরামণ্ডলবাসী যত সব লোক। গৌরচন্দ্র দেখিবারে ভেল এক মুখ॥ বারেক দেখয়ে যেই নারে পাশরিতে। প্রেমায় বিহ্বল সেই নারে সম্বরিতে॥ বাল বৃদ্ধ কিবা যুবা এ নারী পুরুষ। কৃষ্ণ এই কৃষ্ণ এই বোলে যে মুরুখ॥ এত দিনে কৃষ্ণ এই আইল মথুরারে। পুরুব রহস্য স্থান দেখিবার তরে॥ কেহো বলে ত্রিভঙ্গ হইয়া কেনে থাকে। কানাই না হৈলে কেনে রাধা বলি ডাকে॥ রাত্রি দিবা থাকে লোক না ছাড়য়ে কাছ। একে একে দেখে প্রভু বৃন্দাবনের গাছ॥ একে একে সব স্থান নিরিখে ঠাকুর। সেখানে সেখানে প্রেমভরয়ে প্রচুর॥ মথুরামণ্ডলে ঘরে ঘরে পরকাশ। কেহো শিশু দেখে কেহো যুবক বিলাস॥ কেহো আচম্বিতে ঘরে শুনে বংশী-নাদ।

কার স্বামী কোলে কৃষ্ণ রসের উন্মাদ॥ কারু পরবুদ্ধি নাহি সভে বলে নিজ। সভার হৃদয়ে উপজল প্রেমবীজ॥ বন বেড়াইতে বনে প্রভু যায় যবে। সে বনের তরুলতা ভাসে প্রেমে দ্রবে॥ কোকিল ভ্রমর ময়ূর বোলে মাঠে গোঠে। ধাওয়া ধাই আইসে রহে প্রভুর নিকটে॥ উর্দ্ধমুখ সব জন প্রভুমুখ দেখি। সভারে সমান স্নেহ চাহে প্রেম আঁখি॥ সব জন জানিল এ কপট সন্ন্যাসী। চলিলা ত মহা-প্রভু নীলাচলবাসী॥ মথুরামণ্ডল কথা কহিল এসায়। আনন্দে লোচনদাস গোরাগুণ গায়॥

নীলাচলে চলে প্রভু হরিষ হিয়ায়। হা হা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায়॥ প্রেমারম্ভে চলে প্রভু সিংহের গমনে। সঙ্গতি চলিতে নারে সঙ্গের যত জনে॥ সঙ্গে যাইতে নারে সঙ্গী দূরে পাছু যাইল। অরণ্য-ভিতরে প্রভু একলা চলিল॥ অরণ্য ভিতরে আর রহয়ে নগর। ঘোল বেচিবারে যায় গোয়ালা কোঙর॥ ঠাকুর দেখিল তারে আবেশ আয়াস। ঘোল দেহ গোপ মোর লাগিল পিয়াস॥ এ বোল শুনিয়া গোপ পড়িল চরণে। নেহ ঘোল খাও গোসাঞি যত লয় মনে॥ ঘোল পান কৈল হৈল শূন্য কলসী। ঘোল খাঞা চলি যায় কপট সন্ন্যাসী॥ গোয়ালাকে বৈল তুমি থাক এই খানে। পাছে আইসে কড়ি নিহ তা সভার স্থানে॥ এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর। সেই খানে রহি গোপ চিন্তয়ে অন্তর॥ কতক্ষণে সন্ন্যাসির সঙ্গী যত জন। সেই খানে আইল তারা প্রভুগত মন॥ পুছিল গোয়ালে পথে দেখিলে সন্ন্যাসী। গোপ কহে ঘোল খাইল একটি কলসী॥ কড়ি নিতে বৈল

মোরে তোমা সভার ঠাঞি। যুয়ায় * যত কড়ি দেহ আমি ঘরে যাই॥ এ বোল শুনিয়া সভে সভা পানে চাই। সভে কহে কড়ি কোথা আমা সভার ঠাঞি॥ জলপাত্র নাহি সঙ্গে নাহি বহির্ব্বাস। অঞ্জলিতে খাই জল লাগিলে পিয়াস॥ গোয়ালা কহিল চল ভবে নাহি দায়। মোর সেবা জানাইবা সন্ন্যাসির পায়॥ এ বোল বলিয়া সে কলসী করে হাতে। ভারি বড় কলসী তুলিতে নারে মাথে॥ ঢাকনা ঘুচাই রত্ন § এক কলসী। ধাইয়া চলিল হা হা করিয়া সন্ন্যাসী॥ কতদূরে সঙ্গির বিলম্বে আছে পহু। গোঁয়ালা দেখিয়া সে চমকি হাসে লহু॥ সঙ্গের যতেক জন আইল তখন। দেখিলা গোয়ালা প্রভুর পাঞাছে চরণ॥ প্রভু বলে গোপ তুমি চলি যাহ ঘর। তোরে অনুগ্রহ কৃষ্ণ কৈল পাইলে বর॥ লেউটি আসিতে গোপ পাইল দরশন। নাচিয়া বলয়ে গোয়ালা প্রেমে অ-চেতন॥ গোয়ালা দেখিয়া সভার বাড়িল উল্লাস। গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

এই মনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি আইসে। সঙ্গতি সহিতে উত্তরিলা গৌড়দেশে॥ গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ় দেশ দিয়া। ক্রমে ক্রমে উত্তরিল নগর কুলিয়া॥ পূর্ব্বাশ্রম দেখিবেন সন্ন্যা-সির ধর্ম্ম। নবদ্বীপে আইলা প্রভু এই তার মর্ম্ম॥ প্রভু আ-গমন শুনি নবদ্বীপ-লোক। পুনঃ লেউটিল সবে পাশরিল

---

* "যুয়ায়" স্থলে "যুজায়" পাঠান্তর। ইহার অর্থ এই যে, যুক্ত অর্থাৎ উপযুক্ত হয়। "যুজ্যতে" এই সংস্কৃত পদ হইতে "যুজায়" এবং ইহা হইতেই ক্রমে "যুয়ায় এইরূপ পরিণত হইয়াছে।

§ "রত্ন" স্থলে অপর পুস্তকে "কড়ি" লেখা আছে।

শোক ॥ হা হা গোরচাঁদ বলি অনুরাগে ধায়। কুলবধূ ধায় তারা পাছু নাহি চায় ॥ বিহ্বল হইয়া শচী ধায় ঊর্দ্ধমুখে। আউলাইল কেশ বস্ত্র নাহি দেয় বুকে ॥ কোথা মোর বিশ্বম্ভর দেখ মো নয়নে। পুনঃ চুম্ব দিব সেই সুন্দরবদনে ॥ নদীয়ানগরে আইল আমার নিমাই। ধরিয়া রাখহ লোক কিছু দোষ নাই॥ সভাকার প্রাণ সেই সেই মাত্র জীউ। প্রাণ বিনা ধর্ম্ম রক্ষা এ কেমনে হউ ॥ এই মন কহিতে কহিতে গেলা তথা। দেখিল সে গৌরচন্দ্র বসিয়াছে যথা ॥ প্রভুরে বলয়ে দেখি শুন রে নিমাই। ঘর আয় আমার সন্ন্যাসে কাজ নাই ॥ সন্ন্যাস করিয়া ধর্ম্ম রাখিবি তো পাছু। মোর বধ আগে লাগে আর সর্ব্ব পাছু ॥ বিহ্বল চেতন শচী কান্দে উভরায়। সকল শরীর খানি একদৃষ্টে চায় ॥ বাপু বাপু বলি অঙ্গ পরশিতে যায়। আর সব থাকু বাপ হাত দি তোর গায় ॥ শ্রীঅঙ্গে লাগিয়াছে ধূলা ফেলাউ ঝাড়িয়া। এ বোল বলিয়া পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ পুনঃ উঠি বলে বাপু শুন মোর বোল। পালাউ হিয়া যার সাধ ধরি দেউ কোল ॥ শচীর কান্দনা দেখি হৃদয় বিদরে। আছুক মানুষের কার্য্য এ পাষাণ ঝুরে ॥ চৌদিকে সকল লোক কান্দিয়া ফাঁপর। কাছ না ছাড়য়ে কেহ পাশরিল ঘর ॥ লোকের কান্দনা দেখি লোকের ব্যগ্রতা। মনে অনুমানে প্রভু কি কহিব কথা ॥ মায়ের প্রবোধ দিতে প্রভু মনে গণে। না কান্দ না কান্দ বলে শুনহ বচনে ॥ সন্ন্যাস করিতে আজ্ঞা করিলা আপনে। এখন বিহ্বল হঞা কান্দ অকারণে ॥ পুত্র বলি মিছা মায়া না ঘুচিল তোর। ঐছন দুস্ত্যজ মায়া এ সংসার

ঘোর॥ ঘুচিলে না ঘুচে মায়া ঐছন দারুণ। শচী বলে মোর বোল শুন নিদারুণ॥ মোর পুত্র বলি জন্ম লৈলে পৃথিবীতে। জগতের লোক মোরে করিল পূজিতে॥ তুমি সবলোকবন্ধু ত্রিজগতে পূজি। তোমারে সে স্নেহ মায়া শাস্ত্রে ভাল বুঝি॥ যে হও সে হও মোর তুমি হও পুত্র। জন্মে জন্মে রহু মোর এই কর্ম্মসূত্র॥ মায়ের বচনে প্রভু অস্ত ব্যস্ত হঞা। মায়ায় জিনিতে পারি উভারিয়া দয়া॥ যে তোর আছয়ে ইচ্ছা কর সেই সুখে। একমাত্র শেষ মুঞি নিবেদিব তোকে॥ শচী বলে নবদ্বীপ ছাড়ি যাহ তুমি। নবদ্বীপে দুষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া আর আমি॥ মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ। বারকোণা ঘাট নিজ বাড়ির সমীপ॥ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি-ঘরে ভিক্ষা কৈল। মায়ে নমস্করি প্রভু প্রভাতে চলিল॥ মায়েরে কহিল মুঞি বন্দী তোর গুণে। পুরুব রহস্যকথা পাশরিলা কেনে॥ রামকৃষ্ণ বামন কপিল আদি আমি। সর্ব্বজন্মে দেখ সব বিচারিয়া তুমি॥ সর্ব্বকাল আমার সে এই মত কর্ম্ম॥ তোমার নিকটে আছি জান ইহা মর্ম্ম॥ সম্প্রতি ত ভক্তিরসে মোর অবতার। কৃষ্ণচন্দ্র বহি কিছু না বলিব আর॥ কিবা ভক্ত, কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া, কিবা তুমি। যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আছি আমি॥ মায়ে নমস্করি প্রভু বলে বার বার। না ছাড়িহ কৃষ্ণ, না ভজিহ এ সংসার॥ শচীর অন্তর হিয়া করে দপ দপ। চলিলা ঠাকুর পাছে যায় ভক্ত সব॥ শান্তিপুর নগরে গেলা আচার্য্যের ঘর। কীর্ত্তনবিলাসে গেল অষ্ট প্রহর॥ পুনঃ পরভাতে প্রভু চলিলা সত্বরে। উৎকণ্ঠা বাঢ়িল জগন্নাথ

দেখিবারে ॥ সভারে কহিলা প্রভু সভে যাহ ঘর। নীলাচলে আছি আমি কহিল উত্তর ॥ যে যায় তথায় জগন্নাথ দেখিবারে। তথায় আমার দেখা হইব সভারে ॥ এ বোল বলিয়া প্রভু বলে হরি বোল। চলিলা ঠাকুর উঠে কান্দনের রোল ॥ ক্রমে ক্রমে তমোলুকে * উত্তরিলা গিয়া। যে পথে গিয়াছেন পূর্ব্বে সেই পথ দিয়া ॥ পথে চলি যায় প্রভু প্রেমানন্দ সুখে। প্রেম বরিষণে ভাসে সে দেশের লোকে ॥ হাসিতে খেলিতে যায় নাহি পরিশ্রমে। পুরুষোত্তমে উত্তরিলা পথ ক্রমে ক্রমে ॥ দেখিব জগন্নাথ নীলাচলরায়। হা হা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায় ॥ সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু ছাড়ে হুহুঙ্কার। ধাইল সকল লোক আনন্দ অপার ॥ জগন্নাথ দেখি তুষ্ট হৈলা গোরারায়। তাহারে দেখিয়া লোক বড় সুখ পায় ॥ হরি হরি বলে লোক উচ্চ উচ্চ রায়। আনন্দিত দিবা নিশি হরিগুণ গায় ॥ রাত্রি দিন করে প্রভু কীর্ত্তনবিলাস। গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥

দিশা ॥

আনন্দিত মহাপ্রভু আছে নীলাচলে। হরিগুণ সঙ্কীর্ত্তন করে ভক্ত মেলে ॥ অনেক ভকতগণ মিলিল তথায়। নিত্যই নূতন প্রকাশয়ে গোরারায় ॥ হেনই সময়ে কথা কহিব এক্ষণে। প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল যেন মনে ॥ লোকমুখে শুনি রাজা মহাপ্রভুর গুণ। আশ্চর্য্যমানসে সে না কহে কিছু পুনঃ ॥ এক দিন গেলা জগন্নাথ দেখিবারে। জগন্নাথ না দেখয়ে দেখে ন্যাসিবরে ॥ কি কি বলি মনে গণি বিস্মিত

* তমোলুকের প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্ত, এখন তম্‌লুক নামে প্রসিদ্ধ।

হিয়ায়। পড়িছাকে † পুছে রাজা কি দেখহ রায়॥ পড়িছা কহয়ে দেব জগন্নাথ দেখি। রাজা কহে তো সভাকে ব্যর্থ আমি রাখি॥ জগন্নাথস্থানে ন্যাসী বসিয়াছে হের। মোর দণ্ডভয়ে কিছু না দেখিয়ে বল॥ আঁখি তারিমু যেন হেন নহে কভু। নহে বা কি দেখ সত্য করি কহ তভু॥ এ বোল শুনি পড়িছা বলে পুনর্ব্বার। জগন্নাথ বহি মোরা নাহি দেখ আর॥ তবে ত প্রতাপরুদ্র মনে মনে গণে। সন্ন্যাসিরে কেনে দেখি আমার নয়নে॥ শুনিয়াছি সন্ন্যাসির মহিমা অপার। ইহার কারণ তভু করিব বিচার॥ এতেক শুনিয়া রাজা চলিলা সত্বর। আপনি চলিলা যথা আছে ন্যাসিবর॥ দেখিল টোটারে ন্যাসী আছে নিজ মেলে। বৃন্দাবনকথা কহে হরি হরি বলে॥ পুনরপি জগন্নাথ দেখি আরবার। দেখিল সন্ন্যাসী সেই সুমেরু-আকার॥ দেখিয়া রাজার ভেল হিয়া চমৎকার। এই জগন্নাথ সেই ন্যাসী অবতার॥ প্রতাপরুদ্রের মনে বাঢ়ে অনুরাগ। সত্বরে চলিলা যথা আছে মহাভাগ॥ টোটায়ে নাহিক কেহ ভাঙ্গিল দেওয়াল। গোবিন্দেরে কহে রাজা কাতর বয়ান॥ কোন মতে দেখো মুঞি গোসাঞির চরণ। ইহার উপায় মোরে কহ মহাজন॥ গোবিন্দ কহয়ে রাজা নহত কাতর। এখনে না পাবা দেখা হৈল অনবসর॥ কখন আসিব মুঞি কহ মহাভাগ। কাতর-বয়ান রাজা বাঢ়ে অনুরাগ॥ সে দিন রহিল রাজা সেই ত নগরে। সঙ্গিগণ দেখি কাকু § করয়ে সভারে॥ পুরী গোসাঞি

† পড়িছা—পরিচারক।

§ কাকু—ভয়াদি দ্বারা বিকৃত শব্দ, অর্থাৎ কাতর বচন।

আদি করি যত ভক্তগণ। গোসাঞিরে গোচর করিবারে হৈল মন॥ এই মনে দুই চারি দিন গেল যবে। কাশীমিশ্র ঘরেতে একত্র হৈলা সভে॥ সকল ভকত মেলি যুকতি করিল। সভে মেলি গোচরিব এই যুক্তি হৈল॥ আর দিন মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে। আচম্বিতে বসিয়াছে নিজ-ভক্ত মেলে॥ রাজার ব্যগ্রতায় সভার কাতর-অন্তর। পুরী গোসাঞি কহিল সে প্রভুর গোচর॥ এক নিবেদন গোসাঞি কহিতে ডরাউ। নির্ভয়ে কহোঁ তবে যদি আজ্ঞা পাউ॥ ঠাকুর কহয়ে শুন হে পুরী গোসাঞি। মোর ঠাঞি তব ডর কোন কালে নাই॥ কি কহিবে কহ শুনি হৃদয় তোমার। পুরী গোসাঞি বলে বল রাখিকে আমার॥ কাশীমিশ্র আদি করি যত ভক্তগণ। সভার বচনে মুঞি বলিছ বচন॥ শ্রীজগন্নাথদেব নীলাচলে বাস। প্রতাপরুদ্র রাজা হয় তার নিজদাস॥ তোর পদ দেখিবারে সাধে মো সভারে। আজ্ঞা পাইলে হয় সেই চরণ গোচরে॥ প্রভু বোলে সবজন শুনহ বচন। সন্ন্যাসির ধর্ম্ম নহে রাজ-দরশন॥ আমি ত সন্ন্যাসী, সেই মহামহারাজ। দোঁহার দর্শনে দোঁহার কিছু নাহি কাজ॥ পুরী গোসাঞি বলে প্রভু কর অবধান। এ বোল শুনিলে রাজা হরিবে গেয়ান॥ যে দেখিল আমরা তাহার অনুরাগ। এ কথা শুনিলে জীউ ছাড়িবে বিপাক॥ আজি ত হইব রাজার দশ উপবাস। সব ছাড়ি পড়িয়াছে চরণপ্রত্যাশ॥ কাতর হইয়া পুনঃ বলে সবজন। রাজার ব্যগ্রতা দেখি করিয়ে যতন॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু কহিছে বচন। আনহ রাজারে আমি

হইব প্রসন্ন॥ প্রভু-বোল শুনিয়া সভে ভৈগেল উল্লাস। আনি হ রাজারে প্রভু করে পরকাশ॥ প্রভুরে দেখিয়া রাজা পরণাম করে। প্রেমায় বিহ্বল রাজা আপনা পাশরে॥ পুলকে ভরিল অঙ্গ ছল ছল আঁখি। প্রেমে গর গর ভেল গোরা-অঙ্গ দেখি॥ রাজারে দেখিয়া প্রভু লহু লহু হাস। ষড়্ভুজ শরীর রাজা দেখি পরকাশ॥ ষড়্-ভুজ দেখিয়া দণ্ড পরণাম করে। টলমল করে অঙ্গ অনু-রাগ ভরে॥ অবশ শরীর, নীর ঝরে দুনয়নে। চতুর্দ্দিকে হরি-ধ্বনি পরশে গগনে॥ ষড়্ভুজ শরীর দেখি শ্রীপ্রতাপরুদ্র। আনন্দে বিহ্বল ভাসে প্রেমার সমুদ্র॥ কণ্টকিত সব অঙ্গ আপাদ্ মস্তকে। গদ গদ ভাষে প্রভু প্রভু বলি ডাকে॥ উভবাহু করি নাচে বলে হরিবোল। জনম সফল প্রভু পরসন্ন মোর॥ আনন্দে নাচয়ে চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ। প্রভু বলে রাজা হের শুনহ বচন॥ প্রজার পালন তোর এই বড় ধর্ম্ম। প্রজা পুত্র, রাজা পিতা, কহিল এ মর্ম্ম॥ কৃষ্ণের কেবল দয়া সম সর্ব্বজীবে। দেহের স্বভাব নিজ জানি অনুভবে॥ কিবা রাজা কিবা প্রজা সব সুখ দুঃখ। কর্ম্ম অনুসারে জীব হয় গৌণ মুখ্য॥ নিজ অনুমান করি যে জানে সভারে। সেই সে কৃষ্ণের দাস কহিল তোমারে॥ এতেক উত্তর প্রভু কৈল উপদেশ। পরণাম করে রাজা আনন্দ প্রবেশ॥ শুন সর্ব্বজন গোরাচাঁদের প্রকাশ। আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস॥

আর অপরূপ কথা কহিব এখন। গৌরচন্দ্র-গুণগাথা নিত্যই নূতন॥ কহিব নিগূঢ় কথা শুন এক চিত্তে। অধম

জনের চিত্তে না হয় প্রতীতে ॥ বৈষ্ণব জনের মনে পরম উল্লাস। পরমনিগূঢ় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥ দ্রাবিড়ে ব্রাহ্মণ এক আছে “রাম” নাম। পরমদুঃখিত অঙ্গ অস্থি আর চাম ॥ অন্নকষ্টে দগ্ধ সেই জঠর-অনলে। রক্ত মাংস নাহি তার শুষ্ক কলেবরে ॥ দুরন্ত দারিদ্র্যদুঃখ কত সহা যায়। মনে মনে চিন্তে বিপ্র মরণ উপায় ॥ পূর্ব্ব জন্মে কৈলু আমি অনেক অকর্ম্ম। দরিদ্র হইলু মুঞি সেই সব কর্ম্ম ॥ না ভুঞ্জিলে নাহি ঘুচে অদৃষ্ট লিখনে। দুরন্ত যন্ত্রণা দুঃখ ঘুচয়ে কেমনে ॥ চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পাইল প্রতিকার। প্রভু বিনা নারে কেহো কর্ম্ম ঘুচাবার ॥ জগন্নাথ নীলাচলে আছয়ে সাক্ষাতে। তার ঠাঞি জাঙ মুঞি যাচিঞা করিতে ॥ অন্নকষ্টে মরোঁ মুঞি ব্রাহ্মণ শরীর। বিপ্রপ্রিয় বলি তারে বোলে সব বীর ॥ মোর দোষে মোরে যে না করে অবধান। তাহার উপরে বধ ত্যজিব পরাণ ॥ এই মনে অনুমানি চলিলা ব্রাহ্মণ। ক্রমে ক্রমে গেলা যথা কমললোচন ॥ জগন্নাথ দেখি করে নিজ নিবেদন। অন্নকষ্টে মরো মুঞি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ তো বিনু-নাহিক কেহো রাখহ জীবন। ঘুচাহ দারিদ্র্য-জ্বালা দেহ মোরে ধন ॥ ইহা বলি সে দিন আছিলা সেই মনে। ভিক্ষায়ে পাইল যেই করিল ভোজনে ॥ তার পর দিন পুনঃ করে নিবেদন। ঘুচাহ দারিদ্র্য প্রভু মরয়ে ব্রাহ্মণ ॥ ভারি করিয়া ধন দেহ ত আমারে। এ দুঃখ পলায় যেন আজন্ম ভিতরে ॥ ধন-বর মাগো প্রভু না হও বিমুখ। নহিলে জীবন দিব তোমার সম্মুখ ॥ ইহা বলি উপবাস কৈল অনুবন্ধ। এথা নিজ মেলে আছে প্রভু গৌরচন্দ্র ॥

নিজজন-সঙ্গে বৃন্দাবনগুণ গায়। আচম্বিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ায়॥ বিস্মিত হইয়া রহে হিয়া ভেল আন। যে রসে আছিল তাহা কৈল সমাধান॥ সভার হৃদয়ে দুঃখ বিস্ময় লাগিল। আচম্বিতে প্রভু কেনে আনমন হৈল॥ এথা তিন উপবাস করিল ব্রাহ্মণ। জগন্নাথ স্থানে কিছু না পায় বচন॥ তবে ত ব্রাহ্মণ কৈল সাত উপবাস। সমুদ্রে মরিব বলি দঢ়াইল শেষ॥ দুর্ব্বল হইল বিপ্র ক্ষীণ উপবাসে। জগন্নাথ দেব কিছু না করে আশ্বাসে॥ সমুদ্রের তীরে বিপ্র গেলা ধীরি ধীরি। স্থান দেহ সমুদ্রেরে বোলে নমস্করি॥ হেন কালে দেখে এক পুরুষ বিশাল। সমুদ্রের মধ্যে আইসে পর্ব্বত-আকার॥ দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে চিন্তিতে লাগিল। সমুদ্রের মাঝ দিয়া এ কে বা আইল॥ দেখিতে দেখিতে কূলে দেখে সেই জন। সামান্য মানুষ যেন হইল তখন॥ বিপ্র বোলে এই জগন্নাথ-বিদ্যমান। সমুদ্রের মাঝে আর কাহার পয়াণ॥ ইহা বলি তার পাছু গোড়াইয়া যায়। কথো দূর গিয়া পাছু চাহে মহাশয়॥ দেখিল ব্রাহ্মণ সেই আইসে পাছে পাছে। কোথা যাবে বলিয়া বিপ্রেরে কিছু পুছে॥ ব্রাহ্মণ কহয়ে শুন শুন মহাশয়। কে তুমি কোথারে যাবে কহ না নিশ্চয়॥ সাত উপবাসী আমি ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল। তোমারে দেখিনু আজি জনম সফল॥ নিশ্চয় করিয়া কহ না ভাণ্ডিহ মোরে। নহে বা ব্রাহ্মণবধ লাগিব তোমারে॥ এ বোল শুনিয়া তবে বোলে মহাজন। আমা জানিবারে তোমার কি কাজ যতন॥ যে হই সে হই আমি তোর কিবা দায়। কেনে উপবাসী মরো দুরন্ত হিয়ায়॥ ব্রাহ্মণ কহয়ে দুঃখ

দারিদ্র্যের জ্বরে। জর্জ্জর করিল মোর সব কলেবরে॥ ব্রাহ্মণের ধরম নাহিক আমা ছারে। এ দিবা রজনি যায় অন্ন হাহাকারে॥ নিজকুলে আদর নাহিক কোন খানে। বন্ধুস্থানে অপমান হয় প্রতিদিনে॥ জীবন অধিক সে মরণ ভাল বাসি। কহিল তোমারে সেই মরি উপবাসী॥ এ বোল শুনিয়া চিত্তে দ্রবে মহাজন। বিভীষণ নাম মোর শুনহ ব্রাহ্মণ। দেখিবারে যাই জগন্নাথের চরণ। কর্ম্মদোষে দুঃখ পাও শুনহ ব্রাহ্মণ॥ কর্ম্মবন্ধে বন্দী লোক সুখ দুঃখ লাভ। ভুঞ্জিলে সে ঘুচে সেই পুণ্য কর্ম্ম পাপ॥ জগন্নাথমুখ দেখ করিয়া পিরিত। জন্মান্তরে নহে যেন দুঃখ উপনীত॥ ইহা বলি চলিলা সে রাজা বিভীষণ। পাছে পাছে যায় তভু দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥ বসি আছে গোরাচাঁদ নিজজন-মেলে। দুয়ারে কে আছে দেখ গোবিন্দেরে বলে॥ দুয়ারে দাঁড়াঞা আছে বিভীষণ রায়। বিপ্র দেখি অঙ্গুলি যে দিল নাসিকায়॥ হেন কালে গেল গোবিন্দ টোটার দুয়ারে। দেখিল ত দ্বারে দু ইব্রাহ্মণ-কুমারে॥ দেখিয়া গোবিন্দ গেলা প্রভু বিদ্যমান। কিছু না কহিতে ডাকে ব্রাহ্মণ দুই জন॥ আইস আইস বলি হাসি সম্ভাষে ঠাকুর। একে বসাইল কাছে আর রহে দূর॥ সব ছাড়ি প্রভু তারে সম্ভাষে আদরে। কাছে যত ছিল বিস্ময় লাগিল সভারে॥ ঠাকুর কহয়ে চিরদিনে দরশন। অনুরাগে দোঁহাকার ঝরয়ে নয়ন॥ শ্রীহস্ত দিয়া অঙ্গ পরশে তাহার। কুশলে কুশল পুছে ইঙ্গিত আকার॥ সে দোঁহার কথা আর না বুঝয়ে কেহ। গৌরচন্দ্র বলে বিপ্র দুঃখিত বড় এহ॥ দারিদ্র্য-জ্বালায় জ্ঞান হরিল ইহার। জগন্নাথ উপরে এ করয়ে

প্রহার ॥ আপনার দোষ জীব না দেখয়ে কভু। আপনি করিয়া সে প্রভুরে দোষে পাছু ॥ আপনে করয়ে নিজ ভাল মন্দ বলি। ভুঞ্জিবার বেলে দোষ প্রভুর উপরি ॥ সুখ সে ভুঞ্জিতে গুণ কহে আপনার। প্রভুরে দোষয়ে, দোষ দুঃখ ভুঞ্জিবার ॥ সাত উপবাসে বিপ্র মৃত্যু কৈল সার। বিপ্র-প্রিয় জগন্নাথ কি কহিব আর ॥ তোমার দর্শনে ইহার ঘুচিল দারিদ্র। ধন দেহ যেন হয় ধনের সমুদ্র ॥ ভাল ভাল বলি তিঁহো উঠিলা সত্বর। যে ছিল সেখানে সভে পড়িল ফাঁপর ॥ দণ্ডবৎ করি তারা চলে দুই জন। পথে যাইতে বিভীষণে পুছয়ে ব্রাহ্মণ ॥ তুমি বল আমি সেই রাজা বিভীষণ। সন্ন্যাসিরে নমস্করি চলিলা এখন ॥ জগন্নাথ দেব তুমি না দেখিলে কেনে। স্বরূপে কহিবে ইহা দুঃখিত ব্রাহ্মণে ॥ সন্ন্যাসির আজ্ঞা তুমি কৈলে শির'পরি। সন্ন্যাসী বা কেবা হয়, না কহ চাতুরী ॥ রাজা কহে শুন আরে অবোধ ব্রাহ্মণ। জগন্নাথ দেখ এই সাক্ষাৎ নয়ন ॥ তোমার অভীষ্টসিদ্ধ * ধন পাইলে তুমি। দ্রাবিড়ে তোমারে ধন দিব লঞা আমি ॥ এ বোল শুনিয়া বিপ্র শিরে হানে ঘা। আরতি করিয়া ধরে বিভীষণের পা ॥ পুনঃ চল যাই সেই প্রভু বরাবরে §। অজ্ঞান ব্রাহ্মণ মুঞি কহ মো তোমারে ॥ অনেক যতন কৈল এড়াইতে নারি। পুনঃ লেউটিয়া যায় প্রভু বরাবরি ॥ প্রভুর সম্মুখে গেলা অন্তরে তরাস। পুন দোঁহা দেখি প্রভুর উপজল হাস ॥ প্রভু বলে লেউটিয়া আইলা কি কারণে। রাজা

* "সিদ্ধ" স্থলে "ধন" পাঠান্তর।

§ "বরাবরে" স্থলে "দেখিবারে" পাঠান্তর

কহে এ কারণ পুছহ ব্রাহ্মণে॥ ব্রাহ্মণ কহয়ে গোসাঞি আমি ত অবোধ। কত কত জীব আছে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ॥ সভাকার প্রাণ তুমি সভাকার নাথ। তোঁ বহি নাহিক কেহ তুমি জগন্নাথ॥ আমি মহাধম ছার মহা অপরাধী। নিজ কর্ম্ম-দোষে মোর দারিদ্র্য-যোগ্য ব্যাধি॥ ব্যাধি পীড়ায়ে মো কুপথ্য করো আশা। ঔষধ না রুচে মুখে কুপথ্য প্রত্যাশা॥ বুঝিয়া ঔষধ দেহ তুমি ধন্বন্তরি। কর্ম্মদোষে ভবব্যাধি আমি ছার মরি॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা। জগন্নাথ দেব তোমার সব ভাল কৈলা॥ মহাভোগ ঈপ্সিত তুমি ভুঞ্জিবে এখন। শেষকালে পাবে জগন্নাথের চরণ॥ এ বোল বলিতে বিপ্র দণ্ডবৎ করে। চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বলে॥ শুন সর্ব্ব-জন হের অপূর্ব্ব কথন। বর পাঞা চলি গেলা দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥ হরিষে হইলা দোঁহে বাড়ির বাহির। ভক্ত জন প্রভুরে পুছয়ে ধীরে ধীর॥ পুরী গোসাঞি বোলে প্রভু দয়া কর যদি। ইহার কারণ কহ সভে কর শুদ্ধি॥ সুধাইতে নারে কেহ মনে বড় ইচ্ছে। সাহস করিয়া মুঞি সুধাইল পাছে॥ ঠাকুর কহয়ে শুন শুনহ গোসাঞি। এ কথা তোমরা সভে কিছু বুঝ নাই॥ দ্রাবিড়ে আছিল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ। অনেক যন্ত্রণা দুঃখ পাঞাছে তখন॥ দারিদ্র্য-জ্বালায় দগ্ধ আইল এই দেশে। জগন্নাথ উপরে প্রহার করে শেষে॥ দুঃখিত দেখিয়া তুষ্ট হৈলা জগন্নাথ। আচম্বিতে বিভীষণের সঙ্গে হৈল সাঁথ॥ বিভীষণ এই যে বসিল মোর পাশে। ধন দান কৈল তেহোঁ ব্রাহ্মণ-সন্তোষে॥ এ বোল শুনিয়া

সর্ব্বজনের উল্লাস। প্রেমায় ভরিল সব এ ভূমি আকাশ॥ সর্ব্বজন নাচে সভে বলে হরি বোল। আনন্দে সভাই সভে ধরি দেই কোল॥ শুন সর্ব্বজন গোরাচান্দের প্রকাশ। আনন্দহৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥

ধানশী রাগ॥

প্রভু আরে জয় জয় গৌরাঙ্গচান্দ। বান্ধিলে জীবের মন দিয়া প্রেম-ফান্দ॥ ধ্রু॥

"অবনি মণ্ডলে গোরা রূপের অবধি। বিলাইল প্রেমধন আচণ্ডাল আদি॥ বাচাল করয়ে গোরাগুণে মূক জন। পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধে দেখে তারাগণ॥ কহিতে কহিতে নাহি জানি নিজ পর। যে উঠয়ে তাহা বলি না উঠয়ে ডর॥ গৌরাঙ্গচরিত্র শুন অপরূপ কথা। অমিয়া মাখিল বিশ্বম্ভর-গুণগাথা॥ লোক বেদ অগোচর গৌরাঙ্গচরিত্র। শ্রবণ-মঙ্গল এই সভার চরিত্র॥ শিব শুক নারদ ও লখিমী অনন্ত। যার সুখে আপনাকে বলে ভাগ্যবন্ত॥ আমি ছার কি বলিব অতি বুদ্ধিহীন। ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান নাহি নিশি দিন॥ পশুর চরিত্র মোর আচরণ একে। তাহাতে অধম বলি লেখহ আমাকে॥ সর্ব্ব অবতারসার চৈতন্যগোসাঞি। এ হেন করুণানিধি আর হৈতে নাঞি॥ বিষ্ণু কৃষ্ণ আর কেহো নাহিক ঈশ্বর। সত্য কিবা আর ত্রেতা এ কলি দ্বাপর॥ একমাত্র প্রভু সেই নাম করি ভেদ। লোক বুঝাবারে করে নানা মতভেদ॥ যত যত অবতার সেই সব যুগে। করুণা কারণ ছোট বড় বলে লোকে॥ চৈতন্যগোসাঞি এই করুণাতে বড়। তেঞি অবতার-

শিরোমণি বলি দঢ়॥ হেন অবতার কেহো না বুঝয়ে লোকে। অমৃত ঢাকিয়া যেন রাখে ক্ষুদ্র পোকে॥ হেন অবতার কথা কহিল অলোক॥ হেন গোরাচান্দ পহু ভজ ছাড়ি শোক॥ করুণাসাগর প্রভু প্রেমে উনমত। ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবন-লীলা অবিরত *॥"এই মতে মহাপ্রভুর উৎকলবিহার। উৎ-কলবিহার কথা অনেক বিস্তার॥ বিস্তারিতে পুস্তক সে হয়েত অনেক। সংক্ষেপে কহিল কথা শুন সর্ব্বলোক॥ হেন কালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র-ঘরে। বৃন্দাবনকথা কহে ব্যথিত-অন্তরে॥ নিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিলা মহাপ্রভু। এ মত ভকত সঙ্গে নাহি দেখ কভু॥ সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে। ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥ সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল। সত্বরে চলিয়া গেল মন্দির ভিতর॥ নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়। সেই খানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়॥ তখনে দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট। সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট॥ আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে †।

---

* "—" এই চিহ্নিত অংশ, চৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থের প্রণেতা লোচনদাস কৃত "দুর্ল্লভসার" গ্রন্থের শেষে অবিকল দেখা যায়।

† "চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান" (আদি, ১৩) চৈতন্যচরিতামৃতের এই লেখার সহিত ইহার ঐক্য করিলে স্থির হয় যে, চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৪৫৫ শকের আষাঢ়মাসে সপ্তমী তিথি রবিবার বেলা তৃতীয়প্রহরের সময় ৪৮ বৎসরবয়সে নীলাচলে অন্তর্হিত হন। এখানে ৺জগন্নাথ-অঙ্গে লীন ও কোথাও গোপীনাথের অঙ্গে লীন হওয়া বর্ণিত আছে। চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত ১৮ পঃ) লেখা আছে "জলে চন্দ্ররশ্মি দেখিয়া চৈতন্য-দেব কৃষ্ণের জলকেলিভ্রমে তাহাতে ঝম্প প্রদান করিলে ভক্তগণ তাঁহাকে

নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর। বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন সার॥ কৃপা কর জগন্নাথ পতিত-পাবন। কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ॥ এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগৎ-রায়। বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥ তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥ গুঞ্জাবাড়ীতে § ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ॥ কি কি বলি সত্বরে সে আইল তখন॥ বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা। ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা॥ ভক্ত-আর্ত্তি দেখি পড়িছা কহয়ে কথন। গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥ সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি

হরিধ্বনিতে জাগরিত করেন। কোন কোন পণ্ডিত মীমাংসা করেন যে "ঐ জলে ঝম্প প্রদানেই প্রকৃত অন্তর্দ্ধান হয়। পুনশ্চ যে জাগরণ, সে কেবল ভক্তের মহাদুঃখ দূর ও শাস্ত্রসঙ্গতি করার জন্য। কারণ—"রসবিচ্ছেদহেতুত্বা-ন্মরণং নৈব বর্ণ্যতে"। অর্থাৎ গ্রন্থের প্রধান নায়কেব অভাব বর্ণনে রসবিচ্ছেদ হয় জন্য তাহা নিষিদ্ধ"। এই মতই অনেক বিজ্ঞের অনুমোদিত ও সঙ্গত। শ্রীযুক্ত রাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থের পুস্তকে চৈতন্যদেবের এই জগন্নাথে লীন হওয়া রূপ অন্তর্দ্ধান বর্ণিত আছে। এই খানিই মূল আদর্শ, আমার পুস্তক খানিতে নাই। গৌরগত-প্রাণ ভক্তগণ অস্মাদৃশ ব্যক্তির ন্যায় শুষ্কপ্রাণ নহেন, তাঁহারা জগন্নাথেরঅঙ্গে লীন, গুঞ্জাবাড়ীর লোককর্ত্তৃক তথায় অদর্শন-কথা ও গোপী-নাথের অঙ্গে লীন বা জলোত্থিত হইয়া পুনশ্চ চেতনাপ্রাপ্তি ভিন্ন বলিতেই পারেন না। কোন বিধর্ম্মী চৈতন্যদেবের সংজ্ঞাপ্রাপ্তির অনুকরণ করিয়া স্বীয় প্রভুকে তাদৃশ পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্তিরূপ লীলায় সংসৃষ্ট করিয়াছেন। ইহা বিজ্ঞানু-মোদিত। সংস্কৃত "চৈতন্যচরিতামৃত" মহাকাব্যপ্রণেতা কর্ণপূর (২০। ৩৯—৪১) লিখিয়াছেন ৪৭ বৎসরবয়সের পর চৈতন্যদেব স্বধামপ্রাপ্ত হয়েন।

§ গুঞ্জাবাটীর পরিচয় ২৮২ পৃষ্ঠের টীকাতে দেখুন।

শুন সর্ব্বজন॥ এ বোল শুনিঞা ভক্ত করে হাহাকার। শ্রীমুখ-চন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর॥ শ্রীবাসপণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ। গৌরিদাস বাসুদত্ত আর শ্রীগোবিন্দ॥ কাশী-মিশ্র সনাতন আর হরিদাস। উৎকলের সভে কান্দি ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে। পরি-বার সহ রাজা হরিল চেতনে॥ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অনুজ সহায়। প্রভু প্রভু বলি ডাকে শুন গৌররায়॥ অনেক রোদন কৈল সব ভক্তগণ। ইহা বা লিখিব কত অবোধ লোচন॥ সম্যক্ প্রভুর গুণ করিল বিস্তার। এবে না দেখিয়া মোর হৈল অন্ধকার॥ মিনতি করিয়া বলি শুন সব জন। দিবা নিশি ভজ ভাই গৌরাঙ্গ-চরণ॥ নির্ম্মল হইয়া সভে শুন গোরাগুণ। ভবব্যাধি নাশিবার এই সে কারণ॥ এত শোকে বিলপন করয়ে লোচন। শেষখণ্ড-সায় হৈল প্রভুর কীর্ত্তন॥ ❊॥ ৪॥ ❊॥

গৃহব্যবহার কথা শুন সর্ব্বজন॥ হেনই সময়ে করে হরিসঙ্কীর্ত্তন॥ সভে সভাকার চিত্ত কর আরাধন। সত্য করি জানিহ শ্রীবৈষ্ণব-চরণ॥ গৌরপদ-কমলে মো করিয়ে প্রণতি। তিলেক করুণা-দিঠে কর অবগতি॥ শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার। † বিশেষে কহিব কিছু চরিত্র তাঁহার॥ তাঁহার চরিত্র আমি কি কহিতে জানি। আপন বুদ্ধির শক্ত্যে যেরূপ অনুমানি॥ অভিমান কেহ কিছু না করিহ মনে। প্রণতি করিয়ে নিজগুরুর চরণে॥ যার পদ-পরসাদে আমি হেন

† শ্রীনরহরিসরকার ঠাকুরের বিশেষ বিবরণ টুকু আদর্শ পুস্তকে ছিল না, অপর পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

ছার। তো সব ঠাকুর গুণ কহোঁ তোসভার॥ শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার। বৈদ্যকুলে মহাকুল প্রভার যাঁহার॥ অনুকূলে কৃষ্ণপ্রেমা কৃষ্ণময়-তনু। অনুগত জনে না বুঝয়ে প্রেমা বিন্দু॥ অসংখ্যজীবেরে দয়া কাতর-হৃদয়। কৃষ্ণ-অনুরাগে সদা অথির আশয়॥ রাধাকৃষ্ণ-রসে তনু গড়িয়াছে যেন। ভাবের উদয়ে বলি যখন যে হেন॥ ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণেকে শ্রীরাধার আবেশে। রাধাকৃষ্ণ-রস মূর্ত্তিমন্ত পরকাশে॥ চৈতন্যসম্মত পথে সে শুদ্ধবিচার। অতুল সরস ভাবে সব অবতার॥ সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সমান পিরিতি। সকল সংসারে যাঁর নির্ম্মল কিরিতি॥ তার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর। সকল সংসারে যশ ঘোষয়ে প্রচুর॥ কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগমন মোহে। নাহি ভিন্নাভিন্ন সব সমান সিনেহে॥ সর্ব্বদা মধুর বাণী বলয়ে বদনে। সর্ব্বকাল না দেখিল উৎকট কথনে॥ চাতুরী মাধুরী লীলা বিলাস লাবণ্য। রসময় দেহ সেই সংসারের ধন্য॥ পিতা যাঁর মহামতি শ্রীমুকুন্দদাস। চৈতন্যসম্মত পথে মধুর বিলাস। কি কহিব আর অস্ত্র পারিষদ যত। পৃথিবীতে আইলা সভে নাম লব কত॥ সমুদ্রের জল যবে কলসী করি মানি। পৃথিবীর রেণু যবে একে একে গণি॥ আকাশের তারা যবে গণিবারে পারি। তভু গোরা-অবতার লিখিবারে নারি॥ মুঞি অতি অল্পবুদ্ধি কি কহিব আর। মুরুখ হইয়া করি বেদের বিচার॥ অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্যরত্ন চাহি। খর্ব্ব যেন চাঁদ ধরিবারে মেলে বাহি॥ পঙ্গু মহী লঙ্ঘিবারে করে অহঙ্কার। ক্ষুদ্র পিপীলিকা চাহে গিরি

বাহিবার ॥ ঐছন আমার আশা হৃদয়ে বিশাল। গোরা-অবতার কথা কহিতে বিচার ॥ কর যোড় করি বল শুন সর্ব্বজন। বাচাল করয়ে গোরাগুণে মূক জন ॥ নির্জ্জিহ্ব কহয়ে সে প্রকট পটুবাণী। না পড়ি মুরুখ কহে ব্রহ্মের কাহিনী ॥ পৃথিবী জনম মহা মহাভাগবত। কৃষ্ণের গোপত কথা করয়ে বেকত ॥ অকারণে করুণা করয়ে সর্ব্বজীবে। মাতা যেন দুরন্ত তনয় পরিযেবে ॥ ঐছন প্রভুর দয়া দেখিয়া অবাধ। অধম হইয়া অমৃতেরে করো সাধ ॥ শ্রীনরহরিদাস দয়াময় দেহে। কি দেখিয়া করে মোরে অবাধ সিনেহে ॥ দুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি অনাচার। অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমার ॥ তাঁর দয়াবলে আর বৈষ্ণব-প্রসাদে। এই ভরসায়ে পুঁথী হইল অবাধে ॥ বৈষ্ণব-প্রসাদে কিছু যে জানি প্রকাশ। প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরিদাস ॥ তার পদ-প্রসাদে এ পথের প্রতি আশ। গৌরগুণ কহিবারে করোঁ অভিলাষ ॥ শ্রীমুরারিগুপ্ত বেঝা প্রভুর অন্তরীণ। সকল জানয়ে সেই ভকত প্রবীণ ॥ লোক নিস্তারিতে হৈল চৈতন্যচরিত্র। তাঁহার প্রসাদে হৈল সংসার পবিত্র ॥ শ্লোক-বন্ধে কৈল গৌরগুণের কবিত্ব † । তাহাই হইল এবে সক-

† "আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈঃ কৈশ্চিন্মুরারিরিতিমঙ্গলনামধেয়ৈঃ। যদ্‌যদ্‌বিলাসললিতং সমলেখি তজ্জ্ঞৈ-স্তত্তদ্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ॥

(কবিকর্ণপূরকৃত চৈতন্যচরিতামৃত ২০। ৪২)।

ইহাতেও জানা যায় যে, প্রথমতঃ মুরারিগুপ্ত চৈতন্যদেবের বাল্য হইতে সমস্তলীলা দর্শন করিয়া "চৈতন্যচরিত" নামে সংস্কৃত মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। এবং কর্ণপূরও তদ্দর্শনেই "চৈতন্যচরিতামৃত" সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন। লোচনদাস ও ঐ মূল আদর্শ "চৈতন্যচরিত" হইতেই স্বীয়

লের সূত্র ॥ শুনিয়া মাধুরীলোভে চিত্ত উতরোল। নিজ-দোষ না দেখিলু মন হইল ভোল॥ * পাঁচালী-প্রবন্ধে আমি রচিল এখন। দোষ না লইবে কেহ মো অতি অধম ॥ অধি-কারী নহোঁ তভু করিলু সাহসা। বৈষ্ণবকরুণা দেখি মনের ভরসা ॥ সূত্রখণ্ড আদিখণ্ড অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড। যত আদি রহস্য কহিল মধ্যখণ্ড ॥ মধ্যখণ্ড কথা ভাই করুণার ঘর। শেষখণ্ড কথা তিন খণ্ডের যে পর ॥ চারি খণ্ড কথা হৈল বৈষ্ণব-কৃপায়। সমাধা করিতে ব্যথা লাগয়ে হিয়ায়॥ গৌরগুণ কথা এই অমৃতসমুদ্র। কহিতে না পারে প্রভু প্রজাপতি রুদ্র ॥ আমি কি কহিব গুণ কি জানি কতেক। বৈষ্ণবকৃপার বলে বলিল যতেক ॥ কর যোড় করি বলো কাতর-বয়ানে। আত্ম নিবেদিউ মুঞি বৈষ্ণবচরণে ॥ মো অধিক অধম নাহিক মহী-মাঝ। বৈষ্ণবকৃপার বলে সিদ্ধ হইল কাজ॥ চৈতন্যচরিত্র-কথা কহিতে কে জানে। সম্বরিতে নারি কিছু কহিল বদনে ॥

চারিখণ্ড কথা সায় করিল প্রকাশ। বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কু-গ্রাম § নিবাস ॥ মাতা মোর শ্রীশ্রীমতী সদানন্দী নাম। যাঁহার-উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ কাম ॥ কমলাকরদাস নাম পিতা জন্মদাতা। যাঁহার প্রসাদে কহি গৌর-গুণগাথা ॥ সংসারেতে জন্ম দিল সেই পিতা মাতা। মাতামহ কুল তার

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বস্তুতঃ কি বাঙ্গালা চৈতন্যচরিতামৃত, কি বাঙ্গালা চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যদেবের যে কোন লীলাগ্রন্থ আছে সে সমস্তেরই মূল অবলম্বন মুরারিগুপ্ত কৃত "চৈতন্যচরিত"।

* ১৫২ পৃষ্ঠে পাঁচালীর বিশেষ কথা দেখুন।

§ বিজ্ঞাপনের ১ম পৃষ্ঠে কু-গ্রামের কথা দেখুন।

শুন কিছু কথা ॥ পিতৃকুল মাতৃকুল বৈসে এক গ্রামে। ধন্য মাতামহী সে অভয়া দাসী নামে ॥ মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত। নানাতীর্থ-পূত সেহ তপস্যায় তৃপ্ত ॥ মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি মাত্র পুত্র। সহোদর নাহি মাতামহের যে সূত্র ॥ যথা তথা যাই সে দুল্লিল.§ করে মোরে। দুল্লিল লাগিয়া কেহ পঢ়া'বারে নারে ॥ মারিয়া ধরিয়া মোরে পঢ়াইল অক্ষর। ধন্য সে পুরুষোত্তমগুপ্ত চরিত্র তাঁহার ॥ তাঁহার চরণে মুঞি করো নমস্কার। চৈতন্যচরিত্র লিখি প্রসাদে যাঁহার ॥ মাতৃকুলে পিতৃকুলে কহিল মো কথা। নরহরিদাস মোর প্রেমভক্তি দাতা ॥ তাঁহার প্রসাদে যেবা করিল প্রকাশ। পুস্তক করিল সায় এ লোচনদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শেষখণ্ড সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

নাচাড়ী ১৬। শ্লোকঃ ১।

চৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

(সূত্রখণ্ডে শ্লোক ২৩। আদিখণ্ডে ২। মধ্যখণ্ডে ২৫। শেষখণ্ডে ১।
সূত্রখণ্ডে নাচাড়ী ২০। আদিখণ্ডে ২৪। মধ্যখণ্ডে ৪১। শেষখণ্ডে ১৬।)

---

§ দুল্লিল—আদুরে। এই অর্থটি বিষ্ণুপ্রিয়া হইতে লব্ধ। প্রথম বিজ্ঞাপন ৵০ পৃষ্ঠা দেখুন। ১৩০০। ১লা বৈশাখের বিষ্ণুপ্রিয়াতে সম্পাদক আমাদের চৈতন্য-মঙ্গলের প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। অন্য কথা মানিলাম, কিন্তু সব স্থানেই কি ত্রিলোচন নাম হইতে পারে? ! যেখানে "আনন্দে লোচনদাস গোরাগুণ গায়"(২১৮ পৃ) "লোচনদাস গুণ গায়" (৬৫ পৃ) এইরূপ লেখা আছে, তথায় "এ" পাইবেন কোথায়? যে "ত্রি" করিবেন। স্বীকার করি "ত্রিলোচন" নাম, কিন্তু চলিত নাম কি ধরা দোষ, তাহা বিজ্ঞাপনে বিশেষ প্রকাশ আছে। নামের একাংশ ত অনেক স্থলেই দেখা ও শুনা যায়। লোচনের জীবনীর কিঞ্চিৎ বিষ্ণুপ্রিয়ার বটে, অধিকই নিজের।

অন্ত্য-মঙ্গলাচরণম্।

নমো গুরুভ্যঃ করুণার্ণবেভ্য-
শ্চাদ্বৈত-শ্রীবাস-গদাধরেভ্যঃ।
স্বভক্তবৃন্দৈঃ পরিবেষ্টিতেভ্য-
শ্চৈতন্যদেবেভ্য ইহাস্তু মে নমঃ * ॥
শ্রীল-চৈতন্যদেবস্য লীলাকুলবিলাসিতং।
চৈতন্যমঙ্গলং শশ্বৎ স্বদতাং ভক্তচেতসি ॥

---

* "নমো গুরুভ্যঃ" এই শ্লোকটি আদর্শ পুস্তকে ছিল না। অপর পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যস্থিত বলিয়া গণনা করা হইল না। বন্দনা-শ্লোক ধরা হইল, কারণ পরিচ্ছেদের শেষেই ছিল এবং তজ্জন্যই অর্থাৎ শেষের বলিয়া অঙ্কপাতও হইল না। এই গ্রন্থে শ্লোক সাকল্যে ৫১টী, গ্রন্থের সর্ব্ব প্রথমটী বর্ণনার প্রমাণ-স্বরূপ শ্লোক নয় (মঙ্গলার্থ)। বলিয়া বাদ দিলে ৫০টীই হয় দ্বিতীয়টী নব্যশ্লোক সংশোধককৃত।

সন ১৩০০। ১লা বৈশাখ।

সূচীপত্র।

সূত্রখণ্ড।

(১—৫৭ পৃষ্ঠা)

প্রথমতঃ গৌরাঙ্গ ও তদীয় ভক্তগণের বন্দনা এবং গ্রন্থকর্ত্তার গুরু শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বন্দনা। শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রের আবির্ভাবাদি। অতীব সংক্ষেপে গৌরলীলার সূত্র বর্ণনা। কলিযুগে পাপবাহুল্য দর্শনে মহাত্মা নারদমুনির আক্ষেপ ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিণীসমীপে গমন এবং তৎসমীপে কলিযুগের বিষয় কীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ নারদসমীপে কলিযুগে অবতীর্ণ হইব বলিয়া স্বীকার করেন ও ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতিকে অবতীর্ণ হইবার জন্য নারদদ্বারা সংবাদ দেন। নারদদ্বারা কৃষ্ণপ্রসাদ লাভে কৈলাসে শিবের আনন্দ। ঐ প্রকার ব্রহ্মলোকে সংবাদ দান। তাঁহাদের আনন্দ। এবং চতুর্যুগের অবতার বৃত্তান্ত। কৃষ্ণ, ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবগণের কলিতে আবির্ভাবের বিষয় নারদ সর্ব্বত্র ঘোষিত করেন। রুক্মিণী সহিত শ্রীকৃষ্ণ "কলিতে গৌরাঙ্গ হইবার বিষয়" কথোপকথন করেন। শচী জগন্নাথ ও অন্যান্য যাবতীয় ভক্তবৃন্দের আবির্ভাব বর্ণন। লোচনদাস মহাশয়ের ইচ্ছা, গৌরগুণবর্ণনেই গ্রন্থসমাপ্তি হয় সুতরাং আদিখণ্ড হইতেই গৌরাঙ্গদেবের জন্মলীলা আরম্ভ করিয়াছেন। এই জন্যই যাবতীয় ভক্তের আবির্ভাব এই সূত্রখণ্ডেই বর্ণিত হইয়াছে।

আদিখণ্ড।

(৫৯—১৫২ পৃষ্ঠা)

শ্রীমতী শচীদেবীর গর্ব্ভে মহাপ্রভুর আশ্রয় লাভ। শচীর গর্ভাবস্থা কালে শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত নবদ্বীপে আসেন ও প্রচ্ছন্নভাবে সমাগত দেবগণের সহিত গর্ব্ভের বন্দনা করেন। ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমার গ্রহণ ও তাহার শোভা বর্ণন। গর্ভবর্ণন, শচীর দেহকে জ্যোতির্ম্ময় রূপে বর্ণন। চন্দ্রগ্রহণকালে মহাপ্রভুর আবির্ভাব। নবদ্বীপে মহানন্দ। জগন্নাথগৃহে লোকারণ্য, পুত্রমুখ দর্শনে নানাবিধ দান ও অনন্দোৎসবের চরমভাবে বর্ণনা। মহাপ্রভুর

নাম করণ বাল্যলীলা, গৌরাঙ্গ দেবের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন, দেবগণকর্ত্তৃক গৌরাঙ্গ স্তুতি, অশুচি স্থানে যাইলে এবং মাতা তিরস্কার করিলে জননীর প্রতি প্রভু তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দেন। পুত্রের ঔদ্ধত্য দেখিয়া শচীর "আজি বাক্য নাহি শুন উদ্ধতের মত। বৃদ্ধ কালে তুমি মোরে নাহি দিবে ভাত ॥" ইত্যাদি রূপে স্নেহ সূচক আক্ষেপ। নবদ্বীপের ঘাটে জলকেলী, বালিকা-গণের নৈবেদ্য কাড়িয়া লওয়া, উপনয়ন (৯৪ পৃ), জগন্নাথমিশ্রের স্বর্গারোহণ (১০২ পৃ), বিদ্যারম্ভ, বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিবাহ (১০৫পৃ), পদ্মা নদী পার হইয়া বঙ্গদেশে যাত্রা (১২৬ পৃ), সর্পাঘাতে বিরহকাতরা লক্ষ্মীর প্রাণবিয়োগ (১২৮ পৃ), লক্ষ্মীর পূর্ব্বজন্মের কথা (১৩১পৃ), কাশীনাথ পণ্ডিতের ঘটকালীতে সনাতনমিশ্রের কন্যাবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় বিবাহ (১৩২ পৃ), পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে গয়াযাত্রা (১৪৪ পৃ), পথমধ্যে জ্বর হওয়ায় অসভ্য নীচ ব্রাহ্মণের পাদোদক পানে জ্বরনিবারণ (১৪৬ পৃ), হালিসহরবাসী ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ (১৪৭ পৃ), মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্তি (১৪৮পৃ-২পং), হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমোন্মত্ততার বীজ বপন (ঐ), গয়াতে পিণ্ড-দানাদি (১৪৯ পৃ), তথা হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া পুনশ্চ নিবৃত্তি ও নব-দ্বীপে উপস্থিতি ও শচীদেবীব সহ সাক্ষাৎকারাদি।

মধ্যখণ্ড।

(১৫৩—২৮৯ পৃষ্ঠা)

ভক্তসহ সাক্ষাৎকার। কৃষ্ণভক্তি ও হরিনামের প্রাধান্য। ভক্তসঙ্গে আন্তরিক ভাব লইয়া আলোচনা, মুরারিমিশ্র কৃত সংস্কৃত চৈতন্যচরিত নামক কাব্যের অন্তর্গত "রামাষ্টক" আস্বাদ (১৮১ পৃ), নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত প্রথম মিলন (১৮৮ পৃ), শ্রীনিবাসগৃহে নিত্যানন্দ সহিত কীর্ত্তন বিলাস। নিত্যানন্দের কোপীন লইয়া ভক্তমস্তকে বন্ধন (১৯৭ পৃ), নিত্যানন্দাদি ভক্ত সঙ্গে মহা সমারোহে সঙ্কীর্ত্তন, জগাই মাধাই উদ্ধার (২০৩—২০৯ পৃ), বৃন্দা-বন-ভাবোন্মাদ (২২৭ পৃ), কেশবভারতীর সহিত সাক্ষাৎ (২২৯ পৃ), সন্ন্যা-সের সূত্রপাত (২৩৫ পৃ) বৈরাগ্য ভাব প্রদর্শন, শচীর বিলাপ, বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিদ্রিতাবস্থায় ত্যাগ করত গঙ্গা পার হইয়া (পশ্চিম পার দিয়া) কাটোয়া যাত্রা (২৪৭পৃ), ভক্তগণের বিরহ, কাটোয়াতে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস

প্রার্থনা (২৫০ পৃ), ভারতীর প্রত্যাখ্যান, মহাপ্রভুর বিনয়। সন্ন্যাস-মন্ত্র দান করিতে পরাঙ্মুখ হইলে ভঙ্গীতে ভারতীর কর্ণে স্বপ্নদৃষ্ট মন্ত্র বলিয়া দেওয়া (২৫২ পৃ), ক্ষৌরকালে নাপিতের খেদ ও বর প্রাপ্তি (২৫৪ পৃ), সন্ন্যাস গ্রহণের পর রাঢ় দেশে ভ্রমণ, নবদ্বীপে আগমন, শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে মিলন, নীলাচল যাত্রা, পথে নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ (২৬৯ পৃ) ঘাটোয়াল-গণের নিকট ভক্তগণের উদ্ধার ও একজন ঘাটোয়াল এক ভক্তের কম্বল কাড়িয়া লইলে ঘাটোয়ালকে ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া উদ্ধার, নানাতীর্থ দেখিতে দেখিতে একাম্র নগরে উপস্থিতি ও শিবদর্শন, প্রসাদি পানা (সরবৎ) পান, শিবপ্রসাদ গ্রহণের সমাধান (২৭৯ পৃ), পুরীতে মার্কণ্ডাদি দর্শন (২৮১ পৃ), সার্ব্বভৌম মিলন, ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখান, সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক স্তব, যাহার নাম "চৈতন্যসহস্রনাম" (২৮৬—২৮৮ পৃ)।

শেষখণ্ড।

(২৯১—৩৪৬ পৃষ্ঠা)

জীয়ড় নৃসিংহাদি দাক্ষিণাত্যতীর্থ ভ্রমণ, জীয়ড়ের উৎপত্তি বর্ণনা (২৯২ পৃ), কাঞ্চীনগরে উপস্থিতি তাহার ঘটনা (২৯৬ পৃ), কাবেরী সেতুবন্ধাদি অনেক তীর্থ দর্শন, নৃসিংহানন্দ পুরী কানাইর নাট্যশালা পর্য্যন্ত মনে ২ এক প্রকাণ্ড জাঙ্গাল (সেতু) নির্ম্মাণ করেন প্রভুর সেই পর্য্যন্ত গমন, নীলাচলে আসিয়া ঝাড়িপথে বৃন্দাবন যাত্রা তথায় যাইয়া কৃষ্ণদাস সঙ্গে সমস্ত স্থান দর্শন, পুনশ্চ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা, পথে গোয়ালার ঘোল খাইয়া কলসী পূর্ণ করিয়া অর্থদান (৩২৫ পৃ), নবদ্বীপে উপস্থিতি ভক্তসঙ্গে মিলন, জননী শচীদেবীর সাক্ষাৎ, সকলকে প্রবোধ দিয়া নীলাচল যাত্রা, প্রতাপরুদ্রকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়া উদ্ধার, দ্রাবিড়বাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধনার্থে জগন্নাথ সমীপে হত্যা দেয় সমুদ্রজলোত্থিত বিভীষণের সহিত মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলন ও দারিদ্র্য মোচন (৩৩২—৩৩৮ পৃ), ভক্তগণ সমীপে শেষ বিদায় লইয়া অতীব কাতর ভাবে **জগন্নাথ দর্শনে গমন ও তাঁহার অঙ্গে বাহু ভিড়িয়া লীন হওয়া** (৩৩৯—৩৪০ পৃ) গুঞ্জাবাড়ী হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ দ্বারা জগন্নাথদেবের দ্বার উদ্ঘাটন ও গুঞ্জাবাড়ীতে "মহাপ্রভুর অদর্শন" হইয়াছে, ইহা ঐ ব্রাহ্মণের

প্রত্যক্ষ বিষয়, এতদ্বিষয়ের বর্ণন (৩৪০—৩৪১ পৃ), নীলাচলে ভক্তগণের বিরহ, শ্রীনরহরি সরকারের বৃত্তান্ত (৩৪১পৃ), গ্রন্থকর্ত্তা লোচনদাসের বিশেষ পরিচয় (৩৪৪ পৃ), গ্রন্থ সম্পূর্ণ (৩৪৬ পৃ)।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

অশুদ্ধশোধন=এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনের ৪ (।০) পৃষ্ঠায় ১৭ পঙ্‌ক্তিতে "সাক্ষাৎকারের" এই স্থলে "অদর্শনের" এইরূপ হইবে।